পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

[রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোসিপ্ নিবন্ধমালা, ১৯২৮-১৯২৯]

তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্.

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৩০

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 384B.—March, 1930.—E.

যাঁহারা বাঙ্গালা দেশকে ভালবাসেন, তাঁহাদের

কর-কমলে

বিষয়-সূচী

কাব্যের নাম		পৃষ্ঠা
১।	মাঞ্জুর মা	১-৩৪
২।	কাফেন চোরা	৩৫-৭০
৩।	ভেলুয়া	৭১-১৪০
৪।	হাতী-খেদা	১৪১-১৭৯
৫।	আয়না বিবি	১৮১-২১৬
৬।	কমল সদাগর	২১৭-২৬৫
৭।	শ্যাম রায়	২৬৭-২৯৪
৮।	চৌধুরীর লড়াই	২৯৫-৪৪০
৯।	গোপিনী-কীর্ত্তন	৪৪১-৪৯১
১০।	সুজা-তনয়ার বিলাপ	৪৯৩-৫০৬
১১।	বারতীর্থের গান	৫০৭-৫২৬

চিত্র-সূচী

	নাম	পৃষ্ঠা
	প্রচ্ছদপট—রঙ্গমালা ও রাজচন্দ্র	৫৮৩
১।	জনৈক পালা-গান গায়ক এবং তাঁহার আসর	ভূমিকার পর।
২।	মাঞ্জুর মা কর্ত্তৃক তরুণ হাসেনকে জল হইতে উদ্ধার ...	২৭
৩।	সারেঙ্গের সুর-মুগ্ধা ভেলুয়া	১২৮
৪।	কাজি মুনাফের দীঘি	১৩১
৫।	ভেলুয়া দীঘি	১৩৮
৬।	সাতটী পরী	১৬০
৭।	হাতী-খেদা (১ম চিত্র)	১৭৪
৮।	হাতী-খেদা (২য় চিত্র)	১৭৭
৯।	উজ্জ্বল ও আয়না	১৯৮
১০।	বেদিয়া-বেশিনী আয়না	২১৩
১১।	গাবুরিয়া রাজার প্রতি ডোম-কন্যার উক্তি ...	২৮১
১২।	চৌধুরী বাড়ির কামান	৩০৯
১৩।	চৌধুরীদের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ	৩১১
১৪।	রাজেন্দ্র চৌধুরীর দীঘি	৩১৪
১৫।	রঙ্গমালার দীঘি	৩৭৯
১৬।	চাঁদ ভাণ্ডারী ও রঙ্গমালা	৪০৭
১৭।	মহম্মদ রেজা ও সৈন্যদল*	৪৩৮
১৮।	গোপবালক ও কৃষ্ণ	৪৫৮
১৯।	নাগরমণীগণ ও কৃষ্ণ	৪৬০
২০।	স্ত্রীলোকের শিল্প-নমুনা (১) ...	গ্রন্থ-শেষে
২১।	ঐ (২)	ঐ
২২।	ঐ (৩)	ঐ
২৩।	ঐ (৪)	ঐ

* ইংরেজী অনুবাদ (তৃতীয় খণ্ড, ১ম ভাগ, ৩০৫পৃঃ) দ্রষ্টব্য

রত্নমালা ও রাজচন্দ্র—১৮১ পৃঃ

ভূমিকা

ভাষা

পালাগানগুলির এই সংখ্যা ও পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাগুলির মধ্যে ভাষাসম্বন্ধে অনেক বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। বঙ্গভাষার এখনও কোন নিজস্ব ব্যাকরণ রচিত হয় নাই। যাঁহারা এযাবৎ বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই সম্পূর্ণভাবে পাণিনি অথবা বোপদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, নিজের স্বাধীন চিন্তা বা চেষ্টা দ্বারা কিছু নূতন জিনিষ দিয়া যান নাই। ভবিষ্যতের বৈয়াকরণিক ও ভাষা-সন্ধানকারীদের কার্য্যের সুবিধার জন্য পালাগানের অন্তর্গত ভাষার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজনীয়। আমি কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি :—

(১) 'হ' প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া 'অ' হইয়া থাকে। একজন পশ্চিমবঙ্গের লোক যে স্থলে 'হাঁ' বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের একজন লোক সেই স্থলে বলিবেন 'অয়'। এই সমস্ত পালাগানে আমরা 'হিন্দু' স্থানে 'ইন্দু', 'হাতী' স্থানে 'আতি', 'হেন' স্থানে 'এন', 'হইয়া' স্থানে 'অইয়া', 'হইব' স্থানে 'অইব', 'মহাল' স্থানে 'ময়াল' দেখিতে পাই।

(২) 'ও' প্রায়ই 'উ'-তে পরিণত হয়; যথা, 'কোণা'—'কুণা', 'কোরাণ'—'কুরাণ', 'ছোট'—'ছুটু' ও 'ছুডু', 'বোচকা'—'বুচকা', 'জোখা' (লেখা-জোখা)—'জুখা', 'গোয়াইল'—'গুয়াইল', 'ঘোল'—'ঘুল', 'সোত' (স্রোত)—'সুত', 'প্রবোধ'—'পরবুদ', 'সোদর'—'সুদুর', 'সোণালী'—'সুনালী', 'সোয়ার' (ঘোড়-সওয়ার)—'সুয়ার', 'মোচ' (গুম্ফ)—'মুচ', 'যোগ'—'যুগ', 'কোল' (ক্রোড়)—'কুল', 'খোল' (উন্মুক্ত করা) স্থলে 'খুল'।

(৩) 'উ' কখনো কখনো পরিবর্ত্তিত হ ইয়া 'ও' হইয়াছে; যথা, 'তুফান' স্থলে 'তোফান'।

(৪) 'ট' ও 'ঠ' স্থানে 'ড'; যথা, 'ছোট' স্থলে 'ছুডু', 'কাঠি' স্থলে 'কাডি', 'পাঁঠা' স্থলে 'পাঁডা'।

(৫) 'ঢ' স্থলে 'ড'; যথা, 'ঢোল' স্থলে 'ডুল'।

(৬) 'ন' স্থলে 'ল'; যথা, 'নাড়া' স্থলে 'লাড়া'।

(৭) পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় 'স' ও 'শ'-কে প্রায়ই 'হ'-তে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ইহার উদাহরণ এত বেশী যে অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। 'সেই' স্থলে 'হেই', 'সেওলা' স্থলে 'হেওলা', 'সাজি' স্থলে 'হাজি', 'শালা' স্থলে 'হালা', 'শুধু' স্থলে 'হুদু', 'শত' স্থলে 'হত' প্রায়ই পাওয়া যায়। 'শত' স্থানে 'হত' প্রয়োগের একটি রহস্যজনক গল্প আছে। একটি সংস্কৃত শ্লোক পশ্চিমবাসীদিগকে পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতদের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছে; কারণ আশীর্ব্বাদ-কালীন 'শতায়ুস্ত্বং ভবিষ্যসি' স্থলে পূর্ব্ববঙ্গীয় পণ্ডিত বলিবেন, 'হতায়ুস্ত্বং ভবিষ্যসি'—অর্থ দাঁড়াইবে বিপরীত।

(৮) কয়েক স্থলে আবার 'হ'-এর পরিবর্ত্তে 'স'-এর ব্যবহার দেখা যায়; যথা, 'হেন কালে' স্থানে 'সেন কালে', 'হাতী' স্থানে 'সাতি'।

অনেক স্থলে প্রায় অকারণেই কোন কোন শব্দে একটি অতিরিক্ত স্বরবর্ণ যুক্ত হইয়া থাকে; যথা, 'কন্যা' স্থলে 'কৈন্যা', 'বক্ষ' স্থলে 'বৈক্ষ', 'লক্ষ্য' স্থলে 'লৈক্ষ্য', 'সন্ধান' স্থলে 'সৈন্ধান', 'অঞ্চল' স্থলে 'ঐঞ্চল'। এখানে 'ঐ'-এর ব্যবহার অকারণ। আবার এইরূপ ভাবেই অনেক স্থলে 'উ' স্বরবর্ণটিকে শব্দমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়; যথা, 'রাখাল' স্থলে 'রাউখাল'। 'কবর' স্থলে 'কয়বর' কথায় এইরূপে 'য়'টি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। কখনো কখনো কোন কোন বর্ণের লোপ হয়; যথা, 'মহাজন' স্থলে 'মাজন'; এ ক্ষেত্রে কেবল 'হ'টি লুপ্ত হইয়াছে এবং 'আ'কার 'ম'কারের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। 'মোড়ল' স্থানে 'মড়ল' হওয়ায় 'ও'কার লুপ্ত হইয়াছে এবং 'স্থান' শব্দের পরিবর্ত্তে 'থান', 'স্তন'-এর পরিবর্ত্তে 'তন' হওয়ায় 'স'কারের লোপ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় বর্ণের দ্বিত্ব-বিধান আর একটি বিশেষত্ব; যথা, 'হুকা' স্থলে 'হুক্কা', 'শিকা' (শিকে)—'শিক্কা'।

আবার বহুস্থলে পূর্ব্ববঙ্গের কথা বলিবার রীতি পশ্চিমবঙ্গ হইতে ভিন্ন। 'লাগা' শব্দটির ক্রিয়াপদের সহিত যুক্ত হওয়ার রীতি পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুররূপে চোখে পড়ে; যথা, 'খাওন লাগে', 'যাওন লাগে', কর্‌বার লাগ্‌ছে', 'যাবার লাগ্‌ছে'। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দুইটি শব্দের স্থলে বলা হয়, 'খেতে হয়', 'যেতে হয়' এবং পরবর্ত্তী দুই স্থলে 'কচ্ছে', 'যাচ্ছে' ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গেও ক্রিয়াপদের শেষে 'লাগা' কথাটি ব্যবহৃত হইত; ছেলে-ভুলানো ছড়ায় আমরা ইহার অনেক উদাহরণ খুঁজিয়া পাই; যথা, "লোটন লোটন পায়রাগুলি নাচ্‌তে লেগেছে!" কেবল ছড়ায় নহে, পশ্চিমের চলিত কথায়ও ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। 'সে কর্‌তে লেগে গেছে', 'সে উঠে পড়ে লেগেছে' প্রভৃতি কথায়, 'লাগা' শব্দটি ঠিক পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবহারের মত না হইলেও ক্রিয়াপদের শেষে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আবার পশ্চিমে 'লাগা' কথাটির একটি বিশেষে ব্যবহার আছে; 'বড্ড লেগেছে' কথায় 'লাগা' শব্দটি 'আঘাত' বা 'ব্যথা' বুঝায়। পূর্ব্ববঙ্গীয়েরা ঐ শব্দটি ঐ অর্থে ব্যবহার করেন না; তাঁহারা 'ব্যথা লাগা', 'চোট লাগা' বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাষায় কেবল 'লাগা' শব্দের ঐরূপ অর্থ বুঝায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের 'দেওয়া' ক্রিয়াপদটিরও ব্যবহার পশ্চিম হইতে স্বতন্ত্র; পশ্চিমবঙ্গে ঐ স্থলে 'ফেলা' ক্রিয়াপদটির ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে 'বলে দিল', 'হেসে দিল', 'কেঁদে (কাইন্দা) দিল', ইত্যাদি কথার রীতি। পশ্চিমবঙ্গে সেইস্থানে 'বলে ফেল্ল', 'হেসে ফেল্ল', 'কেঁদে ফেল্ল', ইত্যাদি পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা অনুজ্ঞা বুঝাইতে 'দেওয়া' ক্রিয়াটির কোনও প্রকার-ভেদ অন্য ক্রিয়ার শেষে জুড়িয়া দেন; যথা, 'ডেকে দে', 'ফেলে দে', 'ছেড়ে দে', কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ঐরূপ স্থলে শুধু 'ডাক্‌', 'ফ্যাল্‌', 'ছাড়্‌' ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আজকাল উভয় দেশের লোকের মধ্যে অধিকতর মেলামেশার ফলে কথিত ভাষার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমি সুদূর পল্লীগ্রামের ভাষা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি;

বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত কথার প্রণালী হইতে ঐ সকল স্থানের ভাষা এখনও সম্পূর্ণ দূরে রহিয়াছে।

পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালা শব্দ বহুবচনাত্মক ছিল, তাহা এখনও উহাদের পুরাতন ব্যবহার লক্ষ্য করিলে টের পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কথায় এখনও তাহাদের বহুল দৃষ্টান্ত আছে; যেমন, 'মুখ' স্থলে 'মুখা' ('মুখা' বলিতে ঠিক 'মুখ' বুঝায় না, পরন্তু কুম্ভকারেরা যে পোড়ান মাটির ছাঁচ হইতে দেবদেবীর মুখ গড়ে তাহাই বুঝায়); 'বক' স্থলে 'বগা' ('শুক্‌না বিলে বগা চরে'—ডাকের বচন), 'কাক' স্থলে 'কাগা', 'চাঁদ' স্থলে 'চাঁদা', 'হাত' স্থলে 'হাতা', (হাত নহে, রান্না ঘরে ব্যবহৃত হস্তাকৃতি লৌহদণ্ড), 'ছত্র' স্থলে 'ছাতা', 'গন্ধপুষ্প' (এক প্রকার ফুল) স্থলে 'গান্ধা', 'মস্তক' স্থলে 'মাথা', 'পত্র' স্থলে 'পাতা', 'বক্ষ' স্থলে 'বুকা' (লাউ কুমড়া প্রভৃতি তরিতরকারীর খণ্ডিত মধ্যভাগ), 'রক্ত' স্থলে 'রাতা'।

'পাতা', 'রাতা', 'মাথা' প্রভৃতি শব্দে আমরা দেখিতে পাই, যে দ্বিত্ব অক্ষরটির একটি ছাড়িয়া দেওয়ার পর 'আ' এই দীর্ঘস্বরটি দ্বিত্ব অক্ষরটির পূর্ব্বাক্ষরে যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু শব্দের পশ্চাতে 'আ' স্বরটি বহুবচনবাচক তাহাতে সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের 'যাব', 'খাব' ক্রিয়াগুলি পূর্ব্ববঙ্গে 'যামু', 'খামু' আকারে দৃষ্ট হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য-গ্রন্থাদিতে ক্রিয়ার শেষোক্ত রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে পূর্ব্বে এই ক্রিয়াপদগুলির বিভিন্ন রূপ উভয় প্রদেশেই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে, প্রদেশবিশেষে ক্রিয়ার এক একটি বিশেষ রূপ স্থায়ী হইয়া গিয়াছে।

সংশোধনের প্রস্তাব

পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম খণ্ডের প্রকাশের পর হইতে আমাকে মৈমনসিংহের বহু ভদ্রলোক বন্ধুভাবে কতকগুলি ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি সম্পাদক হিসাবে যে শব্দার্থসূচী দিয়াছি, এই সংশোধনের প্রস্তাব

মূলতঃ তৎসম্পর্কীয়। এ সম্বন্ধে আমি আমার ত্রুটী বেশ ভালই জানি এবং সেই জন্য ঐ সকল ভদ্রলোককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে আমি নিজে একজন পূর্ব্ববঙ্গের লোক এবং আমি স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্য-ক্ষেত্রে আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ পরিশ্রম করিতেছি। আমার পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষাসম্বন্ধে জ্ঞান কেবল যে প্রত্যক্ষ, তাহা নহে, উহা তুলনা-মূলক আলোচনার ভিত্তিতে স্থাপিত, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে সমালোচকগণের অপেক্ষা আমার সুবিধা অধিকতর। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা যে সব সংশোধনের প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন, হয়ত তাহার সমস্তগুলি আমি গ্রহণ করিতে পারিব না, তথাপি যে সমস্ত কথার বিশেষ প্রাদেশিক অর্থ আছে, যাহা অন্য প্রদেশের প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না, বিশেষ বিশেষ স্থলে সেই সমস্ত কথাগুলির অর্থ আলোচনার পর সংশোধন করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। নিম্নে সংশোধনের প্রত্যেক প্রস্তাব-সম্বন্ধে আমার মতামতসহ আলোচনা প্রকাশ করিতেছিঃ—

(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, এম. এ., এম. আর. এস্. (লণ্ডন), আনন্দমোহন কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক মহাশয় 'বাজু' শব্দটির উল্লেখ করিয়াছেন। আমি এই শব্দটি "বর্জ্জিত" শব্দ হইতে উৎপন্ন মনে করিয়াছিলাম। তিনি কিন্তু বলিয়াছেন যে সম্ভবতঃ পারশ্য 'বাজু' ('বাহু') শব্দ হইতে এই কথাটি আসিয়াছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি 'গ্যাল্ডউইন্' ও 'ব্ল্যাক্ম্যানে'র History and Geography of Bengal গ্রন্থের অন্তর্গত টোডর্মলের ১৫৮২ খৃঃ অব্দের Rent Rollএর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঐ পারশ্য শব্দটি আবার সংস্কৃত 'বাহু' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই শব্দ হইতে আমরা বাঙ্গালা 'বাজু' (এক প্রকার অলঙ্কার) শব্দটি পাইয়াছি।

ঐ শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালায় প্রচলিত 'বাজু'-('ও তাহা হইতে 'বাজু দেশ') শব্দ দ্বারা যে অবজ্ঞা সূচিত হইয়া থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালীদের বংশাবলীতে প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে ঐ শব্দ দ্বারা সর্ব্বদা নিকৃষ্টতা বুঝাইয়া থাকে।

কুলীনেরা সর্ব্বদাই 'বাজুদেশ'কে সমাজে নিগৃহীত ব্যক্তিদের অধ্যুষিত স্থান অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাজুদেশে বাস করিলে কৌলিন্য নষ্ট হয়। সেইজন্য 'বাজু' শব্দটির সহিত 'দেশ' যুক্ত হইলেই উহা নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু পারশ্য শব্দটি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই কথা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। পারশ্য ও সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি সাধারণ শব্দ পাওয়া যায় যাহা প্রাচীন ইন্দো-এরিয়ানদের ভাষা হইতে গৃহীত।

(২) চক্রবর্ত্তী মশায়, ফিরোজ সাহের রাজত্বকালীন কতকগুলি ঘটনার তারিখ সম্পর্কে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি প্রাপ্ত কতকগুলি মুদ্রার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই আপত্তি তুলিয়াছেন। ঐ মুদ্রা অনুসারে ফিরোজ সাহের রাজত্ব কাল ১৺৮৬ খৃঃ হইতে ১৪৮৯ খৃঃ। তিনি এই মুদ্রাসম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ দেন নাই। তাঁহার ও আমার প্রদত্ত তারিখের মধ্যে বৎসর খানেকের পার্থক্য আছে। আমি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের মৈমনসিংহের ইতিহাস হইতে ঐ তারিখ পাইয়াছিলাম। কেদারবাবুর পুস্তকখানি ঐ প্রদেশের একখানি প্রামাণিক ইতিহাস। যাহা হউক এই ব্যাপারের আরও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

(৩) চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'খোলা' (পৃঃ ৪৫, পঙ্ক্তি ১, মৈমনসিংহ গীতিকা) শব্দটির অর্থ বলিয়াছেন "ভদ্রাসন-সন্নিকটস্থ খোলা জায়গা।" পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্র এই শব্দটি বিশেষরূপ প্রচলিত এবং 'ক্ষেত' শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া "ক্ষেত খোলা" কথাটির এত বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয় যে এ ক্ষেত্রে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন নূতন অর্থ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া নিরর্থক, সুতরাং আমি আমার মত বদলাইবার প্রয়োজন দেখি না।

(৪) 'আইলা' (ঢিলা) কথাটির উল্লেখ করিয়া লেখক বলিয়াছেন যে কথাটি 'আইলা' নহে, 'আউলা'। কিন্তু তাঁহারই জেলা হইতে যে গীতিকা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 'আইলা' শব্দই আছে, সুতরাং আমি তাঁহার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

আমি পূর্ব্ববঙ্গের যে অঞ্চলের অধিবাসী সেখানে কথাটি 'আউলা' নহে, 'আইলা'।

(৫) 'শিস্থায় ভরা' (পৃঃ ৫৭, পঙ্‌ক্তি ২) কথাটি সুরেন্দ্রবাবুর মতে 'ক্ষিস্থায় ভরা' হইবে। তিনি বলেন তাঁহাদের জেলায় 'ক্ষিস্থা' শব্দের ব্যবহার আছে ও তদ্দারা ঘন দুধকে বুঝায়। আমাদের অঞ্চলে কিন্তু 'ক্ষিস্থা', একপ্রকার শসা জাতীয় ফলকে বলে; তবে যদি তাঁহাদের জেলায় কথাটি ক্ষিস্থাই হয় তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু একই জেলার বিভিন্ন স্থানে কোন কোন কথা বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইজন্য এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা চলে না।

(৬) 'চই' (পৃঃ ৫৭, পঙ্‌ক্তি ৪) শব্দটিতে যদি একপ্রকার শাকসব্জী-জাতীয় খাদ্য ও পিষ্টক উভয়ই বুঝায়, তবে শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

(৭) 'বউগড়া' (পৃঃ ৬৭, পঙ্‌ক্তি ১১) সুরেন্দ্রবাবু বলেন যে নববধূ যখন প্রথম স্বামিগৃহে আসেন তখন এক প্রকার স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানকে 'বউগড়া' বলা হয়। সুরেন্দ্রবাবু ছাড়া আরও কয়েকজন এই একই কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা মৈমনসিংহেরই শব্দ, সুতরাং মৎপ্রদত্ত অর্থ (বউগড়া=বউসকল) ঠিক নহে।

(৮) 'ঝাণ্ডাগাড়ি' (পৃঃ ৭৩, পঙ্‌ক্তি ১৪)। 'ঝাণ্ডা' অর্থে পতাকা; 'ঝাণ্ডাগাড়ি' শব্দে একটি নিশান পুঁতিয়া অধিকার নির্দ্দেশ করা বুঝায়। আমি উহার অর্থ লিখিয়াছিলাম কেবল একটা খুঁটা পোঁতা। সুরেন্দ্রবাবুর দেওয়া অর্থ আরও বিশদ।

(৯) 'ফুইদ' বা 'হুইদ' (পৃঃ ৬৫, পঙ্‌ক্তি ৮) শব্দের অর্থ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে 'জিজ্ঞাসা করা' এবং ঐ অর্থই ঠিক, কারণ কথাটি 'শুধান' কথা হইতে আসিয়াছে।

(১০) 'নিয়ড়ে' (পৃঃ ১১৩, পঙ্‌ক্তি ৪) শব্দটির অর্থ তাঁহার মতে 'জন্য'। যদিও তাঁহার এই অর্থ গ্রহণ করিলে কোন অসঙ্গতির ভয় নাই, তথাপি কোথাও এরূপ অর্থে কথাটির ব্যবহার দেখি নাই বলিয়া আমি উহা মানিয়া লইতে পারিলাম না। ইহার ব্যবহার বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রচুর এবং

সর্ব্বদাই 'নিকটে' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানেও ঐ অর্থে শব্দটি অসঙ্গত হইতেছে না।

(১১) 'কাছ্‌লা' (পৃঃ ১১৩, পঙ্‌ক্তি ১১) শব্দটির অর্থ সুরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন 'একটি বড় মৃৎ-পাত্র' এবং আমার মনে হয় এই ঠিক। আমি মনে করিয়াছিলাম উহার অর্থ 'গাম্‌ছা'। আমার পূর্ব্বতন সহকারী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ধরের কথা অনুসারে আমার উক্ত ধারণা হইয়াছিল। সুরেশবাবু পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের অধিবাসী, ও পালাগানটি ঐ প্রদেশ হইতেই পাওয়া গিয়াছে।

(১২) 'উষ্টা' (পৃঃ ১২৮, পঙ্‌ক্তি ১২) কথাটির অর্থ, সুরেন্দ্রবাবুর মতে 'লাথি'; আমি বলিয়াছিলাম উহার অর্থ 'চড়'। ইহাও আমি সুরেশ-বাবুর কথামত বলিয়াছিলাম এবং আমার মনে হয় আমার ভুল হয় নাই, কারণ এখানে 'উষ্টা' কথাটির দ্বারা 'লাথি' বুঝাইলে কোন অর্থ হয় না।

(১৩) সুরেন্দ্রবাবু 'কারুয়া' (পৃঃ ১৪৯, পঙ্‌ক্তি ১০) শব্দটির অর্থ বলিয়াছেন 'খেরো'। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায় যে ঐ অর্থ এখানে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(১৪) 'রায়ত বিলাত' (পৃঃ ১৫৮, পঙ্‌ক্তি ২০) শব্দটির অর্থ তিনি বলেন 'অধীন হওয়া'; কিন্তু আমার জানা সেরূপ কোন নজীর পাই নাই যাহাতে ঐ অর্থ মানিয়া লইতে পারি। দোকানদারদের হিসাবের খাতায় 'বিলাত বাকী' কথাটির বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কথায় তাহারা 'বাহিরের লোকেদের বাকী দেনা' বুঝিয়া থাকে। আমার মনে হয় 'বিলাত' শব্দ, যাহাতে আজকাল 'ইংলণ্ড'কে বুঝায়, তাহারও মূল এই 'বাহিরের লোক'।

(১৫) 'চুপা' (পৃঃ ১৬০, পঙ্‌ক্তি ১৬) কথাটিতে আমি একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছিলাম, কারণ উহার অর্থ তখন জানিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন, একপ্রকার স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত ফুলের ন্যায় গঠন ও ছিদ্রবিশিষ্ট অলঙ্কারকে 'চুপা' বলে। তিনি আরও লিখিতেছেন যে কথাটির এখন আর প্রচলন নাই। তাঁহার দেওয়া অর্থটি কি অনুমান-প্রসূত, না উহার কোন নজীর আছে?

(১৬) 'ছিকর' (পৃঃ ১৮৪, পঙ্‌ক্তি ১৩) = 'পোড়ানো মাটি' আমার মনে হয় এই অর্থই ঠিক।

(১৭) 'হালি ধান' (পৃঃ ১৬০, পঙ্‌ক্তি ৭) শব্দটির অর্থ সুরেন্দ্রবাবু বলেন, 'বীজধান্য'। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায় 'হালি' শব্দটি 'শালি' শব্দের অপভ্রংশ এবং 'শালিধান' খুবই প্রচলিত কথা। কিন্তু যদি কথাটির প্রাদেশিক অর্থ ঐরূপ হয়, তাহা হইলে অবশ্য তিনি ঠিকই বলিয়া থাকিবেন।

(১৮) 'ছিটাছড়া' (পৃঃ ৩১৫, পঙ্‌ক্তি ২২) শব্দের অর্থ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে 'গোবর-জলের ছড়া'; কিন্তু তিনি মূল পালাগানটির সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে উহা হইতে পারে না এবং আমার দেওয়া অর্থই ঠিক।

(১৯) 'ইতে' (পৃঃ ৩৬১, পঙ্‌ক্তি ১৪) শব্দটি তাঁহার মতে 'ইহাতে' শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু তাহা হইলে উহা 'ইথে' হইত এবং এই শেষোক্ত শব্দটি বঙ্গসাহিত্যে বহুস্থানে পাওয়া যায়। 'হিতে বিপরীত' কথাটি এত পরিচিত এবং এই গীতিকার মধ্যেই 'হিতে' শব্দের স্থানে এতবার 'ইতে' ব্যবহৃত হইয়াছে যে মনে হয় আমার অনুমান নির্ভুল।

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দত্ত চৌধুরী, বি. এ., আঞ্জুমান হাইস্কুলের রেক্টর, অনেকগুলি শব্দের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সংশোধনের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন।

মহিমবাবু বলেন যে মুদ্রিত পালাগানগুলির কথা সকল স্থানে প্রাদেশিক উচ্চারণের সহিত মিলে না। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। পালাগান-সংগ্রাহকেরা আমার উপদেশ-সত্ত্বেও সর্ব্বদা সাধুভাষার প্রভাব কাটাইয়া চলিত শব্দ ও কথিত ভাষা ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু মহিমবাবুর সহিত সব কথাগুলির উচ্চারণসম্বন্ধে আমি একমত হইতে পারিলাম না, কারণ মৈমনসিংহের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় উচ্চারণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি পর পৃষ্ঠায় লিখিত শব্দসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) 'আচিল', 'কুট্টা', 'আন্দাইর', 'শিওরা', 'কান্দের কলসী', 'কান্দা মরে', 'জলে দিছ দেউ'—এই কথাগুলি তাঁহার মতে যথাক্রমে এইরূপ হইবে:—'আছিল', 'কইত্যা', 'আন্ধাইর', 'শিয়রে', 'কাঁখের কলসী', 'কাইন্দা মরে', 'জলে দিছ ঢেউ'।

বেশ দেখা যাইতেছে 'কান্দের', 'শিওরা', ও 'দেউ' লিপিকরপ্রমাদ। আর 'আচিল' ও 'সুদুর' যে মৈমনসিংহের অন্ততঃ কোন কোন প্রদেশে এইরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে সে বিষয় আমি স্থির নিশ্চিত।

(২) 'ভানুশ্বর' শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহ 'সূর্য্যদেব'। আমার গ্রন্থের স্থানান্তরে আমি এ কথা বলিয়াছি।

(৩) 'পশর' (পৃঃ ৫) শব্দের অর্থ 'আলো, ফর্সা'; কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম উহা 'প্রসার' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমার মত বদলাইবার কোন কারণ দেখিতে পাই না, কেন না উহা সূর্য্য-রশ্মিরও প্রসার বুঝাইতে পারে।

(৪) 'রাও চণ্ডালের হার' (পৃঃ ৭)। আমার মনে হয় আমার অর্থই ঠিক। 'রাও' এবং 'রায়' শব্দ 'রাজ'শব্দেরই অপভ্রংশ। 'রাহু' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইলে কথাটি 'রাও' না হইয়া 'রাউ' হইত।

(৫) 'শান' (পৃঃ ১০) শব্দ দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় 'ইঁট' ও 'পাথর' উভয়ই সূচনা করে। 'পাষাণ' শব্দের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(৬) 'উড়ের ধন' (পৃঃ ১৫)। মহিমবাবু বলেন 'উড়' শব্দের অর্থ 'নিকট'। 'উরস্' একটি সংস্কৃত শব্দ ও উহার অর্থ 'বক্ষঃ'; 'বুকের ধন' কথাটি সুপ্রচলিত। আমার মনে হয় সমালোচক মহাশয়ের অনুমান এস্থলে অভ্রান্ত নহে।

(৭) 'দফা' (পৃঃ ২৪)। এই কথাটির সম্বন্ধে প্রস্তাবিত সংশোধন আমি গ্রহণ করিলাম। কথাটির অর্থ 'দল' (সমষ্টি), আমার অনুমান 'আস্তাবল' নহে। কিন্তু মৈমনসিংহের ভাষায় এখনও কি 'দফা' কথাটি প্রস্তাবিত অর্থে প্রচলিত আছে, না উহা অনুমানমাত্র? যদি তাহাই হয় তবে সংশোধনটি গ্রহণ করিতে আমি দ্বিধা বোধ করিব।

(৮) 'বাস্থা' (পৃঃ ২৭) কথাটির অর্থ মহিমবাবুর মতে স্বর্ণকার (সেক্‌রা)। চলিত কথায় কিন্তু সেক্‌রার মজুরীকে 'বানি' বলে। আমার মনে হয় উভয় অর্থই চলিতে পারে, তবে মহিমবাবুর অর্থই অপেক্ষাকৃত ভাল।

(৯) 'আকাল মাকাল' (পৃঃ ২৯) কথাটি মহিমবাবুর মতে শিবজটা-স্থিত সর্পদ্বয়, 'কাল' ও 'মহাকাল' শব্দের অপভ্রংশ।

(১০) 'তাত' (পৃঃ ৩৪) শব্দটিকে 'তাহাতে' শব্দের রূপান্তর বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা তাহাই।

(১১) 'দিনের সন্ধ্যাবেলা' (পৃঃ ৩৫)। মহিমবাবু 'সন্ধ্যা' অর্থে 'সমাপ্তি' বা 'শেষ' ধরিয়াছেন। ইহা একেবারেই অচল। সর্ব্বত্রই 'সন্ধ্যা' শব্দ দ্বারা দিবাবসান সূচিত হয়। 'দিনের সন্ধ্যাবেলা' কথাটিতে 'দিনের' শব্দটির অর্থ নাই, উহা পয়ার ছন্দের নিয়ম বজায় রাখিতেছে মাত্র। মহিমবাবু 'জীবন-সন্ধ্যা' কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার অদ্ভুত ধারণা সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত ক্ষেত্রে 'সন্ধ্যা' কথাটির আলঙ্কারিক অর্থ ধরিতে হইবে।

(১২) 'নাগান্ত' (পৃঃ ৪১), 'সলাভ্য' (পৃঃ ৪১), 'উভে' (পৃঃ ৪৩) প্রভৃতি শব্দের অর্থ তিনি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দিয়াছেন। আমরা শব্দের প্রচলিত অর্থই চাহি; অনুমান করিয়া অনেক কিছুই বলা যায়। আমরা সে সমস্ত জানিবার জন্য কৌতূহলী নহি।

(১৩) 'ষরু শস্য' মহিমবাবু এবং মৈমনসিংহের আরো অন্য কয়েকজন ভদ্রলোক আমায় একবাক্যে জানাইতেছেন যে 'ষরু শস্য' কথাটি তাঁহাদের প্রদেশের একটি অতি সাধারণ কথা এবং উহা দ্বারা সর্ব্বদাই সব রকমের, কৃষিদ্রব্য' বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং আমি যে বলিয়াছিলাম, 'ষরু শস্য' কথাটি 'সরিষা' (সর্ষপ) হইতে আসিয়াছে, তাহা ঠিক নয়।

(১৪) 'করুমী' (৪৯ পৃঃ) কথাটির অর্থ, আমি ধরিয়াছিলাম, 'ঘটক'। মহিমবাবু বলেন যে উহা দ্বারা কেবল 'ঘটক' বুঝায় না, পরন্তু মজুর, মিস্ত্রি ইত্যাদি আরও অনেককে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আমি কেবল

যে স্থলে কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেইখানে তাহার অর্থ কি হইবে তাহাই দিয়াছি, অভিধানের মত যাবতীয় অর্থের তালিকা দিতে চেষ্টা করি নাই।

(১৫) 'মন্দান্যা' (পৃঃ ৪২) ও 'তুইন' (পৃঃ ১১৩) শব্দের অন্তস্থ 'ন'-কারকে তিনি স্বতন্ত্র অক্ষর বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু বলেন যে উহা সমগ্র শব্দটির একটি অচ্ছেদ্য অংশ যাহার জন্য সমগ্র শব্দটির অর্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। 'তুইন'-কে তিনি 'তুমি' শব্দের অবজ্ঞাসূচক অপভ্রংশ বলেন, কিন্তু কেবল 'তুই' শব্দটিই ত তাহার পক্ষে যথেষ্ট এবং 'তুইন' শব্দের 'ন' তাহা হইলে একান্ত নিরর্থক। আমার মনে হয় যে ঐ 'ন', 'না' শব্দের অপভ্রংশ এবং যে শব্দের সহিত যুক্ত হয় তাহাতে জোর বুঝায়। 'না' শব্দ দ্বারা সব সময়ই অসম্মতি বুঝায় কিন্তু এই সকল পালা-গানের 'না' শব্দটি এতবার সম্মতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে যে 'মন্দান্যা' ও 'তুইনের' বেলাতেও তাহাই বুঝাইবে, এই মনে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শুধু বঙ্গদেশে নহে, অন্যান্য স্থানেও 'না'-এর এই সম্মতি-সূচক অর্থে ব্যবহার একান্ত বিরল নহে। 'না' শব্দটি জিজ্ঞাসা ও সম্মতি উভয়ই বুঝায় এরূপ অর্থে এখনও প্রচলিত আছে।

(১৬) 'নিয়ড়ে' (পৃঃ ১১৩) শব্দটির অর্থ 'নিকটে' না ধরিয়া 'জন্য' ধরায় ইনিও সুরেন্দ্রবাবুর মত ভুল করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এই শব্দটির 'নিকটে' (যাহার সহিত ইহার আকারগত এতটা সাদৃশ্যও রহিয়াছে) অর্থে এত বহুল ব্যবহার রহিয়াছে যে অনুমানের আর স্থান নাই।

(১৭) 'খামারিয়া জমি' (পৃঃ ১১৪) কথাটি দ্বারা স্পষ্টভাবে কর্ষণোপযোগী জমিকে বুঝাইতেছে; বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র কথাটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মহিমবাবু বলেন ইহার অর্থ হইবে 'ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেওয়া একখণ্ড জমি'; আমি জানি না উহার স্থানীয় অর্থ ঐরূপ কি না।

(১৮) মহিমবাবু বলেন 'জুলুঙ্গা' (পৃঃ ১৬৭) শব্দটি দ্বারা বাঁশের চেয়াড়ী দ্বারা নির্ম্মিত পাখীর খাঁচা বুঝাইয়া থাকে। আমার মনে হয় এই অর্থই ঠিক।

(১৯) 'কেরুয়াল' (পৃঃ ১৯৯) কথাটি আমি 'কাণ্ডার' শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াছিলাম। অনেক পুরাতন বাঙ্গালা কবিতায় কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, "কাঁধে কেরুয়াল করি হাসয়ে মুরারি।" (মালাধর বসু প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল,' শক ১৩৯৫।) ইহা দ্বারা 'দাঁড়' বুঝাইলে তরণী বাহিবার সময় উহা মাঝির স্কন্ধে থাকিত না। 'কাণ্ডার' শব্দ হইতে যে 'কেরুয়াল' শব্দের উৎপত্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি মৈমনসিংহের স্থানীয় ভাষায় উহার অর্থ 'দাঁড়' হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আসল অর্থ হইতে উহা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। এক প্রদেশের শব্দ অন্য প্রদেশে ব্যবহৃত হইবার সময় যে এরূপ বহু অর্থানৈক্য ঘটিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 'কেরুয়াল' কথাটি 'কাঁড়াল' কথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং 'র' 'ল'-তে পরিবর্ত্তিত হয়, এই নিয়মানুসারে উহা 'কাণ্ডার' হইতে আসিয়াছে ইহা বুঝিতে পারা কঠিন হইবে না।

(২০) 'চুটিয়াচুটী' (পৃঃ ২৪৪)। মহিমবাবুর মতে ইহা 'চুটিয়া ময়না' নামক একপ্রকার স্থানীয় পক্ষিবিশেষের নাম।

(২১) 'হানা' (পৃঃ ২৭২) শব্দটির মৎপ্রদত্ত অর্থ (নষ্ট করা, আঘাত করা, আক্রমণ করা) সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া ইনি বলেন উহার অর্থ হইবে 'আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল'। আমি কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ। ইহা বঙ্গভাষায় সুপ্রচলিত কথা এবং আমার দেওয়া পূর্ব্বেকার অর্থই বজায় রাখা সঙ্গত মনে করি।

(২২) 'পাছাড়ি' (পৃঃ ৩১৮) শব্দের অর্থ ইঁহার মতে 'পাছাপাড় সাড়ী', কিন্তু ইহা ভুল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বহুস্থলে 'পাছাড়ি' শব্দটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহাতে একপ্রকার মোটা কাপড়কে বুঝায়। ("বিনে বান্দী নাহি পিন্ধে পাটের পাছাড়ি"— ময়নামতী গান।)

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী, জয়কা পোঃ, কামারাটিয়া, মৈমনসিংহ, আমাকে কতকগুলি বিষয় সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন যে 'জালিয়ার হাওর' কিশোরগঞ্জের দক্ষিণে নয়, উত্তর-পূর্ব্বে। কিশোরগঞ্জের দক্ষিণে যে হাওর আছে, তাহাকে 'বড় হাওর' বলে। তাঁহার

প্রস্তাবগুলি সাধারণতঃ সমীচীন মনে হয়; আমি নীচে সেগুলি উল্লেখ করিলাম।

(১) 'জুইতের ঘর' শব্দের অর্থ আমি ভাবিয়াছিলাম 'সুসজ্জিত বাড়ী' কিন্তু দেখিতেছি উহার একটা স্থানীয় অর্থ আছে। অমূল্যবাবু বলেন যে উহা একপ্রকার 'বাঙ্গালা ঘর'-কে বুঝায়। তিনি ঐরূপ বাড়ীর একটি ছবিও আঁকিয়া পাঠাইয়াছেন ও তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে উহা পূর্ব্বকালীন খিলানওয়ালা একপ্রকার মন্দিরের মত গৃহ। প্রসিদ্ধ লেখক ফাগুর্সন বাঙ্গালীদিগকে উহার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও ঐরূপ গৃহ মৈমনসিংহে বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন কালে 'জুইতের ঘর' ইষ্টক নির্ম্মিত হইত, এখন উহা বাঁশ ও খড়ের দ্বারা তৈয়ারী হয়।

(২) 'কামলা' (পৃঃ ৬২, পঙ্‌ক্তি ১১)। অমূল্যবাবুর পত্র হইতে বুঝিতে পারিলাম যে উহার অর্থ কেবল 'দিন মজুর' নহে, পরন্তু পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে উহা দ্বারা কারুশিল্পীদিগকেও বুঝাইয়া থাকে।

(৩) 'ঝাপে ঝুপে' (পৃঃ ৬২, পঙ্‌ক্তি ১১)। অমূল্যবাবুর মতে 'ঝাপ' শব্দে 'বেড়া' বা 'ছাউনী'র নিম্নদেশ বুঝায়; আমাদের জেলায় (ঢাকা) কিন্তু উহা দ্বারা খড়ের বা চেটাইয়ের দরজাকে বুঝায়।

(৪) 'তিন আবা দিয়া'-র (পৃঃ ৬৩, শেষ পঙ্‌ক্তি) অর্থ আমি ভাবিয়াছিলাম তিনবার মুখে হাতের চেটো দিয়া 'আবা' 'আবা' শব্দ করা (ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলিতে খেলিতে বিরতি প্রার্থনা করিবার সময় 'আবা' দেয়)। বৈষ্ণব পদাবলীতেও উহার এই অর্থে ব্যবহার আছে। অমূল্যবাবু এ সম্বন্ধে আমার সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু ঐ অর্থ একেবারেই খাটিবে না এবং এখানে 'তিন আবা দিয়া' নববধূকে বরণ করিবার সময় কুলস্ত্রীরা যে চালের গুঁড়ির আলিপনা দেয়, তাহাকে বুঝাইতেছে। তিনি তাঁহার পত্রে এইরূপ একটি আলিপনার চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের জেলায় ইহা একটি সুপরিচিত প্রথা এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই অর্থে ইহার প্রয়োগ সুষ্ঠু হইবে সন্দেহ নাই, সুতরাং আমার মনে হয় অমূল্যবাবুর প্রস্তাবিত অর্থই এক্ষেত্রে গ্রহণ করা উচিত।

(৫) 'সরাইয়ের পথে' (পৃঃ ৬১, পঙ্‌ক্তি ১২)। 'সরাই' শব্দের অর্থ 'হোটেল', 'পান্থনিবাস' এবং আমি সেই অনুসারেই উহার অর্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু অমূল্যবাবুর নিকট জানিতে পারিলাম যে 'সরাই' কথার স্থানীয় অর্থ 'প্রশস্ত' (চওড়া)। কিন্তু প্রশস্ত' হইলে পশ্চাতের 'এর'-শব্দের সার্থকতা কি?

(৬) 'কাছ্‌লা' (পৃঃ ১২৩, পঙ্‌ক্তি ১১) শব্দের আমি অর্থ করিয়াছিলাম, 'গামছা' কিন্তু অমূল্যবাবু বলেন ইহা ভুল, উহার অর্থ 'এক প্রকার মৃৎ-পাত্র'। সুরেন্দ্রবাবুও এই কথা বলিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমি আলোচনা করিয়াছি।

(৭) 'বাগুনি' (পৃঃ ১২৭, পঙ্‌ক্তি ২) শব্দের অর্থ তাঁহার মতে 'ব্যাঘ্রী' ও 'বাঘিনী' শব্দ হইতে উৎপন্ন।

মহিমবাবুর মতই অমূল্যবাবু ও সুরেন্দ্রবাবু 'বউগড়া' (পৃঃ ৬৭, পঙ্‌ক্তি ১১), 'বান্যা' (পৃঃ ২৭, পঙ্‌ক্তি ৭), 'জুলুঙ্গা' (পৃঃ ১৬৭, পঙ্‌ক্তি ১৭), 'হালিধান' (পৃঃ ১৮৬, পঙ্‌ক্তি ৭) শব্দের অর্থ সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে ইঁহাদের ঐক্য আছে।

(৮) 'কাগমালা' (পৃঃ ২৬৮, পঙ্‌ক্তি ২০) শব্দের অর্থ আমি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছিলাম 'শিকা'; কিন্তু অমূল্যবাবু বলেন যে রান্নাঘরের বাসন রাখিবার জন্য একটা বাঁশের খুঁটার উপর যে আধার তাহাকে 'কাগমালা' বলে। কথাটি সম্পূর্ণ স্থানীয়, সুতরাং আমার মনে হয় তিনি ঠিকই বলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, এম্. এ., কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক, 'বউগড়া' ও 'জুইতের ঘর' শব্দদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সমালোচকদের মত সংশোধন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া আর নূতন কিছু না থাকায় উহার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক মনে করি।

'পাণখিল' (পৃঃ ১০৪) শব্দটিকে আমি 'পাণখিলি' শব্দের অপভ্রংশ ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু ধনঞ্জয়বাবু বলিতেছেন যে মৈমনসিংহে ইহা বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী একটি সুপরিচিত কৃত্য। ইহাতে যদিও পাণ, সুপারি ইত্যাদির

প্রয়োজন হয়, তথাপি আরও অনেক জিনিষ আছে। গৃহাঙ্গনে আলিপনা, সিঁদূরকৌটা-স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া দাম্পত্য-জীবনের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশক কবিতাবলীর আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বাদ্যভাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই 'পাণখিলে'র অন্তর্গত। অনেক সময় এই করণীয়গুলি শেষ করিতে পূরা পাঁচ ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে।

মৈমনসিংহের জমিদার ও উকিল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি. এল্., মহাশয়ের সহিত বংশীদাসের তারিখ সম্বন্ধে আমার অনেক চিঠিপত্র লেখালিখি হইয়াছে। বংশীদাস ঐ জেলার মনসা-ভক্ত একজন বড় কবি। বংশীদাস, তাঁহার কন্যা চন্দ্রাবতী কর্ত্তৃক রচিত 'কেনারামের' গীতিকার একজন প্রধান চরিত্র। চন্দ্রাবতী 'মলুয়া' ও 'কেনারাম' এই দুইটি পালাগানের রচয়িত্রী; নয়ানচাঁদ রচিত একটি পালাগানে ইঁহার জীবনকথা করুণভাবে বিবৃত আছে।

প্রতিভাশালিনী কন্যা চন্দ্রাবতীর সাহায্যে বংশীদাস যে 'মনসামঙ্গল' কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং যাহা ৺রমানাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং কবি-প্রদত্ত রচনার তারিখ, শকাব্দ ১৪৯৭, (১৫৭৫ খৃঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মজুমদার মহাশয় বলেন যে কাব্যখানি আরো পরে লেখা। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়াছেন। আমি তাঁহার যুক্তিগুলির উল্লেখ করিতেছি। 'অঙ্কস্য বামা গতি' অনুসারে তিনি বলেন যে তারিখটি বাম দিক্ হইতে পড়িতে হইবে। কিন্তু এখানে আমরা তদ্বিপরীত দেখিতেছি। বংশীদাসের ন্যায় একজন বিদ্বান্ ব্যক্তি যে এক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন তাহা মনে হয় না। আমার মনে হয় এ যুক্তি ঠিক নহে। সংস্কৃতজ্ঞ কবি-রচিত বাঙ্গালা কাব্যেও অনেক সময় এ নিয়ম অনুসৃত হইতে দেখা যায় না। মহাকবি ভারতচন্দ্রও তদ্রচিত একটি কাব্যের শেষে লিখিয়াছেন 'সনে রুদ্রচৌগুণা'—ইহা ডান দিক্ হইতে পড়িতে হইবে, বাম দিক্ হইতে নয়। খেলারাম ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে রচিত একটি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের শেষে লিখিয়াছেনঃ—

ভুবন শাকে বায়ু মাসে শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ॥

("বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", পৃঃ ৪০০।) ইহাও ডান দিক্ হইতে পড়িতে হইবে এবং তাহা হইলে শক ১৪৪৯ অব্দ (১৫২৭ খৃঃ অঃ) পাওয়া যাইবে।

এইরূপে মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পৃষ্ঠপোষকতায়, বহু বিজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত 'কাশীখণ্ডে'র অনুবাদে তারিখ দেওয়া আছে ১৭১৪ শকাব্দ ও উহা দক্ষিণ দিক্ হইতে পড়িয়া পাওয়া যায়। অনেক সংস্কৃত কাব্যেও সর্ব্বদা 'অঙ্কস্য বামা গতি' নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 'বল্লাল-চরিতে' আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত অমৃতানন্দ গুপ্ত কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, রাজা হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কীয় সাভারের শিলালিপিতে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহাও ডান দিক্ হইতে পড়িতে হইবে। সুতরাং মজুমদার মহাশয়ের এই যুক্তি টিকিতে পারে না। তাঁহার সহিত আমার যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার সারাংশ এখানে দিবার প্রয়োজন দেখি না, কারণ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টি (যে বংশীদাসের গ্রন্থখানি আরও পরে রচিত হইয়াছিল) একটি ভুল গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাকে এই ভুলটি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই তাঁহার সমস্ত যুক্তিতর্ক একযোগে ভূমিসাৎ হইবে। আমার বিশ্বাস তিনি গ্রন্থশেষে প্রদত্ত তারিখটি বিনাতর্কে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন। তাঁহার গণনা (যাহার ভিত্তি কবির বংশ-পরিচয়ের গ্রন্থ) অনুসারে বংশীদাস প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি বলেন, "পুস্তকের শেষে উল্লিখিত তারিখ (১৪৯৭ শকাব্দ) অনুসারে গ্রন্থখানি ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।" তিনি বলেন, ইহা অসম্ভব। তিনি সমসাময়িক ইতিহাসের সাহায্যে ও বহুবিধ প্রমাণের বলে তর্ক করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বংশীদাস ঈশার্থাঁ অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন না। কিন্তু তিনি কোথা হইতে পাইলেন যে বংশীদাস ৪৫২ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন? গ্রন্থের শেষের তারিখ অনুসারে বংশীদাস ১৪৯৭ শকাব্দে জীবিত ছিলেন; এখন ১৮৪৯ শকাব্দ, সুতরাং তিনি ৩৫২ বৎসর পূর্ব্বেকার লোক। গ্রন্থের শেষে দেওয়া তারিখ, ১৫৭৫ খৃঃ অঃ এবং তাঁহার দেওয়া তারিখ

১৬২৭ খৃঃ অঃ; সুতরাং তফাৎ ১৫২ বৎসরের নহে, মাত্র ৫২ বৎসরের। তিনি যোগে ভুল করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে দেওয়া তারিখ হইতে বংশীদাস যে ঈশাখাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন তাহা পাওয়া যায় না। ঈশাখাঁ মানসিংহের সহিত ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বংশীদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'মনসামঙ্গল' লিখিয়াছেন, সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে তাঁহারা সমসাময়িক। আমি একটা সামান্য অঙ্কের ভুল দেখাইবার জন্য এতটা স্থান লইতাম না, কিন্তু ইহা হইতে যতীন্দ্রবাবু অন্যান্য যে সকল কথার উত্থাপনা করিয়াছেন, তাহা প্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় এই আলোচনাটুকু করিতে হইল।

তিনি আরও বলেন যে চন্দ্রাবতী তাঁহার পিতার যে দারিদ্র্যের কথা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য নহে; কারণ তাঁহাদের বংশধরেরা ধনী, বংশীদাসের নামে কতকটা স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ কালেক্টারীর দলিল-পত্রে পাওয়া যায়। তাঁহার বংশধরেরা পূর্ব্বকালে দেশের মধ্যে সম্পদ্‌শালী এবং ক্ষমতাপন্ন ছিলেন এবং এখনও আছেন। ধনী বংশধরেরা অনেক স্থলে শুনিতে পছন্দ করেন না যে তাঁহাদের খ্যাতনামা পূর্ব্বপুরুষ এত দরিদ্র ছিলেন যে "তাঁহার খড়ের চাল দিয়া বর্ষাকালে জল ঝরিত।" বস্তুতঃ চন্দ্রাবতীর সরল বর্ণনাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা একান্তই অসঙ্গত। দেশমধ্যে বংশীদাসের যশ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার পক্ষে কতকটা স্থাবর সম্পত্তি লাভ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু সে যাহাই হউক আমরা চন্দ্রাবতী-বর্ণিত উপাখ্যান অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহার পিতা সত্যই দরিদ্র না হইলে তাঁহার সে কথা বলার কোন কারণই দেখা যায় না। তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিলে সকলেই রচনার আন্তরিকতায় ও ঘটনাবলী বিবৃত করার সরলতায় মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার পিতার সম্বন্ধে যে সুসঙ্গত ও সহজ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া অনুভব হয়। তৎকালিক ঋষিকল্প ব্রাহ্মণদের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে এবং তাঁহার দরিদ্রতায় চন্দ্রাবতীর লজ্জার কোন কারণ নাই। নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের হত্যালব্ধ বলিয়া তিনি তস্করের বিপুল ঐশ্বর্য্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখান

করিয়াছিলেন; ইহা তাঁহাকে আমাদের চোখে কিছুমাত্র খর্ব্ব না করিয়া তাঁহার চরিত্রকে অধিকতর মহিম-মণ্ডিত করিয়াছে; প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণিত কেনারামের চরিত্র আমাদের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বংশীদাসের প্রদত্ত বংশ-পরিচয় বেশ কৌতূহলপ্রদ। নিম্নে আমি বংশীদাসের বর্ত্তমান বংশধরগণ পর্য্যন্ত বংশতালিকা দিলাম।

"বংশী দ্বিজ পূর্ব্বে গোঁসাই চক্রপাণি।
ভূত ভবিষ্যৎ আদি ত্রিকাল যে জ্ঞানী॥
রাঢ় হ'তে আসিলেন লোহিত্যের পাশ।
হাজরাদি পাতুয়ারি গ্রামেতে নিবাস॥
সম্বন্ধ করিলেন রত্নাবতী ঠাকুরাণী।
তান পুত্র কালিদাস হৈলা মহাজ্ঞানী॥
তান পুত্র পুরুষোত্তম প্রাজ্ঞ মহাশয়।
এক প্রজাপতি বলি সর্ব্ব লোকে কয়॥
কুলে শীলে গরিষ্ঠ সম্পদ্ অতিশয়।
হৃদয়ানন্দ হ'ল তাহার তনয়॥
তান পুত্র যাদবানন্দ সুধী অতিশয়।
দ্বিজবংশী জন্মিলেক তাহার তনয়॥
দেবগুরু প্রসাদে হৈল দিব্যজ্ঞান।
পদবন্ধে রচিলেক পদ্মার পুরাণ॥
পদ্মাপুরাণ কথা শুন এক চিতে।
বিস্তারি কহিব আদি পাঁচালির মতে॥
যদি বা অশুদ্ধ হয় দেবভাষা মতে।
বিজ্ঞজন লইবেন পূরিয়া পশ্চাতে॥
পুরাণ রচিতে মোর কবিত্বের আশ।
চন্দ্র ধরিতে যেন শিশুর প্রয়াস॥
জলধির বামে ত ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥ (১৪০৭)

বংশীদাসের বংশ-তালিকা

১ চক্রপাণি
|
২ কালিদাস
|
৩ পুরুষোত্তম
|
৪ হৃদয়ানন্দ
|
৫ যাদবানন্দ (অঞ্জনাকে বিবাহ করেন) — রঘুনাথ
|
৬ বংশীদাস
|
৭ শ্রীবল্লভ — রাজীবলোচন — চন্দ্রাবতী
|
৮ জানকীবল্লভ
|
৯ রামবল্লভ
|
১০ গোবিন্দ
|
১১ নীলকান্ত
|
১২ দ্বারিকানাথ
|
১৩ যতীন্দ্র
|
১৪ সুরেন্দ্র

চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের উপান্তস্থিত পল্লী ও দ্বীপমালা হইতে যে সকল পালাগান আমরা পাইয়াছি, তাহা অজস্র ঐতিহাসিক তথ্যের আকর। বিশেষ করিয়া এই সকল পালাগানে বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা—হার্ম্মাদগণের সঙ্গে জল-যুদ্ধ, এবং তাঁহাদের বাণিজ্য-বিবরণী চাষা কবিদের হাতে অতি সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী

খণ্ডে আমরা সেই সমস্ত বাণিজ্য-বৃত্তান্তসূচক পালাগানের কয়েকটি প্রকাশিত করিব, আশা রহিল।

৭। আমরা এই সকল পালাগানে যে সকল স্ত্রীচরিত্র পাইয়াছি—তাঁহারা অপূর্ব্বভাবের শ্রী ও হ্রীশালিনী। বঙ্গ-সাহিত্যের এই নায়িকাগণ সহসা আমার চক্ষে সমুদ্রমন্থনলব্ধা শতদলবাসিনী কমলার অভ্যুদয়ের ন্যায় চমৎকার মনে হইয়াছে। এই স্ত্রীচরিত্রগুলির কাহারও অবিচলিত ধৈর্য্য, কাহারও অপূর্ব্ব দুঃখ-সহন-ক্ষমতা, কাহারও ভুবন-বিজয়ী প্রেম ও সংযম, কাহারও অদ্ভুত কার্য্যতৎপরতা আমাদিগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। অশ্বপৃষ্ঠে মহুয়া, প্রদীপকুমারের গৃহে কমলা, উত্তাল নদীতরঙ্গে প্রাণবিসর্জ্জনের প্রাক্কালে মলুয়া, স্বামীর সারেঙ্গনিক্বণমুগ্ধা ভেলুয়া, রাজকুললক্ষ্মী কমলার নবখাত পুষ্করিণীতে আত্মদান—ইহার এক একটি চিত্র অমরবর্ণে উজ্জ্বল,—আমার স্মৃতিপট গৌরব-মণ্ডিত করিয়া এই চিত্রগুলি শোভা পাইতেছে। বিদেশী সমালোচকেরা বলিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতি প্রাচীন, তাঁহাদের যুবজনোচিত শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন—এই জাতির গুণগরিমা অস্তমিত, এইরূপ অভিযোগগুলি পালাগান পড়িলে সমর্থন করা যায় না। বর্ত্তমান কালের নবগঠিত, সতেজ, সুসভ্য জাতিদের যে মুক্তিমন্ত্র, যে অবাধ কর্ম্মক্ষমতা, যে বিশ্ববিজয়ী তেজ ও ধৃতি, এই পালাগানের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে তাহাই পাওয়া যায়। যাহারা এই মুকুরে বিম্বিত বাঙ্গালীর চিত্র দেখিবেন, তাঁহারা কখনই মনে করিতে পারিবেন না তাঁহারা বার্দ্ধক্য ও জরাগ্রস্ত, কর্ম্ম-শক্তি-হীন পঙ্গু। ইঁহারা কর্ম্মঠ ও বিঘ্নসঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে জয়ের পতাকা ও আত্মার গরিমা বহন করিয়া যাইতেছেন। এ্যালেন আমেরিকার একজন শিক্ষিত যুবক, তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে ডিরেক্টার ওটেন সাহেবও সেই কথাই লিখিয়াছিলেন—"যদি বাঙ্গালী এই পালাগানগুলির আদর করিতে পারেন, তবেই বুঝিব তাঁহারা বর্ত্তমানে বড় হইতে পারিবেন।" এগুলির মধ্যে সজীব প্রাণের চিহ্ন পত্রে পত্রে,—মুমূর্ষু শৃঙ্খলাবদ্ধ নির্জীব মানুষের হীনবীর্য্যের চিহ্ন ইহাতে নাই। প্রবীণ শিল্পাচার্য্য রোদেন্‌ষ্টাইন লিখিয়াছেন, এই পালাগানের নায়িকাগুলির চরিত্র পাঠ করিয়া মনে হইতেছে যেন অজান্তা-গুহার চিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন।

সাহিত্য-সম্রাট্ রোমান রোঁলা লিখিয়াছেন, মদিনার চিত্রে যে অপূর্ব্ব গ্রাম্যশ্রী ও শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কোন কৃষক কবির নিকট হইতে তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। সিলভ্যান লেভি লিখিয়াছেন, "এই পল্লী-কৃষক-কুলের রচিত সাহিত্যরসে আমি ডুবিয়া আছি। ইহাদের প্রসাদে আমি ফরাসী দেশের অতি শীতল আবহাওয়ায় বাস করিয়া আপনাদের নির্ম্মল রৌদ্রোজ্জ্বল শ্যামল দেশ এবং প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে দাম্পত্য জীবনের কবিত্ব-লীলার মাধুরী অনুভব করিতেছি।"

প্রথম যেদিন বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রের নৌকাডুবি ও শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি পড়িয়াছিলাম,—তাহারও পূর্ব্বে যে দিন মধুসূদনের মেঘনাদের ডমুরুর ধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে মন্দ্রিত হইয়াছিল সেই সকল দিনের কথা আমার মনে আছে, তাহা কখনই ভুলিব না। এই পালাগানের শ্রেষ্ঠ গানগুলি পাঠ-কালে আমার মনের উপর ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামের পথে কাণাকড়ি খুঁজিতে গিয়া যেন আমি স্বর্ণ-মুদ্রার ভাণ্ডার পাইয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা জানি না যে বঙ্গ দেশের পল্লীলক্ষ্মী এইরূপ শত শত রত্ন তাঁহার অঞ্চলে কুড়াইয়া রাখিয়াছেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের ইতিহাস-সম্বলিত পালাগান এই দেশময় প্রচলিত ছিল।

মহাপ্রভু ভগবৎ ভক্তিতে দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। পার্থিব সুখ-দুঃখ ও প্রেমসম্বলিত সাহিত্যের মূল্য তিনি কমাইয়া দিলেন; তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান দিনরাত্র গান করিতেন—তাঁহারাই এ দেশের লোকের প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইলেন। হিমালয় যেমন সুবিশাল চীন, মহাচীনকে আমাদের চোখের আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে, মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-মহিমা-ঘোষী খোলের বাদ্যে আমরা সেইরূপই দৃষ্টিহারা হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বিরাট্ পল্লী-সাহিত্য ভুলিয়া গেলাম। এই ভাবে এক বিশাল সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইল,—চৈতন্য-ভাগবতকার তাহার উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া সেই সাহিত্যের অস্তিত্বেরই প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। যোগিপাল, ভোগিপাল ও মহীপালের গীত, যাহাদের কথা লিখিতে যাইয়া বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ প্রমত্ত হইয়া এই সকল গান শুনিত—

যে গান না হইলে সমস্ত উৎসব মাটী হইয়া যাইত, সেই সকল গান কোথায় গেল?

আমরা অষ্টম শতাব্দীতে খালিমপুরের অনুশাসনে উৎকীর্ণ লিপিতে পাইতেছি, রাজা ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে যে পল্লীগীতিকা রচিত হইয়াছিল, তাহা বনচারী রাখালরা, গ্রামোপকণ্ঠে ক্রীড়াশীল বালকরা, দিবাবসানে কর্ম্মক্লান্ত বিপণি-স্বামীরা এবং আমোদপ্রিয় ব্যক্তিরা সর্ব্বদা গান করিত; এমন কি, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গদিগকেও সেই গান শিখান হইত, তাহারা ললিত কাকলী দ্বারা মহারাজ ধর্ম্মপালের কীর্ত্তিকথা উচ্চারণ করিত। দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বাণগড়ের মহীপালের তাম্রশাসনে মহারাজ রাজ্যপাল সম্বন্ধেও সেইরূপ পল্লীগীতিকার উল্লেখ আছে। যোগিপাল, ভোগিপাল ও মহীপাল সম্বন্ধে ঐ ভাবের গীতিকার কথা চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গীয় "রাজমালায়" আমরা "লক্ষ্মণমালিকা"র উল্লেখ পাই, এই "লক্ষ্মণমালিকা" ও লক্ষ্মণসেনের সম্বন্ধে কোন গীতিকা বলিয়াই মনে হয়। সেক শুভোদয়া পুস্তকে আমরা রামপালদেব সম্বন্ধে পালাগানের উল্লেখ পাইয়াছি। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যামন ছিলেন এবং ইনিই পরদার-অপহারক একমাত্র পুত্রকে শূলে প্রাণদণ্ড দেওয়ার আদেশ দিয়া ন্যায়ের অবতার বলিয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থে ধন্যমাণিক্য ও তৎপত্নী কমলা দেবী এবং পরবর্ত্তী রাজা অমরমাণিক্য সম্বন্ধে পালাগানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহারাজ ধন্যমাণিক্য ত্রিহুত হইতে নর্ত্তক ও গায়ক আনাইয়া এই সকল গান কি ভাবে গাহিতে হইবে, তাহা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে বিখ্যাত দস্যুপতি সমসের গাজি ত্রিপুরেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েক বৎসরের জন্য ত্রিপুরার রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার হত্যার অব্যবহিত পরে রচিত তৎসম্বন্ধীয় পালাগান আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। ঈসা খাঁ মসনদ আলি, যিনি আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে কয়েকবার পরাভূত করিয়া বারভুঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও অনেক পালাগানের প্রধান নায়ক,—তাঁহার বংশধর মনুর খাঁ দেওয়ান ও ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সম্বন্ধে বহু পালাগান প্রচলিত আছে। তাহার কতক

মধ্যে সম্ভবতঃ আরও উৎকৃষ্ট অনেকগুলি আছে। যদি সরকার বাহাদুর এই কার্য্যে শিথিল-যত্ন হন, আমাদের দেশের লোকেদের এই ব্যাপারে কি কোন কর্ত্তব্য নাই ? আজ যদি কালিদাসের একখানি নবকাব্য আবিষ্কৃত হয়, আজ যদি বিলাতে মিল্টন কি বাইরনের কোন অপ্রকাশিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়—তাহা লইয়া জগতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। এই পল্লী-গানগুলির মধ্যে অনেকটির ঐতিহাসিক তত্ত্ব-গুরুত্ব ও কবিত্ব সম্বন্ধে এরূপ মূল্য আছে যাহাতে সেগুলিকে আমি কোন রূপেই স্বল্পমর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত নহি। স্বদেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রত্ন সম্বন্ধে আমরা যদি উদাসীন হই, তবে আমাদের স্বদেশী সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া স্বদেশ-ভক্তি প্রচার করা বৃথা। সামান্য কয়েক সহস্র মুদ্রা হইলে দুই চার বৎসরের মধ্যে এই কার্য্য শেষ হইতে পারে।

মৈমনসিংহ এই সকল রত্নের প্রধান খনি; এই পালাগানগুলির আবিষ্কারের দরুন তদ্দেশবাসীরা যে গৌরব লাভ করিয়াছেন—তাহার ফল ভাবী যুগে তাঁহাদের বংশধরগণ উপভোগ করিবেন; এই পল্লী-সাহিত্য তাঁহাদের কিরীটে অমরশ্রী প্রদান করিয়াছে। শুনিয়াছি মৈমনসিংহ ধনী ও বিদ্বন্মণ্ডলী অধ্যুষিত বঙ্গের একটি প্রধান জেলা। স্বার্থশূন্য হইয়া যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহারাও অন্ততঃ একটা মুখের হাসি ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক কথারও প্রত্যাশা রাখেন, এ পর্য্যন্ত এই দীন লেখকের ভাগ্যে তাহাও জুটিল না। আমি নিজে বহু চেষ্টা করিয়া চন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে ২০০৲ টাকার একটি তোড়া এবং একটি স্বর্ণ-পদক উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনার উপলক্ষ হইয়াছিলাম। কিন্তু এই প্রাণান্ত শ্রমের পুরস্কার বা উৎসাহ আমার পক্ষে বাহির হইতে কিছু জোটে নাই। সরকার বাহাদুর যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, অপর কোন স্থানে এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল না। যাহা হউক আমাদের দেশ এই আবিষ্কারের ফলভাগী হউক,—বঙ্গসাহিত্য ইহার প্রভাবে জগতে যশ অর্জ্জন করুক;—আমি এতদপেক্ষা অধিকতর পুরস্কারের প্রত্যাশা করি না। বঙ্গ-ভারতীর শ্বেত শতদলের ঘ্রাণে মাতোয়ারা হইয়া যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি,—তাঁহারই শুভাশিস্ আমার এই অস্তোন্মুখ জীবনের শীর্ষে আলোক প্রদান করুক।

এই কার্য্যের ব্যপদেশে যে সকল কর্ম্মীর সহায়তা আমি লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অটুট স্বাস্থ্য, অপূর্ব্ব উদ্যম, পল্লী-সাহিত্যের প্রতি অপরাজেয় অনুরাগের সহিত সুলেখক আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রামের বড় বড় নদীর তীরে, সমুদ্রের সিকতায় প্রাণ-সঙ্কল্প করিয়া যে চেষ্টা করিতেছেন—তাহার তুলনা কোথায়? যদি অর্থাভাবে এই স্বার্থ-শূন্য বীর-বিক্রম কর্ম্মীর কাজ বন্ধ হয়, তবে দেশের পক্ষে তাহা ক্ষতি। ইনি চট্টগ্রাম হইতে অনেক পালা, সংগ্রহ করিয়াছেন, ইঁহার প্রতি চট্টগ্রাম-বাসীর একটা গুরুতর কর্ত্তব্য আছে।

পালাগানের অন্যতম সংগ্রাহক মৌলভি জাসমুদ্দিন সাহেব। ধীরে ধীরে বঙ্গসাহিত্যের দিগ্বলয়ে ইঁহার কবিত্ব-রশ্মি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইনি কালে বঙ্গীয় কবিকুলের শীর্ষে স্থান লইবেন, আমি আশা করিতেছি। পল্লীগাথা আলোচনায় ইঁহার হৃদয় পল্লীরসে ভরপূর হইয়াছে—তাহারই রেশ ইঁহার কবিত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নগেন্দ্রচন্দ্র দে সংগৃহীত "মঞ্জুর মা" পালাটি এবারকার সংগ্রহের প্রথমে স্থান দিয়াছি। পাঠক পালাটি পড়িয়া ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

জনৈক পালা-গান গায়ক এবং তাঁহার আসর

মাজুর মা

ভূমিকা

এই পালাগানটির একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তৎ-সম্বন্ধে পরে বলিতেছি। যদিও ইহাতে কোন ভণিতা পাইলাম না এবং কবির সম্বন্ধে কোথাও কোন ইঙ্গিত নাই, তথাপি তিনি যে একজন মুসলমান কৃষক ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অপরাপর অনেক পালার মত এটিতেও হিন্দুমুসলমানে যে উদার প্রীতিসম্বন্ধ ছিল, তাহার নিদর্শন আছে। কবি শ্রদ্ধার সহিত আমাদের প্রেমের দেবতা কানাইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগীরথীর চরণে উঁহার ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পড়িয়াছে। এখন মুসলমানদের কাণে এই কথাগুলি একটু বেসুরা বলিয়া বাজিতে পারে। কিন্তু অনেকেই জানেন দরাফ্ খাঁ সংস্কৃতে গঙ্গাবন্দনা লিখিয়াছিলেন। হিন্দুরা যেরূপ মহরম উৎসবে যোগদান করিত, একসময়ে মুসলমানেরাও সেইরূপ হিন্দুর উৎসব মানিয়া তাহাতে আনন্দ করিত। আমরা ত্রিপুরাবাসী গোলমামুদ রচিত 'উনমত্তা ছিন্নমস্তা এ রমণী কার' প্রভৃতি বহু শাক্ত সঙ্গীত তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি। ঢাকা জেন্দাবাহার গলিতে গরীব হোসেন নামক মুসলমান জমিদারের বাড়ীতে এক সময়ে সমারোহের সহিত শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হইত। প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বের মীর্জ্জা হোসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ-রচিত অনেকগুলি কালীসঙ্গীত দেখিয়াছি। মুসলমান বৈষ্ণব কবির মধ্যে অনেকের নাম সর্ব্বত্র বিদিত *। স্বয়ং আকবর শাহ হিন্দিভাষায় চৈতন্যবন্দনা লিখিয়াছিলেন, সেই গানটি ৺জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের গৌরপদতরঙ্গিণী

---

* সৈয়দ মর্ত্তুজা, সেখ ভিখন্, সৈদ আলায়োল, সেখ ফতেন, সেখ লাল, ফকির হবিব, শাল বেগ, নসীর আহ্‌ম্মদ প্রভৃতি কবির পদ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। ৺রমণীমোহন মল্লিক 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ইঁহাদের অনেকের পদের নমুনা দিয়াছেন। তিনি পদকল্পতরু হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নামক পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের উৎসবে এই পরস্পরের যোগদানের ব্যাপার, প্রতিবেশীদের মধ্যে যে সৌহার্দ্দ্য বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক, তাহারই অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। বর্ত্তমান কালের বিদ্বেষ অর্থে আমরা এই বুঝি যে একজন তাহার প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগাইতে চেষ্টা করিতেছে। এই কার্য্যে অন্যায়কারী নিজেও যে নিরাপদ্ নয়, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। 'মাঞ্জুর মা'র পালা-রচক তুলসী-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন এবং 'দুর্গা দশভুজা'র সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কয়েকখানি প্রাচীন মনসাদেবীর ভাসানে মুসলমান লেখকের নাম পাইয়াছি এবং মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া মনসাদেবীর পালা গান করিয়া থাকেন।

এই গীতিকার অনেক শব্দ এবং পদ চণ্ডীদাসকে স্মরণ করাইয়া দিবে। আমরা এই খণ্ডের প্রথমে যে বিস্তৃত সাধারণ ভূমিকা প্রদান করিব, তাহাতে এ সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। আমাদের ধারণা, ভাব ও ভাষা উভয় দিক্ হইতে আলোচনা করিলে 'মাঞ্জুর মা' পালাটি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে। 'মহুয়া', 'ধোপার পাট', 'মৈশাল বন্ধু' প্রভৃতি কয়েকটি গীতে প্রেমের যে স্বাধীনতা ও উদ্দামস্ফূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়—এই পালাটিতে তাহার নিদর্শন বিদ্যমান। এই পালাগানগুলি এক যুগের লক্ষণাক্রান্ত এবং ইহারা সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের সময় অথবা তাহার অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছে। এখন আর এই সকল পালার বহুল প্রচার নাই। এক সময়ে মৈমনসিংহ জেলার সর্ব্বত্র ইহারা গীত হইত। কিন্তু যে কারণে এগুলি সামাজিক কর্ত্তাদের নিকট নিন্দিত হইয়া ক্রমশঃ লুপ্ত হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে, তাহা পাঠকের বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। প্রেমের আতিশয্য কবিত্বের সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সমাজের হাতে কবির অব্যাহতি নাই। লর্ড বাইরণ প্রভৃতি বহু কবিকে এই ভাবে স্বীয় সমাজের কাছে তাড়া খাইতে হইয়াছে। পাঠক ইহা মনে করিবেন না যে, 'মাঞ্জুর মা'র পালা অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। এই কৃষক-কবিদের মধ্যে রুচির এরূপ সরসতা রহিয়াছে যে ইঁহাদের রচনায় কোথাও শ্লীলতা লজ্মিত হইতে দেখা যায় না। তবে সামাজিক রীতির প্রতি ইঁহারা বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন নাই।

ইঁহাদের মনের ভাব স্বচ্ছ ও ক্রীড়াশীল স্রোতের ন্যায় বাধাবিঘ্নের দুর্গম পথ বাহিয়া চলিয়াছে এবং কোথাও সামাজিক রীতির বন্ধনী দিয়া নদীকে বিলে পরিণত করে নাই। কবি যুগে যুগে আদর্শ দিয়া যান, কিন্তু সেই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা হয়ত সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। এই জন্য স্মৃতিকারেরা সেই আদর্শকে কাট্‌ছাঁট্ দিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া সমাজে চালান। কবি এবং স্মৃতিকারের ক্ষেত্র পৃথক্ পৃথক্ এবং কবি যদি স্মৃতিকারকে অগ্রাহ্য করেন,—সেই অপরাধের উপর জোর দিয়া যাঁহারা কবিতার গুণপণা বিচার করিতে যাইবেন তাঁহারা কাব্যের প্রকৃত বিচারক নহেন। গোঁড়া হিন্দু বিদ্যাসুন্দরকে কালীকীর্ত্তনের অঙ্গীভূত করিয়া চালাইতে কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু 'মহুয়া' ও 'মাঞ্জুর মা' তাঁহাদের চক্ষে বিসদৃশ।

'মাঞ্জুর মা'র পালার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই পালার মধ্যে একটা জিনিষ পাইয়াছি, যাহা বোধ হয় কোন হিন্দু কবি আমাদিগকে দিতে পারিতেন না। হিন্দুর চক্ষে স্ত্রীলোকের ব্যভিচার এতই ঘৃণ্য যে কোন কুলটাকে প্রশ্রয় দিয়া প্রাচীন হিন্দু কবি প্রায়শঃই কোন কাব্য লিখিতে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু এটি বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে 'মাঞ্জুর মা'র অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে নায়ক-নায়িকার মর্ম্মস্থল আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সামাজিক সংস্কার, চিরাগত ধারণা কিছুতেই সেই অনাবিল অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই।

কাব্যের বৃদ্ধ নায়ক সেখ্ মণির জগতের হিতকামী, অথচ স্ত্রীজাতির উপর বিদ্বিষ্ট। সর্পদংশনের সে এমনি আশ্চর্য্য মন্ত্রতন্ত্র ও ঔষধ জানিত যে, যে সকল রোগী মৃতকল্পাবস্থায় খট্টায় শায়িত হইয়া তাহার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইত, সে তাহাদিগকে গারুড়ী মন্ত্রবলে পুনরায় জীবনদান করিত। রোগী বিনা সাহায্যে হাঁটিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিত। তাহার স্ত্রীজাতির প্রতি এমনি ঘৃণা ছিল যে, কোন স্থানে যাইবার মুখে স্ত্রীলোক দেখিলে অযাত্রা মনে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত। তাহার নিজের বাড়ীর মস্‌জীদে সে কোন স্ত্রীলোককে ঢুকিতে দিত না এবং জগতে কোন রমণী সতী আছেন, একথা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য

ছিল। সে রমণীদিগের সংস্পর্শে আসিবার ভয়ে লোকালয় হইতে বহুদূরে নদীতীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিত, এবং দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিত, তাহাদের নিকট একটি কপর্দ্দকও লইত না। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় সে অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া গেল।

মণির যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বের শেষ পৈঁঠায় পা দিয়াছে, এমন সময়ে খবর পাইল যে তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন এক ব্যক্তি সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছে। অপরাপর ওঝারা যখন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিল না, তখন রোগীর বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে মণিরের নিকট লইয়া গেল। কিন্তু মণির এবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। যে হস্ত সর্ব্বদা বিজয়ী, আজ তাহার হার হইল। এই সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তির একটি ফুটফুটে ফুলের মত মেয়ে ছিল। যখন তাহার পিতাকে সকলে কবর দিতে লইয়া গেল, তখন সেই মেয়েটি ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার নিকট আত্মীয় কেহ ছিল না। অপয়া বলিয়া দূর আত্মীয়েরা কেহ তাহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। মণির রোগীকে ভাল করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। মেয়েটির দুর্দ্দশা দেখিয়া সহজেই তাহার প্রাণ বিগলিত হইল। সে শিশুটিকে কোলে লইয়া তাহার নির্জ্জন কুটীরে চলিয়া গেল এবং আদর করিয়া তাহার নাম রাখিল 'মাঞ্জুর মা'। বাড়ন্ত চাঁদের মত দিনে দিনে শিশুর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে অতি যত্নে গৃহকর্ম্ম করিতে শিখিল। যে সেবাশুশ্রূষা মণির জীবনে একদিনও পায় নাই, এখন সে নিত্যই সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখভোগ করিতে লাগিল।

এদিকে যখন তাহার বয়স প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া বার্দ্ধক্যের কোঠায় পড়িয়াছে, চুলের অনেকগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে, তখন বালিকা পূর্ণ শতদলের ন্যায় যৌবনশ্রীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে ছিল, "এই রমণী একান্ত নিষ্কলঙ্ক, ইহাকে কোন দুরাত্মার হস্তে আমি সমর্পণ করিব না। যাহাকে চোখে চোখে রাখিয়া সতর্কতার গূঢ় বন্ধনীর মধ্যে লালনপালন করিয়াছি, সেই আদরপালিত অনাঘ্রাত কুসুমটিকে কাহার

ক্রূর হস্তে প্রদান করিব!" এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া সে অবশেষে স্থির করিল যে সে নিজেই ইহাকে বিবাহ করিবে। তাহার এই সঙ্কল্পের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়জনিত লালসা ছিল না। সে বালিকার একান্ত হিত-কামনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল। তাহার স্বার্থের মধ্যে এইটুকুমাত্র ছিল, বার্দ্ধক্যে মানুষের একটু সেবাশুশ্রূষা পাইবার একটা স্বাভাবিক কামনা থাকে, তাহার হাত সে এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু এই বিষয়ের আর একটা দিক্ ছিল, তাহা তাহার আদৌ চোখে পড়ে নাই। সে যে বৃদ্ধ হইয়াছে এবং তজ্জন্য একটি একান্ত তরুণীর স্বামী হওয়ার পক্ষে একেবারে অযোগ্য হইয়াছে, এ কথাটি সে ভুলিয়া গিয়াছিল। এ ভুল হওয়ারও একটা কারণ ছিল। তাহার চতুষ্পার্শ্বে বহু গলিত-দন্ত লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ এইরূপ বিবাহ করিত, সুতরাং বিষয়টার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও বিসদৃশতা ছিল তাহা তাহার মনে পড়ে নাই। যুবতী রমণীর নিকট প্রেমই সুবৃহৎ সাম্রাজ্য। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন জিনিষ তাহার আকাঙ্ক্ষিত হইতেই পারে না। বৃদ্ধ মণিরের মনে একথা একবারও উদিত হয় নাই। সুতরাং কোন এক শুভ জুম্মাবারে যখন মৌলবীরা তাহার হস্তের সঙ্গে তরুণীর হস্ত মিলাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখন সে সেই উৎসবের মধ্যে কোন প্রকারের অসঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পারিল না। কিন্তু কবি তাহাকে তাঁহার কঠোর বিচার হইতে অব্যাহতি দেন নাই। তিনি এই ব্যাপার উপলক্ষে লিখিয়াছেন, লাল পরীকে যেন পিশাচে অধিকার করিল, চন্দ্রকে যেন রাহুতে গ্রাস করিল। এইরূপ কঠোরভাবে তিনি মণিরকে ধিক্কার দিয়াছেন। এদিকে যখন মাঞ্জুর মা নীরবে তাহার অদৃষ্টকে গালিমন্দ দিয়া তাহার জীবনের প্রতি বিস্পৃহতা দেখাইত এবং তাহার প্রায় সমবয়স্ক যুবক হাসেনের প্রতি অনুরাগী হইয়া ধাপে ধাপে অবনতির নিম্নতম সোপানে উপস্থিত হইল, তখন কবি তাহার প্রতি কোন বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। হাসেন ছিল তাহার বাল্যকালের খেলার সাথী। তাহারা উভয়েই মনে করিয়াছিল যে ওঝা সাহেব তাহাদের পরস্পরের পরিণয়কামনা চরিতার্থ করিবেন। কিন্তু হঠাৎ মাথার উপর বজ্র পড়িলে লোকে যেরূপ স্তম্ভিত হইয়া যায়, বৃদ্ধ

যখন স্বয়ং মাঞ্জুর মার পাণিপীড়ন করিল, তখন এই প্রণয়িযুগলের অবস্থা তদ্রূপই দাঁড়াইয়াছিল। মনের এই অবস্থায় জীবন-পথের পথিকের পথভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক বা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহাদের এই প্রেম অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ইহাতে যদি কাহারও কোনদিকে কিছু পাপ থাকে তবে মণিরই তজ্জন্য দায়ী। কিন্তু কবি কোন পক্ষ সমর্থন করেন নাই, তিনি স্বাভাবিক ভাবে ঘটনাগুলি এমনই সরলতার সহিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে বালিকার মনের অবস্থাটি যেন আমরা একটি স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। কবির লেখার গুণে এই স্বল্পায়তন পালার মধ্যে মাঞ্জুর মার সমস্ত যৌবনের কামনা এবং আশাভঙ্গে নিদারুণ মনের ব্যথা আমাদের চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে; এবং মাঞ্জুর মাকে অপরাধী বলিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না।

অপরদিকে মাঞ্জুর মার গৃহত্যাগের পরে মণিরের যে শোকাবহ চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা প্রেমের অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছে। এই বহুপ্রতারণাময়ী যুবতী তাহার একনিষ্ঠ বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি যে উৎকট ব্যবহার করিয়াছিল, মণির একদিনের জন্যও তাহা বিশ্বাস করে নাই। দিবসত্রয়ব্যাপী অনুপস্থিতির পরে মণির বাড়ী ফিরিয়া যখন মাঞ্জুর মাকে দেখিতে পাইল না, সেদিন সেই উত্তেজিত মুহূর্ত্তে সে নানা কথাই ভাবিয়াছিল,—কিন্তু মাঞ্জুর মা যে তাহাকে প্রতারণা করিয়া পলাইয়া গিয়াছে, একথা একবারও তাহার মনে উদিত হয় নাই। সে ভাবিল তাহার ছোট্ট মাঞ্জুর মা-টি একটি ছোট্ট তুলসী মঞ্জরীর মত পবিত্র, গঙ্গাধারার ন্যায় সুনির্ম্মল, তাহার চরিত্র অনবদ্য ও বিশুদ্ধ, তাহাতে কলঙ্কের রেখা থাকা অসম্ভব :—

মাঞ্জুর মা আছিল, আমার রে, আরে দুঃখু,—নয়নের মণি।
মাঞ্জুর মা আছিল, আমার রে, আরে ভালা,—নারীর শিরোমণি ॥
মাঞ্জুর মা আছিল, আমার রে, আরে ভালা,—কলিজার লোউ।
মাঞ্জুর মা আছিল, আমার রে, আরে ভালা,—সতীকুলের বৌ ॥
আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—নয়নের কাজল।
আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—গঙ্গা নদীর জল ॥

আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—বুকের কলিজা।
আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—সাক্ষাৎ দশভুজা ॥
আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—তীর্থ বারাণসী।
আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—দেবের তুলসী ॥
আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—আসমানের চান।
আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—বেহস্তের নিশান ॥

পাগল হইয়া মণির বন-জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে নদীগর্ভে প্রাণ উৎসর্গ করিল। তাহার এই অবিচলিত বিশ্বাস ও ইন্দ্রিয়বিজয়ী প্রেম তাহার চরিত্রকে আদর্শস্থানীয় করিয়াছে। কবি দুই হস্তে তুলাদণ্ডের ভার সমান রাখিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বাহাদুরী। মাঞ্জুর মার যৌবনোচিত প্রেমের বাসনা হিন্দু শাস্ত্রকারের মত তিনি 'কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, এবং মণিরকেও তিনি শত বার ধিক্কার দিয়া তাহার প্রতি উদারভাবে সহানুভূতিপরায়ণ হইয়াছেন। হিন্দু কবি হইলে মাঞ্জুর মার কষ্ট বুঝিবার শক্তি তিনি হারাইয়া ফেলিতেন। কেবলি সীতাসাবিত্রীর উদাহরণ আওড়াইতে আওড়াইতে মানুষের সুখদুঃখের মর্ম্মকথাগুলি তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করিতেন, এবং ভ্রষ্টা রমণীর প্রতি তৎস্বামীর এতটা প্রেমের অভিনয়ও তিনি পছন্দ করিতেন কিনা সন্দেহ। এই দুটি চরিত্রের বিশ্লেষণাত্মক একান্ত সদয় ও নিরপেক্ষ যে আলেখ্যটি মুসলমান অশিক্ষিত কবি প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

মণিরকে পাঠকগণ ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামীর প্রতি টেনিসন যে কটূক্তি করিয়াছেন, তাহার যোগ্য মনে করিবেন না। * নিজের স্ত্রীকে মণির কখনই ভ্রষ্টা বলিয়া জানিত না।

---

* I hold that man the worst of public foes
Who either for his own or children's sake,
To save his blood from scandal, lets the wife,
Whom he knows false, abide and rule the house.—*Guinvere.*

এই পালার রচনায় কোন কথার বাহুল্য নাই ; কোনও অতিরিক্ত কাহিনী বা বিষয়বহির্ভূত নিবন্ধের দ্বারা তিনি গানটি ভারাক্রান্ত করেন নাই। বাঙ্গলা দেশে যে সকল প্রেমের উক্তি বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইত এবং যাহা হইতে বৈষ্ণব কবিরা অজস্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল কথা মাঞ্জুর মার পালাতেও বিশেষভাবে পাওয়া যাইতেছে। এই পালাটি 'মহুয়া', 'ধোপার পাট' কিংবা 'শ্যামরায়ে'র মত ঘটনাবৈচিত্র্যের দ্বারা মনকে আকৃষ্ট করে না। ইহার ঘটনা অতি অল্প, কেবল মর্ম্মস্পর্শী প্রাণের ব্যথায় ভরপূর হইয়া ইহা কবিত্বসুরভি ছড়াইতেছে। ইহাতে গীতি কবিতারই বেশী উপাদান পাওয়া যায়।

এই পালাটি ৪৭০ ছত্রে পূর্ণ। আমি ইহাকে ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি। ইহা আইথর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দে, বি. এ., মহাশয়-কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

'মাঞ্জুর মা'র পালা

কানির-বাড়ীর [১] মণির ওঝা রে
ওঝা আরে কিনা মন্ত্র জানে।

(১)

কালনাগে ডংশিলে [২] বিষ রে
ঝাড়্যা [৩] ভালা উদ্বানালে [৪] আনে॥

গাড়রী মন্তর [৫] জানে রে
আরে ভালা কিবা মন্ত্রের ধারা [৬]।
পল [৭] পাত্যা [৮] আন্যা [৯] পানি রে
ওরে ওঝা দেয় জল ঝাড়া॥

এমন কাইরতের [১০] মন্ত্র রে
আরে ভালা আচানক [১১] তামাসা।
মরা মানুষ উঠ্যা খাড়য় রে [১২]
আরে ওঝা না নেয় পয়সা॥

---

১ কানির-বাড়ী = গ্রামবিশেষের নাম।
২ ডংশিলে = দংশন করিলে।
৩ ঝাড়্যা = ঝাড়িয়া।
৪ উদ্বানালে = উর্দ্ধ শিরার দিকে।
৫ গাড়রী মন্তর = গরুড়ের সাধনা-দ্বারা লব্ধ মন্ত্র।
৬ ধারা = রীতি।
৭ পল = বাঁশের শলাকা-দ্বারা প্রস্তুত মৎস্য ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।
৮ পাত্যা = পাতিয়া, এখানে ভরিয়া।
৯ আন্যা = আনিয়া।
১০ কাইরতের = শক্তির, কায়দার।
১১ আচানক = অপূর্ব্ব।
১২ খাড়য় = খাড়া হয়।

ভাত না ছুঁয় পাণি না ছুঁয় রে
আরে ভালা না ছুঁয় গুয়া পান।
বিনা পয়সায় করে করম রে
আরে ভালা ওস্তাদের জবান॥

সাত মাসের সাপের ডৌকা রে [১]
আরে ভালা সেই না মন্ত্রগুণে।
পরাণে বাঁচিয়া উঠে রে
আরে ভালা, খাড়া হয় জমীনে॥

যেই না মরা ভালা না হয় রে
হায়দুন [২] ভালা সেও কয় কথা।
দেবংশী [৩] মন্ত্রের গুণ রে
আরে ভালা না হয় অন্যথা॥

আসমান জমীনের মধ্যে
আরে ভালা চাইর কোণা পিরথিবী।
এমন কাইরতের ওঝা রে
আরে ভালা আর নাই সে দেখি॥

দেশ দেশে রাজ্যে রাজ্যে রে
আরে ভালা বদনাম [৪] হইল তার।
ওঝারে তালাস্যা [৫] মানুষ রে
হায়দুন ভালা যায় সাত সমুদ্রের পার॥

---

১ ডৌকা=সর্পদষ্ট শব।

২ হায়দুন="হায় রে হায়" প্রভৃতির ন্যায় একটা আক্ষেপ-সূচক উক্তি।

৩ দেবংশী=স্বর্গীয়। ৪ বদনাম=যশ, খ্যাতি, খোস্‌নাম।

৫ তালাস্যা=তালাস করিয়া। ওঝাকে খুঁজিতে লোকে সাত সমুদ্র পার হইয়া যাইত।

বিয়া সাদি না করিল রে
আরে ওঝা থাকয়ে একেলা।
স্তারি জাতি নম্না জাতি রে
আরে ভালা নারীর মুখ না দেখিলা ॥

(২)

ইটা নাই ভিটা নাই রে
আরে ভালা গাঙ্গের পার ঘর।
তার মধ্যে বিরাজ করে রে
হায়দুন ভালা জামালদি ফকির ॥

দুধের ছাওয়াল কন্যা রে
হায়দুন ভালা দুঃখের কাহিনী।
মর‍্যা গেল মা জননী রে
কন্যা আরে জনম দুঃখিনী ॥

দুঃখিতা জামালদি ফকির রে
আরে ফকির কন্যা কোলে লইয়া।
দিবানিশি কান্দে ফকির রে
আরে দুঃখু [1] বিরলে বসিয়া ॥

একদিন তনা চলল ফকির রে
আরে ফকির গাঙ্গের পার দিয়া।
আজলে [2] আছিল দুঃখু রে
আরে দুঃখু গেল কালুনী [3] ডংশিয়া ॥

---

[1] আরে দুঃখু = 'হায়দুনের' মতই একরূপ আক্ষেপোক্তি-বিশেষ।
[2] আজলে = অদৃষ্টে। [3] কালুনী = সর্প, কালসর্প।

কালুনীর গরল বিষ রে
আরে বিষ উদ্ধানালে ধায়।
পলকে পায়ের বিষ রে
আরে দুঃখু উঠিল মাথায়॥

ভালা আতা [1] ফকির রে
আরে ফকির পড়িল জমীনে।
দম দুরুদ নাই রে [2]
আরে দুঃখু কইবাম কোনখানে॥

সাতে পাঁচে ধরাধরি রে
আরে ভালা আনিল বাড়ীতে।
শতে বিশতে [3] ওঝা রে
আরে ভালা আসিল ঝাড়িতে॥

ঝাড়িতে ঝাড়িতে সব রে
হায়দুন ভালা পাইল পরাব [4]।
মণির ওঝার তখন রে
আরে ভালা হইল বড় খিতাব [5]॥

পাঁচ জন চলিল রে
আরে ভালা ওঝারে আনিতে।
ওঝারে লইয়া আইল রে
আরে ভালা চউখের পলকে॥

---

[1] ভালা আতা=স্বাস্থ্যবান্।

[2] দম দুরুদ নাই রে=শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল।

[3] শতে বিশতে=বহুসংখ্যক।

[4] পরাব=ক্লান্ত, এখানে অকৃতকার্য্য।

[5] খিতাব=পদ, প্রতিষ্ঠা, মণির ওঝার তখন খুব যশ হইয়াছিল।

চালুন ঝাড়া পলা ঝাড়া রে
আরে ভালা যত ঝাড়া জানে।
গাড়রী মন্তর যত রে
ওঝা আরে ঝাড়ল একমনে॥

আজলে যে লেখা আছিল রে
আরে ভাইরে কে ফিরাইতে পারে।
পরাণী ত্যজিল ফকির রে
আরে দুঃখু, কালুনীর জহরে॥

মর‍্যা[১] ত গেছে না ফকির রে
আরে দুঃখু মার‍্যা[২] গেছে যে কন্যারে।
এমন দুধের ছাওয়াল রে
আরে দুঃখু কে বাঁচায় তাহারে॥

এমন দরদী বান্ধব রে
আরে দুঃখু আর ত কেহ নাই।
কেমনে দুধের ছাওয়াল রে
আরে দুঃখু পরাণে বাঁচাই॥

ভূমিতে পড়িয়া কান্দে রে
আরে ভাইরে পুন্নুমাসীর চান[৩]।
পাড়া-পড়শী দেখ্যা যায় রে
আরে দুঃখু ধইরা না দেয় টান॥

---

[১] মর‍্যা=মরিয়া।
[২] মার‍্যা=মারিয়া।
[৩] পুন্নুমাসীর চান=পৌর্ণমাসীর চন্দ্র।

পরের দরদী বান্ধব রে
আরে ভাই রে আছে কয় জনা।
স্বার্থের সংসারী ভাই রে
আরে ভাইরে কেহ নয় আপনা॥

পাড়া-পড়শী যত রে
আরে দুঃখু সবে আইল [১] ফালাইয়া।
কান্‌তে আছে [২] সোণার ছাওয়াল রে
আরে দুঃখু কেউ না দেখে চাইয়া॥

মণির ওঝা রে
আরে ভালা দরদী সুজন।
দুখের ছাওয়ালের দুঃখু রে
আরে ওঝা না যায় পাশুরণ [৩]॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া ওঝা রে
আরে ওঝা কোন্ কাম করিল।
কাকালে [৪] লইয়া শিশু রে
আরে বাড়ী ত চল্যা আইল॥

যতন করিয়া ওঝা রে
আরে ভালা সেই না শিশুরে।
এমন দরদী বান্ধব রে
আরে ভালা নাই ত্রিসংসারে॥

---

১ আইল=আসিল।
২ কান্‌তে আছে=কাঁদিতেছে।
৩ পাশুরণ=ভুলিয়া যাওয়া।
৪ কাকালে=কক্ষে, কটিতে।

একেলা মণির ওঝা রে
আরে ভালা স্ত্রীরি পুত্র নাই।
কন্যারে লইয়া ঘরে রে
আরে ভালা থাকে এক ঠাঁই॥ ৮০

বিয়া সাদি না করিল রে
আরে ভাইরে নারী অবিশ্বাসী।
এমন কয় জাতের জাতে রে
আরে ওঝা না হইল অভিলাষী॥ ৮৪

দরবেশের আচার ওঝা রে
আরে ভালা ফকিরের বেশ।
ঝাড়া ফুকা দিয়া ওঝা রে
আরে ওঝা ঘুরে নানান দেশ॥ ৮৮

নারী ত না নষ্টা জাতি রে
আরে ভালা ফুলের মধ্যে কিড়া [১]।
এর ফান্দে যে জন মজে রে
সেই জনা যায় মারা॥ ৯২

বীতরাগ হইয়া ওঝা রে
আরে ওঝা নারীর মুখ না দেখে।
তার দরগায় নারীর মানা রে
না দেয় মেলা [২] যুদি পন্থে নারী দেখে॥ ৯৬

---

১ কিড়া=কীট।

২ মেলা=রওনা।

(৩)

শিশু কন্যা পাইয়া ওঝা রে
আরে ওঝা পালে যতন করিয়া।
পুন্ন মাসীর চান্দ যেমন রে
আরে ভালা উঠে গজাইয়া॥

আদর করিয়া ওঝা রে
আরে ওঝা ডাকে মাঞ্জুর মা।
এমন ছলিকার [1] কন্যা রে
হায়দুন ভালা আর দেখি না॥

দেখিতে দেখিতে কন্যার রে
আরে ভালা পরথম যৈবন।
ডাগর [2] নাগর পথে রে
আরে ভালা করে বিলোকন॥

রান্ধিয়া বাড়িয়া খাওয়ায় রে
আরে ভালা মাঞ্জুর মা ওঝারে।
ঘরের যত কাম কাজ রে
আরে ওঝা কিছু নাই সে করে॥

কন্যারে দেখিয়া ওঝা রে
আরে ভালা ভাবে মনে মনে।
তিন কাল গেল আমার রে
আরে ভালা যোয়ানকির [3] গরমে॥

---

[1] ছলিকার = সুন্দর। [2] ডাগর = প্রাপ্তবয়স্ক
[3] যোয়ানকি = গায়ের জোর।

বিয়াসাদি না করিলাম রে
আরে ভালা নাই পুত্র কন্যা।
বির্দ্ধ বয়সে আমায় রে
আরে দুঃখু কে দিব দানা পানি॥

নারীজাতি নষ্টা জাতি রে
আরে ভালা এই ভাব মনে।
মাঞ্জুর মারে পাল্‌লাম আমি রে
আরে ভালা পরম যতনে॥

দিন রাইত চউখে চউখে রে
আরে ভালা রাখলাম এত দিন।
সতী কন্যা মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা জানি চিরদিন॥

মাঞ্জুর মার হইল অখন রে
আরে ভালা সাদির বয়েস।
সাদি দিয়া কেমনে থাকবাম রে
হায়দুন ভালা এই হইল থিয়াস [1]॥

পরের ঝিরে পাল্যা কেনে রে
আরে ভালা বাড়ল অত মায়া।
নিজ হস্তে গড়িয়া কাঠাম রে
কেমনে দিবাম ফালাইয়া॥

---

১ থিয়াস=চিন্তা।

নষ্ট নষ্ট সবই নষ্ট রে *
কেবল নষ্ট নয় মাঞ্জুর মা।
যতন করলাম ফলন্ত গাছ রে
কেবল পরের লাগিয়া। ৪৪

মাঞ্জুর মায় না দিবাম বিয়া রে
আরে ভালা মন কর‍্যাছি দড়।
ভূইপূরা [১] ঘরের বাশ রে
আরে ভালা লাগাইবাম ঘর॥ ৪৮

ছোট হইতে পাল্যা লাল্যা রে
আরে ভালা করলাম অত বড়।
সাদি করিবাম নিজে রে
আরে ভালা না দিবাম অন্য ঘর॥ ৫২

---

* একটা প্রচলিত গল্পে এই কয়টি পঙ্‌ক্তি আছে :—
"সব নষ্ট, সব নষ্ট,
নষ্ট নাহি এক"
"ওবি নষ্ট ওবি নষ্ট
ঘর্‌মে যা'কে দেখ্।"
"কব্‌রে বাবা' কব্?"
"আঁখি বাঁধ্ কর্
শিঙ্গা ফুকাতা
তব্‌রে বাবা, তব্!"
"হদ্‌রে বাবা হদ্।"
বর্ত্তমান পালার রচয়িতা স্পষ্টতঃই এই কবিতাটি হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

[১] ভূইপূরা=ভূঁইফোঁড়, ভূমি হইতে উদ্ভূত।

জেতা চান্দের [1] জুম্মাবার [2] রে
আরে ভালা বাছিয়া গুছিয়া।
মণির ওঝা মাঞ্জুর মায় রে
আরে ভালা রাখল সাদি করিয়া॥

শেস বয়সের বির্দ্ধ ওঝা রে
আরে ভালা কাঁপে থরথরি।
পরথম যৈবন কন্যা রে
হায়দুন ভালা মাঞ্জুর মা সুন্দরী॥

লাল পরী মিলল যেমন রে
আরে ভালা পিশাচের সনে।
পউদের [3] কলি উজল করল রে
আরে ভালা গোবরের ভুবনে॥

এই কি করমে আছিল রে
আরে ভালা সহন না যায়।
ভরাডুবি হইলাম আমি রে
আরে দুঃখু মধ্য দরিয়ায়॥

আঞ্চলে [4] লুকাইয়া আছিল রে
আরে দুঃখু বাও ঠেঙ্গের [5] জুরী।
অঝরে বসিয়া কান্দে রে
আরে দুঃখু মাঞ্জুর মা সুন্দরী॥

---

[1] জেতা চান্দ=শুক্ল পক্ষীয় চাঁদ।

[2] জুম্মাবার=শুক্রবার।

[3] পউদের=পদ্মের।

[4] আঞ্চল=আঁচল। এই দুইটি ছত্রের অর্থ ভাল বুঝা গেল না।

[5] বাও ঠেঙ্গের=বাঁ পায়ের।

(৪)

হাছেন সুন্দর যুবা রে
আরে ভালা নাগরালির বেশ।
ছোটবেলা হইতে তারার রে
আরে ভালা প্রণয় আবেশ॥

মাঞ্জুর মা না থাকত পারে রে
আরে ভালা হাছেনে ছাড়িয়া।
হাছেন না বাঁচে পরাণে রে
হায়দুন ভালা তিলেক ছাড়া হইয়া॥

ছোটবেলা হইতে তারা রে
আরে ভালা এক চিত্তে মনে।
একসঙ্গে থাকে তারা রে
হায়দুন ভালা উঠনে বৈসনে॥

এইমতে দুইজনার রে
আরে ভালা যৈবন আবেশ।
পীরিতি ঘনাইল ভালা রে
হায়দুন ভালা গোপন আন্দেস [১]॥

মাঞ্জুর মার মনের আলকাপ [২] রে
আরে ভালা হাছেনে করত বিয়া।
হাছেনের মনের আলকাপ রে
হায়দুন ভালা মাঞ্জুর মার লাগিয়া॥

আন্দেস = আনাগোনা।
আলকাপ = অভিলাষ।

গোপন পীরিতি তারার রে
আরে ভালা কেউ না জানে শুনে।
গোপনে মিলন হয় রে
আরে ভালা নিরলে বিজনে ॥

এইনা মতে সুখে দুইজন রে
আরে ভালা যৈবনের পথে।
মনের হরিষে গুয়ায় রে
আরে ভালা কাটা নাই সে তাতে ॥

অচরিত [১] এই কি হইল রে
আরে ভালা ওঝায় করল বিয়া।
তিনকাল চল্যা গেছে রে
হায়দুন ভালা এককাল ঠেকিয়া ॥

এমন দারুণ বিধি রে
আরে দুঃখু লেখছিলা কপালে।
নিরালা বসিয়া কান্দে রে
আরে দুঃখু শয়নে স্বপনে ॥

কেউ ত না সুজন বন্ধু রে
আরে দুঃখু পরাণে ধরিব।
মনের আগুন মনে জ্বলে রে
আরে দুঃখু কে তারে নিবাইব ॥

তুষের আগুন জ্বলে রে
আরে দুঃখু ঘুষাইয়া ঘুষাইয়া।
পুড়িয়া আঙ্গ্রা হইলাম রে
আরে দুঃখু চিত্ত যায় জ্বলিয়া ॥

---

১ অচরিত = আশ্চর্য্য।

দুর্লভ মানুষ জন্ম রে
আরে দুঃখু বিধি হইল বাম।
কিসের লাগিয়া তবে রে
আরে দুঃখু রথের [১] গুরজান॥

মনের আশা মনে রইল রে
আরে দুঃখু না হইল পূরণ।
কি কাম হইব ধইরা রে
আরে দুঃখু বিফল জীবন॥

মনে লয় কলসী বান্ধ্যা রে
আরে দুঃখু জলে ডুব্যা মরি।
মনে লয় জর [২] খাইয়া রে
আরে দুঃখু এই জ্বালা পাশরি॥

মনে লয় বন জঙ্গলায় রে
আরে দুঃখু থাকি বাঘভালুকের সনে।
মনে লয় পংখী হইয়া রে
আরে দুঃখু উড়্যা যাই গগনে॥

মনের দুঃখু মনে রইল রে
আরে দুঃখু জনম দুঃখিনী।
বন্ধুর লাগিয়া আমি রে
আরে দুঃখু হইলাম পাগলিনী॥

---

১ রথের=রথ চালাইয়া আর লাভ কি? জীবনযাত্রার কোন ফল নাই। জান=কাটান, চালান, (গুজরাণ)।

২ জর—জহর, বিষ।

বন্ধুর লাগিয়া আমার রে
    আরে দুঃখু অঙ্গ যায় জ্বলিয়া।
মনে লয় ত্যজিতাম পরাণ রে
    আরে দুঃখু আগুনে পুড়িয়া॥ ৬৮

আমার উদ্দেশে বন্ধু রে
    আরে দুঃখু বাজায় মোহন বাঁশী।
আমার আসার আশে রে
    আরে দুঃখু থাকে জলের ঘাটে বসি॥ ৭২

কান্দিয়া বাঁশীর সুরে রে
    হায় রে বন্ধু কয় মনের কথা।
তাহার কান্দন শুন্যা রে
    আরে দুঃখু আমার চিত্তে হইল ব্যথা॥ ৭৬

বন্ধু আমার চিকণ কালা রে
    আরে ভালা কাণের কাঞ্চা সোণা।
কোন বিধাতা বাদী হইয়া রে
    আরে দুঃখু ঘটাইল বিড়ম্বনা॥ ৮০

নিশির মতে নিশি গুয়ায় রে
    আরে দুঃখু কান্দিয়া কান্দিয়া।
দিনের মত দিন যায় রে
    আরে দুঃখু হায় হুতাশ করিয়া॥ ৮৪

কাম কাজ না সুজে [১] অঙ্গে রে
    আরে দুঃখু বন্ধুর মুখ চাইয়া।
কোথায় পাইবাম বন্ধুর দেখা রে
    আরে ভালা দেখতাম নয়ন ভরিয়া॥ ৮৮

---

[১] সুজে—সাজে, ভাল লাগে।

শয়নে স্বপনে আমি রে
আরে দুঃখু না পাই বন্ধুর দেখা।
কাল কলঙ্কের ভয় রে
আরে দুঃখু আমার সুখের কাঁটা ॥

বন্ধু আমার ঘাটে বন্ধা রে
আরে দুঃখু অর্জ্জরে ফালায় পানি।
কঠিন হৃদয় আমার রে
আরে দুঃখু কেমনে দেখি শুনি ॥

মনে লয় বন্ধুরে লইয়া রে
আরে ভালা যাই দেশান্তরী হইয়া।
ঝাড় জঙ্গলায় থাকি রে
আরে ভালা কুলমান ত্যজিয়া ॥

(৫)

একদিন মণির ওঝা রে
আরে ভালা ডোকা ঝাড়িবারে।
পন্থে মেলা দিল ওঝা রে
হায়দুন ভালা তিন দিনের পথ দূরে ॥

ফাক পাইয়া মাঞ্জুর মা না রে
আরে ভালা কোন কাম করিল।
জলের ঘাটে গিয়া বন্ধু রে
আরে ভালা সঙ্কেত জানাইল ॥

মাঙ্গুর মা কর্ত্তৃক তরুণ হাসেনকে জল হইতে উদ্ধার—২৭ পৃঃ

সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে রে
হাছেন আরে কান্দিয়া কান্দিয়া।
প্রিয়ুয়ার [১] দেখা না পাইল রে
ছার পরাণ দিবাম ভাসাইয়া ॥

ঘাটের কুলেতে আস্যা রে
আরে বন্ধু চারিদিকে চায়।
নিউলিয়া [২] দেখল কত রে
আরে দুঃখু প্রিয়ুয়ার মুখ নাহি দেখতে পায় ॥

নিরাশা হইয়া বন্ধু রে
আরে দুঃখু পিয়ুরে না পাইয়া।
বিবেকী [৩] হইয়া বন্ধু রে
আরে দুঃখু জলে পড়লা ঝম্প দিয়া ॥

এমন সময় কিবা হইল রে
আরে ভালা হইল কোন কাম।
দরদী প্রিয়ুয়া আস্যা রে
আরে ভালা বাচায় বন্ধুর প্রাণ ॥

হস্তেতে ধরিয়া বন্ধু রে
আরে ভালা মাঞ্জুর মা সুন্দরী।
গলাগলি দুইজনে রে
আরে ভালা ফিরা্যা আইল নাগর নাগরী ॥

---

১ প্রিয়ুয়া—প্রিয়জন। ২ নিউলিয়া—ফিরিয়া ফিরিয়া।
৩ বিবেকী—বিরাগী।

সন্ধ্যা গুজুরিলে বন্ধু রে
আরে ভালা আইলা ওঝার বাড়ী।
আদর যতন করিয়া রে
বসাইল মাঞ্জুর মা সুন্দরী॥

চিড়া দিল পিঠা দিল রে
আরে ভালা দুধের কাড়িয়া।
নানা ইতি [১] বেনুন দিল রে
আরে ভালা রান্ধিয়া বাড়িয়া॥

বুকের না রক্ত দিয়া রে
আরে ভালা বন্ধেরে খাওয়াইল।
আদর যতন কইরা রে
আরে ভালা বন্ধুর মন মজাইল॥

সুখের নিশি প্রভাত হইল রে
আরে ভালা মধুর আলাপনে।
বেহেস্তের সুখের নিশি রে
আরে ভালা পোষাইল দুইজনে॥

একদিন দুইদিন রে
আরে ভালা তিনদিন গেল।
মনের সুখে দুই জনে রে
আরে ভালা হরিষে গুয়াইল॥

নিরালা বসিয়া দুইজন রে
আরে ভালা কিনা যুক্তি করে।
এই না দেশে ছাড়্যা যাইবাম রে
আরে ভালা দূর দেশান্তরে॥

---

[১] ইতি=প্রকার।

রাত্রি নিশাকালে নাগর রে
      আরে ভালা নাগরী দুইজনে।
পন্থে মেলা দিয়া গেল রে
      আরে ভালা গহন কাননে॥

মনের সুখে দুইজনে রে
      আরে ভালা পংখী উড়া করল।
পিঞ্জিরার টিয়া পংখী রে
      আরে ভালা শিকলি কাট্যা গেল॥

নদী নাই নালা নাই রে
      আরে ভালা বন জঙ্গলা ভাঙ্গিয়া।
দুইজনে চলে যেমন রে
      আরে ভালা তীরনালে [১] ধাইয়া॥

সাত সমুদ্দুর তের নদী রে
      আরে ভালা গেল পারি দিয়া।
দেশের মায়া ছাড়্যা গেল রে
      আরে ভালা বন্ধুর মুখ চাইয়া॥

পীরিত যতন পীরিত রতন রে
      আরে ভালা পীরিত গলার হার।
পীরিত কর‍্যা যে জন মরে রে
      আরে ভালা সফল জীবন তার॥

(৬)

বাড়ীতে আস্যা মণির ওঝা রে
      আরে ভালা ডাকে মাঞ্জুর মায়।
কার বা ডাকে কেবা শুনে রে
      আরে ভালা কেবা জুয়াপ [২] দেয়॥

---

[১] তীরনালে=তীরবেগে।   [২] জুয়াপ=জবাব।

খাটা [১] দুয়ার ধর্‌য়া রে
আরে ওঝা করে টানাটানি।
কোথায় গেল মাঞ্জুর মাও রে
হায়দুন ভালা তারে না দেখি শুনি॥

বেড়ার না ছিদ্রি দিয়া রে
আরে ওঝা নিউলিয়া দেখে।
শূন্য ময়দান পড়্যা ঘর রে
আরে ভালা পড়িলা বিপাকে॥

দুয়ার না ঘুচাইয়া ওঝা রে
আরে ভালা ডাকে হিক* পারিয়া।
কেউ ত না জুয়াপ দিল রে
আরে ওঝা কান্দে যে বসিয়া॥

কোন বা শত্রু বাদী হইয়া রে
আরে ভালা নিছে ভাণ্ডাইয়া।
পরথম যৈবনের কন্যা রে
আরে ভালা মাঞ্জুর মারে পাইয়া॥

খালি বাড়ীতে থুইয়া গেলাম রে
আরে ভালা কেউ না নিকামান [২]।
দুষমনে সুযোগ পাইয়া রে
আরে দুঃখু ঘটাইছে নিদান॥

সতী কন্যা মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা পালছিলাম যতন করে।
না দিলাম পথ ঘাট রে
হায়দুন ভালা পাড়াপড়্শীর ঘরে॥

---

[১] খাটা=বন্ধ। [২] নিকামান—রক্ষক।

* হিকে

চউখের আগে আগে রাখ্যা রে
আরে ভালা করলাম অতবড় ।
দারুণ দুর্জ্জন বাঘে রে
আরে ভালা কেমনে খাইল ঘর ॥

সতী কন্যা মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা অতি সরল মন ।
জোর করিয়া লইয়া গেছে রে
আরে কোন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥

মাঞ্জুর মা যে আছিল আমার রে
আরে দুঃখু নয়নের মণি ।
মাঞ্জুর মা যে আছিল আমার রে
আরে ভালা নারীর শিরোমণি ॥

মাঞ্জুর মা আছিলা আমার রে
আরে ভালা কলিজার লউ[1] ।
মাঞ্জুর মা যে আছিলা আমার রে
আরে ভালা সতী কুলের বউ ॥

মাঞ্জুর মারে না দেখিয়া রে
আরে দুঃখু আমার প্রাণ যায় ।
ঝাড় জঙ্গলার মাঝে রে
আরে দুঃখু কোনখানে বিছরাঁই[2] ॥

---

১ লউ—রক্ত । ২ বিছরাঁই=খুঁজি ।

পাগল হইয়া ওঝা রে
আরে ওঝা দেশে দেশে ফিরে।
মাঞ্জুর মায় নি দেখছ তোমরা রে
জিগায় আরে পন্থের পথিরে॥

বনে জিগায় বন পশুরে
আরে দুঃখু বৃক্ষেতে পংখীরে।
এইনি পথে যাইতে দেখছ রে
আরে ভালা আমার মাঞ্জুর মারে॥

চান সূরুযে ডাক্যা কয় রে
আরে ভালা দেখছনি যাইতে।
দিন রাইতের পরী তোমরা রে
মাঞ্জুর মারে নি দেখেছ কোন পথে॥

আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা নয়নের কাজল।
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা গঙ্গানদীর জল॥

আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা বুকের কলিজা।
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা সাক্ষাৎ দশভুজা॥

আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা তীর্থ বারাণসী।
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা দেবের তুলসী ॥ ৭২

আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা আসমানের চান।
আমার না মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা বেহেস্তের নিশান ॥ ৭৬

স্বর্গ মঞ্চ [১] পাতাল না রে
আরে ভালা দেও দানবের পুরী।
পরাণের মাঞ্জুর মাও রে
আরে ভালা দেখিবাম বিচারি ॥ ৮০

বন জঙ্গলায় ঘুরিলাম রে
আরে ভালা ঘুরিলাম পাহাড়ে।
ভাল কর‍্যা খুজ্যা দেখবাম রে
আরে ভালা দরিয়ার মাঝারে ॥ ৮৪

সামান যায় খর নদী রে
আরে ভালা ঐ না দূরে বইয়া।
মাঞ্জুর মারে দেখবাম আমি রে
আরে ভালা এইখানে বিচরাইয়া ॥ ৮৮

এই কথা বলিয়া ওঝা রে
আরে ভালা কোন কাম করিল।
দৌড়িয়া গেল দরিয়ার পারে রে
ঝাম্প দিয়া মাঝারে পড়িল ॥ ৯২

---

১ মঞ্চ = মর্ত্ত্য, পৃথিবী

আইজ পড়ল কাইল পড়ল রে
আরে ওঝা আর না উঠিলা।
মাগুর মারে তালাসিয়া রে
আরে ভালা বেহেস্তে চল্যা গেলা॥ ২৬

কাফেন চোরা

ভূমিকা

চট্টগ্রামের পূর্ব্বসীমান্তের নিবিড় জঙ্গলে কুকী, মুরঙ্গ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বাস। ইহারা হিংস্র পশুমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিয়া হিংস্র-পশুপ্রকৃতির পরিচয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। বন্যভল্লুক, গবয়, নরমাংস-ভোজী শার্দ্দূল, বৃহদাকার বন্যহস্তী এবং ভীষণ অজগর ইহাদের প্রতিবাসী। নিম্ন ভূমির লোকেরা সেই সকল পাহাড়িয়া লোকদিগকে বন্যপশু হইতেও অধিক ভয় করিত। হিন্দুরাজত্বকালে এই সমস্ত পার্ব্বত্য লোকদিগের উপদ্রব হইতে নিরীহ প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য একসময়ে গৌড়েশ্বরগণ পাঞ্জাব ও এলাহাবাদবাসী—'হাজারী' নামক বিক্রমশালী ক্ষত্রিয়দিগকে চট্টগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশের লোকেরা প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া চট্টগ্রামে বাস করিতেছেন। সহস্র সেনার অধিনায়কেরা হাজারী উপাধি পাইতেন। এই হাজারীরা আসিয়া দুর্দ্দান্ত পাহাড়িয়া লোকদিগকে দমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে হাজারী-দিগের বংশধরেরা এরূপ পরাক্রান্ত হইলেন যে তাঁহারা মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বাধীনতার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে বাংলার তৎকালীন নবাববাহাদুর মহাসিংহ নামক কোনও দেওয়ানকে ইঁহাদের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। তিনি আটজন হাজারীকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। ইঁহাদিগকে লৌহপিঞ্জরে বন্দী করিয়া গঙ্গাসাগরের মুখে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের এই অরাজকতার সময়ে যখন একদিকে কুকী, মুরঙ্গ এবং চাক্‌মাজাতিরা নিম্ন উপত্যকাবাসী নিরীহ প্রজাদিগকে দলন করিতেছিল, অপর দিকে হাজারীরা তদ্দেশ অধিকারের স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, যখন পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের নামে ভীত হইয়া শিশুগণ মাতৃঅঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িত,—সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের সেই দুর্দ্দিনে কর্ণফুলির অন্যতম শাখা কুর্ম্মাই নদীর তীরে গজালি গ্রামে মনসুরের জন্ম হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মনসুর দস্যুবৃত্তি দ্বারা সমস্ত চট্টগ্রামে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। এই পালাগানের সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন অরণ্যসঙ্কুল চট্টলে, বন্য গয়ালের

(বন্য মহিষের মত জন্তুবিশেষ) দ্বারা কখনও কখনও গৃহস্থের গাভী গর্ভবতী হইয়া থাকে। এইভাবে উৎপন্ন মিশ্র জন্তুগুলি প্রায়ই গৃহস্থ গৃহে ষাঁড় কিংবা গরুর মতই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই পশুর প্রকৃতি এরূপ দুর্দ্দান্ত যে সে মাঝে মাঝে ক্ষেত্রস্বামীকে শৃঙ্গাঘাতে বধ করিয়া থাকে। নিম্ন উপত্যকা-বাসিনী নিরীহ চেউয়া পরীকে লুধাগাজি নামক এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি বলপূর্ব্বক স্বগৃহে লইয়া আসে। তাহার উৎপীড়নে চেউয়া পরী শুধু গর্ভবতী হন না, শেষে মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছিলেন। এই দুইটি বিরুদ্ধ প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন মন্‌সুর, বন্যগয়াল ও গাভীর মিলনোৎপন্ন দুর্দ্দান্ত জন্তুর ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত তাহার সর্ব্বংসহা ধর্ম্মশীলা মাতার পুণ্যরাশি যৌবনে তাহার প্রকৃতিতে লুক্কায়িত ছিল এবং সেই জননীর পুণ্যফলে মন্‌সুর যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মবীরে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। পাঠক এই গীতিকা পাঠ করিয়া মন্‌সুর দস্যুর ইতিহাস অবগত হইবেন।

আশুবাবু হাইদার্গাঁও (থানা পটীয়া) নিবাসী সেকেন্দার গাইন, বোয়াল-খালি থানার অন্তর্গত ধোলরা গ্রামবাসী অলিয়র রহমান (অইল্যা আঁধা) এবং কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত চরচাকতাই নিবাসী ওজু পাগলা—এই তিন গায়কের নিকট হইতে পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। সেকেন্দার গাইন সম্বন্ধে আশুবাবু লিখিয়াছেন, "সে ব্যবসায়ী গায়ক। চুরির অপরাধে তাহার একবার জেল হইয়াছিল; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের তত্ত্বকথাগুলি সে এমনি ভাবে গাহিতে পারে যে, নিরক্ষর চাষী সম্প্রদায়ের অনেকেই তাহাকে একজন ছোটখাটো দরবেশ বলিয়া মনে করে। সেকেন্দার প্রথমে আমাকে আব্‌গারীর গোয়েন্দা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহার পুলিশ-ভীতি এতই প্রবল যে, আমাকে পুলিসের লোক মনে করিয়া সে কোনও রূপেই ধরা দিতে চাহে নাই। অনেক কৌশলে যখন তাহার সহিত আমার হৃদ্যতা সংস্থাপিত হয়, তখন সে তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আমাকে দেখাইয়াছিল। জেলখানার দুঃখের কাহিনী-সংক্রান্ত স্বরচিত একটি গীত গাহিতে গাহিতে সেকেন্দারের চোখে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল—

'বিধি মোরে হইল বিমুখ।
সরীলে না সহন যায় রে জেহেলখানার দুখ॥

ইম্মত আলী গোলাম নবি কাল পরাণর বৈরী।
দুস্‌মনি করিয়া আমার হাত্‌ত দিল বেড়ি॥”

আশুবাবু মনে করেন কাফেন চোরা পালার সহিত সেকেন্দারের যেন একটি প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে। নমাজ পড়িতে যাইয়া এই পালার গায়ক মন্‌সুরের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। গায়ক সেকেন্দারও তেমনই নমাজভক্ত। তাহার কপালে একটা কালো জট আছে। আশুবাবু শুনিয়াছেন, নমাজ পড়িতে পড়িতে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়াই তাহার এই জট বাঁধিয়া গিয়াছে।

পটীয়া থানার পারিগ্রামে নিবারণচন্দ্র সূত্রধরের বাড়ীতে আশুবাবু সেকেন্দারের গান শোনেন। পালাটি শেষ করিতে তাহার প্রায় আট ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। তাহার কণ্ঠস্বর এমনই মধুর এবং ভক্তিপ্লুত যে প্রায় চারিশত লোক তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া যেন তাহার গান অমৃতের মত পান করিতেছিল। আসরের চারি কোণে চারিটি বাঁশের খুঁটি পোঁতা, এবং তাহার উপরে চারিটি প্রকাণ্ড কেরোসিনের ল্যাম্প, মশালের মত জ্বলিতেছিল। সেই ল্যাম্পগুলির উদগীরিত ধূমরাশিতে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়াছিল; তন্মধ্যে ল্যাম্পের আলোকে এবং ধূমমণ্ডলীর মধ্যে সেকেন্দারকে ধূমাবতীর ন্যায়ই দেখা যাইতেছিল। আপাদ-বিলম্বিত একটি সুদীর্ঘ চোগায় তাহার দেহ আবৃত, এবং সেই চোগার উপরিভাগে একদিকে একটি অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্ন। তাহার এক হস্তে একটি চামর, অপর হস্তে একটি ঝুম্‌ঝুমি রিমিঝিমি করিয়া বাজিতেছিল। দলের মধ্যে একজন বাদক, ও অপর কয়েকজন দোহার। সেকেন্দরের উচ্চস্বর অপরাপরের কণ্ঠধ্বনিকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল, এবং আসরের যাবতীয় লোকের লক্ষ্য সেইদিকেই ছিল। উত্তরদিকের মাঝামাঝি একটি লোহার খুঁটী, মাথায় একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহবলয় ধারণ করিয়া ভূপ্রোথিত ছিল, সেই বলয়ের নিম্নে ফুল ও পল্লবের মাল্য ঝুলিতেছিল। নীচে একখানি কুলায় চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য সাজান ছিল। সেগুলি গাজীর সিন্নি। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির চাষী সম্প্রদায়ই এই সিন্নি মানত করিয়া বাড়ীতে গাজীর গীত দিয়া থাকে; কিন্তু আশুবাবু দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন, “এখন দিন ফিরিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য মোল্লাজীরা ফতোয়া

বাহির করিতেছেন—'গীত হারাম'। কোরাণ হদিসের দোহাই সুরু হইয়াছে, সুতরাং অনতিবিলম্বেই গাজীর পালা বিলুপ্ত হইবে।"

অন্য দুইজন গায়কের মধ্যে অলিয়র রহমান এই পালার কতকাংশ গাহিতে পারে, কিন্তু সে পালাটি ভুলিয়া গিয়া প্রায়ই নিজে জোড়াতালি দিয়া সমস্যা পূরণ করে। যেখানে তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত, সেখানে সে গান থামাইয়া তাহার সারাংশ গদ্য ভাষায় কহিয়া যায়। আশুবাবু লিখিয়াছেন যে তৎকর্ত্তৃক গীত পালা অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন। তৃতীয় ব্যক্তি ওজু পাগলার মাথা খারাপ। সে মাঝে মাঝে, অর্থাৎ যখন ভাল থাকে, পালাটি বেশ জমাইয়া তোলে, কিন্তু "হঠাৎ খেয়াল চাপিলে তাহার গান প্রলাপে পরিণত হয়।"

নিজাম ডাকাইত, কেনারাম এবং মন্‌সুর এই তিন পালার মধ্যে অনেকটা ঘটনার ঐক্য আছে। তিনজনই দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া জীবনের শেষাধ্যায়ে ধর্ম্মবীরে পরিণত হইয়াছিল। নিজাম ডাকাইতের পালা গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। নিজামের নাম চট্টগ্রামে বহুল প্রচারিত, এবং মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখিত দুই একখানি 'নিজাম ডাকাইতের পালা' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই পালার উপাখ্যান ভাগ অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক ঘটনাসঙ্কুল। কিন্তু কেনারাম ও মন্‌সুরের জীবনে অলৌকিক কিছুই নাই। যে উদ্দাম ভক্তি ও অনুশোচনার ফলে তাহাদের জীবনে আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা অপূর্ব্ব হইতেও অপূর্ব্ব, কিন্তু তাহা এত স্বাভাবিক যে আমরা উহা পড়িয়া বিস্মিত হইয়াও কোনও অলৌকিকী দেবলীলা বা অস্বাভাবিক দৈবঘটনা মনে করিয়া বিহ্বল হই না। কেনারাম ও মন্‌সুর উভয়ের জীবনেই যে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা সরল পালাগানে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

এই পালাগানটিতে এত প্রাদেশিক এবং প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য আছে যে সেগুলির অর্থ উদ্ধার করিতে পাঠকবর্গকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে, তবে আমরা ইহাতে প্রচুর পাদটীকা প্রদান করিয়াছি; কিন্তু যেরূপ দুর্গম বন্য বীথিতে বিচিত্র কুসুমরাশি দর্শন দিয়া মাঝে মাঝে পথিকের ক্লান্তি অপনোদন করে, এই ভাষাসঙ্কটের পথে পাঠকও তেমনই মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনকারী কবিত্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইবেন। নিরক্ষর চাষা তাহার বন্ধুর ও কর্কশ ভাষায়

কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই ভাষা খুঁড়িয়া দেখিলে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় স্বচ্ছ রসের ধারা তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে দেখা যাইবে। মাঝে মাঝে গ্রাম্য কথায় খুব আশ্চর্য্য কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বনপথে জ্যোৎস্না-রাত্রি বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন, যেন কেহ দুহাতে মুঠি মুঠি বেলফুলের কলি আকাশে ও ভূতলে ছড়াইতেছে। যেখানে সদ্যঃ বিবাহিতা কন্যা দোলায় চাপিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন, সে বর্ণনাটি কোথাও দ্রুত ও কোথাও বিলম্বিত ছন্দে রচিত হইয়াছে, যেন মনে হয় আমরা দোলাবাহকদের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি :—

দোলা যায় যায় রে দোলা আষ্টবেরার কাঁধে
দোলার ভিতর নয়া বৌয়ে গুরি গুরি কাঁদে।
মা বাপের মনেতে পড়ে রে আরও ছোট ভাইয়ের মুখ
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনি কাপি উঠে রে বুক।
আগে পাছে বৈরাতি যায় যায় রে ধীরে ধীরে
দক্ষিণা হাওয়া পাইয়া দোলার কাপড় উড়ে।
ধব্‌ধবা জ্যোৎস্নাপহর দিনের মতন রাইত্‌
ঝাড়ের কাছে খাপ্‌দি রৈয়ে মনসুর ডাকাইত্‌। *

মনসুর ডাকাইত যে আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, স্বপ্ন-দত্ত সেই আদেশ এই,—সে ডাকাতি বা চুরি করা যদি না ছাড়িতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যবসায় সে চালাইতে পারিবে, কিন্তু প্রতিদিন তাহাকে অন্ততঃ পাঁচ বার নমাজ পড়িতেই হইবে। এই আদেশ সে কতকদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। একদিন সে এক বড় ধনীর বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছে। সিঁধ্‌ কাটিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। পার্শ্বের লোহার সিন্দুক সে লৌহযন্ত্রের সাহায্যে খুলিয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখে তোড়া তোড়া টাকা, বিচিত্র অলঙ্কার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি। তাহার অতি নিকটে গৃহস্বামী ও তদীয় স্ত্রী নিদ্রিত। দলের লোকেরা গৃহের চারিদিকে প্রতীক্ষা করিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে এই বিপুল অর্থ তাহার অধিগত হইবে। এমন সময়ে অদূরে বৃক্ষ হইতে কুড়া পাখী ডাকিয়া জানাইল, ভোর হওয়ার

* মূল হইতে ভাষা আমরা একটু সহজ করিয়া দিয়াছি।

আর বিলম্ব নাই। জানালা-পথে সে দেখিল পূর্ব্বাকাশে সিন্দুরের রাগ পড়িয়াছে। হঠাৎ গ্রাম্য মস্‌জিদ্‌ হইতে মোল্লাদের সমবেত কণ্ঠের ‘আল্লাহো আকবর’ শ্রুত হইল। মন্‌সুর তখন সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত; ধনরত্নের কথা তাহার স্মরণ নাই। আসন্ন বিপদকে সে যে আরও ডাকিয়া আনিতেছে সে তাহা ভুলিয়া গেল। হঠাৎ তাহার দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিশ্রুতি তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। চীৎকার করিয়া সে বলিল, “লা ইলাহা ইল্লালাহা।” তাহার চীৎকারে গৃহস্বামী জাগিয়া উঠিলেন,—দলের দস্যুরা পলাইল। সেই দিন সেই দস্যু পীর হইলেন। গ্রাম্য কৃষককবির বর্ণনায় এই ঘটনাটি এরূপ নাট্যকলা-সমন্বিত হইয়াছে যে, ইহার শেষভাগ পাঠকের চিত্তকে আঘাত করে এবং করুণায় দ্রবীভূত করিয়া ফেলে।

এই পালাগানটিতে বন্য জন্তুদের কথা, পল্লীর কৃষির কথা, ব্যাপার-বাণিজ্যের কথা, ভীষণ দস্যুগণ দ্বারা উপদ্রুত পল্লীর দুরবস্থার কথা, ও গ্রাম্য জীবনের নানাবিধ খুঁটিনাটি বিষয়, চাষার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা নাই; বর্ণনাগুলি সজীব এবং প্রত্যক্ষবৎ উজ্জ্বল। ভাষায় কিছুমাত্র বাহুল্য নাই। ঘটনাগুলি পর পর এমন ভাবে সাজান যে, পড়িলে মনে হইবে যেন নাট্যমঞ্চের দৃশ্যগুলি পর পর প্রদর্শিত হইতেছে।

এই পালায় যে সমস্ত স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে গজালি গ্রামের নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রামের আধুনিক নাম গজালিয়া। চিন্তাপুর কুর্ম্মাই নদীর তীরে অবস্থিত। চিন্তাপুর এবং কুর্ম্মাই, রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত। চিন্তাপুর এখন দক্ষিণ নিচিন্তাপুর নামে অভিহিত। আশুবাবু এই সমস্ত স্থানই স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছেন। পালায় বর্ণিত ঠেগা নদী কর্ণফুলির আর একটি শাখা। এই পালায় উল্লিখিত ঠেগার তীরে “দুমদুম্যা পাড়ায়” এখনও বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র আছে। ঠেগার Reserved forest পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান।

এই ভূমিকা লিখিতে আমি আশুবাবুর বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

কাফেন-চোরা

প্রণতি

সভাজনে পন্নাম [১] করি ঠাঁইয়াজির [২] মোকাম।
ছোডরে [৩] মান্যতা জানাই বড়রে ছালাম ॥
তোমরা সক্কলর কাছে মাগি অপরাধ।
শুদ্ধ কি অশুদ্ধ হৈলে ন কৈবা সভাত ॥
তোমরা সবে গুণবন্ত আমি অধমজন।
বুড়াবুড়ীর কাছেরে মুই ছাওয়ালের মতন ॥
ভালামন্দ দুই আছে দুনিয়ার মাঝারে।
ভাঙাচোরা [৪] কথা আইলে ক্ষেমিবা আমারে ॥
আমি হীন মূর্খমতি নাহি তাল মান।
বিছমিল্লা বলিয়া এখন সুরু করি গান ॥ (১-১০)

(১)

পাৰ্ব্বত্য অঞ্চল ও চেঁউয়া পরী

চাঁটিগার পূগে [৫] আছে ওঁচল [৬] পাহাড়।
দিনে রাইতে ঘুরে সেথায় কতই জানোয়ার ॥

---

১ পন্নাম=প্রণাম। ২ ঠাঁইয়াজির=গৃহস্থের।
৩ ছোডরে=ছোটকে। ৪ ভাঙ'চোরা=সঙ্গতিহীন, বিশৃঙ্খল।
৫ পূগে=পূর্ব্বে। ৬ ওঁচল=উচ্চ। "উচল বলিয়া অচলে চড়িনু।
—চণ্ডীদাস।

গহিন জঙ্গলে চরে [১] মির্ক [২] নানান জাতি।
বাঘ ভাল্লুক গয়াল [৩] আর ঝাঁকে ঝাঁকে হাতী॥
যত পূগে যাইবারে তত বড় বড় মুড়া।
আছ্‌মান লাগত্‌ পায়রে যেন পাহাড়ের চুড়া॥
সেখানে বসতি করে রোসাইঙ্গা [৪] বনজুগী [৫]।
পাঙ্খোয়া [৬] মুরুং [৭] আর লেঙ্গা ভেঙ্গা [৮] কুকী॥
বাঘ ভাল্লুকের মত বনে বনে ফিরে।
আনক্যারে [৯] পাইলে তারা বুগত ছুরি মারে॥
জুম্মা [১০] চাম্মোয়া [১১] আছে যারা জোমকুচি [১২] খায়।
মুড়ার [১৩] গুড়িত [১৪] মাচাং [১৫] বাঁধি সুখ্‌খে দিন কাডায় [১৬]॥
জোমর ক্ষেতে সোনা ফলে মাডির এমন বল।
হৈর [১৭] হুতা [১৮] মার্‌ফা [১৯] চিনার [২০] নানান রকম ফল॥

---

১ চরে=চড়ে ২ মির্ক=মৃগ। সংস্কৃতে 'মৃগ' শব্দের অর্থ পশু, কেবল হরিণ নহে; এখানে বোধ হয় সেই আদত সংস্কৃতের অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩ গয়াল=বন্য মহিষের মত একপ্রকার জন্তু।

৪ রোসাইঙ্গা=আরাকানী। মগ, বান্দর বনের মঙঠীফ্‌ আরাকান জাতীয়। এই শ্রেণীর লোকদিগকে রোসাইঙ্গা বলে। ৫ বনজুগী—পার্ব্বতীয় জাতি

৬ পাঙ্খোয়া=বন্য জাতি। ৭ মুরুং=ত্রিপুরাজাতীয়।

৮ লেঙ্গা ভেঙ্গা=লেংটা।

৯ আনক্যা=চাটগাইয়া, আরাকানীরা চট্টগ্রামকে আনক বলে। (চট্টগ্রামের টীকাকার এই অর্থ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের বক্তব্য নাই। কিন্তু "আনক্যারে" শব্দটি কি "অন্ধকারে" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া ধরা যায় না? সঃ)

১০ জুম্মা=জুমিয়া। ১১ চাম্মোয়া=চাক্‌মা।

১২ জোমকুচি=শস্যবিশেষ। ১৩ মুড়ার=পর্ব্বতের।

১৪ গুড়িত=সানুদেশে। ১৫ মাচাং=দ্বিতল বাঁশের ঘর।

১৬ কাডায়=কাটায়। ১৭ হৈর=শস্য।

১৮ হুতা=সূতা। ১৯ মার্‌ফা=শশার মত একরকম ফল।

২০ চিনার=ফুটির মত একরকম ফল।

জঙ্গলীরা বেচে রে মাল হাডে হাডে যাই।
ভূঁইয়র [১] মানুষ আসে জিনিষ কিনিবার লাই॥ (১-১৬)

(২)

লুধাগাজি নামে ছিল ওঝা [২] একজন :
পাহাড় হইতে আনি বেচে বাঁশ ছন [৩]॥
হুদিন [৪] মাসে বাঁশ বেয়ার [৫] করে লুধাগাজি।
তাহার সঙ্গেতে যায় দুইজনা মাঝি॥
কাঁইচার [৬] উজান বাঁকে করিয়া ভরমণ।
চালি [৭] লৈয়া ঠেগার কুলত করিল গমন॥
ডুমডুম্যার [৮] পাড়ায় গেল চাঁটিগাইয়া কালা।
হৈর কিনে হুতা কিনে চাহি ভালা ভালা॥
বাঁশের চালিতে তারা রাঁধি বাড়ি খায়।
সারাদিন ঘুরে লুধা পাড়ায় পাড়ায়॥
ঠেগার কুলে বলা [৯] জাগাত [১০] আছে জুম্মাপাড়া।
কিছুদিন সেই ঘাটে রহিলেক তারা॥
একদিন লুধাগাজি দেখিবারে পায়।
অপরূপ সোন্দর কৈন্যা জোমর ক্ষেতত যায়॥
এমন ছুরত রে তার কি করি বয়ান।
পিন্ধনেতে কালা খামি বাঁকা দুনয়ান॥

---

১ ভূইয়র=ভূমির ?
২ ওঝা=বাঁশ-বেপারী।
৩ ছন=শণ।
৪ হুদিন=সুদিন।
৫ বেয়ার=ব্যাপার।
৬ কাঁইচার=কর্ণফুলির।
৭ চালি=বাঁশের ভেলা।
৮ ডুমডুম্যার পাড়া=পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের একটি গ্রামবিশেষ।
৯ বলা=উর্ব্বর।
১০ জাগাত=জমিতে

কানর মাঝে সোনার নাধং [১] চান্দর মতন মুখ।
সিনাতে [২] আনারের [৩] কলি ফাড়ি পড়ের বুক॥
গলার মাঝে সোনার দানা কণ্ঠমণির হার।
মাথার উয়র [৪] ফুলর ছাড়া বয়ারে উড়ার [৫]॥
মুচ্‌কি হাসি যায় রে নারী আর চাবায় পান।
নবযৌবন ষোলকলা ঠারে লইযায় প্রাণ॥
আরে, গুড়াধন কারবারীর নাতিন চেঁউয়া পরী নাম।
ঠেগার কুলত ঘুরি সেই করে জোমত কাম॥
বাঁশর চালিত বসি দেখে লুধাগাজি ভাই।
ধড়ফড় করে পরাণ চেঁউয়া পরীর লাই [৬]॥ (১-২৬)

(৩)

তারপরে কি হইল শুন গুণিগণ।
ঠেগার খালে আইল রে কৈন্যা গোছলের [৭] কারণ॥
গাছর আগাত থোরা থোরা [৮] রৈদর ছড়া [৯] আছে।
চালি হৈতে লামি লুধা আইল কৈন্যার কাছে॥
ধীরে ধীরে আসে লুধা কথা বার্ত্তা নাই।
পিছের দিকে যাইয়া তারে ধরিল বেড়াই॥
ফিরি চাহি চেঁউয়া পরী উড়িল রে কাঁদি।
লুধাগাজি গামছা দিয়া মুখ্‌খান লৈল বাঁধি॥
তারপরে দুষ্‌মন লুধা কিনা কাম করে।
কৈন্যারে তুলিয়া লৈল কাঁধের উপরে॥

---

১ নাধং=পার্ব্বতীয় রমণীরা কাণ ফুড়িয়া এই অলঙ্কার ব্যবহার করে।
২ সিনাতে=বক্ষ।
৩ আনারের=ডালিমের।
৪ উয়র=উপর।
৫ বয়ারে উড়ার=বাতাসে উড়ে
৬ লাই=জন্য।
৭ গোছলের=স্নানের।
৮ থোরা থোরা=অল্প অল্প।
৯ ছড়া=ছটা।

বাঘের মুখেতে পড়ি বনের হরিণী।
ছাড়ি দিয়ে হোতর [১] মতন দোন [২] চোগর পানি ॥ (১-১২)

(৪)

ঠেগার ছড়া [৩] এরি [৪] চালি [৫] কাইচা খালে পৈল।
কাঁদিতে কাঁদিতে চৈঁউয়া বেহোঁস হইল ॥
ভাড়ি-গাঙে [৬] যায় রে চালি কৈন্যারে লইয়া।
লুধাগাজি পর্‌বোধ দে'রে নানান কথা কৈয়া ॥
নাহি বুঝে কথা কৈন্যা নাহি বুঝে বাণী।
কাঁইচার হোত [৭] বাড়াই দিল তার চোগর পানি ॥
চলিতে চলিতে চালি চাইর দিনের পরে।
গজালি গেরামে লুধা আইল আপন ঘরে ॥
অনাহারে মরে কৈন্যা নাহি সহে দুঃখ।
দিনে দিনে শুকাইল তার সোনা মুখ ॥
নাহি ছোঁয় ভাত কৈন্যা নাহি ছোঁয় পানি।
লোহার পিঞ্জারায় বাঁধা পড়িল হরিণী ॥ (১-১২)

(৫)

তার পরে সভাজন শুন দিয়া মন।
কিছুকাল পরে হৈল গর্ভের লৈক্ষণ ॥
মাথায় উডিল বিষ সর্ব্ব অঙ্গে জ্বালা।
চাম্পার বরনী কৈন্যার দেহ হৈল কালা ॥

---

১ হোতর = স্রোতের। ২ দোন = দুই।
৩ ঠেগার ছড়া = নির্ঝর-বিশেষের নাম।
৪ এরি = ছাড়িয়া। ৫ চালি = বাঁশের চালি বা ভেলা।
৬ ভাড়ি-গাঙে = ভাটার দিকে অর্থাৎ নিম্নদিকে।
৭ হোত = স্রোত।

বীপরীত হৈল সব আচানক কাম।
গর্ভ যাতনায় কৈন্যার নিকলি যায় জ্ঞান ॥
হাঁটিতে ন পারে চেঁউয়া ঝিমি ঝিমি পড়ে।
এত দুঃখ তার হায় ন সৈল [১] শরীলে ॥
নিকট হইল যখন পরসবের [২] দিন।
ক্রমে ক্রমে চেঁউয়া পরীর তনু হৈল ক্ষীণ।
দিন মাস পুন্ন হৈলে দরদ উডিল।
মাডিতে পড়িয়া কৈন্যা বেহোঁস হইল ॥
বহুত পাইল দুঃখ নছিবেতে লেখা।
মা বাপের সঙ্গে আর ন হইল দেখা ॥
গর্ভপাত হৈতে কৈন্যার দম [৩] হৈল বন [৪]।
জন্মিল ছাওয়াল এক বড় অলৈক্ষণ ॥
মায়েরে খাইল পুতে পরসবের কালে।
লুধাগাজি তারে লৈয়া পড়িল বেনালে ॥ (১-১৮)

(৬)

কাফন-চোরা মনসুর

দিনে দিনে বাড়ে ছাওয়াল বাঘের বাচ্ছার মত।
পূগের [৫] জঙ্গলের মাঝে ঘুরে অবিরত ॥
মনসুর বলিয়া তার রাখা গেল নাম।
শিখিতে লাগিল বেটা দাগাবাজি কাম ॥
কালা বরণ দেহরে তার চোগর [৬] বরণ লাল।
চলিতে ফিরিতে সদাই করে উথাল্ তাল [৭] ॥

---

১ সৈল = সহিল। ২ পরসবের = প্রসবের।
৩ দম = নিশ্বাস প্রশ্বাস। ৪ বন = বন্ধ। ৫ পূগের = পূর্ব্বের।
৬ চোগর = চোখের। ৭ উথাল্ তাল = হাঙ্গামা।

কোন দিন জঙ্গলে থাকে কোন দিন ঘরে।
মা মরা ছেমরের [১] কথা কনে [২] পুছার [৩] গড়ে [৪] ॥
পিঁধনেতে ছিড়া লেণ্ডি [৫] মৈষা গন্ধ গায়।
আটপর [৬] মুখ লাড়ে যাহা পায় খায় ॥
গাছে গাছে থাকে বেটা গাছের বাঁদর।
পোঁছেনা [৭] তাহারে বাপে না করে আদর ॥
একদিন কি হইল কহিয়া জানাই।
রাত্র নিশা কালে লুধা বাথানেতে যাই ॥
দেখিল বিরিষ [৮] গরু বাঘে ধরি টানে।
লাড়ি [৯] লৈয়া তড়াতড়ি গেল সেইখানে ॥
গরুরে ছাড়িয়া বাঘ ধরিল লুধারে।
খাইয়া বুকের লৌ পলাইল পাহাড়ে ॥
এইরূপে হৈল হায় রে লুধার মরণ।
জাহিল [১০] হইয়া মন্‌সুর ফিরে বনে বন ॥
ধন দৌলত নাই রে তার নাই রে ঘর বাড়ী।
কুসঙ্গে মজিয়া হৈল দুষ্‌মন দুরাচারী ॥
সেই গেরামের পূগ কিনারে মস্ত মস্ত মুড়া।
পাইয়া [১১] বাঁশে গল্লাক বেতে [১২] আর উলু ছনে ভরা ॥
সেইত জঙ্গলে মন্‌সুর ঘুরে অবিরত।
ভূঁইয়র [১৩] মানুষ ভাবে তারে বাঘ ভাল্লুকর মত ॥

---

১ ছেমরের = ছেলের।
২ কনে = কে।
৩ পুছার = জিজ্ঞাসা।
৪ গড়ে = করে।
৫ লেণ্ডি = লেংটি।
৬ আটপর = অষ্টপ্রহর।
৭ পোঁছেনা = খবর লয় না।
৮ বিরিষ = বৃষ।
৯ লাড়ি = লাঠি।
১০ জাহিল = দুর্ব্বৃত্ত।
১১ পাইয়া = একপ্রকার বাঁশ।
১২ গল্লাক বেত = একজাতীয় বড় বেত।
১৩ ভূঁইয়র = নিম্নভূমির।

মাও নাই বাপ নাই নাই রে বাড়ী ঘর।
ডাকাতি করিয়া ঘুরে জঙ্গলর ভুতর[১] ॥
খুন করে ডাকাইতি করে মনে নাই তার দুঃখ।
সিংকাডি [২] বাহির করে ঘরের ছন্দুক [৩] ॥
এমনি ডাকাইত হৈল কি বলিব হায়।
মরার কাফেন চুরি করি বাজারে বিকায় ॥
দপনের [৪] সাম্বাদ যখন পায় রে মনসুর চোরা।
রাইত নিশিতে সুরু করে মরার কয়বর খোড়া ॥
আখেরের সম্বল চুরি করি নিশি রাইত।
দোজকের [৫] রাস্তা কাড়ি লৈয়াছে ডাকাইত ॥
দুই চক্ষু দেখ্‌তে লাল সুরুজ বরণ।
মুখের আবাজ যেন দেবার [৬] গর্জ্জন ॥
মানুষ মারিতে বেটার দিলে দুঃখ নাই।
খুসী হয় ধন দৌলত সঙ্গীরে বিলাই ॥
কেহ বলে—'মরা খায় ডাকাইত্যা মনসুর'।
কেহ বলে—'দেয়র [৭] মতন তার গায়ের জোর' ॥
দল বল হৈল রে তার নানান মোকামে।
কোলর পোয়া [৮] হাস্তু [৯] হয় কাফন চোরার নামে ॥ (১-৪৪)

(৭)

কন্যাযাত্রা

জোন পহরগ্যা [১০] রাইৎরে ওরে দোলা যায় চলি।
মুট করি মার্রের মেলা বৈল ফুলর কলি [১১] ॥

---

১ ভুতর=ভিতর। ২ সিংকাডি=সিঁধকাটিয়া। ৩ ছন্দুক=সিন্দুক।
৪ দপন=কবর দেওয়া। ৫ দোজকের=নরকের ৬ দেবা=দেয়া, মেঘ।
৭ দেয়র=অপদেবতা। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে 'দেও দৈত্য' কথা এই অর্থে প্রচলিত আছে। ৮ কোলর পোয়া=কোলের ছেলে। ৯ হাস্তু=ক্ষান্ত।
১০ জোন পহরগ্যা=জ্যোৎস্না প্রহর। ১১ মুট করি মারের মেলা বৈল ফুলর কলি=যেন মুঠো করিয়া (মেলা) অনেক বেল ফুলের কলি কেহ ছুড়িতেছে।

দোলা যায় যায় রে দোলা মুড়ার কিনার দিয়া।
মনসুরগ্যা ডাকাইত্যা ভাবের আজুয়া [১] কার বিয়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকাইত কুর্শ্মাই খালর বাঁকত [২]।
চুপ্পে চুপ্পে লুকাই রহিল কেঁয়া কেঁড়ার ঢাকত [৩]॥
দোলা যায় যায় রে দোলা অষ্ট বেড়ার [৪] কাঁধে।
দোলার ভুতর [৫] নয়া বউয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি কাঁদে॥
মা বাপের মনত পড়ে আর ছোড [৬] ভাইয়র মুখ।
ঝিঁ ঝিঁ পোগর [৭] ডাগ [৮] শুনি কাঁপি উডের [৯] বুক॥
আগে পিছে বৈরাতী [১০] যায় যায় রে ধীরে ধীরে।
দহিনালী [১১] হাবা পাইয়া দোলার উলাস [১২] উড়ে॥
ধবধব্যা [১৩] জোন পহর দিনর মতন রাইত।
ঝাড়ত [১৪] বহি খাপ্‌দি রৈয়ে মনসুরগ্যা ডাকাইত॥
এক ছোতি [১৫] কুর্শ্মাই খাল হাঁডি [১৬] হৈয়া পার।
আস্তে আস্তে আইল দোলা ঝাড়ের কিনার॥
বাঘে যেমন ঝাঁপ দিযা রে গরু ঝাঁকত [১৭] পড়ে।
মনসুর ডাকাইত পৈল্ল [১৮] তেমনি দোলার উপরে॥
দোলার উপরে পড়ি মাইল্ল [১৯] এক ডাগ [২০]।
কেহ বলে ভাল্লুক আইল কেহ বলে বাঘ॥

---

১ আজুয়া = আজ। ২ বাঁকত = বাঁকে।
৩ কেঁয়া কেঁড়ার ঢাকত = কেয়া-কাঁটা বনের আড়ালে। ৪ বেড়ার = বেহারার।
৫ ভুতর = ভিতরে। ৬ ছোড = ছোট। ৭ পোগর = পোকার।
৮ ডাগ = ডাক। ৯ উডের = উঠিতেছে।
১০ বৈরাতী = বরযাত্রী। ১১ দহিনালী = দক্ষিণ দিকের।
১২ উলাস = দোলার উপর যে রঙ্গিন কাপড় দেওয়া হয় তাহাকে 'উলাস' বলে।
১৩ ধবধব্যা = ধপ্‌ধপে। ১৪ ঝাড়ত = ঝাঁড়ে। ১৫ ছোতি = স্রোতোযুক্ত।
১৬ হাঁডি = হাঁটিয়া। ১৭ ঝাঁকত = ঝাকে। ১৮ পৈল্ল = পড়িল।
১৯ মাইল্ল = মারিল। ২০ ডাগ = ডাক।

সোয়ারী [১] ফেলিয়া বেড়া পরাণ লৈয়া ধায়।
পাল্কীর দুয়ার খুলিয়া রে মনসুর আলী চায়॥
নয়া [২] বউ এ কাঁদি উডিল [৩] আল্লাতাল্লা বুলি।
টান মারি লইল ডাকাইত গলার হাঁছুলি॥
কানর করম ফুল লৈল আর নাগর নথ।
তড়াতড়ি মনসুর আলী ফাল্‌দি [৪] পৈল [৫] ঝাড়ত [৬]॥
বৈরাতীরা [৭] ধাইয়ারে আইল দোলার কিনারে।
আচানক তঁয়সা [৮] দেখি ‘হায়রে হায়’ করে॥
দেখিল সকলে তখন দোলার ভুতর [৯]।
নাগর [১০] লোয়ে বুগর [১১] চুলি [১২] ভাসি যায় বৌয়র॥
জোন পহরগ্যা রাইত্‌লে ওরে দোলা আইল চলি।
বিয়া বাড়ীতে কাঁদা কাডি পাল্কীর দুয়ার খুলি॥ * (১-৩২)

---

[১] সোয়ারী=আরোহণকারী। [২] নয়=নূতন।
[৩] উডিল=উঠিল। [৪] ফাল্‌দি=লাফ দিয়া।
[৫] পৈল=পড়িল। [৬] ঝাড়ত=ঝাড়ে। [৭] বৈরাতীরা=বরযাত্রীরা।
[৮] তঁয়সা=তামসা, বিপদ্। [৯] ভুতর=ভিতর। [১০] নাগর=নাকের।
[১১] বুগর=বুকের। [১২] চুলি=মেয়েদের ‘বডি’র মত অঙ্গরক্ষা।

* এই সুন্দর পদগুলিকে শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে প্রচলিত স্বর-বৃত্ত ছন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন; পাঠক দেখিবেন, ইহাতে মূলের সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে। সঃ।

(৭)

কন্যাযাত্রা

জ্যো’স্না প্রহর রাত্রে ওরে, যাচ্ছে দোলা চলি’—
মুঠা মুঠা কে ছড়ালো বেল ফুলের কলি?
দোলা যায় যায়রে—
দোলা পাহাড়-তলী দিয়ে,

(৮)

আয়রা ও আজিম

চিন্তাপুর গেরাম সেই যে দেখিতে সোন্দর।
দোচালা চৌচালা তাতে কত বাড়ী ঘর॥
কুর্ম্মাই খালর পারে পারে আছে সোনার ভুঁই
দুই খোন্দ [১] পায় চাষা দুই বার রুই [২]॥

মনসুর ডাকাত ভাবে ওরে আজি বা কা'র বিয়ে!
ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকাত কুর্ম্মাই খালের বাঁকে
চুপি চুপি লুকায়ে রয় কেয়া কাঁটার ঝাঁকে।
দোলা যায় যায়রে—
দোলা আট বেহারার কাঁধে,
দোলার ভিতর নূতন বৌ গুঁড়ি গুঁড়ি কাঁদে!
মা বাপে তার মনে পড়ে, ছোট ভাইয়ের মুখ,
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনে কেঁপে ওঠে বুক!
আগে পিছে বর-যাত্রী যায়রে ধীরে দূরে,
দক্ষিণা বাতাসে দোলার রঙ্গিন কাপড় উড়ে!
ধব্‌ধবে জ্যো'স্না প্রহর, দিনের মতন রাত!
কেয়া ঝাড়ে ওঁৎ পেতে রয় মনসুর ডাকাত।
এক-স্রোতা কুর্ম্মাই খাল হেঁটে হয়ে পার
আস্তে আস্তে এল দোলা ঝাড়ের কিনার।
বাঘে যেমন ঝাঁপ দিয়া গরুর ঝাঁকে পড়ে
মনসুর ডাকাত পড়্‌ল তেমনি দোলার উপরে!
দোলার উপর পড়ে' মনসুর ছাড়িল এক ডাক,
কেহ বলে ভালুক এল, কেহ বা বাঘ।
সোয়ারীকে ফেলে বেহারা প্রাণ নিয়ে ধায়!
পাল্কীর দুয়ার খুলে মনসুর আলি চায়!

[১] খোন্দ=চাষের সময়কে খোন্দ বলে।
[২] রুই=রোপণ করিয়া।

মাঝে মাঝে আছে রে ভাই মিডা ১ পানর বর।
কুর্ম্মাইর কুলত শোভা ধরে আজিমের ঘর।
পাঁচখানি সরেঙা ২ নাও ঘাটে থাকে তার।
সকলে মান্যতা করে পাড়ার ছর্‌দার ৩॥
কাছালং আর মাইয়নীতে জোম বেয়ার ৪ করে।
বছর বছর তোড়া তোড়া টাকা আনে ঘরে।
দুনিয়াদারীতে আজিম বড় হুসিয়ারী।
জুম্মা চাম্ম্যোয়া কহে তারে সালখারা ৫ বেয়ারী ৬॥
পর্‌থম আওরাত তার গিয়াছে মরিয়া।
চাল্লিশ বছর উমরেতে ৭ আবার কৈল্ল বিয়া॥
দোতীয় ৮ বিবির নাম আয়রা সোন্দরী।
শুন সভাজন থোরা ৯ রূপর বয়ান করি॥

নতুন বৌ কাঁদে, মুখে 'আল্লা তালা' বুলি!
টান মেরে নিল ডাকাত গলার হাঁসুলী!
কাণের করম-ফুল আর নাকের নথ নিয়া
ঝোঁপের ভিতর মনসুর আলি পড়িল লাফ দিয়া!
বরযাত্রী পেয়ে এল দোলার কিনারায়
হঠাৎ বিপদ্ দেখি' সবাই করে 'হায়, হায়!'
সবাই তখন দেখ্‌তে থাকে দোলার কাপড় তুলি'
নাকের রক্তে ভাসে বৌয়ের বুকের কাঁচুলী!
জ্যো'স্না-প্রহর রাত্রে ওরে দোলা এল চলে'—
বিয়ে-বাড়ীতে কাঁদা-কাটা, পাল্কীর দুয়ার খুলে'!

---

১ মিডা = মিঠা।
২ সরেঙা = বেপারীর নৌকা
৩ ছর্‌দার = সর্দার।
৪ বেয়ার = বেপার।
৫ সালখারা = খাঁটি।
৬ বেয়ারী = বেপারী।
৭ উমরেতে = বয়সেতে।
৮ দোতীয় = দ্বিতীয়।
৯ থোরা = সামান্য।

নতুন যৌবন কন্যার সোন্দর বদন।
থাকুক মরদের কথা নারীর ভুলে মন॥
হাসিতে ঝলকে যেন বিজলির রেখা।
মুখেতে মুক্তার ছড়া জুড়ে যায় দেখা॥
কি করিব আয়রার চুলের বয়ান।
যেমন কালা তেমন লাম্বা পায়ের সমান॥
বড়ই ছুরত তার দুনয়ান বাঁকা।
ধনুর মতন ভুরু আছ্মানেতে আঁকা॥
হস্তপদ গোলগাল চাম্বা ফুলর কলি।
হাঁটিতে লাগেরে যেন খঞ্জন যায় চলি॥
উন্মত্ত যৌবন হৈয়ে ভালা লাগের অতি।
উনাই উনাই [১] পড়ি যারগৈ [২] শরীলের জ্যোতিঃ॥
ভাডি বসের [৩] কালে পাইয়া নতুন যৌবন।
বড় সুখে আছে আজিম খোসালিত মন॥
বিয়ার দিনে ডাকাইত্যার হাতেতে পড়িয়া।
লাগর বঁভু [৪] কানর লতি [৫] গিয়াছে ছিঁড়িয়া॥
নাগে কানে হাত বুলাইয়া আজিম যখন চায়।
সরমেন্দা [৬] হইয়া আয়রা বুকে মুখ লুকায়॥
আজিম বলে—"আমার কথা শুন আওরত।
কঁডে [৭] সোনার করম ফুল আর নাগর নথ॥"
আয়রা বলিল—"আমার সাদি হৈবার আগে।
ধৈরেছিল আমারে যে কালা এক বাঘে॥

---

১ উনাই উনাই=গলিয়া গলিয়া।
২ যারগৈ=যাইতেছে।
৩ ভাডি বসের=ভাটি বয়সের।
৪ লাগর বঁভু=নাকের অলঙ্কার-বিশেষ।
৫ লতি=কাণের নীচের অংশ।
৬ সরমেন্দা=সরমযুক্তা। লজ্জিতা বধূ স্বামীর বুকে মুখ লুকায়।
৭ কঁডে=কোথায়।

কানর করমফুল লৈয়া আর নাগর নথ।
কালা বাইঘ্যা[১] পোলাইয়াছে[২] পূগর[৩] জঙ্গলত[৪]॥
এইরূপে দুইজনে রঙ্গ রস করে।
বড়ই আসক আজিম আয়রার উপরে॥ (১-৪৪)

(৯)

জোম বেপারে যাত্রা

আহন[৫] মাসে শীত পৈল ক্ষেতে পাকে ধান।
জোম বেয়ারে[৬] যায় রে আজিম মাইয়নী উজান॥
মায় আসি কাঁদন করে ধরি পুতর হাত।
"কতদিন পরে আবার পাইমু সাইক্ষাৎ॥
তুমি আমার এক পুত্র অন্ধজনের লাডি[৭]।
তিলেকমাত্র ন দেখিলে বৈক্ষ[৮] যাইব ফাডি[৯]॥"
ঘাটেতে সরেঙা নৌকা হৈয়াছে তৈয়ার।
আয়রার মুখ আজিম চাহে বারে বার॥
"পরাণের পরাণ তুমি বিদায় দাও মোরে।
ঘাটেতে ফিরিব আর তিন মাস পরে॥
কাঁদিতে লাগিল আয়রা মাডির[১০] মাঝে পড়ি।
ধড়ফড় করে যেমন পাগভাঙা[১১] কৈতরী॥
"ন দিব পরাণের খসম ন দিব ছাড়িয়া।
তুমি ছাড়ি গেলে আমি যাইব মরিয়া॥

---

১ বাইঘ্যা=বাঘ। ২ পোলাইয়াছে=পলাইয়াছে।
৩ পূগর=পূর্ব্বদিকের। ৪ জঙ্গলত=জঙ্গলে।
৫ আহন=অগ্রহায়ণ। ৬ জোম বেয়ারে=জোম বেপার করিতে।
৭ লাডি=লাঠি। ৮ বৈক্ষ=বক্ষ। ৯ ফাডি=ফাটিয়া।
১০ মাডির=মাটির। ১১ পাগভাঙা=ভগ্নপক্ষ।

ধন দৌলত নাই চাই মালমাত্তা [১] আর।
দিন রাইত চাহি থাইক্যম [২] সোনামুখ তোমার ॥
মায়েরে বুঝাইয়া আজিম বুঝায় আওরতে।
তারারে করিয়া হান্ত [৩] যাত্রা কৈল্ল পথে ॥
উড়িয়া যাইতে তার চৈক্ষে [৪] হানিল মাছি।
ঘরের থুন বাহির হৈতে মুখে পৈল হাঁছি ॥
ডানর থুন আসি সর্প বামে গেল ধাই।
পন্থের মাঝে দেখে আজিম ডুমা [৫] একটা গাই ॥
দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছে গোয়াল্যার [৬] ছাওয়াল।
জাইল্যার [৭] পুতে কাঁদন করে ঘুট্যাত [৮] বাজাই জাল ॥
তিন বিবি বসিয়া রে মাথাত উকুন চায়।
থাইল্যা [৯] কলসী লৈয়া নারী জল আনিতে যায় ॥
এই সব অলৈক্ষণ [১০] দেখিল আজিম।
খোদার মরজি বুঝা বড়ই কঠিন ॥
উজান গাঙে নৌকা লৈয়া জোম বেয়ারে যায়।
দূরে থাকি বাড়ীর মিক্যা [১১] ফিরি ফিরি চায় ॥
মায়ে দিছে ভাতর মোচা [১২] বউয়ে দিছে পান।
সারি গাইয়া যায়রে আজিম মাইয়নী উজান ॥ (১-৫২)

---

১ মালমাত্তা = জিনিষপত্র। ২ থাইক্যম = থাকিব।
৩ হান্ত = শান্ত। ৪ চৈক্ষে = চক্ষে।
৫ ডুমা = শৃঙ্গহীন। ৬ গোয়াল্যার = গোয়ালার।
৭ জাইল্যার = জেলের।
৮ ঘুট্যাত = নদীতে যে গাছ ডুবিয়া থাকে তাহাকে ঘুট্যা কহে।
৯ থাইল্যা = খালি। ডাকের গানে "ছু ছু কলসী" (শূন্যকলসী) যাত্রার পক্ষে কুলক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।
১০ অলৈক্ষণ = অলক্ষণ। ১১ মিক্যা = দিকে।
১২ মোচা = কলাপাতায় ভাত তরকারী বাঁধিয়া লইলে তাহাকে মোচা কহে।

(১০)

পাপাসক্তি

উদিস[১] করিয়া সেই ডাকাইত্যা মনসুর।
গোপ্তভাবে[২] চলি আইল গেরাম চিন্তাপুর॥
এক বুড়ীর বাড়ীত আসি হইল হাজির।
খালা[৩] বুলি[৪] ডাকি কৈল—'আইলাম মোছাফির'॥
মিডা[৫] কথা কহি বুড়ীর মন হরি নিল।
খাওনের মালমাত্তা[৬] ভেট বেগার দিল॥
মনসুর ডাকাইত বলে—"শুন ওরে খালা।
আখেরের লাগি আমার মন হৈছে উতালা॥
সে কারণে হামিক্ষণ[৭] কুর্ম্মাইর পারত যাই।
আছ্‌মানের মিক্যা[৮] চাইয়া ফকিরী কামাই॥
হাছামিছা[৯] নানান কথা কহি বুড়ীর কাছে।
আয়রার লাগি ডাকাইত খাপ্‌দি বসি আছে॥
এই না মতে কিছুকাল গোজারিয়া[১০] যায়।
মোরগের ছালন[১১] বুড়ী পত্তিদিন[১২] খায়॥

এক দিন কি হইল শুনরে খবর।
জোহরের আক্ত সুরুজ মাথার উপর।
রাঁধা বাড়া সাঙ্গ করি অপস্বর[১৩] হই।
গাঙ-সেয়ানে[১৪] আইল আয়রা কলসী কাঁকে লই॥

---

১ উদিস=সন্ধান।
২ গোপ্তভাবে=গুপ্তভাবে।
৩ খালা=মাসী।
৪ বুলি=বলিয়া।
৫ মিডা=মিঠা।
৬ মালমাত্তা=জিনিষপত্র।
৭ হামিক্ষণ=সর্ব্বদা।
৮ মিক্যা=দিকে।
৯ হাছামিছা=সত্যমিথ্যা।
১০ গোজারিয়া=গত হইয়া।
১১ ছালন=তরকারী।
১২ পত্তিদিন=প্রত্যহ।
১৩ অপস্বর=অবসর।
১৪ গাঙ-সেয়ানে=নদীস্নানে

রঙিনা সাটিনের চুলি [১] পড়িয়াছে গায়।
নতুন ডালম্বের কলি আল্‌গে দেখা যায়॥
কাল ভমরা দেখিয়া রে করে আনচান।
নিকলি যাইতে চায়রে দুরগত্যা [২] পরাণ॥

হাত পা মাঞ্জিয়া কৈন্যা ডুম্ব দিল জলে।
ডাকাইত্যা দেখিল বসি হিজল গাছের তলে॥
"কি দেখিলাম কি হইল অপরূপ ধাঁধাঁ।
কাল তনু ঘাটে রাখি পরাণ দিলাম বাঁধা॥
সোন্দরী আয়রার সঙ্গে হইলে মিলন।
দুনিয়ার মাঝে হৈব সাফল্য জীবন॥
কলসী লইয়া আয়রা ঘরে চলি গেল।
মনসুর ডাকাইত নানান কথা ভাবিতে লাগিল॥

হাঁজর [৩] ঘরে বাত্তি [৪] দিয়া সোন্দরী আয়রা।
ঘরের যত কাজকর্ম্ম করি লৈল সারা॥
আইসাছে চৈত্রল মাস গর্ম্মি লাগের অতি।
খসমের কথা ভাবি থির [৫] নহে মতি॥
তিন মাস চলি গেল ন আসিল ঘরে।
বিরহ আগুনে কৈন্যা জ্বলি পুড়ি মরে॥
জোমে আছে বাঘ ভাল্লুক নানান জানোয়ার।
অমঙ্গল কথা মনে উডের [৬] আয়রার॥
নানান কথা ভাবি কৈন্যার বুক ফাডি যায়।
মনের সন্তাপে তখন বারমাসী গায়॥

---

১ চুলি=মেয়েদের অঙ্গরক্ষা।
২ দুরগত্যা=দুঃখভোগী।
৩ হাঁজর=সাঁজের।
৪ বাত্তি=বাতি।
৫ থির=স্থির।
৬ উডের=উঠিতেছে।

"যৌবনকালে এমন জ্বালা কেমন কৈরে সহি।
ন বুঝি সোয়ামী আমার বিদেশ গেইয়েগই [১]॥
নানান ফুল ফুডিয়াছে উড়ে ফুলর বাস।
নিত্তি পত্তি [২] কাঁদি আমি খসম পরবাস॥
নিমায়া [৩] হইয়া তুমি গেলা প্রাণের ধন।
প্রেমানলে দিল মোর জ্বলে হামিক্ষণ॥
তোমার লাগিয়া আমি উদাসিনা থাকি।
তিন মাসর কথা কহি এখন দিলা ফাঁকি॥
নানান ফুলে উড়ি উড়ি ভমরা মধু খায়।
কালা পাখীর বুলি শুনি বুগ ফাডি যায়॥
পূগ দুয়ারগ্যা [৪] ঘরের মঝে দক্ষিণালী বাও [৫]।
এ সময় প্রাণবন্ধু মুখখান দেখাই যাও॥
আমি হৈব ফুল বন্ধু তুমি হৈবা অলি।

*　　*　　*　　*

ঘরেতে থাকিলে বন্ধু মুখে দিতাম পান।
কায়া অঙ্গ সঁপি দিতাম কৈত্তাম যৌবন দান॥
এইবার আসিলে তোমার ছাম্নে [৬] মৈর্‌গ্যাম [৭] কাঁদি।
মাথার চুলর রশি পাগাই পা রাখিব বাঁধি॥"

এইনা ভাবিয়া আয়রা পালঙ্কে শুতিল।
ঘুমের ঘোরে আজিমের মুখ স্বপ্নে দেখিল॥
জোড় পালঙ্কে শুতি কৈন্যা ঘোরে নিন্দ্রা যায়।
কামারের ভাতির মতন নিয়াস ফেলায়॥

---

১ গেইয়েগই = গিয়াছে। ২ নিত্তি পত্তি = সর্ব্বদা।
৩ নিমায়া = মায়াহীন। ৪ পূগ দুয়ারগ্যা = পূর্ব্ব দুয়ারী
৫ দক্ষিণালী বাও = দক্ষিণদিগের বাতাস।
৬ ছাম্নে = সাম্‌নে। ৭ মৈর্‌গ্যাম = মরিব।

বাহিরে গুটগুট্যা [১] আঁধার গহিন হৈল রাইত।
সিং কাড়ি [২] ঘরেতে ঢুকিল মনসুরগ্যা ডাকাইত॥
জ্বালাইয়া মোমের বাত্তি চারিদিকে চায়।
পালকেতে হুরপরী দেখিবারে পায়॥
আউলা ঝাউলা চুল, গায়ে কাপড় নাই।
মনসুর আলী চাহি রৈল দুই চোগ পাগাই॥
তার পরেতে লুচ্চা [৩] মনসুর কি কাম করিল।
আয়রার মুখের কাছে মোমর বাত্তি নিল॥
চমকি জাগিয়া কৈন্যা কাঁপে ঘন ঘন।
বারুদের ঘরে আগুন লাগিল যেমন॥
মনসুর বলিল তখন—"শুন আওরাত।
তোমার লাগি মহব্বত প্রেম হইয়াছে কৈলজাত [৪]॥
আমার আছমানে তুমি পুন্নিমার চান।
যৌবন দিয়া ঠাণ্ডা কর আসকের [৫] পরাণ॥"

গোল্লার আবাজের [৬] মতন মারিয়া জিক্কার [৭]।
পাড়াপরশীগণে আয়রা ডাকে বারে বার॥
আসকে মস্‌গুল চোরা হোঁস গোঁস নাই।
এক দিষ্টে চাহি রৈয়ে দোন [৮] চোগ পাগাই॥
ছুডি আইল চাইর মিক্যাথুন [৯] লোক লস্করগণ।
মনসুরগ্যারে ধরি তারা করিল বন্ধন॥
কেহ মারে কিল লাথি মাইরর [১০] পড়িল ধুম।
ভাদ মাইস্যা তালর মতন পড়ের ঘুমাঘুম॥

---

১ গুটগুট্যা = নিবিড়। ২ সিং কাড়ি = সিঁধ কাটিয়া। ৩ লুচ্চা = বদমাইস্।
৪ তোমার......কৈলজাত = তোমার জন্য আমার কলিজায় অত্যন্ত প্রেম হইয়াছে।
৫ আসকের = প্রেমপূর্ণ। ৬ গোল্লার অবাজ = গুলির আওয়াজ
৭ জিক্কার = চীৎকার। ৮ দোন = দুই।
৯ চাইর মিক্যাথুন = চারিদিক্ হতে। ১০ মাইরর = মারামারির।

কেহ চুল টানে কেহ নাগত মারে ঘুষি।
হাতর সুখ করি লৈল যার যেমন খুসী॥
তারপর গলার মাঝে টোয়াল [১] বাঁধিয়া।
হেছেরাই হেছেরাই [২] নিল মুড়ার পন্থ দিয়া॥
অঘোর জঙ্গলে তারা হইল হাজির।
ছুতা [৩] ধরি রৈল ডাকাইত ন লাড়ি [৪] শরীর॥
বেদম [৫] হইল মনসুর নাগত [৬] শোয়াস [৭] নাই।
গলার মাঝে ফাঁসি দিয়া রাখিল লট্‌কাই॥
আচানক কথা সেই কি বলিব হায়।
ক্ষাণিক পরে মনসুর আলী চোগ মেলিয়া চায়॥
সক্কলে চলিয়া গেছে নাই কোন জন।
ধীরে ধীরে খোলে ডাকাইত ফাঁসির বন্ধন॥
গাছ হৈতে লামিয়ারে চলে হেলিঢেলি।
পানির তিরাসে [৮] তার জান যায় নিকলি॥
কতক্ষণ বসি সেই গাছের তলায়।
পাহাড়ী ছড়ায় [৯] ডাকাইত পানি খাইত যায়॥ (১-১০০)

(১১)

আয়রার শেষ দৃশ্য

এইরূপে কিছু দিন গত হৈয়া গেল।
মনের আগুনে আয়রা বিমারে [১০] পড়িল॥

---

১ টোয়াল=দড়ি। ২ হেছেরাই=টানিয়া টানিয়া।
৩ ছুতা=ছল, ছল করিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকা। ৪ লাড়ি=নাড়িয়া।
৫ বেদম=দম্ (নিশ্বাস) শূন্য। ৬ নাগত=নাকে।
৭ শোয়াস=শ্বাস। ৮ তিরাসে=তৃষ্ণায়।
৯ ছড়া=নির্ঝর। ১০ বিমারে=ব্যারামে।

শুকাইয়া গেলরে তার সোনার যৌবন।
শুকাইয়া গেলরে তার ও চান বদন॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ভাবনা বিস্তর।
একমাসে ন থামিল সান্নিবাতিক জ্বর॥
মনের যাতনা কৈন্যা কৈব কার ঠাঁই।
বিছানাতে পড়ি কাঁদের গড়াই গড়াই॥
চোগর জলে বালুশ ভিজে, ভিজে বিছান কাথা।
জ্বরের গরমে যেন ফাডি যারগৈ মাথা॥
সক্কলে চাহিয়া কৈল বাঁচিব না আর।
আখেবের সম্বল এখন কররে তৈয়ার॥
সেই দিন না সৈন্ধাকালে সরেঙা না [১] নিয়া।
গেরামের ঘাটে আজিম আইল চলিয়া॥
ঘরেতে যাইয়া আজিম দেখিলরে হায়।
শোয়াসে শোয়াসে আয়রার জান নিকলি যায়॥
কলেমা শাদত [২] পড়ে মোল্লা খোন্দকার।
দেখিয়া আজিম তখন করে হাহাকার॥
"পরাণের বিবি আমার উডি কও কথা।
বহুত দিন দিয়াছি যে তোমার দিলত বেথা॥
আয়রা বেগরে আমার কেমনে যাইব কাল।
টাকা কড়ি ঘর গিরস্থি হইল বেনাল॥
কুছাহাতে [৩] গেলাম আমি মাইয়নী উজানে।
সাইগরে ডুপিয়া [৪] মৈলাম জান আর পরাণে॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি থাইক্যম [৫] কোন সুখে।
কে মুছাইব চৈক্ষের জল আর কে লইব বুকে॥

---

১ না=নৌকা। ২ কলেমা শাদত=মৃত্যুর পূর্ব্ব-কালীন নমাজ।
৩ কুছাহাতে=কুক্ষণে। ৪ ডুপিয়া=ডুবিয়া। ৫ থাইক্যম=থাকিব।

কনে খাইব ধন দৌলত কনে খাইব রে।
তোমারে ছাড়িয়া আমি কন পন্থে যাইব রে ॥
জোম বেয়ারের কামাই [১] আমার কনে খাইব রে।
আসকের ধন আমার কঁড়ে পাইব রে ॥
কুর্ম্মাইর কুলর মিডা [২] পান আর কনে খাইব রে।
হাসি মুখ্‌খে আমার মিক্যা [৩] কনে চাইব রে ॥
জোড় পালকের খাট আমার খাইল্লা [৪] রৈল রে।
বুগর ভিতর কৈল্লা [৫] আমার ফাডি [৬] পৈল রে ॥"
এইরূপে কাঁদি আজিম দোন [৭] চোগ ফুলায়।
পাড়া পরশী পরবোধ দিয়া পিডে হাত বুলায় ॥
"হয়াত [৮] ময়ত [৯] রৈয়ে আল্লাজির হাতে।
সুখ দুখ দুই আছে দুনিয়াদারীতে ॥"

দেখিতে দেখিতে আয়রার শোয়াস [১০] হৈল বন [১১]
কেবলামুখী [১২] কৈরে মরা করাইল শয়ন ॥
খাটের উয়র চিৎভাবে শয়ন করাইয়া।
জলদি করি অজু বানায় মুখত পানি দিয়া ॥
গরম পানি দিয়া পরে করাইল গোছল [১৩]।
গায়েতে মাখিয়া দিল আতর গোলাপ জল ॥
কাপুরের গুড়া মাখি কাপড়ে তখন।
সিনাবন্ধ [১৪] ঘোমটা দিয়া পরাইল কাফন ॥

---

১ কামাই = রোজগার। ২ মিডা = মিঠা।
৩ মিক্যা = দিকে। ৪ খাইল্লা = খালি।
৫ কৈল্লা = কলিজা। ৬ ফাডি = ফাটি।
৭ দোন = দুই। ৮ হয়াত = জীবন।
৯ ময়ত = মরণ। ১০ শোয়াস = শ্বাস।
১১ বন = বন্ধ। ১২ কেবলামুখী = পশ্চিমমুখী।
১৩ গোছল = স্নান। ১৪ সিনাবন্ধ = বুকবন্ধ।

তারপর জানাজার [১] নমাজ পড়িয়া।
আওরাতে লৈয়া গেল খাটেতে তুলিয়া॥
মিলিমিশি পাড়াপরশী ভাই বেরাদর [২]।
ময়দানের মাঝে দিল আয়রার কয়বর॥ (১-৫০)

(১২)

কাফেন চুরী

গহিন রাইতে ঝিঁজি ডাকে অন্ধকার ঘোর।
ময়দানে চলিয়া আইল সেইরে কাফেন-চোর॥
সঙ্গে কেহ নাই রে তার সঙ্গে কেহ নাই।
খন্দা কোদাল লইয়া রে আইস্তে [৩] গোর কুঁড়িবার লাই [৪]॥
সেই দিনের মাইরে [৫] হৈয়ে বুগে [৬] পিডে [৭] ধরা।
তবু ও আসকের টানে আইস্তে কাফেন চোরা॥
কয়বর কুঁড়িয়া মনসুর দেখিবারে পায়।
বেহেস্তের পরী আয়রা সুখে নিদ্রা যায়॥
খানিকক্ষণ ভাবি ডাকাইত কি কাম করিল।
সিনাবন্ধ কাফন ধরি একটান দিল॥
খোদার মরজি কেহ বুঝিতে না পারে।
মরা কৈন্যা লড়ি উড়িল [৮] কয়বরের ভিতরে॥
টানাটানি করে মনসুর ধরিয়া কাফন।
আতাইক্যা [৯] চোয়াড় পৈল ঠাডারের [১০] মতন॥

---

[১] জানাজার = মৃত্যুর পরের নমাজ।
[২] বেরাদর = এখানে আত্মীয়-স্বজন।
[৩] আইস্তে = আসিয়াছে।
[৪] লাই = জন্য।
[৫] মাইরে = মারামারিতে।
[৬] বুগে = বুকে।
[৭] পিডে = পীঠে।
[৮] লড়ি উড়িল = নড়িয়া উঠিল।
[৯] আতাইক্যা = হঠাৎ।
[১০] ঠাডারের = বজ্রের, চোয়াড় = মাড়ি (দাঁত লাগিল)। (দুইটা মাড়ি হঠাৎ বজ্রের মত শক্ত হইয়া লাগিয়া গেল।)

ভোমরা পাক খাইয়া ডাকু জবিনে[১] গড়ায়।
দর দর লৌ তার মুখে বৈয়া যায় ॥
তার পরে কি হইল শুন বিবরণ।
ভূঁইয়র মাঝে পড়ি মনসুর হইল অচেতন ॥
হোঁস গোঁস নাই রে তার চোখে কাল ঘুম।
দুনিয়ার দুখ্খ ধান্ধা[২] ন রৈল মালুম ॥
ঘুমের ঘোরে খোয়াবেতে[৩] দেখে মনসুর চোরা
কয়বর ছাড়ি আসি আয়রা ছান্নে হৈল খাড়া ॥
হাত লাড়ি বলে কৈন্যা "শুনরে মনসুর।
আখেরের কথা ভাব দুখ্খ হৈব দূর ॥
ছাড়ি দাও আজি হৈতে দাগা বাজি কাম।
নমাজ পড় রোজা থাক রাখরে ইমান ॥"
খোয়াবেতে বলে মনসুর জোড় করি হাত।
"ডাকাতি ন কৈল্লে আমার ন জুটিব ভাত ॥
ন খাই মরিলে কনে[৪] পড়িবে নমাজ।
কেমন করি চুরি ছাড়ি নিজর পেশা কাজ ॥"
আয়রা বলিল তখন "বুঝিবে মরদ।
একদিন তোমার দিলে আসিবে দরদ ॥
চুরি কর ক্ষেতি নাই শুন আমার কথা।
পাঁচ আক্ত নমাজ পড় না কর অন্যথা ॥
কন কেহ নহে আপন মিছা দুনিয়াই।
হক ছাড়ি কাড়াকাড়ি নাহকের লাই (জন্য) ॥
ভাবিয়া দেখরে তুমি বেহেস্তের পথে।
মাথাত লই গুনার[৫] গাট্টি[৬] যাইবা কি মতে ॥

---

১ জবিনে=জমিনে। ২ দুঃখ ধান্ধা=দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি। ৩ খোয়াবেতে=স্বপনেতে। ৪ কনে=কে। ৫ গুনার=পাপের। ৬ গাট্টি=বস্তা [অপরাধের (গুণার) বস্তা মাথায় করিয়া স্বর্গে কিরূপে যাইবে?]

ছাড়িতে না পার যদি চুরি পেশা কাম।
পাঁচ আক্ত নমাজ তবু পড়িবা তামাম ॥”
খোয়াবেতে কাফেন চোরা মাথা লাড়ি কয়।
“পাঁচ আক্ত নমাজ আমি পড়িব নিশ্চয় ॥”
এই কথা শুনি আয়রা হৈল অদর্শন।
জমিনে রহিল চোরা ঘুমে অচেতন ॥ (১-৪৬)

(১৩)

পরিবর্ত্তন

গোজারিয়া [১] গেল রাইত হইল বেয়ান।
কুড়ার ডাকেতে মনসুর পাইল রে থান [২] ॥
খোয়াবের কথা মনে হইল উদয়।
কয়বরেতে মরা কৈন্যা দেখে সে সময় ॥
তড়াতড়ি উডি ডাকাইত কি কাম করিল।
ফজরের নমাজ আগে পড়িয়া লইল ॥
তারপর আয়রার কয়বরের উপরে।
মাটিচাপা দিয়া গেল আপনার ঘরে ॥
গোমর [৩] মতন থাকে মনসুর আগের মতন নাই।
পাঁচ আক্ত নমাজ পড়ে মোছইদেতে [৪] যাই ॥
দলবল আসে যায় চুরির কারণ।
ভালা করি নাহি বুঝে ছরদারের মন ॥
কেহ বলে—“বিমার হৈয়ে দিলে নাই খোস”।
কেহ বলে—“নাইর খাইয়া হারাইয়াছে হোঁস” ॥
এইরূপে নানান কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
এক দিন কহে তারা সাম্‌নে খাড়া হৈয়া ॥

---

১ গোজারিয়া=গত হইয়া। ২ থান=চেতনা।
৩ গোমর=গম্ভীরের। ৪ মোছইদেতে=মস্‌জিদে।

"শুন শুন ওস্তাদজি আজ তোমার কাছে কহি।
খাওন বেগরে [১] মোরা মরিয়া যাইরগই [২] ॥
এতদিন পালাইলা রাপের সমান।
ভোনের [৩] জ্বালায় এখন নিকলি যায় জান॥"
মনসুর তখন কহে "শুন দোস্ত জন।
ডাকাইতি করিব আজি কর আয়োজন" ॥
কাঁইচা পার হৈল তারা শিলকের মুখে।
গুদাম কোটা দেখিবারে সেই বাড়ীতে ঢুকে ॥
অমাবস্যা রাইতের নিশি গুটগুট্যা [৪] আঁধার।
বাড়ীর পিছর পন্থ দিয়া চোরর দল যায় ॥
ধীরে ধীরে গেল তারা পিছের ডেইয়ার [৫] কোণে
যদি কেহ চেতন থাকে,—কান পাতিয়া শুনে ॥
সাড়া শব্দ নাই কারো নিঝাপ [৬] সকল।
পরামর্শ্য করে তখন মনসুর চোরার দল ॥
বাইং দুয়ার [৭] দি রৈল কেহ, কেহ সিং কোড়ে।
ছরদার মনসুর একা পরবেশিল ঘরে ॥
জোড় পালঙ্কের খাটের মাঝে রঙিলা মশারী।
দৌলতদার শুইয়া আছে লৈয়া সোন্দর নারী ॥
বড় এক ছন্দুক [৮] আছে হিথানে তারার।
থাবা দিয়া তাল বাজায় চোরা বারেবার ॥
অঘোরে ঘুমায় তারা থান [৯] না পাইল।
কলর চাবি দিয়া চোরা ছন্দুক খুলিল ॥

---

১ বেগরে=ব্যতীত। ২ যাইরগই=যাইতেছি। ৩ ভোনের=ক্ষুধায়।
৪ গুটগুট্যা=নিবিড়। ৫ ডেইয়ার=দুয়ার।
৬ নিঝাপ=শব্দহীন। ৭ বাইং দুয়ার=পিছের দরজা।
৮ ছন্দুক=সিন্দুক। ৯ থান=চেতনা।

ছন্দুক খুলিয়া পাইল টাকা তোড়া তোড়া।
আষ্ট অলঙ্কার আর সাল জোড়া জোড়া॥
দামী মালমাত্তা [১] সব করিয়া বাহির।
ভাবিতে লাগিল মনসুর মাথা করি থির॥
এমিকালে কুড়ায় ডাকি জানাইল ফজর।
খাপ্‌দি চাহি দেখে ডাকাইত হৈতেছে পহর॥
আছ্‌মানেতে তারা নাহি পূগর [২] দিক লাল।
দূরর তুলাগাছত বসি ডাকিছে কুড়গাল॥
মোছইদেতে [৩] আজাহাত দিল মোল্লাগণ।
"লা-এলাহা-ইল-আল্লাহ" ডাকে মনসুর তখন।
ফজরের নমাজ পড়ে হোঁস গোঁস নাই।
দলর মানুষ পাড়ি দিল নিজর জান বাঁচাই॥
তকবীর [৪] করিয়া ডাকাইত দিল এক ডাক।
গিরছ [৫] উড়িয়া দেখি হইল অবাক॥
নমাজ হইলে শেষ গিরছ আসিয়া।
মনসুরের পয়র [৬] উয়র রহিল পড়িয়া॥
কোন আউলিয়া তুমি আইলা কোন পীর।
পরিচয় দিয়া আমার মন কর থির॥
মনসুর বলিল "আমার কাফন চোরা নাম।
দুনিয়াতে করি আমি দাগা বাজি কাম॥
নাহি অন্য পেশা আমার চুরি করি খাই।
তোমার ঘরে সিং দিয়াছি মালমাত্তার লাই॥"
গিরছ বলিল তখন—"ঝুটা কেন কহ।
তোমার পায়ের তলায় মোরে আজি লহ॥

---

[১] মালমাত্তা = জিনিষপত্র।
[২] পূগর = পূর্ব্বের।
[৩] মোছইদেতে = মস্‌জিদে।
[৪] তকবীর = "আল্লাহো আকবর" বলা
[৫] গিরছ = গৃহস্থ।
[৬] পয়র = পায়ের।

এই বলি সেই গিরছ কি কাম করিল।
বেশুমার ধন দৌলত মনসুরের দিল॥
দৌলত আনিয়া মনসুর আপনার ঘরে।
ভাগবাটরা [১] করি দিল দলের লোকেরে॥
তারপর ঝোলা একটা পিডেতে [২] লইয়া।
জঙ্গলের পন্থে ডাকাইত গেল যে চলিয়া॥
কতকাল গতরে হৈয়া গেলরে তারপর।
কাফনে চোরার কেহ আর না পাইল খবর॥
মাঝে মাঝে জঙ্গল হৈতে আসে এক পীর।
কদমে কদমে [৩] জপে আল্লার জিকির [৪]॥
মাঝে মাঝে দেখা যায় ময়দানের উপরে।
আয়রার কয়বর পীর জেয়ারত [৫] করে॥ (১-৭৪)

সমাপ্ত

বাটরা = বণ্টন। [২] পিডেতে = পৃষ্ঠে।
কদমে কদমে = মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, প্রহরে প্রহরে। [৪] জিকির = মন্ত্র।
[৫] জেয়ারত = সম্মান, খাতির

ভেলুয়া

ভূমিকা

পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ভেলুযার একটি পালা প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক ভুল করিবেন না যে আমি সেই ভেলুয়া-পালার আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করিতেছি। বিষয় ও কাব্য-কথায় এই পালাটি তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে ভেলুয়ার দুইটি পালাগান গীত হইয়া থাকে। ইহারা দুইটি স্বতন্ত্র বিষয় লইয়া রচিত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আমার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে আমি হামিদুল্লা প্রণীত ভেলুয়া কাব্যের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই কাব্যের প্রকাশক হামিদুল্লা পল্লীগীতির মাধুর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অকিঞ্চিৎ-কর বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়া নানা অবান্তর কথা ও আবর্জ্জনা পল্লীগীতিটির মধ্যে জুড়িয়া দিয়াছেন। এই গুরুতর বোঝার চাপে পড়িয়া পল্লীগীতির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ডে প্রকাশিত ভেলুয়ার পালাটি এবং হামিদুল্লা-সম্পাদিত পালা এই উভয়ের আখ্যান-বস্তু কতকটা এক।

কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যার ভেলুয়ার পালা কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমার মনে হয় না। কতকগুলি অলৌকিক এবং অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় লইয়া গ্রাম্য কৃষক-পণ্ডিত তাঁহার কল্পনার লালাখেলার দৌড়টা দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান পালাটি সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার চার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ আমরা পাইয়াছি। হামিদুল্লা-প্রকাশিত পালাটির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ইহা একটি বৃহৎ গ্রন্থ। ১৯২০ খৃঃ অব্দে ঢাকা চুরিহাটা হামিদিয়া প্রেসে মুন্সী মোহাম্মালী কর্ত্তৃক এই পালার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোহাম্মালী শাহেব এই কবিতায় পল্লীপালাটিকে কতকটা অবিকৃত রাখিয়াছেন। তথাপি এই পল্লীসাহিত্যের প্রকাশকগণের একটা সাধারণ দোষ আছে অর্থাৎ যাহার উপর হাত দিবেন তাহা লইয়া নিজের কিছু কারিকুরি দেখাইয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টিত হইবেন,—সেই দোষটি মোহাম্মালীর

একেবারে যায় নাই। মাঝে মাঝে কতকটা বিকৃত রুচি এবং অশিক্ষিত পরিহাসরসিকতার বর্ব্বরতা তাঁহার কাব্যে ঢুকিয়াছে। একটি উদাহরণ দিতেছি। যখন তরুণ সওদাগর তাঁহার স্ত্রীর নিকট বিদায় চাহিতে যাইয়া বিদায় পাইলেন না, অথচ বাণিজ্যে যাইতেই হইবে, তখন তিনি কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি তামাক খাইবার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে আগুন আনিতে বলিলেন। মহিলাটি স্বামীর বিদেশগমন-প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই আব্দারে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার বীরবর স্বামী তাঁহাকে একটা ঘুঁষি মারিলেন। সেই ঘুঁষি খাইয়া রমণী অজ্ঞান হইলে পর সওদাগর বিদেশ-যাত্রার সুবিধা পাইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নিরক্ষর পল্লী-কবিদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারা অৰ্দ্ধ-বর্ব্বর শিক্ষিতাভিমানী প্রকাশকদের অপেক্ষা অধিকতর রসগ্রাহী এবং তাহাদের রসিকতাও এরূপ উদ্ভট রকমের নহে।

চট্টগ্রামের গুজ্‌রা পোষ্ট অফিসের অধীন নয়াপাড়া গ্রামের মক্‌বুল আহাম্মদ এই পালাগানের আর একটা সংস্করণ নোয়াখালি-যন্ত্রে প্রকাশ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইহার ৬ষ্ঠ সংস্করণ হইয়াছিল। পল্লীগীতি-প্রকাশকদের যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই সংস্করণটিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তাহার সকলগুলিই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুখের বিষয়, এই সংস্করণটি খুব বৃহৎ নহে।

চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ভেলুয়ার গান পল্লীবাসীদের প্রাণের কথা। এই গান শুনিয়া এখনও শত শত নর-নারীর হৃদয় বেদনাতুর হইয়া উঠে, কত শত অশ্রুবিন্দু যে কৃষক রমণীদের নয়ন-পল্লব হইতে এই কাব্যের উপর নিরন্তর বর্ষিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় পল্লী-সাহিত্য-প্রকাশকেরা আদত পালাটি বিকৃত করিয়া প্রকাশিত করাতে এই গান এখন আর তেমন নিবিড় রসধারায় পরিণত হইয়া উপভোগ্য হয় না। বাজারে প্রকাশিত পুঁথি সহজে পাওয়া যায়; সুতরাং কে আর যত্ন করিয়া আদত পালা মুখস্থ করিবে? বিশেষতঃ, নিরক্ষর কৃষকেরা নিজেরা লিখিতে জানে না যে, তাহারা কোন বৃদ্ধ পল্লীগায়েনের নিকট হইতে উহা শিখিয়া লইবে। সুতরাং এই প্রকাশিত সংস্করণগুলিই এখন পল্লীগায়েনদের

অনন্যগতি। মুদ্রাযন্ত্র কর্তৃক এই গানটির বিশেষরূপ প্রচার হওয়াতে আদত গানটি সুদুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আমাদের অসীম অধ্যবসায়শীল শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কিছুতেই হটিয়া পড়িবার লোক নহেন। তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে এই পালাটির উদ্ধার করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। চাটগাঁয়ের এ. বি. রেলওয়ের পাহাড়তলী ষ্টেশনের নিকট ভেলুয়ার দীঘির ধারে বসিয়া সমস্ত নিকটবর্ত্তী পল্লীগুলির মধ্যে ভেলুয়ার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিরসে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। কত নরনারী তাঁহাকে ভেলুয়ার কাহিনী-সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব গল্প শুনাইয়াছে। তিনি তাহাদের নানা কুসংস্কার ও আজগুবি গল্পের উপর আস্থা দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছেন, যেহেতু সেই সরল বিশ্বাসের অভ্যন্তরে তাহাদের ভেলুয়ার প্রতি ফল্গুনদীর মত চিরপ্রবহমান অকৃত্রিম ভক্তির ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে। কোন কোন বৃদ্ধ তাঁহার নিকট শপথ করিয়া বলিতেন, "হাঁ, মহাশয়, সত্য সত্যই ভেলুয়া ও আমির কোন কোন পূর্ণিমা-রাত্রিতে পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া এই দীঘির জলে সোনা-ডিঙ্গিতে ভাসিয়া বেড়ান, অনেকে তাহা দেখিয়াছে।" আশুবাবু সরল কৃষকদের মুখে এইরূপ নানা উপাখ্যান শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। কিন্তু কোথায় আদত পালাটি পাইবেন সেই ভাবনায় তাঁহার দিবারাত্র চোখে ঘুম ছিল না। এক পত্রে তিনি আমায় লিখিয়াছেন, "এমনও দিন গিয়াছে যে আমি সারাদিন পল্লীতে পল্লীতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।" কিন্তু কোন সন্ধান মিলে নাই। অবশেষে পুলিশষ্টেশন রাউজানের অধীন বাগোয়ান গ্রামের জেবল্ হোসেন নামক একটি লোকের নিকট তিনি পালাগানটির কতকটা অংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পরে চট্টগ্রাম জেলার লাম্বুর ঘাটের ইস্‌মাইল নামক জনৈক সাম্পানের মাঝির নিকট হইতে আরও কিছু সংগৃহীত হইল। এই আদত গানের অংশগুলি কবিত্ব ও করুণ রসের উৎস। কিন্তু এগুলি অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়াও তাঁহার তৃষ্ণা মিটিল না। এই সব ছোট ছোট খাল-বিল তাঁহাকে যে মোহনার আভাস প্রকাশ করিল, তিনি যে পর্য্যন্ত না তথায় পৌঁছিলেন সে পর্য্যন্ত তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। যিনি সমস্ত অন্তরের ব্যগ্রতার সহিত কিছু

চাহেন, ভগবান তাঁহার কামনা অতৃপ্ত রাখেন না। এই সময় তিনি শুনিতে পাইলেন রাঙ্গুনিয়া থানার অধীন পোমরা গ্রামে এক বৃদ্ধ মুসলমান গায়ক পালাগানটির সন্ধান জানে। শ্রবণমাত্র লাঠি হাঁকাইয়া পালাসংগ্রাহক পোমরা গ্রামাভিমুখে ছুটিলেন। এই গায়কের নাম ওমর বৈদ্য। তাহার বয়স সত্তরের উপরে। এই লোকটি একটি অদ্ভুত ব্যক্তি। দন্তচিকিৎসাই তাহার ব্যবসায়। যদিও সে সম্পূর্ণ নিরক্ষর, তাহার মস্তিষ্ক পালাগানের একটি বৃহৎ আড়ৎ। সে এত পালাগান মুখে মুখে বলিয়া যাইতে পারে যে এই অদ্ভুত লোকটির ক্ষমতা দেখিয়া আশুবাবুর বিস্ময়ের শেষ রহিল না। দন্তচিকিৎসা সে একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন তাহার একমাত্র বন্ধু, মনের কথা বলিবার সামগ্রী এবং সহায় ও সম্পত্তি তাহার সারেঙ্গটি। সে অতি দরিদ্র, জীর্ণ শীর্ণ লতাবেষ্টিত একটি কুঁড়ে ঘরে বাস করে। তাহার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর গলায় কতকগুলি কাচের মালা ও হাতে কাচের চুড়ী, কিন্তু সে তাহার সারেঙ্গটির কানগুলি রূপায় বাঁধাইয়া দিয়াছে। যখন সে গান করিতে থাকে তখন তাহার কণ্ঠস্বর অথবা সারেঙ্গের সুর ইহাদের মধ্যে কোনটি বেশী মিষ্ট তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হয়। ভেলুয়ার কষ্ট সে যখন গানে বর্ণনা করে তখন শ্রোতাদের চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যায়। সারেঙ্গ যেন করুণ কণ্ঠে এই দেবীর দুঃখে বারংবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। কাব্য-নায়ক আমির সওদাগর যখন সারেঙ্গ হস্তে লইয়া কুটিরে কুটিরে সেই যন্ত্রটি বাজাইয়া বেড়াইত এবং তাহা হইতে ক্রমাগত সারেঙ্গ-সাধা ভেলুয়া নামটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিত, সেই শোকাবহ চিত্র ওমর বৈদ্য স্বীয় সারেঙ্গ বাজাইয়া যখন গাহিতে থাকে, তখন বোধ হয় এই গায়েনই সেই যৌবনে যোগী আমির সওদাগর! ওমর বৈদ্য আশুবাবুকে তাহার বাল্য ও যৌবনের ইতিহাস বলিয়াছিল। সে কাহিনী অতি অপূর্ব্ব ও করুণ। শৈশবে তাহার কোকড়ান কোকড়ান দীর্ঘ চুল গ্রীবা বাহিয়া স্কন্ধের উপর পড়িত এবং তাহার মুখখানিতে বালিকার ন্যায় কমনীয়তা ছিল। সে সেই সময় তাহার গুরু ইয়াশিন আলির নিকট পালাগান গাহিতে শিখিয়াছিল। সে নাচিয়া গাহিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিত। ইয়াশিন আলি তাহাকে লইয়া পাহাড়ের চাকমা ও কুকীদিগের নিকট যাইত।

এই বালক তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে। আশুবাবু লিখিয়াছেন, "১৯২৬ সনের ১৮ই অক্টোবর আমি সন্ধ্যা ৬টা হইতে পরদিন বেলা ১২টা পর্য্যন্ত এই আঠার ঘণ্টা কাল, তাহার মুখে ভেলুয়ার গান শুনিয়াছিলাম। যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা নিদ্রার বোধ ছিল না। মাঝে মাঝে যখন স্ত্রী-বিরহে অর্দ্ধোন্মত্ত আমির সওদাগরের দুঃখ সে গাহিয়া নিজে চোখের জল ফেলিত তখন কাহারও চক্ষু অনার্দ্র থাকিত না। সেই দীর্ঘ রজনীটি একটি স্বর্গীয় সঙ্গীতের কুহকে আমাদের নিকট কয়েক মুহূর্ত্তের ন্যায় স্বল্পস্থায়ী বোধ হইয়াছিল।"

এই গানটিতে শাফ্‌লাপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রপটের ন্যায় স্পষ্ট হইয়াছে। মহিষখালি দ্বীপের অন্তর্গত শাফ্‌লাপুর এখনও বিদ্যমান। এক সময়ে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল এবং পুর্ত্তগীজ জলদস্যুগণ এই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে মুসলমানদিগের প্রভাবে এই জলদস্যুদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া পড়ে। ভেলুয়ার পিত্রালয় তেলন্যাপুর এখন তেলাদ্বীপ নামে পরিচিত। উহা শঙ্খনদী এবং সাগরের মোহনার উপকূলবর্ত্তী আনোয়ারা থানার অধীন। ভোলা সওদাগরের বাড়ী কাটুলী গ্রাম, চট্টগ্রাম হইতে বহু দূরবর্ত্তী নহে। এখানে পাহাড়তলী ষ্টেশনের অনতিদূরে ভেলুয়ার দীঘি অবস্থিত। আমরা তাহার একটি ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছি। সারেঙ্গ-বাদক টোনাবারুইএর বাড়ী চট্টগ্রাম রাঙ্গুনিয়া থানার অধীন সৈয়দ নগরে। সেইখানে একটা ভিটা পড়িয়া আছে, লোকেরা তাহাই টোনাবারুইএর বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, এবং ঐ গ্রামের উজির আলি নামক একব্যক্তি টোনাবারুইএর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। চট্টগ্রামে ডবলমুরিং থানার অন্তর্গত সরইপাড়া নামক গ্রামে কাব্য-বর্ণিত মুনাপ-কাজির কাছারী ছিল। তাহার চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থান এখনও কাজির পাড়া নামে অভিহিত। মুনাপ-কাজির নামে এখনও সেখানে একটি দীঘি বিদ্যমান। আমরা সেই দীঘিরও একটি আলোকচিত্র প্রদান করিতেছি।

চট্টগ্রাম হইতে বিশ মাইল দূরে কর্ণফুলী নদীর নিকটবর্ত্তী কুড়াল্যামুড়া নামক পাহাড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটি নিভৃত নিকেতন। কুড়াল্যামুড়া

হইতে কিছু উত্তরপূর্ব্বে ভয়াবহ কাউখালির পাক নামক যে ঘূর্ণাবর্ত্তশীলা স্রোতস্বিনী বিদ্যমান, ইহাতেই আমির সওদাগর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। কাব্য-বর্ণিত শ্রীমাই, শঙ্খ ও কাইচা প্রভৃতি নদী চট্টগ্রামের সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

আমির সওদাগর প্রেমের পথে ফকির হইয়া ধনরত্ন, জরীর টুপি, রেশমী লুঙ্গী, বাড়ীঘর প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামের এই বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য-শোভিত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানা এঠো ধুতি এবং মাথায় ছেঁড়া টুপি। এই অবস্থায় তিনি কাউখালি, কাইচা ও শ্রীমাই প্রভৃতি নদী-নালা উত্তীর্ণ হইয়া টোনাবারুইএর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। টোনাবারুই যখন সারেঙ্গ বাজাইত তখন

"বনের বাঘ বশ হয়, কাঁদয় হরিণী।
সাপে মাথা নোয়াই থাকে এমনি সে গুণী॥" (১৪, ২৭-২৮)

এই পালাগানের সর্ব্বত্র সরলতা বিদ্যমান। পালারচক যে পরিহাস-রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও বর্ব্বরতা নহে। যখন ভেলুয়া তাঁহার দাসীকে আদেশ করিলেন, "যে সওদাগর আমার কবুতরের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে তাহার আঙ্গুলগুলি কাটিয়া লইয়া আইস," তখন দাসী ঘরে উঁকি মারিয়া শুনিল যে সেই কবুতর-ঘাতক তরুণ সওদাগরের সঙ্গে ভেলুয়ার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। তখন সে ভেলুয়াকে জানাইল যে সে খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, ভগবান সওদাগরের হাতে আঙ্গুল দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। (৬ষ্ঠ সর্গ, ছত্র ১-৩২)। কাজি মুনাপ ও টোনাবারুইএর বর্ণনায় কবি বেশ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ভেলুয়া তাঁহার স্বামীকে নিজের বাজু, সপ্তেশ্বরী হার, হাসুলি, কঙ্কণ, সোনার দানা ও কানের ফুল বিক্রয় করিয়া খাওয়াইবেন, তথাপি প্রবাসে যাইতে দিবেন না এই কাতরোক্তি কারুণ্যপূর্ণ। আমরা "মলুয়া"তে এইরূপ একটি করুণরসাত্মক চিত্র পাইয়াছি। (১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৭৫ পৃঃ) আর একটি বর্ণনায় উল্লিখিত আছে যে ভেলুয়া তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-সম্বন্ধে ভোলা সওদাগর কর্ত্তৃক মিথ্যা রটনা শুনিয়া দৃঢ় স্বরে বলিতেছেন, "আমার স্বামী কখনও মরেন নি। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে আমার কপালের সিন্দূর ম্লান হইত এবং আমার হৃদয় অব্যক্ত ব্যথায় স্পন্দিত হইত।" এই উক্তিগুলি আমরা দ্বিতীয়

খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'শাস্তি'নামক পালাগানে প্রায় এক ভাবেই পাইয়াছি। এই সমস্ত পালাগানের মধ্যে একটি পারিবারিক ঐক্য ও সম্বন্ধ প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পালাগানটিতে আমির সওদাগরের চরিত্র-গৌরব বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপরাপর পালা-গানে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ চরিত্রগুলি নারী চরিত্র-সমূহের সান্নিধ্যে কতকটা হীনপ্রভ হয়। কিন্তু এই গানটিতে আমির সওদাগরের চরিত্রবল এবং প্রেম-মহিমা বরং বেশী উজ্জ্বল। আমিরের চরিত্রে সুকুমারত্ব যেরূপ স্পষ্ট, তাঁহার পুরুষোচিত বলও তদ্রূপ স্পষ্ট। যখন ভেলুয়া তাঁহাকে প্রবাসে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "বাসিয়া বসিয়া পিতার অন্ন নষ্ট করা আমি একবারেই পছন্দ করি না। এই আলস্যের ভাত আমার মুখে উঠে না।" পুনরায় যখন ভেলুয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে সওদাগরের বাড়ী হইতে লুকাইয়া উদ্ধার করা হউক, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি চোরের ছেলে নহেন যে চোরের মত তাঁহাকে লইয়া যাইবেন। (ষোড়শ সর্গ, ২য় অধ্যায়, ছত্র ৪৫-৪৬) এই পালা-গানটি নানা বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। সেকালের যুদ্ধবিগ্রহাদি কিরূপে সম্পাদিত হইত, চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন্ কোন্ স্থানের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইত এবং কি কি অস্ত্রশস্ত্র তখন ব্যবহৃত হইত, এই সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমরা এই গানটিতে পাইতেছি। যুদ্ধের জাহাজ সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় সংবাদও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। নৌযুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী জাহাজে কোরাণ ও তৎসম্পর্কীয় ভাষ্য ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি থাকিত। মুসলমানেরা তাহাদের বিজয়-অভিযানে কোরাণটিকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, এই বর্ণনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়।

ভেলুয়ার কথা গল্প বা উপকথা নয়, ইহা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। হামিদুল্লা নামক কোন লেখক 'তারিখী হামিদি' নামক ফার্সী ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই গীতিবর্ণিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যোক্ত ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীতে হুসেনশাহের পুত্র নসরত শাহের সময় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। আমিরের পত্নী ভেলুয়াকে ভোলা সওদাগর

চুরি করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং এই ঐতিহাসিক পুস্তকে ভোলা 'চোর সওদাগর' নামে অভিহিত হইয়াছে। চোর সওদাগরের সঙ্গে আমিরের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ তারিখী-হামিদিতে পাওয়া যায়। পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী নামক এক লেখক এই গানটির ঐতিহাসিক ব্যাপার-সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানাইয়াছেন। তিনিও উল্লেখ করিয়াছেন যে ঘটনাটি নস্‌রত শাহের আমলে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ভোলা সওদাগরের পরাজয়-চিহ্নস্বরূপ ভেলুয়ার দীঘি খাত হইয়াছিল। তিনি মাণিক সওদাগরকে 'আড়াইচাঁদ' নামে পরিচিত করিয়াছেন এবং যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাটির কথা যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কয়েকটি অদ্ভুত মত আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। তাঁহার অনুমান এই 'আড়াইচাঁদ' এবং প্রখ্যাতনামা চাঁদ সওদাগর এক ব্যক্তি এবং ভাসানগানের বেহুলা ও এই কাব্যোক্ত ভেলুয়া অভিন্ন চরিত্র। অতিপ্রাচীন যুগের অলৌকিক উপাখ্যানটিকে তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে টানিয়া আনিয়াছেন। পূর্ণবাবুর এই সব ঐতিহাসিক মন্তব্যের কোনও মূল্য নাই। তবে তল্লিখিত ঘটনা এবং হামিদুল্লাখাঁর তারিখী হামিদির আখ্যানবস্তু মূলতঃ এক। সুতরাং এই বহুজনকথিত ভেলুয়ার পালাটি যে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে গ্রন্থবর্ণিত সমস্ত ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যে ভৌগোলিক তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও এই পল্লীগীতিকার ঐতিহাসিকত্ব প্রতীয়মান হইতেছে।

এই পালাটি মুসলমান রমণীরা বিবাহবাসরে গাহিয়া থাকেন। এই ধরণের গানগুলি পল্লীর মুসলমান-মহিলা-সমাজে "হাঁহলা" গান নামে পরিচিত। এই শব্দটি বোধ হয় 'সহালা' শব্দ হইতে আসিয়াছে। স্বাধ্বা রমণীগণের কথা বিবাহবাসরে চট্টগ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের রমণীরা এখনও গাহিয়া থাকেন এবং এই গীতোক্ত বিষয়টির সঙ্গে বিবাহবাসরের সঙ্গতি-সম্বন্ধে কাহারও দ্বিধা থাকিতে পারে না।

এই গান চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে যে কত বিচিত্র অবয়বে পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত আছে তাহার অবধি নাই। গ্রিয়ার্সন সাহেব নোয়াখালি জেলার কথিত ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ এই পালাগানটির কোন একটি সংস্করণ

হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার ভাষা সম্পূর্ণরূপে পাঁড়াগেয়ে এবং দুর্ব্বোধ্য ঃ—

সেনকালে সাধু আমিররে সাধু দক্ষিণ ফাড়ে চায়।
দক্ষিণ ফাড়ে যাইয়ারে আমির সাধু ডাইন বামে চায়॥ ২
সেনখানে ভেলবা দেবীর ফুলের বাগানরে ফায়।
ফুলের বাগানে যাইয়ারে সাধু চারিদিগেরে চায়॥ ৪
ফুলবাগানেরে যাইয়ারে সাধু ভরমণ্য করিল।
সেইখানে এক ঘররে সাধু দেখিবারে ফাইল॥ ৬
সেই ঘরে দেখিরে সাধু অতি খুসী হইল।
সেই ঘরের মধ্যেরে আমির তখ্খন সাম্মাইল॥ ৮
ঘরেতে সামাইরে আমির কোন কাম করিল।
সোণার ফালঙ্গেরে আমির উড়িয়া বসিল॥ ১০
বিচ্চানার বালিসা ধরিরে আমির লাড়ি চাড়ি চায়।
মাণিক্যের হাররে ভেলবার দেখিবারে ফায়॥ ১২
সেই হার লইয়ারে সাধু হাতে তুলি চায়।
হাতেতে লইয়ারে সাধু বুগেতে লাগায়॥ ১৪

পূর্ব্ববঙ্গে 'স' অক্ষরটি প্রায়ই 'হ'কারে পরিণত হইতে দেখা যায়, কিন্তু চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জিলাতে কোন কোন স্থানে 'হ', 'স'কারে পরিণত হইয়া থাকে যথা 'সেন কালে'। এইরূপ প্রয়োগ একটু বিচিত্র।

এই পালাটিতে ১১৮৭ ছত্র আছে এবং আমি তাহা ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ভেলুয়া

(১)

শাফ্লাপুর

আচানক [১] মুল্লুক সেইরে শাফ্লা বন্দর।
তারৈ [২] পর্ছিমে [৩] সদাই গরজে সাইগর [৪]॥
ঘাটের মাঝে বাঁধা থাকে হারেক [৫] রকম ডিঙা।
মাঝি মাল্লা গহিন রাইতে ফুকারে যে শিঙা॥
দোকানী পাসারী কত কারে কনে চিনে।
কেহ বেচে নানান জিনিষ কেহ আবার কিনে॥
পন্থে ঘাটে চলে মানুষ হাজারে হাজার।
নুকা [৬] নারা [৭] কত আছে নাইকো সুমার [৮]॥
বৈদেশী বন্দর হৈতে লৈয়া মালা [৯] মাল।
হাঙ্কারি [১০] জাহাজ আসে তুলি জুইতর পাল॥
শাফ্লা বন্দরের মালিক মাণিক সদাইগর [১১]।
ধন দৌলতে পুন্ন [১২] যে তান গুদাম [১৩] কোটাগর॥

---

১ আচানক = আশ্চর্য্য।
২ তারৈ = তারই।
৩ পর্ছিমে = পশ্চিমে।
৪ সাইগর = সাগর।
৫ হারেক = নানা।
৬ নুকা = নৌকা।
৭ নারা = অনেকগুলি নৌকা।
৮ সুমার = অন্ত।
৯ মালা = মেলা, অনেক।
১০ হাঙ্কারি = হাঁকারি।
১১ সদাইগর = সদাগর।
১২ পুন্ন = পূর্ণ।
১৩ গুদাম = দালান।

নন্দীর [১] কুলে হাবাখানা [২] সোন্দর [৩] ভোবন [৪] ।
রাত্রি কালে জ্বলে বাত্তি [৫] ফান্নুস [৬] লণ্ঠন ॥
লাখর সদাইগরীরে তান [৭] লাখর জমিদারী ।
সেনা সৈন্য আছে কত পাইক পটোয়ারী ॥
গরীব দুইখ্যা [৮] মোছাফের [৯] নিত্তি [১০] ঘরে খায় ।
ছোড [১১] বড় সক্কলেতে [১২] ছালাম জানায় ॥
মাণিক সদাইগরের বেটা [১৩] আমির সাধু নাম ।
দেখিতে সোন্দর যেন পুন্নিমার [১৪] চান ॥
ভালা লেয়াকত [১৫] বেটার ভালা দিল মন ।
ষোল বচ্ছর বয়স হৈয়ে নতুন যৌবন ॥
চৈদ্দ এলেম [১৬] শিখিয়াছে আর নানান কাম ।
কোরাণ কিতাব সক্কল কৈরাছে তামাম [১৭] ॥
ভালা বেটা পাইয়ারে খুসী মাণিক সদাইগর ।
খোসনামীতে [১৮] পুন্ন [১৯] হৈল দেশ দেশান্তর ॥
স্তীরি [২০] পুত্র খেসী [২১] কুডুম [২২] সক্কলার লই ।
বড় সুখেখ সদাইগরর দিন কাডি [২৩] যারগৈ [২৪] ॥

---

১ নন্দীর = নদীর ।
২ হাবাখানা = হাওয়াখানা ।
৩ সোন্দর = সুন্দর ।
৪ ভোবন = ভবন ।
৫ বাত্তি = বাতি ।
৬ ফান্নুস = ফানুস ।
৭ তান = তাঁহার ।
৮ দুইখ্যা = দুঃখী ।
৯ মোছাফের = অতিথি ।
১০ নিত্তি = নিত্য ।
১১ ছোড = ছোট ।
১২ সক্কলেতে = সকলে ।
১৩ বেটা = পুত্র ।
১৪ পুন্নিমার = পূর্ণিমার ।
১৫ লেয়াকত = ব্যবহার ।
১৬ চৈদ্দ এলেম = চতুর্দ্দশ বিদ্যা ।
১৭ তামাম = শেষ ।
১৮ খোসনামীতে = প্রশংসায় ।
১৯ পুন্ন = পূর্ণ ।
২০ স্তীরি = স্ত্রী ।
২১ খেসী = আত্মীয় ।
২২ কুডুম = কুটুম্ব ।
২৩ কাডি = কাটিয়া ।
২৪ যারগৈ = যাইতেছে ।

(২)

শিকার যাত্রা

দহিনালী [১] হাওা [২] ফিরিল ফাউন [৩] মাইস্যা [৪] দিন।
শীয়ারে [৫] যাইতে আমির করিল একিন [৬] ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমির কি কাম করিল।
মা জননীর কাছে যাইয়া কহিতে লাগিল ॥
"শুন শুন মা জননী বলি যে তোমারে।
শীয়ারে যাইয়ম আমি কালুকা [৭] ফজরে [৮] ॥
কালাধর ডিঙ্গা চাই আর গৌরলধর মাঝি।
কইবুলি বাবজানেরে করাইবা রাজি ॥"
শুনিয়া পুতের কথা মা জননী কয়।
ফাউন মাসে দইরজা [৯] আউন [১০] যাইতাম দিতাম নয় ॥
দশ নয় পাঁচ নয় আমার এক কালা চান।
নয়ানের কাজলরে মোর পরাণের পরাণ ॥
আমির সাধু উডি বলে, "আমার মাথা খাও।
শীয়ারে যাইতে মোরে জলদি বিদায় দাও ॥
নরম পরাণ তোমার লওরে দড় করি।
মুল্লুকে মুল্লুকে যাইব কৈত্তে [১১] সদাইগরী ॥
হাইল্যার [১২] পোলা [১৩] নহি যে মা হাল চষি খাইব।
জাইল্যার [১৪] পোলা নহি যে মা খালত জাল বোসাইব [১৫] ॥

---

[১] দহিনালী = দক্ষিণের। [২] হাবা = বাতাস, হাওয়া।
[৩] ফাউন = ফাল্গুন। [৪] মাইস্যা = মাসের। [৫] শীয়ারে = শিকারে।
[৬] একিন = ইচ্ছা। [৭] কালুকা = কাল। [৮] ফজরে = সকালে।
[৯] দইরজা = দরিয়া, সমুদ্র। [১০] আউন = আগুন।
[১১] কৈত্তে = করিতে। [১২] হাইল্যা = চাষা। [১৩] পোলা = পুত্র।
[১৪] জাইল্যা = জেলে। [১৫] বোসাইব = বসাইব।

সদাইগরর পোলা হৈলে কিসের ঘর বাড়ী।
শীয়ারে [1] যাইতে বিদায় দাওরে তড়াতড়ি॥”
এই না মতে মায়ে পুতে নানান কথা কয়।
মাণিক সদাইগর তথায় আইল সে সময়॥
শুনিয়া সকল কথা মাণিক সদাইগর।
ডিঙা সাজাইতে ঘাটে দিলরে খবর॥
খালাসী টেণ্ডল [2] সব লইলরে সাজি।
দড়মড় ছুয়ান [3] লৈল গৌরলধর মাঝি॥
রঙ বেরঙের পাল লৈল দড়ি আর কাঁছি।
লঙ্গর [4] লগি লৈল যত ভালা ভালা বাছি॥
ছ মাসের খানা লৈল ডিঙার মাঝে তুলি।
তীর কামটা ধনু লৈল বন্দুক আর গুলি॥

*　　*　　*　　*

কালাধর ডিঙা সাজিল দেখিতে সোন্দর।
ছুয়ান ধরিল গিয়া মাঝি গৌরলধর॥
মাণিক সদাইগর আসি কহিল তখন।
কোরে কোরে [5] নিও ডিঙা করিয়া যত্তন [6]॥
বয়ার [7] আসিলে মাঝি হৈয়ো সাবধান।
তোমার হাতে সপি দিলাম আমার জান পরাণ॥
আমির সাধুর মাথাত হাত দিয়ারে তারপর।
বহুত দোয়া [8] কৈল্ল তারে মাণিক সদাইগর॥
বাপের চরণে আমির ছালাম জানাইয়া।
“কালাধর” ডিঙার মাঝে পেয়ার হৈল গিয়া॥

শীয়ারে = শিকারে। [2] টেণ্ডল = খালাসীগণের সর্দার।
ছুয়ান = কর্ণ, হাল। [4] লঙ্গর = নঙ্গর।
কোরে কোরে = তীর সমীপে। [6] যত্তন = যতন।
বয়ার = বাতাস। [8] দোয়া = আশীর্বাদ।

"বাও বাও" [১] বলি দিল নাগেরায় বাড়ি ।
লঙ্গর তুলিয়া পরে ডিঙা দিল ছাড়ি ॥
বদরের [২] নাম লৈল মাঝি মাল্লাগণ ।
ছুটিয়া চলিল ডিঙা তুরিত [৩] গমন ॥
দহিনালী [৪] বাতাসেতে পাল দিল তুলি ।
ছুটিয়া চলিল ডিঙা হেলি আর ঢুলি ॥
কোরে কোরে বায় রে ডিঙা মাঝি গৌরলধর ।
ডাক দিয়া কৈল তারে আমির সদাইগর ॥
শুন শুন মাঝি ওরে শুন আমার বাণী ।
দেখিতে একিন [৫] হৈল মাঝ দরিয়ার [৬] পানি ॥
ফিরাও ফিরাও ছুয়ান কন [৭] ভয় রে নাই ।
মাঝ দরিয়ার মিক্যা [৮] ডিঙা দাও রে চালাই ।
গৌরলধর মাঝি বলে সদাইগরর মানা ।
কন পন্থ দি কঁড়ে [৯] যাইয়ম [১০] আমার আছে জানা ॥
অল্প বইস্যা [১১] আমীর সাধুর রাগ হৈল ভারি ।
ছুয়ান ধরিয়া তখন নিজে দিল পাড়ি ॥
ছুটিতে ছুটিতে ডিঙা মাজ দরিয়ায় পৈল ।
ঢেউয়ের উপরে ডিঙা নাচিতে লাগিল ॥

---

[১] বাও বাও=বাহ, বাহ। [২] বদর=পীরবদর। এই 'পীরবদর' সম্ভবত বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব বজ্রাসনে বসিতেন এই জন্য 'বজ্র' বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত। বদর শব্দ বজ্রের অপভ্রংশ। বিক্রমপুরের "বদরযোগিনী" শব্দটি "বজ্র-যোগিনী"র অপভ্রংশ। জাভার সুপ্রসিদ্ধ 'বড় বদর মন্দির', 'বড়বজ্র মন্দির' কথা হইতে উদ্ভূত। [৩] তুরিত=ত্বরিত, তুরিত গমন=শীঘ্র-গতি।

[৪] দহিনালী=দক্ষিণদিকের। [৫] একিন=ইচ্ছা।

[৬] মাঝদরিয়ার=মধ্যসমুদ্রের। [৭] কন=কোন।

[৮] মিক্যা=দিকে। [৯] কঁড়ে=কোনখানে।

[১০] যাইয়ম=যাইব। [১১] অল্প বইস্যা=অল্পবয়স্ক।

মানুষে কি বুঝে ভাইরে আল্লার কেরামত [১] ।
মাঝ দরিয়ার মাঝে ডিঙা হারাইল পথ ॥
হু হু করি ছুড়িল [২] বাতাস পালত [৩] পৈল [৪] টান ।
পরিচয় ন রইল্ল ভাডা [৫] কি উজান ॥
এক ঢেউয়ে উডেরে ডিঙা আকাশ বরাবর ।
আর ঢেউয়ে যায়রে ডিঙা পাতালর ভিতর ॥
উতর দহিন পূর্ব্ব পর্ছিম হইল ভিনাভিন ।
কন দিকর থুন কন দিকে [৬] যায় কিছু ন রৈল চিন ॥
ঘুরিতে লাগিল ডিঙা কি কহিব আর ।
গৌরলধরর মাথাত যেন পড়িল ঠাডার [৭] ॥
কেহ ডাকে ফিরিস্তারে আল্লাতালায় কেউ ।
বেবাম দরিয়ার মাঝে উডিল বিষম ঢেউ ॥
কেহ পড়ি রৈয়ে আর কেহ বমি করে ।
উইঠ্‌ত [৮] চাই কেহ আবার কাইত হই চিৎ হই পড়ে ॥
থর থর কাঁপে আমির সাইগরের ডাকে ।
ডিঙা যে ঘুরেরে হায় রে কুমারের চাকে ॥
আমির সাধু বলে "এইবার পৌঁছিলে মোকামে [৯] ।
হাজার টাকার ছিন্নি দিয়ম গাজি কালুর নামে" ॥
খালাসী ধৈল্ল ডাকে "বদর" "বদর" ।
দড়মতে [১০] ছুয়ান ধৈল্ল মাঝি গৌরলধর ॥
আল্লারে ভাবিয়া দিল উতর মিক্যা [১১] পাড়ি ।
কড়মড় শব্দ করেরে পালর বাঁশবাড়ি [১২] ॥

---

১ কেরামত=মহিমা। ২ ছুড়িল=ছুটিল। ৩ পালত=পালে।
৪ পৈল=পড়িল। ৫ ভাডা=ভাটা।
৬ কন দিকর থুন কন দিকে=কোন দিক্ হইতে কোন দিকে। ৭ ঠাডার=বজ্র।
৮ উইঠ্‌ত=উঠিতে। ৯ মোকামে=ঘরে। ১০ দড়মতে=দৃঢ় করিয়া।
১১ উতর মিক্যা=উত্তর দিকে। ১২ বাঁশবাড়ি=যে বাঁশে পালখাটান যায়।

পঙ্খীর মতন ডিঙা উড়িয়া চলিল।
একদিন পরে তারা কুলর দেখা পাইল ॥ ৮২
আমির সাধু উডি বলে, ভাইরে গৌরলধর।
বড় গোস্বা [১] হৈলা তুমি আমার উপর ॥ ৮৪
এবার ভিড়াও ডিঙা পূবের কিনারে।
কুলেতে উডিয়া মোরা যাইয়ম শিয়ারে [২] ॥ ৮৬
খোয়া খোয়া [৩] দেখা যায়রে এ কোন পাহাড়।
তার মাঝে আছে জানি কতই জানোয়ার ॥ ৮৮
গৌরলধর মাঝি বলে, আইজ [৪] করন [৫] ছবুর।
দেবাঙ্গের পাহাড় সেইটা পন্থ অনেক দূর ॥ ৯০
হাঁজের [৬] কালে রাঙা সূরুয ডুপিল সাইগরে।
সোনালী ছডক [৭] পৈল ঢেউয়ের উপরে ॥ ৯২

(৫)

সেই না ঘাটের মাঝে তারা লঙ্গর করিল।
পর দিন পরভাতে উডি শিয়ারে চলিল ॥ ২
আগে আগে যায়রে সাধু পিছে গৌরলধর।
নন্দীর পারে ফুলর বাগান দেখিল সোন্দর ॥ ৪
গাছের উপর বসিয়াছে কৈতরের ঝাঁক।
তার মাঝে এক কৈতরের অচরিত [৮] ডাক ॥ ৬
অচরিত কথা সে যে মানুষের স্বরে।
কলেমা তৈয়ব [৯] কৈতর মুখে মুখে পড়ে ॥ ৮

---

[১] গোস্বা = রুষ্ট, গোসা। [২] শিয়ারে = শিকারে।
[৩] খোয়া খোয়া = কুয়াসাচ্ছন্ন। [৪] আইজ = আজ। [৫] করন = করুন।
[৬] হাঁজের = সাঁজের। [৭] ছডক = ছটা, প্রভা। [৮] অচরিত = বিস্ময়কর।
[৯] কলেমা তৈয়ব = ইহা আউয়াল বা প্রথম কলেমা। "লা এলাহা ইল্ আল্লাহ্ মহাম্মদ রছুল্লালা"—এই প্রথম কলেমার নামই কলেমা তৈয়ব।

শুনিয়া কৈতরের মুখে কোরাণের বাণী।
আমির সাধু ভাবে তারে কেমনে ধরি আনি॥ ১০
বড়ই সেয়ানা [১] কৈতব যায়রে উড়ি উড়ি।
তাহারে ধরিতে সাধুর চিন্তা হৈল ভারি॥ ১২
গৌরলধন্ন গাছে গাছে লাসা [২] লাগাইল।
ডিঙা হইতে জাল আনি যত্তনে পাতিল॥ ১৪
গাছের আড়ালে সাধু রৈল লুকাইয়া।
হরাণ হৈয়ারে কৈতর চলিল উড়িয়া॥ ১৬
তড়াতড়ি আমির সাধু কি কাম করিল।
কাম্‌টার [৩] মাঝে গুলি খেচি [৪] সেই কৈতর মারিল॥ ১৮

টঙ্গীর মাঝে বসি ছিল ভেলুয়া সোন্দরী।
তেইর [৫] বুকে পৈল্ল [৬] কৈতর ধড়ফড় করি॥ ২০
কৈতর লৈয়া কইন্যা কাঁদিতে লাগিল।
কন্ দুষমনে আমার এই কৈতর মারিল॥ ২২
মাথা কুড়িকুড়ি [৭] কইন্যা কাঁদিল বিস্তর।
কনে [৮] মারি গেলগৈ আমার হিরণী কৈতর॥ ২৪
কৈন্যার কাঁদন শুনি দাসী বাঁদীগণ।
টঙ্গীর উপরে আসি দিল দরশন॥ ২৬

(৪)

ভেলুয়ার পরিচয়

সাত ভাইয়ের ভৈন ভেলুয়া পরম সোন্দরী।
দূরে থাকি লাগেরে যেন ইন্দ্র কুলের পরী॥ ২

---

১ সেয়ানা=চতুর। ২ লাসা=আঠা। ৩ কামটা=ধনু।
৪ খেচি=জোরে নিক্ষেপ করিয়া। ৫ তেইর=তাহার (সাধারণতঃ স্ত্রী=লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।)
৬ পৈল্ল=পড়িল।
৭ কুড়িকুড়ি=কুটিয়া কুটিয়া। ৮ কনে=কে।

কাছে গেলে দেখা যায়রে সোনার পত্তিমা [১]।
আর সোনার লাগে ভেলুয়ার চক্ষের ভঙ্গিমা ॥
আঁখির [২] তারা যে কন্যার অতি মনোহর।
পর্দ্দফুলের [৩] মাঝে যেন রসিক ভোমর ॥
ভাল পুষ্প পাই ভোমরা মধু করে পান।
সোন্দর লাগেরে কৈন্যার বাঁকা ভুনয়ন ॥
হাসিতে বিজলী ঝরে অতি চমৎকার।
চাচর চিকণ কেশ পায়ে পড়ে তার ॥
হস্ত সোন্দর পদ সোন্দর যেমন কুন্দের শলা [৪]।
গায়ের রঙ যেন তার চিনি-চাম্পা কলা [৫] ॥
চান্নির [৬] মতন মুখ করে ঝলমল।
রাঙা ঠোঁট যেন তার তেলাকুচি ফল ॥
বারবচ্ছর হৈয়ে কন্যার তের নাহি পূরে।
একাশ্বরী [৭] থাকে কৈন্যা জোড় মন্দিরের ঘরে ॥

বাপের নাম মনুহর ধনী সদাইগর।
সাত পুত্র রাখিয়ারে হৈলেন লোকান্তর ॥
তেলন্যা নগরর মাঝে তারার বসতি।
ভেলুয়ার মাতা মনাই বড় ভাগ্যবতী ॥
সাত পুত্র সাত মানিক কন্যা যেন পরী।
মায়ের পরাণের পরাণ ভেলুয়া সোন্দরী ॥
সাইগরে ঘিরিয়া আছে তেলন্যা নগর।
সাত ভাই বাইন্ধে তাতে সোন্দর বাড়ী ঘর ॥

---

১ পত্তিমা = প্রতিমা। ২ আখির = আঁখির।
৩ পর্দ্দফুলের = পদ্মফুলের। ৪ কুন্দের শলা = কুঁদনের শলাকা।
৫ চিনিচ-াম্বা কলা = চিনিচাঁপা কলা। ৬ চান্নির = চাঁদের।
৭ একাশ্বরী = একেশ্বরী।

আশীগজা টঙ্গী এক দিয়াছে বান্ধিয়া।
হাবা [১] খায় সুন্দরী কৈন্যা নিত্তিপত্তি [২] যাইয়া॥
পর্‌ছিমে সাইগরর মাঝে ঢেউএ করে খেলা।
টঙ্গীর মাঝে বসি দেখে ভেলুয়া একেলা॥

এমন সুখ্‌খের কালে কি কাম হইল।
আমির সাধু আসি তার কৈতর [৩] মারিল॥
কাঁদিতে লাগিল কৈন্যা করি হায়রে হায়।
চৈক্ষের [৪] পানিতে তার বৈক্ষ [৫] ভাসি যায়॥
কোথায়রে হিরণী কৈতর গেলি আমায় ছাড়ি।
কন্‌ ডুষমনে গেল আমার হাউসের [৬] কৈতর মারি॥
আছমান ভাঙি পড়ুক তার মাথার উপর।
এই না মতে কাঁদি কৈন্যা করে ধড়ফড়॥
ভেলুয়ার কাঁদন যখন শুনিল সাত ভাই।
পুছার [৭] করিল তেইরে [৮] টঙ্গীর মাঝে আই [৯]॥
"শুন শুন ভৈন ভেলুয়া বলুম তোমারে।
কি কারণে কাঁদন কর টঙ্গীর উপরে॥"
"আমার হাউসের এই হিরণী কৈতর।
কন্‌ ডুষমনে মারি গেলগৈ ন পাইলাম খবর॥"
সাত ভাই শুনিয়ারে জ্বলিয়া উঠিল।
বারুদের ঘরে যেমন আউন [১০] লাগাই দিল॥
সাত ভাই ছুড়ি আসি সাম্বাদ পাইল।
এক বৈদেশী সদাইগর কৈতর মারি গেল॥

---

১ হাবা=হাওয়া। ২ নিত্তিপত্তি=সর্ব্বদা।
৩ কৈতর=পায়রা, কবুতর। ৪ চৈক্ষ=চক্ষু।
৫ বৈক্ষ=বক্ষ। ৬ হউসের=সখের। ৭ পুছার=জিজ্ঞাসা।
৮ তেইরে=তাহাকে (সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।)
৯ আই=আসিয়া। ১০ আউন=আগুন।

(৫)

শাস্তি

সাত ভাই ধাই আইল সাইগরের কিনারে।
সদাইগরর ডিঙা দেখি তারে পুছার করে॥
"কি হেতু মারিলা কৈতর বল জল্‌দি করি।
ঘাটে ঘাটে ডিঙা লৈয়া কর বুঝি চুরি॥
গৌরলধর মাঝি বলে, "শুনরে ভাইগণ।
কৈতরের মূল্য দিব লাগে যত ধন॥"
গর্জ্জিয়া কহিল তখন তারা সাত ভাই।
"কৈতরের মূল্য দিতে সেইধন নাই"॥
আমির সাধু উডি বলে "না করিস বড়াই।
কৈতর মাইরাছি আমি কি করিবি চাই॥"
সাত ভাই বলে—"এখন দেখিবি কি করি।
বন্দী থানায় লৈয়ারে যাইব গর্দ্দনাতে [১] ধরি॥"

তার পরে সাত ভাই কি কাম করিল।
কালাধর ডিঙা টানি উপরে তুলিল॥

দিশা ঃ—সাধু ভাইরে জান যারগৈ নিকলি [২] :

চাইর দিগর থুন [৩] ধাইয়ারে আইল লোক লস্কর গণ।
সাত ভাই আমির সাধুরে করিল বন্ধন॥
বাঁধিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
সাতমনি পাথর দিল তার বুগর উপরে॥
দুঃখ যে হইল কত আমির সাধুর।
পাষাণের ভারেরে তার সিনা [৪] হয় চুর॥

---

[১] গর্দ্দানাতে=ঘাড়ে। [২] নিকলি=বাহির হইয়া।
[৩] চাইর দিগর থুন=চারিদিক হইতে। [৪] সিনা=বুক।

অকান্দনা[১] কাঁদেরে সাধু চৈক্ষে বহে পানি।
কোথায় রৈল পিতারে তার দুল্লভ জননী ॥
তার দুঃখ দেখিয়ারে পানিত কাঁদে মাছ।
বনের পশু পঙ্খী কাঁদে আর বিক্ষ গাছ ॥
তাহার কাঁদনে বুগর পাষাণ গলি যায়।
রাও[২] ধরি কাঁদেরে সাধু করি হায়রে হায় ॥
কোথায় আমার মা জননী কোথায় আমার বাপ।
শুনিলে দুঃখের কথা জলে দিত ঝাঁপ ॥
এত দুঃখ যদি আমার মা বাপে দেখিত।
তেলন্যা নগর আজি সাইগরে ডুপাইত[৩] ॥
এইরূপে কাঁদে সাধু চোগর[৪] জলে ভাসি।
মনাই সোন্দরী শুনিল ভিতর বাড়ীত বসি ॥
কাঁদন শুনিয়া তখন ভেলুয়ার জননী।
লাড়ি[৫] হাতে লৈয়ারে বুড়ী চলিছে তখনি ॥
ধীরে ধীরে আসে বুড়ী ধীরে বাড়ায় পা।
শুনিতে লাগিল সাধুর কাঁদনের রা[৬] ॥

"কোথায় রৈলা বাপজান মাণিক সদাইগর।
এমন নিদানর কালে না লৈলা খবর ॥
কোথায় আমার মা জননী মোনাই সোন্দরী।
এমন নিদানর কালে রহিলা পাশরি ॥"
ধীরে ধীরে আসি বুড়ী দেখিবারে পায়।
সোনার বরণ যাদু ভূমিতে গড়ায় ॥
তার কাছে যাইয়ারে বুড়ী লইল খবর।
"কার বেটা যাদু তুমি কন্ দেশে ঘর ॥"

---

১ অকান্দনা = যে কখনও কাঁদে নাই। ২ রাও = সুর।
৩ ডুপাইত = ডুবাইত। ৪ চোগর = চোখের।
৫ লাড়ি = লাঠি। ৬ রা = শব্দ।

সাধু বলে, "শুন বুড়ী আমার পরিচয় ৷
শাফলা বন্দরের মাঝে আমার বাড়ী হয় ॥ ৪৬
আমার বাপ মাণিকধন করে সদাইগরী ৷
আমার মায়ের নামরে জাইন্য মোনাই সোন্দরী ॥ ৪৮
শীয়ার [১] করিতে আমি একিন [২] করিয়া ৷
তেলন্যা নগরে আসি যাইতেছি মরিয়া ॥" ৫০

এই কথা শুনি বুড়ী কাঁদিয়া উঠিল ৷
সাত পুতরে ডাক দিয়া কহিতে লাগিল ॥ ৫২
"ফেলাইয়া দাওরে যাদুর বুকের পাষাণ ৷
তোমরা লইলা আমার ভৈনপুতর পরাণ ॥" ৫৪
সাতমণি পাথর তারা দিলরে লামাই [৩] ৷
বুড়ী যাইয়া ভৈনপুতরে ধরিল বেড়াই ॥ ৫৬
সাত পুতরে কহে বুড়ী, "শুন দিয়া মন ৷
না চিনিয়া ভৈনপুতরে কইরাছ বন্ধন ॥ ৫৮
আমার এক ভৈন আছেরে শুনরে খবর ৷
মায়ে বাপে দিছিল বিয়া শাফলা বন্দর ॥ ৬০
ছোড কালের পরাণের ভৈন মোনাই সোন্দরী ৷
তার যাদুরে আমার ঘরে আইন্য [৪] বন্ধন করি ॥ ৬২
সোনার বরণ কালি হৈল আমার যাদুর ৷
পাথরের চাপে তার সিনা [৫] হৈছে চূর ॥ ৬৪
শুন শুন বেটাগণ আমার কথা রাখ ৷
এখন আনি ভালা তেল যাদুর মুখে মাখ ॥" ৬৬

বুড়ীর কথারে শুনি তারা সাত ভাই ৷
মাপ চাহিল করযোড়ে সাধুর কাছে যাই ॥ ৬৮

---

[১] শীয়ার=শিকার ৷ [২] একিন=ইচ্ছা ৷
[৩] লামাই=নামাইয়া ৷ [৪] আইন্য=আনিয়াছ ৷ [৫] সিনা=বক্ষ ৷

সাধুর সঙ্গে সাত ভাই কৈল্ল কোলাকোলি।
আদাব ছালাম করে ভাই ভাই বুলি॥ ৭০
পালঙ্কে বসাইয়া তারে খানাপিনা [১] দিল।
নানান রকমে সাধুর যত্তন করিল॥ ৭২

(৬)

বিবাহ

দিশা :—ওরে তোরা জয় জোয়ার [২] দেরে :

দাসী এক যাইয়া কৈল ভেলুয়ার গোচর।
সাত ভাইয়ে বাঁধি আইন্তে সেইনা সদাইগর॥ ২
খবর শুনিয়া কৈন্যার খুসী হৈল মন।
সোহাগ্যা [৩] দাসীরে ডাকি কহিল তখন॥ ৪
"দেখিয়া আইসরে ভৈন কেমন সদাইগর।
কন্ [৪] হাতে মারিল আমার হিরণী কৈতর॥ ৬
সেই হাতের আঙ্গুল কাটি আনিবা এখন।
হিরণীর শোক তবে হৈব পাশরণ॥" ৮
ঐদিকে করিল কিবা ভেলুয়ার মাতা।
সাত পুতরে ডাকিয়ারে কৈত [৫] লাগিল কথা॥ ১০
"পরাণের পুত তোমরা শুন মন দিয়া।
সোন্দরী ভেলুয়া কৈন্যা তারে দিয়ম বিয়া॥ ১২
ভৈনের সঙ্গে সত্যে বাঁধা আছি ছোড কালে।
তেইর [৬] পুতরে বিয়া দিয়ম আমার বেটী [৭] হৈলে॥ ১৪

---

[১] খানাপিনা=খাদ্য ও পানীয়। [২] জোয়ার=উলুধ্বনি।
[৩] সোহাগ্যা=আদরের। [৪] কন=কোন।
[৫] কৈত=কহিতে। [৬] তেইর=তাহার (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।)
[৭] বেটী=কন্যা।

কার কন কথা এখন ন শুনিব কানে।
দোন[1] ভৈনের সত্যর কথা আল্লাতালা জানে॥”
এই কথা বলি বুড়ী জবাব চাহিল।
পন্থে যাইতে যাইতে দাসী সেই কথা শুনিল॥

বাহিরে যাইয়া দাসী দেখে সদাইগরে।
সূরুয যেন উডিয়াছে আছ্‌মানর উপরে॥
অপরূপ সোন্দর সাধু আচানক[2] সাজ।
মাথার উপর আছরে তার হাজার টাকার তাজ॥
কাশ্মীরী শালের কোট পিনুনে চিকণ ধুতি।
পায়ের মাঝে দিয়ে লাগাই ভালা চীনার জুতি॥
সাধুরে দেখিয়া দাসীর মনরে ভিজি যায়।
ভেলুয়ার যোগ্য দুলা[3] মিলাইল আল্লায়॥
দুনিয়ার মাঝে কেহ লৈক্ষ্য[4] টাকা দিয়া।
এমন দুলা ন পাইব ভেলুয়ার লাগিয়া॥
দেখিয়া শুনিয়া দাসী কি কাম করিল।
ভেলুয়ার নিকটে যাইয়া উপনীত হৈল॥
দাসী কহে,—“শুন কৈন্যা খোদাতালার ভুল।
সদাইগরর হাতর মাঝে নাইরে আঙ্গুল॥”
খল খল হাসি দাসী যায়রে গড়াগড়ি।
কথার মর্ম্ম ন বুঝিল ভেলুয়া সোন্দরী॥

সাধুর নিকটে তারা গেলরে সাত ভাই।
আদাব ছালাম করি ধরিল বেড়াই॥
“বড় দুঃখ্‌খ দিয়াছি ভাই পাষাণ চাপা দিয়া।
ভেলুয়া ভৈনরে তুমি এখন কর বিয়া॥

---

১ দোন=দুই। ২ আচানক=আশ্চর্য্য।
৩ দুলা=বর। ৪ লৈক্ষ্য=লক্ষ।

সত্যে বাঁধা আছে খালা [১] আমার মায়ের সনে।
দোন ভৈনর ধর্ম্মর কথা আল্লাতালা জানে ॥” ৪০
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমির রাজি যে হইল।
দিন খেন [২] বাছিয়ারে তারিখ করিল ॥ ৪২

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে বহুত ধূমধাম সনে
হৈলরে বিয়ার আয়োজন।
দুলা [৩] কৈন্যা হৈল রাজি সরা [৪] পড়াইল কাজি
দেশবাসী করিল ভোজন ॥ ৪৪
খোত্‌বা [৫] পড়াইয়া পরে দুলা কৈন্যা নিল ঘরে
মিলিলেক যেন রবিশশী।
চৈক্ষে চৈক্ষে দেখা হৈল প্রেম আলিঙ্গন দিল
সুখ্‌খে তারা গুঞ্জরিল নিশি ॥ ৪৬

বিয়া সাদি গত রে হৈল শুন সভাজন।
দেশে যাইতে আমির সাধু কৈল্ল আয়োজন ॥ ৪৮
সাত ভাইয়ের বউ আসিয়া সাজায় ভেলুয়ারে।
দাঁতে মিস্‌কি [৬] নাকে নথ পরাইল তারে ॥ ৫০
আচুরি বিচুরি চুল কৈল্ল লড়া লড়া।
তার উপরে তুলি দিল মণিমুক্তার ছড়া ॥ ৫২
হার পরাইয়া দিল গলায় আর দিল হাঁছুলি [৭]।
নাকে দিল করম ফুল কাণে দিল বালি ॥ ৫৪
তোরল তাড়ন [৮] পিন্ধে দোছরা বাজুবন [৯]।
দোন হাতে পরাই দিল সোনার কাঙ্কণ ॥ ৫৬

---

[১] খালা=মাসী। [২] খেন=ক্ষণ। [৩] দুলা=বর।
[৪] সরা=বিধান-ব্যবস্থা-মন্ত্র। [৫] খোত্‌বা=বিবাহের মন্ত্র।
[৬] মিস্‌কি=মিসি। [৭] হাঁছুলি=হাঁসুলি।
[৮] তোরল তাড়ন=বাহুর অলঙ্কার।
[৯] দোছরা বাজুবন=বাহুর দ্বিতীয় অলঙ্কার বাজুবন্ধ।

চুলেতে মাখিয়া দিল আতরের পানি।
মাথার উপরে দিল সীতীর ঢাকনি॥
ঘুংঘুরু[১] পরাইয়া দিল দোন পায়র মাঝে।
সোন্দরী ভেলুয়া সাজিল অপরূপ সাজে॥
সাজিয়া সাজিয়া কৈন্যা ধীরে বাড়ায় পা।
"ঝুন্ ঝুন্" "ঝুন্ ঝুন্" শুনা যায় অলঙ্কারের রা[২]॥

তার পরেতে আমির সাধু কি কাম করিল।
ভেলুয়ারে লৈয়ারে সঙ্গে দেশেতে চলিল॥
কাঁদিয়া কহিল মনাই, "শুনরে বাবজান।
তোমার হাতে সঁপি দিলাম আমার জান পরাণ॥
সোহাগ্যা[৩] যে কৈন্যা আমার ঘরের দুলালী।
বড় করিয়াছি আমি তারে পালি তুলি॥
আমার কৈন্যারে তুমি যত্তনে রাখিবা।
কন অপরাধ হৈলে তাহারে ক্ষেমিবা॥
গোবর ফেলিতে নৈদ্দ[৪] গায়ে দাগ লাগিব।
উডান কুড়াইতে নৈদ্দ ধূল যে লাগিব॥
হাত যে জ্বলিব কৈন্যার মরিচ বাঁডিতে।
কৈঁয়াইল[৫] বেথা হৈব কৈন্যার পানি যে আনিতে॥
পরাণের পরাণ আমার দিলাম তোমার হাতে।
দুঃখ্খ যেন না পায় কৈন্যা ভাত আর পানিতে॥"
মনাই শাশুরীর পদে ছালাম জানাইয়া।
সোয়ার হৈল ডিঙ্গায় সাধু ভেলুয়ারে লৈয়া॥

---

১ ঘুংঘুরু=ঘুঁঘুর।
২ রা=শব্দ।
৩ সোহাগ্যা=আদরের।
৪ নৈদ্দ=দিও না (ন+দিও)।
৫ কৈঁয়াইল=কাঁকাল।

(৭)

ননদিনীর কার্য্য

আমির সাধুর বড় ভৈন বিভলা তার নাম।
মাংস নাই সারা অঙ্গে অস্থি বেড়াই চাম ॥ ২
পাণ্ডুবর্ণ দেহখানি রক্ত নাহি তায়।
পুরুষের মত কেশ হাত আর পায় ॥ ৪
কুড়ি বচ্ছর বয়স হৈয়ে বৈলতে লজ্জা পাই।
যৌবন জোয়ার তবু গাঙে আসে নাই ॥ ৬
ডালিম্বের গাছে হায়রে ধরে নাই ফল।
ডাঙ্গর ডাঙ্গর চৌখ করে ঝল মল ॥ ৮
নারীর ছুরত [১] নাই বিভলার অঙ্গে।
এই দুনিয়াতে বর্ক [২] নাহি কারো সঙ্গে ॥ ১০
আষাঢ়ে মেউলার [৩] মত লাগে মুখখানি।
সে মুখের বাণী যেন চিরতার [৪] পানি ॥ ১২
এক কথারে টানিটুনি দশ কথা করে।
দাসী বাঁদি কাঁপে সদাই বিভলার ডরে ॥ ১৪
বিষে ভরা সারা পেট রিশে [৫] ভরা হিয়া।
কন কেহ ন করিল এ নারীরে বিয়া ॥ ১৬
তবুও বাপের ঘরে বড়ই কদর।
শত দোষের মাঝে পায় মায়ের আদর ॥ ১৮
সদাইগরের বাড়ীঘর পশর [৬] করিয়া।
ভেলুয়া আছ্‌মানের পরী আইলরে উড়িয়া ॥ ২০

---

১ ছুরত=রূপ। ২ বর্ক=বর্গ, মিল।

৩ মেউলা=মেঘাচ্ছন্ন আকাশ।

৪ চিরতা=তিক্ত লতাবিশেষ, লোকে জ্বর হইলে তিক্ত চিরতার জল খায়।

৫ রিশে=ঈর্ষ্যায়। ৬ পশর=উজ্জ্বল।

শাফলা বন্দরের লোকে কহাকহি করে।
সোনার চান্নি [১] উদয় হৈয়ে মাণিকধনর ঘরে॥
বৌ পাইয়া আমিরের মা বহুত খুসী হৈল।
মনাই ভৈনের কথা মনেতে উডিল॥
খুসী হইল সদাগরর পাড়াপড়শীগণ।
রিশেতে জ্বলিল হায়রে বিভলার মন॥
আবিহতা [২] ননদিনী আছে যার ঘরে।
সে বধূর সুখ কখ্খন না হয় সংসারে॥

এক দুই তিন করি কমাস গেল ভালা।
আমিরের উপরে কুদিন ফেলাইল বিভলা॥
মছ্গুল [৩] হৈয়াছেরে সাধু ভেলুয়ারে পাই।
বিভলা বুঝাইত লাগিল মায়ের কাছে যাই॥
"ঘাটে আছে ঘাটের ডিঙা নষ্ট হৈয়া যায়রে।
দাঁড়ি মাঝি যত আছে বৈসা মাহিনা খায়রে॥
বধূর কাতরগ্যা [৪] ভাই মোর ভারুয়া [৫] মরদ।
সোন্দর নারী বিয়ারে করি রৈয়াছে ঘরত॥"
মাছির মতন ভন্ভনাইয়া যত কথা কৈল।
কিছু কিছু কথা মায়ের পরাণত বাজিল॥
সংসারের রীতর [৬] কথা শুন সভাজন।
মা বাপের হত্তুর [৭] হয় বৌয়র বশ যে জন॥
রঙ্গ রসে আমির সাধু আছে রাইত দিন।
বাপে মায়ে ভৈনে সদাই দিতে লাগিল ঘিন [৮]॥

---

[১] চান্নি=চাঁদ।
[২] আবিহতা=অবিবাহিতা।
[৩] মছ্গুল=মত্ত।
[৪] বধূর কাতরগ্যা=স্ত্রীর জন্য ব্যাকুল।
[৫] ভারুয়া=স্ত্রৈণ।
[৬] রীতর=রীতির।
[৭] হত্তুর=শত্রু।
[৮] ঘিন=ঘৃণা।

আমিরের মা এক দিন সহিতে না পারি।
আমিরেরে ডাকি কৈল লাজ সরম ছাড়ি॥
"শুন শুন আমার কথা জানাইয়া যাই।
একিবারে [১] তল পৈলা [২] হোঁস গোঁস [৩] নাই॥
ঘাটে আছে ঘাটের ডিঙ্গা নষ্ট হইয়া যায়।
দাঁড়ি মাঝি যত আছে বৈসা মাইনা খায়॥
কণ্ডে [৪] গেইয়ে সুকা নারা [৫] নাইরে সমাচার।
ঘাটে ঘাটে যত মাল হৈলরে ছারখার॥
বাদশার ধন ফুরাই যায় বসি বসি খাইলে।
সংসার নষ্ট হয়রে জাইন্য বৌয়র বশ্যা [৬] হৈলে॥
ইজ্জত আবরু খাইলা, খাইলা সদাইগরি।
ঘরর মাঝে বসি রৈয় বৌয়র আঁচল ধরি॥"
মায়ের এতেক বাণী শুনিয়া আমির।
নীচের থিক্যা [৭] চাহি রৈল নত করি শির॥
তুষের আগুনে তার দহিল অন্তর।
ঝরিল চৌক্ষের জল ঝর ঝর ঝর॥
আঠাইট্টা [৮] ঠাডার [৯] পড়িল মাথার উপরে।
কলিজার লৌ আমিরের টক্‌বগ্ করে [১০]॥
ভাবিতে লাগিল আমির হেঁট করি মাথা।
"মিছা দুনিয়ার মাঝে মিছা মাতাপিতা॥

---

১ একিবারে=একবারে। ২ তল পৈলা=রসাতলে গেলা।
৩ হোঁস গোঁস=হুঁস। ৪ কণ্ডে=কোনখানে।
৫ সুকা নারা=নৌকা এবং (নারা) নৌকার বহর।
৬ বশ্যা=বশীভূত। ৭ থিক্যা=দিকে।
৮ আঠাইট্টা=ভীষণ। ৯ ঠাডার=বজ্র।
১০ কলিজার……করে=আমিরের বুকের রক্ত টক্‌বগ্ করিতে লাগিল, (উত্তপ্ত হইয়া উঠিল)।

দুই দিন আগে হায়রে মা জননী মোরে।
পীয়ারে বিদায় দিতে কত কাঁদিলরে ॥
অঙ্গ জ্বলি যায়রে আজি অঙ্গ জ্বলি যায়।
বড় অকমান[১] হায়রে দিল মোরে মায় ॥"
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমির কি কাম করিল।
গৌরলধরের বাড়ীত যাইয়া উপনীত হৈল ॥

"শুন শুন গৌরলধর শুনরে খবর।
বাণিজ কামাইবারে[২] যাইয়ম উজানী নগর ॥
কালুকা ফজরে[৩] ডিঙা করিবা তৈয়ার।
মাঝি মাল্লা যত আছে দাওরে সমাচার ॥"

(৮)

বিদায়

দিশা ঃ—স্বপনেতে রসের ঘুমে কে দিল দাগা :

সোন্দরী ভেলুয়া সেই দিন করিল কি কাম।
খোর্মা খাজুর লৈল কিস্মিস্ বাদাম ॥
দুধকমল চৈল[৪] লৈল আর লৈল চিনি।
খিরসা[৫] রাঁধিল ভালা দিয়া ডাবর[৬] পানি ॥
বাসনে লইয়া খিরসা বসিল দুয়ারে।
সন্ধ্যা বেলা আমির সাধু আসিলরে ঘরে ॥
চৌখ দুটি ফুলা সাধুর মুখ যে বেজার।
ভেলুয়া অবাক হৈয়া চাহে বারে বার ॥

---

১ অকমান = অপমান।
২ বাণিজ কামাইবারে = বাণিজ্য ব্যবসায়ে।
৩ ফজরে = সকালবেলায়।
৪ চৈল = চাউল।
৫ খিরসা = পরমান্ন।
৬ ডাবর = ডাবের।

আমির সাধু উডি বলে, "শুনরে রূপসী।
আর কত কাল থাইকম আমি ঘরর মাঝে বসি॥
রুজি [1] নাই রোজগার নাই কোপালেতে পিছা [2]।
ধনদৌলত ন থাকিলে দুনিয়াই মিছা॥
মাতা বল পিতা বল হাউসের [3] স্তিরী [4]।
গিরাত [5] পৈছা [6] ন থাকিলে কেহ ন চায় ফিরি॥
মায়ে দিল ঝাঁডা পিছা ভৈনে দিল তাপ।
ঘরত থাকা দায় হৈল নছিব [7] খরাপ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি মন কৈরাছি থির।
কালুকা ফজরে হৈয়ম ঘরর বাহির॥
বাণিজ কামাইবারে যাইয়ম উজানী নগরে।
হাসিমুখে তুমি এখন বিদায় দাও মোরে॥"

বিদায়ের কথা কৈন্যা শুনিল যখন।
হাতর থুন [8] খসি পৈল খিরসার বাসন॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৈন্যা কহিলা তখনি।
"তোমারে না দেইখ্‌লে আমি হৈব পাকলিনী॥
পিঞ্জারাতে রাখি মোরে তুমি যাইবা উড়ি।
কেমনে বাঁচিব আমি আগুনেতে পুড়ি॥
কন্‌ দোষে দোষী হৈলাম তোমার গোচরে।
তোমারে ছাড়িয়া কেম্নে রহিব যে ঘরে॥"
আমিরের গলায় ধরি কহিলা সোন্দরী।
"তোমার সঙ্গেতে আমি হৈয়ম দেশান্তরী॥
একা না যাইও তুমি আমার মাথা খাও।
যেথায় তুমি যাইবা চলি মোরে সঙ্গে নাও॥"

---

[1] রুজি=উপার্জ্জন। [2] পিছা=ঝাঁটা। [3] হাউসের=সখের।
[4] স্তিরী=স্ত্রী। [5] গিরাত=গিরাতে, গ্রন্থিতে, গাঁঠে। [6] পৈছা=পয়সা।
[7] নছিব=কপাল। [8] হাতর থুন=হাত হইতে।

আমির বলে, "কোথায় যাইবা তুমি ঘরর বউ।
সাইগরের মাঝে আছে বড় বিষম ঢেউ॥
কিছু দিন থাক তুমি মন থির করি।
জল্‌দি [১] ফিরিয়া আমি আসিব সোন্দরী॥"
কৈন্যারে লইয়া সাধু বুগ যে জুড়ায়।
হাতে হাতে ভেলুয়ার পানর খিলি খায়॥
সারা নিশি দুইজনে নানান কথা কৈল।
পরভাতে উডিয়া আমির বাণিজ্যে চলিল॥

ঘাটেতে আসিয়া আমির ডাকে মাঝি মাল্লা।
কেহ লয় বদরের নাম কেহ বলে আল্লা॥
মাঘ মাইস্যা [২] শীতর দিনে ঠাণ্ডা যে সাইগর।
ডিঙার মাঝে সোয়ার হৈল আমির সদাইগর॥
ছুটিয়া চলিল ডিঙা পানি দোফাঁক [৩] করি।
ভেলুয়ার কাণে গেল দাঁড়র কড়মড়ি॥
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়।
দিশাভুল [৪] হৈল ডিঙার মাঘ মাইস্যা খোয়ায় [৫]॥
চারি দিনের পরেরে ভাই কি কাম হইল।
হাঁজর [৬] কালে ডিঙাখানি ঘাটে চলি আইল॥
ঘাটোয়ালে [৭] দাঁড়ি মাঝি ডাক দিয়া পুছ [৮] করে।
কন্ মুল্লুকে আইলাম আমরা কন্ বা বন্দরে॥

---

১ জল্‌দি = ত্বরা।
২ মাঘ মাইস্যা = মাঘ মাসের।
৩ দোফাঁক = দুই ভাগ।
৪ দিশাভুল = দিক্‌ভুল।
৫ খোয়ায় = কুয়াশায়।
৬ হাঁজর = সাঁজের।
৭ ঘাটোয়ালে = ঘাট-রক্ষককে।
৮ পুছ = জিজ্ঞাসা।

ঘাটোয়াল শুনি কথা হাসে খল খল।
"আমির সাধুর দাঁড়ি মাঝি হৈয়াছে পাকল [১] ॥" ৫৪
ঘাটোয়াল কহে,—"শুন মাঝি গৌরলধর।
ঘাটর ডিঙ্গা ঘাটে আইল শাফলা বন্দর ॥" ৫৬
এই কথা শুনি আমির নিরখিয়া চায়।
ঘাটর ডিঙা ঘাটে দেখি বহুত লৈজ্জা পায় ॥ ৫৮

(৯)

সেই না নিশিতে আমির কিনা কাম করে।
ঘাটে উঠি চলি আইল ভেলুয়ার ঘরে ॥ ২
কি বলিব ভেলুয়ার দুখ্‌খের কাহিনী।
চারি দিন ছোঁয় নাই ভাত আর পানি ॥ ৪
সারাদিন কাঁদি কৈন্যা ঘুমায় অচেতনে।
আমির সদাইগরর মুখ দেখিছে স্বপনে ॥ ৬
এমনি কালে আমির সাধুর মনে বড় ডর।
এক দুই তিন ডাকে ন পাইল উত্তর ॥ ৮
চারি ডাকর মাঝে কৈন্যা চেতনা পাইল।
চোগ কছালিয়া [২] পরে উঠিয়া বসিল ॥ ১০

সাধুর আবাজ শুনি ভেলুয়া সোন্দরী।
কোঠার কেবার [৩] খুলি দিল তড়াতড়ি ॥ ১২

ভেলুয়ারে দেখি সাধু হইল পাকল।
কূলর মাছ পাইল যেন পানির লাগল [৪] ॥ ১৪

---

[১] পাকল=পাগল। [২] চোগ কছালিয়া=চোখ রগড়াইয়া।
[৩] কেবার=দরজা।
[৪] লাগল=লাগাল।

দোন জনে [১] কোলা কুলি গলা গলি করে।
চারি চোগর জল তারার অঝোরেতে ঝরে ॥
ভেলুয়ার চোগের জল দরেয়ার [২] পানি।
ভাসাইয়া দিল সাধুর ভাঙা বুক খানি ॥

কাঁদিয়া কহিল কৈন্যা শুন সমাচার।
কলিজা মোর চারি দিনে হৈয়াছে আঙ্গার [৩] ॥
নিন্দ্রা নাই ছিল আমার চোগের পাতায়।
মাথার বিষেতে আমার পরাণ যায় যায় ॥

আমির বলে, "শুন কৈন্যা, শুন আমার বাণী।
মা বাপের রোষে কেমনে ঘরে থাকি আমি ॥
বাপের ধনে এখন আমার নাইরে অধিকার।
নিজে কামাই [৪] ন করিলে পরাণে ধিক্কার ॥
রুজি না করিয়া কেমনে খাইব বাপের ভাত।
মুখেতে গরাস [৫] দিতে কাঁপে ডা'ন হাত ॥"

আমির সাধুর কথা শুনি ভেলুয়া সোন্দরী।
কাঁদিতে লাগিল সাধুর দোন পায়ত [৬] ধরি ॥
আমারে ছাড়িয়া সাধু ন যাইও তুমি।
হাতের বাজু বেচিয়ারে খাবাইয়ম আমি ॥
ন যাইও ন যাইও সাধু কহি বারে বার।
বেচিয়া খাবাইয়ম তোমায় সপ্তছরির [৭] হার ॥

---

[১] দোন জনে = দুইজনে।
[২] দরেয়ার = সমুদ্রের।
[৩] আঙ্গার = অঙ্গার।
[৪] কামাই = উপার্জ্জন।
[৫] গরাস = গ্রাস।
[৬] পায়ত = পায়।
[৭] সপ্তছরি = সপ্তেশ্বরী, "সপ্তেশ্বরী হারের" উল্লেখ আরও পাওয়া গিয়াছে। সপ্তেশ্বরী হারের সাতটি লহর থাকে।

বৈদেশে বিপাকে যাইতে আমি করি মানা।
বেচিয়া খাবাইয়ম তোমায় গলার সোনার দানা ॥ ৩৬
ন যাইও ন যাইও সাধু আমার প্রাণের ধন।
তোমার জন্যে বেচিবরে সোনার কঙ্কণ ॥ ৩৮
তুমিত আমার সাধু আসকের [১] পাগল।
বেচিব হাছুলি [২] আর কাণের শিকল ॥ ৪০
ন যাইও ন যাইও তুমি ছাড়ি আমার ঘর।
পিন্ধনের শাড়ি বেচ্যম [৩] সোনালী চাদ্দর ॥ ※ ৪২
তার পরে ভিক্ষা মাগি খাবাইয়ম তোমারে।
ন যাইও ন যাইও সাধু বৈদেশে বন্দরে ॥" ৪৪

আমির বলে "শুন কন্যা রাত্র বেশী নাই।
পেটে ক্ষুধা লাগিয়াছে দেও কিছু খাই ॥" ৪৬
খোরমা ছিল বাদাম ছিল বাসনে ভরিয়া।
ভেলুয়া সাধুর হাতে দিলরে তুলিয়া ॥ ৪৮
খানা পিনা খাই সাধু করিল শয়ন।
※ ※ ※ ※ ॥ ৫০
তুলা গাছে কুড়গাল [৪] ডাকিল শুনিয়া আমির।
রাত্র পোহায় বুলি হৈল ঘরের বাহির ॥ ৫২
পূব আকাশ লাল হৈয়াছে পাইখ [৫]-পহলে [৬] গায়।
তেল ফুরান্ন্যা [৭] বাত্তির মতন তারা নিপি [৮] যায় ॥ ৫৪

---

[১] আসকের=প্রেমের। [২] হাছুলি=হাঁসুলী।

[৩] বেচ্যম=বেচিব।

※ এই অংশের সঙ্গে প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগে বিদায়ের প্রাক্কালে মলুয়ার সঙ্গে চাঁদ বিনোদের কথা বার্ত্তা মিলাইয়া পড়ুন।

[৪] কুড়গাল=কুররপক্ষী। [৫] পাইখ=পক্ষী।

[৬] পাইখ-পহলে=পাইখ-পাখলে, পাখী প্রভৃতিতে।

[৭] ফুরান্ন্যা=ফুরান। [৮] নিপি=নিবিয়া।

সুখ্‌খের রজনী তার গেলরে পোহাই।
ঘুমে অচেতন কৈন্যা হোঁস [১] গোস নাই॥ ৫৬
দেরী হইল দেখি আমির মনে পাইল ডর।
তড়াতড়ি চলি আইল ডিঙ্গার উপর॥ ৫৮
দাঁড়ি মাঝি সকলরে ডাকিয়া চেয়াইল [২]।
বেবাম [৩] দরিয়ার মাঝে ডিঙা ভাসাইল॥ ৬০

দুর্ভাগ্য

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ।
কেবার খোলা রাখি সাধু করিছে গমন॥ ৬২
সোন্দরী ভেলুয়া ছিল নিন্দ্রায় [৪] কাতর।
যাইবার কালে আমির সাধুর ন পাইল খবর॥ ৬৪

ফজরে বিভলা উঠি নিরখিয়া চায়।
ঘরের কেবার খোলা রৈয়ে দেখিবারে পায়॥ ৬৬
রিশেতে [৫] বিভলা তখন হইল আকুল।
আপনি ছিঁড়িয়া ফেলায় আপন মাথার চুল॥ ৬৮
অঘোরে ঘুমায় ঘোরে ভেলুয়া সোন্দরী।
পালঙ্কে রৈয়াছে যেন আছমানের পরী॥ ৭০

বিভলার মাথার মাঝে উথলিল বিষ।
কি করিব কম্নে যাইব ন পাইল দিশ॥ ৭২
সোনাই শাশুরী আসি দেখিল তখন।
ভেলুয়া পালঙ্কে শুইয়া নিন্দ্রায় মগন॥ ৭৪

---

১ হোঁস=হুঁস, চেতনা।
২ চেয়াইল=সচেতন করিল।
৩ বেবাম=অকূল।
৪ নিন্দ্রায়=নিদ্রায়।
৫ রিশেতে=ঈর্ষ্যায়।

গায়ে পড়িল রৈদর [১] ছড়া [২] চালে ডাকিল কাউয়া [৩] ।
সাধের স্বপন্ ভাঙ্গি গেলগৈ জাগিল ভেলুয়া ॥ ৭৬

জাগিল ভেলুয়া তখন ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
চম্‌কিয়া উডিল ছাম্‌নে বিভলারে দেখি ॥ ৭৮
কি কাম করিল হায়রে বিভলা তখন ।
বলিতে লাগিল কথা করিয়া গর্জ্জন ॥ ৮০

"মজাইলে মা বাপেরে মজাইলে কুল ।
একখান্ একখান্ করিয়ারে হাইরগ্যম [৪] তোর চুল ॥ ৮২
বাণিজ্যেতে গেলা ভাই মোর চারি দিন হৈল ।
কালুকা রাতুয়া তোরে কন রসিকে পাইল ৮৪
সারারাত্র মজা করিস নতুন বঁধু পাই ।
তেকারণে ফজরেতে হোঁস গোস নাই ॥" ৮৬

ভেলুয়া কহিল কাঁদি মাথা নোয়াইয়া ।
"সোয়ামী মোর আইসাছিল কালুকা রাতুয়া [৫] ॥ ৮৮
কোরাণ দেয় কিতাব দেয় খোদার নামে কহি ।
এক সোয়ামী বিনে আমি আর ন জানম দুই ॥" ৯০
এই কথা শুনি সবে জ্বলিয়া উঠিল ।
"বাণিজ্যেতে গেলা সাধু কিরূপে আইল ॥" ৯২

ভেলুয়া কহিল—"আমি বলিলাম সৈত্য [৬] ।"
কেহ না করিল হায়রে সেই কথা পৈত্য [৭] ॥ ৯৪

---

১ রৈদর=রৌদ্রের । ২ ছডা=ছটা ।
৩ কাউয়া=কাক ।
৪ হাইরগ্যম=ফাড়িবাম, ফাড়িয়া ফেলিব, ছিঁড়িব ।
৫ কালুকা রাতুয়া=কাল রাত্রিতে । ৬ সৈত্য=সত্য ।
৭ পৈত্য=প্রত্যয় ।

কেহ বোলে "ভেলুয়ারে নানান শাস্তি কর।"
কেহ বলে "তাইর গলায় দড়ি দিয়া মার॥"

বিভলা বলিল,—"তাইরে [১] গাড়িয়া ময়দানে।
পাগ্‌লা কুকুর লাগাই দিয়া মারহ পরাণে॥"
ভাবিয়া চিন্তিয়া তখন শাশুড়ী সোনাই।
ভেলুয়ারে রাইখলো ঘরে কামুলি [২] বানাই॥

দিশা ঃ—হায় হায় নছিবরে :

দাসীর কাম করি ভেলুয়া খায় দুই বেলা।
যাতনা দিলরে কত ননন্দী বিভলা॥

বাহুর বাজু খুলি নিল আর গলার হার।
অগ্নিপাটর শাড়ীখানা কাড়ি নিল তার॥
হাতের কাঙ্কণ নিল গলার হাঁছুলি।
কাণের শিকল নাকের নথ নিল সকল খুলি॥
ফজরে উঠিয়া ভেলুয়া গোবর ফেলায়।
উডান [৩] কুড়াইতে হায়রে তার পরে যায়॥
ঘর দুয়ার ফোড়ে [৪] পোঁছে [৫] আনে নন্দীর পানি।
সোনার অঙ্গ ঢাকে কৈন্যা দিয়া ছিড়া কানি॥

একদিন বিভলা যে কি কাম ক'রিল।
সাড়ে তিন সের মরিচ আনি বাড়িবারে [৬] দিল॥
ভেলুয়া কাঁদিল হায়রে মাথাত থাবা দিয়া।
সাড়ে তিন সের মরিচ বাড়িল চৌখর [৭] পানি দিয়া॥

---

১ তাইরে=তাহাকে (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।
২ কামুলি=দাসী।
৩ উডান=উঠান।
৪ ফোড়ে=ঝাঁট দেয়।
৫ পোঁছে=পুছিয়া রাখে।
৬ বাড়িবারে=বাটিতে।
৭ চৌখর=চক্ষুর।

হাত ধুলে ভেলুয়ার করে ধড়ফড়।
বিভলা বকিয়া উডিল তাহার উপর ॥ ১১৬
দিবানিশি কাঁদে কৈন্ন্যা দানা নাহি খায়।
বিরহে তাপিতা হৈয়া বারমাসী গায় ॥ ১১৮

(১০)

ভেলুয়ার বারমাসী

আইল বৈশাখ মাস নতুন বচ্ছর।
কঁডে [১] গেলা সোয়ামী মোর ন পাইলাম খবর ॥ ২
ঘর শূন্য বাড়ী শূন্য নাই আমার কেউ।
কন্ সাইগরর পারে তুমি গইনছ [২] বৈসে ঢেউ ॥ ৪

জৈষ্ঠ মাসে পাকিয়াছে গাছে নানান ফল।
কনে মোরে পাড়ি দিব আম আর কাটুল [৩] ॥ ৬
পক্ষী যদি হৈতাম আমি ছাড়ি বাড়া ঘর।
উড়িয়া উড়িয়া লৈতাম তোমার খবর ॥ ৮

আইল আষাঢ় মাস নয়া নবীন পানি।
চোগর জলে ভিজি গেইয়ে আমার ছিঁড়া কানি [৪] ॥ ১০
কহিবার জাগা নাই কার কাছে কহি।
দারুণ দুঃখের জ্বালা দিবানিশি সহি ॥ ১২

শ্রাবণ মাসেতে চাষা বিলে রোয় ধান।
তোমারে না পাই মোর কাঁদিছে পরাণ ॥ ১৪
সেইনা নিশিতে তুমি কেবার খুলি রাখি।
শিকল কাডি পলাইলা আমার তোতা পাখী ॥ ১৬

---

[১] কঁডে=কোথায়। [২] গইনছ=গণিতেছ।
[৩] কাটুল=কাঁঠাল। [৪] কানি=বস্ত্র।

ভাদ্রমাসে অঙ্গ জ্বলে রবির মত জ্বালা।
তার উপরে দুঃখ্খ দেরে ননন্দী বিভলা॥
ভরা গাঙে যখন আমি জল আনিতে যাই।
তোমার ডিঙ্গা আইল বলি ফিরি ফিরি চাই॥

আশ্বিনেতে আছ্ মানেতে দেখি চাঁদের হাসি।
পরাণের মাঝে মোর কে ফুঁকে যে বাঁশী॥
সোনার অঙ্গ মৈলান[১] হৈল কে মোরে আর চায়।
স্বপ্নেতে দেখি তোমায় যৌবন ফাড়ি[২] যায়॥

কার্ত্তিক মাসেতে হায়রে ধানে হৈল ক্ষীর।
তোমার লাগিয়া বঁধু মন নহে থির[৩]॥
শুকাইয়া যায়রে মধু ফুল হই যায়গৈ[৪] বাসি।
পাগলা ভোমরারে মোর দেখে যাও আসি॥

অগ্রাণ মাসেতে ধান উডিল পাকিয়া।
কঁডে[৫] গেলে তুমি মোরে একেলা রাখিয়া॥
দাসীর মতন কাম করি পেডে[৬] নাই ভাত।
মরিচ বাডিয়া আমার ক্ষয় হৈল হাত॥

পুস্পল[৭] মাসেতে হৈল শীতের তাড়না।
তোমার বিহনে আমার শীত যে মানেনা॥
কাড়ি নিয়ে লেপ আমার ভরা ছিল রুই।*
ফাডা[৮] কাঁথা গায়ত দিয়া ঘরর কোণাত[৯] শুই॥

---

১ মৈলান=মলিন। ২ ফাডি=ফাটিয়া। ৩ থির=স্থির।
৪ যায়গৈ=যাইতেছে। ৫ কঁডে=কোন্‌খানে। ৬ পেডে=পেটে।
৭ পুস্পল=পৌষ।
* কাড়ি......রুই=আমার লেপে তুলা (রুই) ভরা ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া।
৮ ফাডা=ফাটা। ৯ কোণাত=কোণে।

মাঘের শীতে বাঘ ডোঁয়রে [১] আমার কি যে হাল।
চোগর [২] জলে কাঁথা ভিজাই ঘটাইলাম জঞ্জাল ॥
ঘরের মাঝে ধুনি [৩] জ্বালি আউন [৪] পোয়াই।
ভিতরের আউন আমার কেমনে নিপাই [৫] ॥

ফাউনে [৬] কোয়িলা [৭] ডাকে দহিনালী হাবা [৮]।
দারুণ যাতনায় আমি মাথাত মারি থাবা ॥
কখ্খন ঘুচিবেরে মোর নছিবের লিখন।
কত দিনে তোমার সঙ্গে হইবে মিলন ॥

ফুরাইয়া গেল বচ্ছর আইল চৈত্রমাস।
দুঃখ্খ না ঘুচিল আমার ন পূরিল আশ ॥

কেমনে কোথায় আমি পাইব তোমারে।
কন বন্দরে গেলা তুমি কন্ সাইগরর পারে ॥

(১১)

জলের ঘাটে

দিশা ঃ—কলিজা সদাই জ্বলেরে।

থিল দুহরে [৯] একদিন ভেলুয়া সোন্দরী।
কলসী লইয়া কাঙ্কে চলে একাশ্বরী ॥
দানা পানি খায় নাই ক্ষুধায় জ্বলে গা।
ধীরে ধীরে যায় ভেলুয়া নাহি চলে পা ॥
বাম চোখ কাঁপেরে তার আরো কাঁপে বুক।
ঘন ঘন আজি কেন শুকাই যায় মুখ ॥

---

১ ডোঁয়রে=ডাক ছাড়ে। ২ চোগর=চক্ষের। ৩ ধুনি=অগ্নিকুণ্ড।
৪ আউন=অগ্নি। ৫ নিপাই=নিবাই। ৬ ফাউনে=ফাল্গুনে।
৭ কোয়িলা=কোকিল। ৮ হাবা=বাতাস।
৯ থিল দুহরে=স্থির দুপরে, নিস্তব্ধ দ্বি-প্রহরে।

ঘাটেতে আসিয়া নারী কাঁদিয়া উঠিল।
আমারে ছাড়িয়ারে সাধু এই পন্থে গেল ॥
কন্ দেশেতে গেলারে তুমি সঙ্গে নেও মোরে।
ভরা কলসী কাঙ্কে লৈয়া কেমনে যাইওম ঘরে ॥

সদাইগরীর দোহাই দিয়া গেলা আমায় ছাড়ি।
শাশুড়ী ননন্দী হৈল কাল পরাণর বৈরী ॥
সাত ভাইয়ের বৈন আমি মাডিত [1] নৈদ্দাম [2] পা।
সোনালী চাদর দিয়া ঢাকি রাইখতাম গা ॥
শত দাসী ছিল মোর সেবার কারণ।
বিভলার দাসী হইলাম নছিবের [3] লিখন ॥

যে শরীল [4] থাকিত মোর পালঙ্কর উপরে।
সে শরীল মাডি হৈল গোয়াইলর ঘরে ॥
আতর গোলাপজল মাখিতাম অঙ্গে।
সেই অঙ্গ মজি গৈলগৈ ধুইল [5] বালুর সঙ্গে ॥
চান সূরুয দেখে নাই আমার বদন।
ননন্দী পাঠাইল একা জলের কারণ ॥
কোথা গেলা সাধুরে মোর আইস জল্‌দি করি।
ঘাটে জল নিতে আইল তোমার সোন্দরী ॥

এই না ভাবিয়া কন্যা কি কাম করিল।
কলসী রাখিয়া ঘাটে জলেতে নামিল ॥
করিব কি ভেলুয়ার চুলের বাখান।
মাথা ভরা চুলরে তার পায়ের সমান ॥

---

[1] মাডিত = মাটিতে। [2] নৈদ্দাম = দিতাম না (ন + দিতাম)।
[3] নছিবের = কপালের। [4] শরীল = শরীর।
[5] ধুইল = ধুলা

চুলের ভরেতে কৈন্যা উডিতে [১] ন পারে।
নন্দী [২] যেন চুলত [৩] ধরি টানিছে তাহারে॥
কষ্টে সিষ্টে কূলত উডি ভেলুয়া সোন্দরী।
চুল শুকাইতে দিল ঘাটে একাশ্বরী॥

(১২)

ভোলা সদাগর

তার পরে কি হইল শুন সভাজন।
ভোলা সদাইগরর কিছু কহি বিবরণ॥
ভোলা গিয়াছিল জান [৪] মাছিলি বন্দর।
জাহাজের কামাই [৫] লৈয়া ফিরে আসে ঘর॥
হাট ঘাট নন্দী নালা সকলি বাহিয়া।
শাফ্‌লা বন্দরর ঘাটে আইল চলিয়া॥

দিশাঃ—বিফলে যৌবন যায় বৈয়া।

ঘাটেতে উডিয়া ভোলা দিষ্টি [৬] করি চায়।
পরীর মতন কৈন্যা যেন ঘাটে দেখা যায়॥
এক চান্নি উঠে যেন আছ্‌মানর উপরে।
আজু কেন দেখি চান দরেয়ার [৭] কিনারে॥
কৈন্যারে দেখিয়ারে ভোলা পাগল হইল।
মাঝি মাল্লায় ডাকিয়ারে ছল্লা [৮] যে করিল॥
নছিবের দুখ্‌খ হায়রে খণ্ডন কে করে।
ভেলুয়ারে লুডি [৯] নিল ভোলা সদাইগরে॥

---

১ উডিতে = উঠিতে। ২ নন্দী = নদী।
৩ চুলত = চুলে। ৪ জান = জানিও, জে'ন। ৫ কামাই = রোজগার।
৬ দিষ্টি = দৃষ্টি। ৭ দরেয়া = দরিয়া, সমুদ্র।
৮ ছল্লা = পরামর্শ। ৯ লুডি = লুটিয়া।

চঞ্চলা চপলা ডিঙা হাঙ্কারিয়া যায়।
ডিঙাতে পড়িয়া কৈন্যা করে হায় হায়॥
কুড়িতে কুড়িতে মাথা ফাড়িল কোপাল।
বেবাম দরিয়ায় কৈন্যা দিতে চায় ফাল [1]॥
ধরিয়া রাখিল তারে যত মাঝি মাল্লা।
নছিবেতে এত দুখ্খ লিখিয়াছে আল্লা॥

"গাঙের কৈতর উড়ি তুমি যাওরে যথা তথা।
বন্ধের [2] লাগল পাইলে কইও আমার কথা॥
শুন শুন তুমি ওরে সাইগরের পানি।
বন্ধের কাছে কইও তুমি আমার দুখ্খের বাণী॥
নাচিছ সাইগরের ঢেউ তোমারেও বলি।
বন্ধের সঙ্গে আর না হৈল আমার কোলাকুলি॥
দহিনালী হাবা তুমি কন দেশেতে যাও।
দুখ্খের কথা কৈও যদি বন্ধের লাগল পাও॥
দুখ্খের কোপাল মোর কেন আইলাম ঘাটে।
একলা পাইয়া ভোলা চোরা নিল আমায় লুটে॥"

এরূপে বিলাপি কৈন্যা করে ধড় ফড়।
তাহার নিকটে আইল ভোলা সদাইগর॥

ভোলা বলে "সোন্দর কৈন্যা শুনরে খবর।
তোমারে লইয়া যাইব কাট্রুলি নগর॥
দালান কোটা আছে আমার আছে রঙমাহাল।
নিকা হৈব আমার সঙ্গে সুখ্খে যাইব কাল॥
ফুলে ভরা মধুরে তুমি ফির একাশ্বরী।
সোনার পালঙ্কে তুমি শুইবা সোন্দরী॥

---

১ কুড়িতে—কোপাল=মাথা কুটতে কুটতে কপাল ফাটিয়া গেল।
২ ফাল=লাফ।
৩ বন্ধের=বঁধুর।

এমন যৌবন তোমার যায়রে অকারণ।
বড় সুখ্‌খে থাকিবারে রাখ আমার মন।” ৪০

এই কথা শুনি কৈন্যা কাঁদিতে লাগিল।
চৈক্ষের [১] পানিতে তার বৈক্ষ [২] ভিজি গেল ॥ ৪২
“কোথায় এখন আমির সাধু আমার প্রাণধন।
কেন না হৈল হায়রে আমার মরণ ॥” ৪৪
আমির সাধুর কথা শুনি ভোলা সদাইগর।
বলিতে লাগিল কথা ভেলুয়ার গোচর ॥ ৪৬

“শুন শুন কৈন্যা ওরে শুন দিয়া মন।
মাছিলি বন্দরে সাধুর হৈয়াছে মরণ ॥ ৪৮
আমরা সকলে তারে দিয়াছি কয়বরে।
তাহারে পাশরি এখন চল আমার ঘরে ॥ ৫০
শুন শুন কৈন্যা ওরে মন কর থির।
সোনা দিয়া বেড়াই দিয়ম শর্ব্বাঙ্গ শরীর ॥ ৫২
লাখর [৩] টাকার চন্দ্রহার দিবরে বানাই।
চলরে সোন্দরী কৈন্যা আমার ঘরত [৪] যাই ॥ ৫৪
ছিড়া বসন ফেলাইয়ারে দিব নীলাম্বরী।
নাকে নথ কানে বালি দিয়ম সোনায় গড়ি ॥ ৫৬
মুক্তায় গাঁথিয়া দিব তোমার গলার মালা।
তোমার ছুরত [৫] মোরে কৈরাছে পাকলা ॥ ৫৮
আমি যে বুঝেছি বিবি তোমার কিস্মত [৬]।
জহরীর হাতে পৈলা দামী জহরত ॥ ৬০
ধন দৌলত যৌবন মন পাইবারে বেবাক [৭]।
আর যত বিবি আছে দিবরে তেলাক [৮] ॥ ৬২

---

[১] চৈক্ষের = চক্ষের। [২] বৈক্ষ = বক্ষ। [৩] লাখর = লক্ষ টাকার।
[৪] ঘরত = ঘরে। [৫] ছুরত = সৌন্দর্য্য।
[৬] কিস্মত = মর্ম্ম। [৭] বেবাক = সমস্ত। [৮] তেলাক = তালাক্।

দিন রাইত তোমার মন যোগাইবার তরে।
তোমার দাসী হৈয়া তারা থাইক্‌ব আমার ঘরে॥
খাইতা বৈলে [1] তারা তোমার ধুইয়া দিব হাত।
মোরগের ছালন [2] খাইবা তুলসী মালার [3] ভাত॥
অন্দর মাহালে আমার ফুলর বাগান।
দোনজনে বেড়াইব হাজৈন্যা [4] বেয়ান [5]॥
তেতালার উপরে আমার আছে হাবাখানা [6]।
সোনার পালঙ্ক তাহে নরম বিছানা॥
তুমি আমি দোনজনে থাইক্‌ম বড় সুখে।
পানর খিলি বানাইয়া দিও আমার মুখে॥
আমির সাধু মরিয়াছে গিয়াছে বালাই।
বড় খোস পাইবা বিবি আমার ঘরত যাই॥"

ভেলুয়া লুচ্চার [7] কথা পৈত্য না করিল।
মাথা নীচ করিয়ারে ভাবিতে লাগিল॥
"কন অমঙ্গল যদি হৈত সাধুর।
মলিন হৈতরে মোর শিরের সিন্দূর॥
বুগের মধ্যে ডুপ্ ডুপ্ কৈন্তরে [8] পরাণ।
অমঙ্গল হৈলেরে মোর কাঁপিত নয়ান॥" [9]
ভাবিয়া চিন্তিয়া নারী মন কৈল্ল থির।
দুষ্ট ভোলা আবার আসি হইল হাজির॥

---

[1] বৈলে = বসিলে। [2] ছালন = তরকারি।
[3] তুলসী মালা = একরূপ অতি সরু ধান।
[4] হাজৈন্যা = সন্ধ্যা বেলায়। [5] বেয়ান = প্রভাত।
[6] হাবাখানা = হাওয়া খাইবার ঘর। [7] লুচ্চার = বদ্‌মাস।
[8] কৈন্তরে = করিত রে। [9] এই অংশের সঙ্গে "শান্তিনারীর বারমাসী" গানের একটি স্থানের সম্পূর্ণ মিল দৃষ্ট হয়।

জোয়া ফুলর [১] মতন কৈন্যার আম্খি [২] হৈল লাল।
"আমারে লুডিয়া লুচ্চা ঘটাইলি জঞ্জাল ॥
ঘরর ভিডাত [৩] আররে তোর ন জ্বলিব বাতি।
তোর ধন দৌলতে আমি পায়ে মারি লাথি ॥"
ফিরিয়া কহিল ভোলা,—"শুন বিবি বলি।
ফুটা ফুলের মধু খাইব আমি পাক্‌না অলি ॥
জানিও জানিও কৈন্যা কি বলিব আর।
ভোলার হাতে পড়িয়াছ নাইরে নিস্তার ॥"

(১২)

পাষণ্ডের হাতে

তার পরে কি হইল শুন বিবরণ।
রাত্র নিশাকালে ভোলা করিল কেমন ॥
ডিঙাখানি বাঁধা হৈয়ে চড়ের কিনারে।
মাঝি মাল্লা ঘুমাইয়াছে নাকে ডাক ছাড়ে ॥
ধীরে ধীরে আসে ভোলা ধীরে বাড়ায় পা।
চমকি চমকি হায়রে উড়ের তার গা ॥
আঁয়াস [৪] পাতাল ভাবেরে কৈন্যা চৌক্ষে [৫] নাই ঘুম।
ভোলার বজ্জাতি তার হইল মালুম [৬] ॥
এম্নিকালে ভোলারে দেখি বড় ভয় পাইল।
বাঘের কামড়ে যেন হরিণী পড়িল ॥
ভোলা বলে, "সোন্দরী গো রাখ আমার মন।
পায়ে ধরি মাগি আমি তোমার যৌবন ॥
আমার মাথা খাওরে তুমি আমার মাথা খাও।
হাসি মুখে একটিবার আমার মিক্যা [৭] চাও ॥

[১] জোয়া ফুলর = জবা ফুলের। [২] আম্খি = আঁখি।
[৩] ভিডাত = ভিটায়। [৪] আঁয়াস = আকাশ।
[৫] চৌক্ষে = চক্ষে [৬] মালুম = বোধ। [৭] মিক্যা = দিকে।

বেজার [1] মুখে বসিয়ারে কেন যে আপ্‌শোষ।
কোলে উঠি আস আমার দেল কর খোস [2] ॥"
দুরন্ত দুর্ব্বৃত্ত ভোলা কামেতে অগেন [3]।
ভেলুয়ার নিকটে যাইয়া হৈল আগুয়ান ॥
ক্ষাণিক পিছাইয়া নারী কি কাম করিল।
ছল করি দুষ্‌মনেরে বুঝাইতে লাগিল ॥
"পর পুরুষ তুমি এখন ন ছুইও মোরে।
যাহা চাও তাহা দিব নিকা হৈলে পরে ॥"
খুসী হৈয়া দুষ্টু ভোলা দাড়িতে হাত বুলায়।
ঘন ঘন ভেলুয়ার মুখর মিক্যা চায় ॥
ভেলুয়া কহিল ফিরতুন [4] "শুন সদাইগর।
মনর কথা কইয়ম এখ্‌খন তোমার গোচর ॥"
"বল বল বল বিবি নিকলি যায় জান।
হাতে লাগত [5] পাইয়ম কখ্‌খন আছমানের চান ॥"
ভেলুয়া কহিল তখ্‌খন, "কেমন কৈরে কই।
খোদার কছম্‌ [6] কর আগে পছিম মিক্যা হই ॥
আমার কথা রাইখবা বলি করহ কছম।
তার পরেতে তোমার কাছে মন খুলি দিয়ম [7] ॥
ভোলা বলে, "আমি তোমার হৈলাম গোলাম।
তুমি যাহা বল আমি করিব সে কাম ॥"
খোদার কছম করি ভোলা চাহে কৈন্যার পানে।
নাকত [8] নাকা [9] দিয়ারে কৈন্যা বিরিষরে [10] টানে ॥

---

[1] বেজার=বিমর্ষ। [2] দেল কর খোস=মন খুসী কর। [3] অগেন=অজ্ঞেন। [4] ফিরতুন=পুনরায়। [5] লাগত=স্পর্শ। [6] খোদার কছম্‌......হই=আগে পশ্চিম দিকে ফিরিয়া খোদার নামে শফথ কর। [7] দিয়ম=দিব। [8] নাকত=নাকে। [9] নাকা=নাকে যে দড়ি বাঁধে। এখনও পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থলে "নাকা দড়ি" অথবা শুধুই "নাকা" শব্দ প্রচলিত আছে। [10] বিরিষরে=বৃষকে।

ধীরে ধীরে বলে কৈন্যা,—"শুন সদাইগর।
আমার কাছে ন আসিবা ছ মাসর ভিতর॥
এহার অন্যথা হৈলে বিষ করি পান।
নির্চয়[১] নির্চয় আমি তেজিব পরাণ॥
শুন শুন সদাইগর তোমারে কহি।
ইদ্দত[২] পালিব ক'মাস খোদার নাম লই॥"
সাপের মতন মাথা নোয়াইয়া ভোলা।
দূরে আসি নানান কথা ভাবিতে লাগিলা॥

(১৩)

আমির সাধুর অবস্থা

উজানী নগরে আসি আমির সদাইগর।
বহুত টাকা লাফ[৩] পাইল হৈল ধনেশ্বর॥
ছাই ধরিলে সোণা হয় এমন ভাগ্য তার।
রুজির[৪] গাঙে আইস্‌লো যেন পূর্ন্নিমার জোয়ার॥
যত পাইল তত আশা গেল সাধুর বাড়ী।
মাছিলি বন্দরে আইল কৈত্তে সদাইগরী॥
কত টাকা লাফ পাইল লেখা জোকা নাই।
নানা অলঙ্কার বানায় বাইন্যা[৫] বাড়ীত যাই॥

---

১ নির্চয়=নিশ্চয়।

২ ইদ্দত=তালাক দেওয়ার পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর নূতন স্বামী গ্রহণ করা ধ্যন্ত স্ত্রীলোকের যে সময় কাটিয়া যায় তাহার নাম ইদ্দত কাল। স্বামীর মৃত্যুর পর মাস ১০ দিন এবং তালাকের পর ৩ মাস ১৩ দিন এই ইদ্দত কাল।

৩ লাফ=লাভ। ৪ রুজির=উপার্জ্জনের। ৫ বাইন্যা=বণিকের।

কত জিনিষ বেচে কিনে দিলে বড় খুসী।
সদাইগরী করে সাধু গদির মাঝে বসি॥

এইরূপে কয় মাস যায় গত হৈয়া।
কুস্বপ্পন দেখিল আমির ভেলুয়ার লাগিয়া॥
বুক করে দুরু দুরু মন নহে থির[১]।
গৌরলধর মাঝিরে ডাকি কহিল আমির॥
সাজাও সাজাও ডিঙা লও টাকা কড়ি।
শাফলা বন্দরের ঘাটে চল ত্বরা করি॥

ঘাটেতে বসিয়া আমির ফেলিল লঙ্গর।
ধীরে ধীরে চলি আইল আপনার ঘর॥
পরথমে[২] যাইয়া সাধু করিল কি কাম।
মা বাপর চরণে পড়ি জানাইল ছালাম॥
মুখে কারো কথা নাহি চৌখ জলজলা[৩]।
হেন কালে আসি তথায় বলিলা বিভলা॥

"আইলা আমার সাধু ভাইরে এক বচ্ছর পরে।
হারামী[৪] ভেলুয়া এখন নাহি আর ঘরে॥
ভালা কৈন্যা বিয়া করি সুগে[৫] কর বাস।
ভেলুয়া থাকিলে এখন হৈত সর্ব্বনাশ॥"

কিছু না বুঝিয়া আমির করিল পুছার[৬]।
"সোন্দরী ভেলুয়া কঁড়ে[৭] গেল যে আমার॥"

---

১ থির = ঠিক। ২ পরথমে = প্রথমে। ৩ জলজলা = অশ্রুপূর্ণ।
৪ হারামী = অকৃতজ্ঞ। ৫ সুগে = সুখে।
৬ পুছার = জিজ্ঞাসা। ৭ কঁড়ে = কোথায়।

বিভলা বলিল, "সাধু শান্ত কর মন।
তিন দিন আগে তেইর [১] হেয়াছে মরণ॥"
এই কথা শুনি সাধু করে ধড়ফড়।
আছমান ভাঙি পৈল যেন মাথার উপর॥

দিশা—হায় হায় নাছিব রে--

"কিসের ধন কিসের দৌলত কিসের সদাইগরী।
কঁড়ে [২] গেল আমার সাধের ভেলুয়া সোন্দরী॥
নয়ান ভরিয়া আমি দেখি নাই হায়।
কঁড়ে গেলা সোন্দরী মোর জান নিকলি যায়॥"

এইরূপে কাঁদি কাঁদি আমির সদাইগর।
পুছার [৩] করিল তখ্খন বিভলার গোচর॥
"শুন শুন ভৈন বিভলা বলহ খবর।
কন জাগাতে দিলা আমার ভেলুয়ার কয়বর॥"
বিভলা বলিল—"ওই সাইগরর কিনারে।
মাডি [৪] চাপা দিয়া আইল তোমার ভেলুয়ারে॥"
ধাইয়া চলিল তথায় আমির সদাইগর।
সাইগরের কিনারে দেখিল নতুন কয়বর॥
কয়বরের উপরে সাধু যায় গড়াগড়ি।
মাডি ভিজি গেল গৈ [৫] তার চোগর জল পড়ি॥

"আইসরে পরাণর ভেউল্যা কয়বর ছাড়িয়া।
কেমন আছরে মোরে বুকছাড়া করিয়া॥
উডি আস ভেউল্যারে মোর, আমার মাথা খাও।
আর ন হইলে তোমার কাছে মোরে নিয়া যাও॥"

---

[১] তেইর=তাহার, (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।
[২] কঁড়ে=কোথায়।
[৩] পুছার=জিজ্ঞাসা।
[৪] মাডি=মাটি।
[৫] গৈ=গিয়া।

এইরূপে কাঁদি সাধু কি কাম করিল।
কয়বরের মাডি তখন কুঁড়িতে [১] লাগিল॥ ৫২
কত্তক দূর কুঁড়িয়ারে চৌক্ষু করে থির।
কয়বরেতে কালা কুত্তা [২] দেখিল আমির॥ ৫৪

(১৪)

শুন শুন সভাজন পরে কি হইল।
ধন দৌলত ছাড়ি সাধু পথর ফকির হৈল॥ ২
জরির টুপী রেশমী লুঙি ছাড়িল আমির।
বাড়ী ঘর ছাড়িয়ারে হৈল ফকির॥ ৪
পিন্ধনেতে আট্যায়া [৩] ধুতি কাঁধে লৈল ঝুলি।
ভাঙা টুপী আনি একটা মাথাত দিল তুলি॥ ৬
চলিল পাগলা ফকির কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নন্দী [৪] নালা পার হৈয়া আইল চকরিয়া [৫]॥ ৮

সেইত মুল্লুকে কত জঙ্গলা পাহাড়।
ঘুরিয়া ফিরিয়া ফকির শঙ্খ [৬] হৈল পার॥ ১০
ছিরমাইর [৭] কূলে বসি সাধু ছাড়ে চোগর [৮] পানি।
আমারে ছাড়িয়া কোথায় উড়িলা পঙ্খিনী॥ ১২

বহুত মুল্লুক পাগলা ঘুরি ঘুরি যায়।
কাঁইচা নদীর পারে আইল কুড়াল্যামুড়ায় [৯]॥ ১৪
চোগে আর পানি নাই মাথা তার খরাপ।
কি বুঝিয়া পাগলা ফকির খালত দিল ঝাঁপ॥ ১৬

---

[১] কুঁড়িতে=খুঁড়িতে।
[২] কুত্তা=কুকুর (পুরুষ জাতীয়)।
[৩] আট্যায়া=আটপৌরে।
[৪] নন্দী=নদী।
[৫] চকরিয়া=গ্রাম-বিশেষ।
[৬] শঙ্খ=নদীর নাম।
[৭] ছিরমাইর=শ্রীমতী নদীর।
[৮] চোগর=চক্ষুর।
[৯] কুড়াল্যামুড়া=কর্ণফুলীর তীরবর্ত্তী পাহাড়।

তিয়ার [১] জোয়ার খালর মাঝে থিয়াই [২] আইয়ের [৩] পানি।
উত্তর-মিক্যা [৪] পাগলারে হোতে [৫] লইযার টানি॥
কাউখালির পাক [৬] পার হৈল নানান দুঃখুখে।
হাঁজে [৭] আইল আমির ফকিব ইচ্ছামতীর [৮] মুখুখে॥
ইচ্ছামতীর মুখুখে আসি কি কাম করিল।
শীতে থর থর কাঁপি রাগন্যা [৯] চলিল॥
রাগন্যা চাকালার মাঝে সৈদ নগর [১০] গেরাম।
গুণিন্ এক আছে তথায় টোনাবারই নাম॥

টোনাবারই

টোনাবারইয়ার কথা কি করি বাখান।
সারিন্দা বাজাইতে লাইগলে গাঙ বহে উজান॥
বনের বাঘ বশ হয় কাঁদয় হরিণী।
সাপে মাথা নোয়াই থাকে এমন সে গুণী॥
ফকিরা আসিয়া তার শাহারিদ [১১] হৈল।
নছিবের যত দুঃখ সকলি জানাইল॥

টোনাবারই বলে,—"ফকির শুন দিয়া মন।
সারিন্দা [১২] শিখিলে হৈব দুঃখুখ পাসরন॥"

---

১ তিয়ার=তৃতীয়া তিথিতে।
২ থিয়াই=উচু হইয়া। ৩ আইয়ের=আসিতেছে।
৪ উত্তর-মিক্যা=উত্তর দিকে। ৫ হোতে=স্রোতে।
৬ কাউখালির পাক=কর্ণফুলী নদীতে এইখানে পাক আছে। দক্ষিণ রাউজান মুন্সেফ ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। ৭ হাঁজে=সন্ধ্যাকালে।
৮ ইচ্ছামতী=নদী-বিশেষ। ৯ রাগন্যা=গ্রাম-বিশেষ। আজ কাল এখানে পুলিশ ষ্টেশন আছে। ১০ সৈদ নগর=গ্রাম-বিশেষ।
১১ শাহারিদ=শিষ্য, (সাক্‌রেদ্)। ১২ সারিন্দা=বাদ্য যন্ত্র-বিশেষ, সারেঙ্গ।

এত বলি টোনাবারই কি কাম করিল।
তার লাগি সারিন্দা এক বানাইতে লাগিল॥
বৈলাম[1] গাছের সারিন্দা সে মন পোবনার[2] বৈলা।
দারাইছ[3] সাপের রগ[4] দিয়া তার বানাইলা॥
ধল্যা[5] ঘোড়ার ফালের ছড় নোয়াসা গাছের লাসা[6]।
সারিন্দা তৈয়ার হৈল দেইখ্‌তে বড় খাসা॥
এমনি গুণের গুণিন্‌ টোনা কি বলিব আর।
"ভেলুয়া" "ভেলুয়া" ডাকে সারিন্দার তার॥
সারিন্দা বাজায় ফকির চোগর জল ছাড়ি।
পেটে নাই দানা পানি ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

ঝড়ে ভিজে রৈদে পোড়ে শীতে কাঁপে গা।
পরছিমের পন্থে আইল পাগলা ফকিরা॥
নানান গেরামে ঘুরি ফৈত্যাবাজে[7] আইল।
মুড়ার[8] গোড়াত ঘুরি ঘুরি খুল্‌সীর ঢালা[9] পাইল॥
ঢালার পরছিম কূলে কাট্টলি নগর।
বেশুমার[10] দেখিল তাতে কোটা কোটি ঘর॥

---

[1] বৈলাম=গাছ-বিশেষ।

[2] মন পোবনা=গাছ-বিশেষ, কিন্তু "মন পবন" শব্দ প্রথমতঃ "মন এবং পবনের মত দ্রুত" এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। এই শব্দ প্রাচীন বাঙ্গলায় বহু স্থানে পাওয়া যায়। শব্দটি অলৌকিক একটা কোন সংস্কার-জ্ঞাপক। প্রায়শঃ নৌকা-সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। 'মন পবনের বৈঠা' কথাটা সুলভ।

[3] দারাইছ=দাঁড় সাপ, কোন কোন স্থানে ইহাকে 'ঢেম্না' বলে।

[4] রগ=শির।

[5] ধল্যা=শ্বেতবর্ণ।

[6] লাসা=আঠা-বিশেষ, কাঠ জোড়া দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

[7] ফৈত্যাবাজ=গ্রাম-বিশেষ।

[8] মুড়া=ক্ষুদ্র পাহাড়।

[9] খুল্‌সীর ঢালা=গিরিবর্ত্ম-বিশেষ। ইহার নাম Tiger pass।

[10] বেশুমার=যাহা শুমার (গণনা) করা যায় না, অসংখ্য।

(১৫)

ভোলার আলয়ে

গাছের মাথাত রৈদ পড়িল লাহাচাহা বেল [১] ।
হেন কালে লুচ্চা ভোলা ভেউল্যার ঘরে গেল ॥ ২
মুখেতে সুগন্ধি পান দাড়িতে আতর ।
ধীরে ধীরে আসি ভোলা পশিল আন্দর ॥ ৪

"ছ মাস গত হৈয়ারে গেল ফুরাইল মেয়াদ ।
এখন বিবি পূর্ব্বর সৈত্য [২] করয়ে এয়াদ [৩] ॥" ৬

ভেলুয়া কহিল,—"আমার মন কেমন করে ।
মাপ কর সদাইগর মাপ কর মোরে ॥" ৮

ভোলা বলে,—"তোমার কাছে আমি মাপ চাই ।
ফায়দা কি হবে আর আমারে ভাড়াই [৪] ॥" ১০

এমনি কালে সেই ফকিরা ছিঁড়া কানি পিঁধা [৫] ।
বাহিরে "ভেলুয়া" বুলি বাজাইল সারিন্দা ॥ ১২
সোন্দরী ভেলুয়া শুনি চকমক্যা [৬] হইল ।
হাসিয়ারে লুচ্চা ভোলা কহিতে লাগিল ॥ ১৪

"দেল খোস কর আমার মাগি এই ভিখ্ [৭] ।
কালুকা নিকার দিন করিয়াছি ঠিক ॥" ১৬

আবার "ভেলুয়া" বুলি বাজিল সারাং ।
অধীর হইল হায়রে ভেলুয়ার পরাণ ॥ ১৮

---

১ লাহাচাহা বেল=একটু একটু বেলা ; তখন বেলা অতি অল্পই ছিল ।
২ সৈত্য=সত্য ।
৩ এয়াদ=স্মরণ ।
৪ ভাড়াই=বঞ্চনা করিয়া ।
৫ পিঁধা=পরিহিত ।
৬ চকমক্যা=চঞ্চল ।
৭ ভিখ=ভিক্ষা ।

ভোলা বলে,—"কহ বিবি হৈলা এখন রাজি।
খোত্‌বা [১] পড়িবা কালি আইলে সরার কাজি [২] ॥" ২০

পাগলা ফকিরা সারাং বাজায় ঘন ঘন।
ভেলুয়ারে ডাকি যেন কে করে রোদন॥ ২২
সোন্দরী ভেলুয়া তখন ঘরর বাহির হৈল।
ছাদর উপর গিয়া দেখিতে লাগিল॥ ২৪
ছিঁড়া কানি পিঁধারে তার ছিঁড়া কানি পিঁধা।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফকির বাজায় সারিন্দা॥ ২৬
কটা তাহার মাথার চুল লম্বা মোচ দাড়ি।
সারিন্দা বাজায় ফকিরা চোগর জল ছাড়ি॥ ২৮

ভেলুয়ার পিছে আসি কহিলরে ভোলা।
"দেল খোস কর আমায় জবাব দিয়া খোলা॥" ৩০
ভেলুয়া শুনিতেছিল সারিন্দার সুর।
আনমনে কৈল কথা, "কররে সবুর॥" ৩২
ঠাহার করি চাহি ভেলুয়া চিনিতে পারিল।
দোন চোগর জল তার টলমল হইল॥ ৩৪
ভেলুয়ার অনুরোধে ভোলা সদাইগর।
ফকিরারে থাকিবারে দিলা একখান ঘর॥ ৩৬

(১৬)

মিলন

ভাত পানি খাই ফকিরা করিল শয়ন।
চোগে নাই ঘুম তার মন উচাটন॥ ২

---

[১] খোত্‌বা=বিবাহের মন্ত্র।
[২] সরার কাজি=যাহারা বিবাহের খোত্‌বা (মন্ত্র) পড়ায়।

সারেঙ্গের সুর-মুগ্ধা ভেলুয়া—১২৮ পৃঃ

রাত্র নিশা কালে ভেউল্যা কি কাম করিল।
ফকিরার দুয়ারে যাইয়া হাজির হইল॥
কেয়ারেতে [১] টুকি [২] দিল সাড়া শব্দ নাই।
ভেলুয়া ভাবিল সাধু পড়িছে ঘুমাই॥

"দুয়ার খুলে দাওনা" বেলে আবার দিল লাড়া।
ধীরে ধীরে উডি আইল পাগলা ফকিরা॥

"সাধু" "সাধু" বলি ভেউল্যা বুকে নৈল টানি।
অঝোরে ঝারতে লাগিল দুই নয়নের পানি॥
লোটন কৈতরের [৩] মতন ধরিল বেরাই [৪]।
চারি চোগে পানির হোত [৫] মুখে কথা নাই॥
সুখে দুখ্‌খে ফকিরার কাঁপিল সর্ব্বগা।
ভেলুয়ার মুখ চাহি করি রহিল হা॥
শরমিন্দা [৬] হইয়া তখন ভেলুয়া সোন্দরী।
ছালাম জানাইল সাধুর দোন পায় ত পড়ি॥

একে একে কইত লাগিল সকল বিবরণ।
যত দুখ্‌খ পাইল হায়রে বিভলার কারণ॥
একে একে জানায় কৈন্যা আপনার হাল।
"রাত্র নিশাকালে আসি ঘটাইলা জঞ্জাল॥
কোটার [৭] কেবার [৮] খুলি গেলারে চলিয়া।
ভালা মন্দ কিছু মোরে না গেলা বলিয়া॥

---

১ কেয়ারেতে=দরজাতে।
২ টুকি=হাতের শব্দ।
৩ লোটন কৈতর=নোটন পায়রা।
৪ বেরাই=বেড়িয়া, জড়াইয়া।
৫ হোত=স্রোত।
৬ শরমিন্দা=লজ্জিতা।
৭ কোটার=প্রকোষ্ঠের, ঘরের।
৮ কেবার=দ্বার।

খোলা কেবার দেখিয়ারে তোমার ভৈন [১] বিভলা
কলঙ্ক রটাইয়া মোরে যত দুখ্খ দিলা ॥
তার পরে মায়ে ভৈনে পাড়া পরশী মিলি।
ঘরের বাহির কৈল্ল মোরে বানাইল কামুলি [২] ॥
নানান মতে দুঃখ্খ তারা দিল জনে জন।
একাশ্বরী পাঠাইল জলের কারণ ॥
ভরা কলসী কান্ধে লৈয়া ঘরে আমি ফিরি।
এম্নি কালে ভোলার চর কৈল্ল আমায় চুরি ॥
ছয় মাস কাটাইয়াছি দুষ্ট ভোলার ঘরে।
নানান ছলনা দিয়া বুঝাইয়াছি তারে ॥
তোমার বলিতে আমার বুগ [৩] ফাড়ি যার [৪]।
নিকার দিন ঠিক কৈরাছে কালি শুক্করবার ॥"

সাধু বলে "শুন কৈন্যা মোর বিবরণ।
মায়ে ভৈনে কৈল [৫] তোমার হৈয়াছে মরণ ॥
সাইগরের পারে যাইয়া কুড়িলাম কয়বর।
কালা কুত্তা পাইলাম এক তাহার ভিতর ॥
দোজকের [৬] মতন আমি দেখির [৭] দুন্যাই।
পাগলা সাজিয়া তাই ফকিরী কামাই ॥" *

বুকে বুকে মুখে মুখে তারা দুইজন।
নানা কথা কৈল হায়রে ঝরিল নয়ন ॥
ভেলুয়া কহিল শেষে সময় আর নাই।
রাইতে রাইতে চল আমরা এই দেশ ছাড়ি যাই ॥

---

১ ভৈন=ভগিনী। ২ কামুলী=দাসী। ৩ বুগ=বুক।
৪ যার=যাইতেছে। ৫ কৈল=কহিল।
৬ দোজকের=নরকের। ৭ দেখির=দেখিতেছে।
* *এই জন্য পাগলা সাজিয়া ফকিরী করিয়া বেড়াইতেছি।*

কাজি মুনাফের দীঘি—১৩১ পৃঃ

আমির সাধু বলে, "আমি চোরার পোলা নই।
যাইতাম নয় ভোলার মতন চুরি করি লই [১] ॥" ৪৬
কাউয়া [২] করে কলরব কোকিলা কুশরে [৩]।
উপায় না দেখি ভেউল্যা চলি গেল ঘরে ॥ ৪৮

(১৭)

কাজির বিচার

সেই দেশে বিচার করে বুড়া মুনাপ কাজি।
ফজরে [৪] ফকিরা তানে দিল এক আর্জ্জি ॥ ২
গের্দ্দায় [৫] বসিছে কাজি মুখে পেঁজের [৬] নল।
পাইক পেয়াদা আশে পাশে দাঁড়াইছে সকল ॥ ৪

ছালাম জানাইয়া ফকির বলে মাথা কুড়ি [৭]।
আমার ভেলুয়ারে আইন্যে [৮] দুষ্ট ভোলা লুডি [৯] ॥ ৬
আর্জ্জি পাইয়া মুনাপ কাজির রাগ হৈল ভারি।
ভোলারে ধরিয়া আইন্তে [১০] পরণা [১১] কৈল্ল জারি ॥ ৮

পাইক পেয়াদা ধরি লই আইল্ ভোলা সদাইগরে।
মুখর ধূমা ছাড়ি কাজি তারে পুছার [১২] করে ॥ ১০

"ফকিরার বধূরে তুমি আইনাছ লুডিয়া।
এখন নাকি জোর জুলুমে তেইরে কর বিয়া ॥" ১২

---

[১] যাইতাম নয়......চুরি করি লই=ভোলার মতন আমি তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না।
[২] কাউয়া=কাক।
[৩] কুশরে=কুহরে।
[৪] ফজরে=প্রভাতে।
[৫] গের্দ্দায়=গদিতে।
[৬] পেঁজের=পেজ (জড়ান), কুণ্ডলীকৃত।
[৭] কুড়ি=কুটিয়া।
[৮] আইন্যে=আনিয়াছে।
[৯] লুডি=লুটিয়া।
[১০] আইন্তে=আনিতে।
[১১] পরণা=পরোয়ানা।
[১২] পুছার=জিজ্ঞাসা।

ভোলা বলে, "ঝুটা কথা ফকিরা পাগল।
তার বধূ আমি কঁড়ে পাইলাম লাগল॥ ১৪
ঘরে ঘরে যাইয়া বেটা সারিন্দা বাজায়।
সোন্দর বধূ দেইখলে পরে তাহারে ফুস্থায়"[1]॥ ১৬
নব্বই বচ্ছর বয়স কাজির শতর[2] বাকী দশ।
মাড়ির মাঝে দাঁত নাই তবু মুখে রস॥ ১৮
যৌবনে আছিল কাজি পাক্কা বদমাস।
শত শত কুলনারীর কৈল্ল সর্ব্বনাশ॥ ২০
কয়বরের মাঝে হৈছে বিছানা তৈয়ার।
তবু অ স্বভাবের দোষ না ঘুচিল তার॥ ২২

"মধু ভরা ফুল আল্লা মিলাইল আজি।"
খানিকক্ষণ ভাবি চিন্তি কহিলেন কাজি॥ ২৪
"শুন শুন শুন ওরে ভোলা সদাইগর।
বিবিরে লইয়া আইস আমার গোচর॥ ২৬
তোমার বধূ হৈলে তুমি পাইবা হদেহদ[3]।
ফকিরারে দিয়ম আমি সাত বচ্ছর কদ[4]॥" ২৮

এই কথা শুনি ভোলা বাড়ীর মাঝে যাই।
ভেলুয়ারে নানান কথা দিলরে শিখাই॥ ৩০
পাল্কির মাঝে করি তবে ভোলা সদাইগর।
ভেলুয়ারে লই আসিল মুনাপ কাজির ঘর॥ ৩২
পাল্কি হৈতে বাহির হৈল বিজলীর কণা।
ভেলুয়ারে দেখি কাজির হইল ভাবনা॥ ৩৪
কাজি বলে—"কহ বিবি ছাড়িয়া সরম।
দোন জনের মাঝে তোমার কে হয় খসম॥" ৩৬

[1] ফুস্থায়=ফুসলায়। [2] শতর=এক শত বৎসরের
[3] হদেহদ=ঠিকঠিক। [4] কদ=কয়েদ।

ভেলুয়া কহিল, "কাজি শুন নিবেদন।
পাকলা ফকির আমার সোয়ামী প্রাণধন ॥"
ভোলারে গর্জ্জিয়া কাজি দিলরে ধাপাই[১]।
কৈত[২] লাগিল নানান কথা ফকিরারে ডা-ই[৩] ॥
"তোমার যোগ্য নয় এ বিবি তোমার যোগ্য নয়।
কুত্তার পেডে[৪] ঘিত্তের[৫] ভাত বদ হজম হয় ॥
সারিন্দা ফকিরা তুমি শুন আমার কথা।
ভেলুয়া যায় ধুলায় [illegible]
তোমার যোগ্য নয় ভেলুয়া কহিলাম সার।
আর একজনে লুডি নিলে আসিবা আবার ॥
তোমার লাগি বারে বারে কে করে হাঙ্গাম।
পত্তি[৭] দিন এজলাসে আমার আছে কাম ॥
আমার ঘরে থাকুক বিবি সুগে[৮] খাইব ভাত।
সোণার পালঙ্কের মাঝে শুইব দিনরাইত ॥"

কাঁদিতে কাঁদিতে ফকির বুগত মারে কিল।
পাথরের মতন দড়[৯] মুনাপ কাজির দিল[১০] ॥
পাইক পেয়াদা মুনাপ কাজির ইসারা পাইয়া।
ধাপাই দিল ফকিরারে ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া ॥
নছিবের দুঃখ্খ হায়রে কে খণ্ডাইতে পারে।
কাঁদিতে লাগিল ভেউল্যা মুনাপ কাজির ঘরে ॥
দানা পানি ন খাইল লইল বিছান।
বিমারে[১১] পড়িয়া কৈন্যা করে আনচান ॥

---

১ ধাপাই=তাড়াইয়া। ২ কৈত=কহিতে। ৩ ডা-ই=ডাকিয়া
৪ পেডে=পেটে। ৫ ঘিত্তের=ঘৃতের।
৬ পোগে=পোকায়। ৭ পত্তি=প্রত্যেক।
৮ সুগে=সুখে। ৯ দড়=শক্ত।
১০ দিল=অন্তঃকরণ। ১১ বিমারে=ব্যারামে।

যুদ্ধ-যাত্রা

কাঁদিতে কাঁদিতে আমির কি কাম করিল।
শাফ্‌লা বন্দরে যাইয়া উপনীত হইল ॥
বাপেরে কহিল সাধু সকল সমাচার।
মায়েরে কহিতে কথা ফাডিল বুক তার ॥
মানিক সদাইগর শুনি বলে গৌরলধরে।
চৌদ্দ কাইন ডিঙা আমার জল্‌দি সাজাওরে ॥
সেনা সৈন্য লাঠিয়াল সব চলি যাও।
কাটুলি নগর তোমারা সদাইগরে ডুপাও ॥

"সাজ সাজ" বলিয়া বন্দরে পৈল সাড়া।
চট্‌ করি সাজি লৈল কোতোয়ালের পাড়া ॥
এমন সাজা সাজের সেনা হাতে লয় কোঁছ।
পরছিমা সেপাই সাজিল বড় বড় মোচ ॥
তারপরে সাজে সেনা বন্দুক লয় কাঁধে।
কোমরেতে সকলেতে ধারাল কিরিচ বাঁধে ॥
লাঠিয়াল হাতে লৈল রণ বাঁশ [১] লাম্বা।
কেঁড়া বাইর্‌গ্যা [২] লৈল কেহ যেমন ঘরর খাম্বা ॥
লোক লস্কর সাজে কত লেখা জোকা নাই।
মোটের উপর সাজি লৈল দশ হাজার সেপাই ॥

গৌরলধর মাঝি আসি হুকুম ভালা দিল।
চৈদ্দ [৩] কাহন ডিঙা ঘাটে সাজিতে লাগিল ॥
পরথমে সাজায়রে ডিঙা নামেতে "ফোরকান"।
ছাহাত [৪] করি তুলি লৈল কিতাব আর কোরাণ ॥

---

১ রণ বাঁশ = যুদ্ধের বাঁশ।
২ কেঁড়া বাইর্‌গ্যা = এক রকম বাঁশ।
৩ চৈদ্দ = চৌদ্দ।
৪ ছাহাত = প্রথম শুভচিহ্ন।

দুতীয়ে [১] সাজায়রে ডিঙা নামে "কালাধর"।
সেই ডিঙাতে সোয়ার হৈল আমির সদাইগর ॥ ৮২
তারপরে সাজায় ডিঙা নামেতে "কৈল্যাণ"।
সেই ডিঙাতে তুলি লৈল বন্দুক আর কামান ॥ ৮৪
চতুর্থে সাজায় ডিঙা নামে "কাঞ্চন মালা"।
সেই ডিঙাতে তুলি লৈল বারুদ আর গোলা ॥ ৮৬
তারপরে সাজায় ডিঙা নামে "গুয়াধর"।
সেই ডিঙাতে উডিল যত লোক আর লস্কর ॥ ৮৮
ষষ্ঠেতে সাজায় ডিঙা নামে "হংসমাল"।
সেই ডিঙাতে সোয়ার হৈল যত লাঠিয়াল ॥ ৯০
তারপরে সাজায় ডিঙা "শ্যামল সোন্দর"।
পর্‌ছিমা সেপাই উডিল তাহার উপর ॥ ৯২
"হাঙ্গরা" নামেতে এক সাজাইয়া ডিঙা।
ঢাক ঢোল তুলি লৈল বড় বড় শিঙা ॥ ৯৪
নবমে সাজায় ডিঙা নামে "খৈয়াপাটি"।
সেই ডিঙাতে তুলি লৈল কেঁড়া বাইর্‌গ্যার [২] লাডি ॥ ৯৬
তারপরে সাজায় ডিঙা নামে "রংমালা"।
ঢাল কিরিচ লৈল তাতে বাছি ভালা ভালা ॥ ৯৮
"হকচুর" নামে এক ডিঙা সাজাইল।
ছ'মাসের নানান খানা তার উপরে লৈল ॥ ১০০
তারপরে সাজায় ডিঙা নামে "আউল কাউল"।
সেই ডিঙাতে তুলি লৈল ভাল চিকন চাউল ॥ ১০২
তারপরে সাজায় ডিঙা নামে "হুরমুর"।
মিঠা জল্‌ ভরিয়ারে ডিঙা কৈল পূর ॥ ১০৪
শেষেতে সাজাইল ডিঙা নামে "লক্ষ্মীধর"।
তার উপরে সোয়ার হৈল মাঝি গৌরলধর ॥ ১০৬

---

১ দুতীয়ে=দ্বিতীয়ে।

২ কেঁড়া বাইর্‌গ্যা=এক রকম বাঁশ।

হু হু করি ছুড়িলরে চৈদ্দ কাহন ডিঙা।
ঢাক ঢোল বাজে আর মাঝি ফুকে শিঙা॥
সেনা সৈন্য ডাক ছাড়ে "বদর" "বদর"।
পলাইল যত আছে কুম্ভীর হাঙ্গর॥
হু হু করি ছুড়িল [১] বাতাস পালে দিল ডাক।
তিন দিনে আইল তারা কাটুলির বাঁক॥
ঘাটেতে আসিয়া সাধু মারিল কামান।
বিজলী ঠাডার [২] যেন ভাঙিল আছমান [৩]॥

(১৮)

পাপিষ্ঠের পরিণাম

শুন শুন কিছু কথা মুনাপ কাজির।
ভয় পাইয়া ভোলার বাড়ীত হইল হাজির॥
কাজি বলে, "শুন ভোলা তোমার কাছে কহি;
বড় দুঃখ্খ পাইলাম আমি ভেলুয়ারে লই॥
আছমানের পরী কৈন্যা নতুন যৌবন।
আমার লাগিয়া তার ন ভিজিল মন॥
তোমার উপরে তেইর [৪] পৈরাছে [৫] নজর।
ভেলুয়ারে নিয়া তুমি সুখ্খে কর ঘর॥"

কাজির কথায় ভোলা হাসে মনে মনে।
"সোন্দরী ভেলুয়ার নজর পৈল্ল [৬] এত দিনে॥"
কাজি বলে, "সোন্দরীর অস্থি চর্ম্ম সার।
বিমারে [৭] পড়িয়া তোমায় ডাকে বারে বার॥"

---

[১] ছুড়িল = ছুটিল। [২] ঠাডার = ঠাঠা বজ্র।
[৩] আছমান = আসমান। [৪] তেইর = তাহার (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।
[৫] পৈরাছে = পড়িয়াছে। [৬] পৈল্ল = পড়িল। [৭] বিমারে = ব্যারামে।

ঘাটেতে পড়িল আবার কামানের ডাক।
নাকারা টিকারা আর বাজিতেছে ঢাক ॥
কাজি বলে, "শুন ভোলা পাইলাম খবর।
ভেলুয়ারে নিত আইস্তে [১] আমির সদাইগর ॥"

এই কথা শুনি ভোলা ক্ষাণিক ভাবিল।
লাঠিয়ালে বরকন্দাজে সাজিতে কহিল ॥
সাজিতে লাগিল কাজির পাইক পেয়াদা সব।
কাটুলি নগরে পৈল "সাজ" "সাজ" রব ॥
কোমরেতে বাঁধি কিরিচ হাতে লৈয়া ঢাল।
কাটুলি নগরে সাজে যত কোতোয়াল ॥

হাজারে হাজারে সৈন্য সাজিয়া আসিল।
কাটুলি নগরে হায়রে লড়াইর সুরু হইল ॥
ঢাক ঢোল দগড়েতে ঘন মারে কাড়ি [২]।
লড়াইর ধমকে কাঁপে কাটুলির মাড়ি ॥

আমির সাধুর সৈন্য ছুড়ে [৩] করি "মার" "মার"।
বন্দুকের ধূমায় হৈল দেশ অন্ধকার ॥
আমির সাধু মারে কামান গোলা ছুড়ি যায়।
কিবা রাত্র কিবা দিন চিহ্ন নাহি তায় ॥
বহুত মানুষ মারা পৈল কাটুলি নগরে।
কাঁদা-কাড়ির [৪] রোল পড়িল গরীব দুইখ্যার [৫] ঘরে ॥
কার গেল হাত কাটা কার পদ নাই।
কত জন মরার ভিতর রহিল লুকাই ॥

---

১ নিত আইস্তে=নিতে আসিয়াছে। ২ কাড়ি=কাঠি, ঢাক প্রভৃতি বাজাইবার জন্য কাঠের বা বাঁশের ছোট খণ্ড-বিশেষ। ৩ ছুড়ে=ছুটে। ৪ কাঁদা কাড়ি=কান্নাকাটি। ৫ দুইখ্যা=দুঃখী।

সাইগরের জল হায়রে করেরে টলমল।
আল্লার মুল্লুক যেন পড়ি যায় তল॥
এইমতে সাত দিন গুজারিয়া গেল।
ভোলা আর কাজির সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল॥
ভোলারে ধরিয়া আইন্‌ল[১] করিয়া সন্ধান।
আমির সাধুর দুষমনের লইল গর্দ্দান॥
নোগের[২] গোড়াত পরাণ কাজির করে ধড়ফড়।
থাপ্পড় মারিল তারে মাঝি গৌরলধর॥
জমিনের উপরে কাজি পড়িল পাক্কাই[৩]।
মরার মতন রৈল হায়রে হোঁস গোস নাই॥

লাঠিয়াল আর সৈন্য সবে ডাকি সাধু বলে।
"এক কাম কর এখ্‌খন তোমরা সকলে॥
দুরন্ত দুর্জ্জন ভোলা হক্তুর[৪] আমার।
বাড়ী ঘর ভাঙি তার করিবা ছারখার॥
তিষ্টা[৫] না মিটিল আমার লৈয়া বেটার জান।
ভোলার ভিড়াঁত রাইখ্‌তাম চাহি একটি নিশান॥
কাটিবা কাটিবা পুনী[৬] সেই ভিড়াঁর মাঝার।
ভেলুয়ার দীঘি বলি নাম রাখিবা তার॥"

তারপরে আমির সাধু কি কাম করিল।
ভেলুয়ার সন্ধান লৈতে কাজির ঘরে গেল॥

---

১ আইন্‌ল = আনিল। ২ নোগের = নখের।
৩ পাক্কাই = পাকাইয়া, চক্রাকারে ঘুরিয়া। ৪ হক্তুর = শত্রু।
৫ তিষ্টা = তৃষ্ণা। ৬ পুনী = পুষ্করিণী, দীঘি।
৭ মৈলান = মলিন।

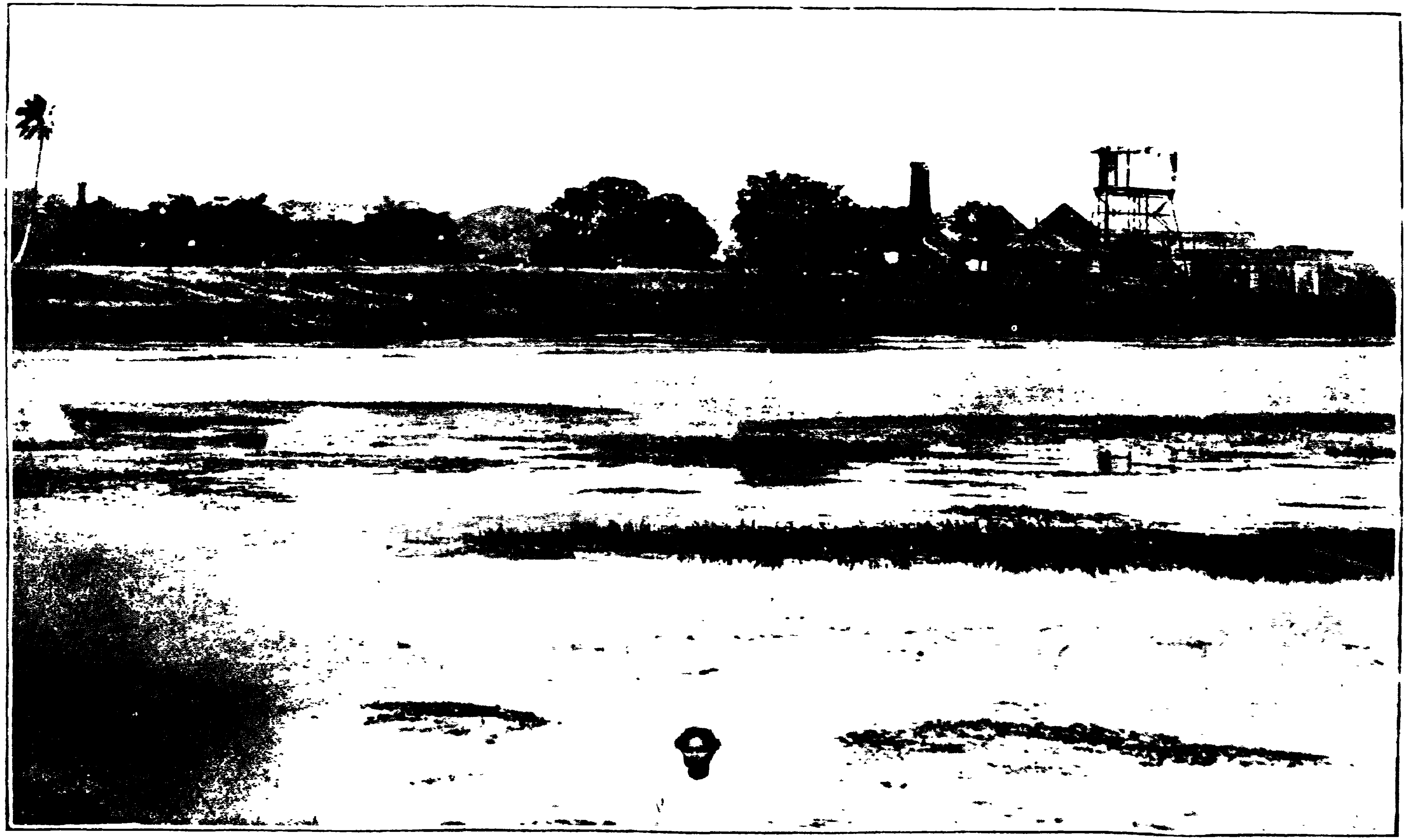

ভেলুয়া দীঘি—১৩৮ পৃঃ

(১৯)

শেষ দৃশ্য

ভেলুয়া কাজির ঘরে বিমারে পড়িল।
সোণার অঙ্গ মৈলান[১] হৈয়া হাড়েতে মিলাইল॥ ২
মনের আগুনে জ্বলি খানা দিল ছাড়ি।
কখ্‌খন হাসে কখ্‌খন কাঁদে মাথাত থাবা মারি॥ ৪
কখ্‌খন বকে কখ্‌খন আবার বারমাসী গায়।
পাগল হইল হায়রে নানান চিন্তায়॥ ৬

এই আবস্থায়[১] তখ্‌খন আমির সদাইগর।
ভেলুয়ারে লইয়ারে আইল ডিঙার উপর॥ ৮
"কার লাগি করিলা মরে বিষম লাড়াই।
কল্লিকর[২] মাঝে আমার ফুল যায় শুকাই॥ ১০
ভাঙি নের[৩] ঘর আল্লা নাহি দিতে ছানি।
পহির শুকাইয়া যায় ন উডিতে পানি॥" ১২

হাতে ধরি ভেলুয়ারে কাঁদিছে আমির।
মুখে নাই কথা কৈন্যার দোন চৌখ থির॥ ১৪

যুদ্ধ জিনি আসে সাধু শাফ্‌লা বন্দরে।
খুসী হৈয়া বাপ মায় রোস্‌নাই করে॥ ১৬
সধবা বিধবা আর পাড়ার যত নারী।
ধাইয়া আসিল তারা সদাইগরর বাড়ী॥ ১৮
হাঁহলা[৪] গাহিছে কেহ, কেহ দে জোয়ার[৫]।
ঘাটে বাজে ঢাক ঢোল নহবত আর॥ ২০

---

১ আবস্থায়=অবস্থায়। ২ কল্লিকর=কলিকার।
৩ নের=নিতেছে। ৪ হাঁহলা=বিবাহের সময় মুসলমান রমণীরা যে গান গাহে তাহাকে 'হাঁহলা' বলে। ৫ জোয়ার=জোকার (জয়কার)।

বন্দরের লোক জন দেখে খাড়া হই।
ঘাটে আইল চৈদ্দ ডিঙা মরা কৈন্যা লই ॥ ২২

সাইগরের পারে দিল ভেলুয়ার কয়বর।
তারৈ [১] কিনারে সাধু ঘুরে আট পহর [২] ॥ ২৪
পেডে ক্ষুধা নাই তার মুখে নাই বাণী।
কলিজাতে লৌ [৩] নাই চৌখে নাই পানি ॥ ২৬

সেই না নিশিতে আমির কয়বরেতে দেখে।
সাতটি পরী আসিয়ারে ভেলুয়ারে ডাকে ॥ ২৮
উঠিল উঠিল কৈন্যা ছাড়িয়া কয়বর।
পরীর সঙ্গে উর্কা দিল [৪] আছমানর উপর ॥ ৩০

---

১ তারৈ=তারই। ২ আট পহর=অষ্ট প্রহর, সমস্ত দিনরাত্র।
৩ লৌ=রক্ত। ৪ উর্কা দিল=উড়িয়া গেল।

আমির ও সাতটী পরী—১৪০ পৃঃ

হাতী-খেদা

ভূমিকা

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম বৈঠকের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে—বাঙ্গালীরাই প্রথমে হাতী ধরিবার কৌশল জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন, বঙ্গের উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত গভীর অরণ্যসমূহ হস্তিজাতির সর্ব্বপ্রধান আবাসস্থল এবং এই হস্তিসম্পদ্ই বঙ্গের অন্যতম গৌরব। শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে—বাঙ্গালীরাই হস্তিরোগের সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসক। খৃষ্ট জন্মিবার চারি শতাব্দী পূর্ব্বে কিংবা ততোধিক প্রাচীন সময়ে 'পালকাপ্য'নামক পূর্ব্ব-ভারতীয় কোন লোক হস্তিচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" পুস্তক রচনা করেন। লোহিত নদ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে পালকাপ্য জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রদেশ এখন পর্য্যন্ত হস্তীর প্রধান আবাসভূমি বলিয়া স্বীয় চিরন্তন গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বহু শতাব্দী পরে আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়াছিলেন যে, দিল্লীশ্বরের হস্তিশালার শ্রেষ্ঠ হস্তীগুলি ব্রহ্মপুত্রনদের উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী গিরি-সঙ্কুল প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। এদেশের প্রাচীন প্রবাদ যে, পালকাপ্য অর্দ্ধেক হস্তী ও অর্দ্ধেক মানুষ—এক অদ্ভুত রকমের মিশ্র আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্যামগায়ন। পূর্ব্ব-ভারতীয় পর্ব্বতমালার সানুদেশে ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত কোন স্থানে এই শ্যামগায়ন ঋষি বাস করিতেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবাদে এ কথাও জানা যায় যে, পালকাপ্যের মাতা হস্তিনী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি কোন অনার্য্য-বংশসম্ভূতা নারী। সেই প্রাচীন যুগে অনার্য্যেরা বিজয়ী আর্য্য-দিগের নিকট হইতে এই প্রকারের নানারূপ উদ্ভট উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। আমাদের পুরাণগুলিতে নাগ, বানর, পক্ষী প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট অনার্য্যদের উল্লেখ সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট হয়।

শ্যামগায়ন ঋষি কোন অনার্য্য রমণীর পাণিপীড়ন করার ফলে পালকাপ্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া হস্তিজাতির চিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদ লিখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, এই পুস্তকখানি সংস্কৃতে রচিত হইলেও সেই সংস্কৃতের ছন্দ এবং শব্দসমূহে অনার্য্য-ভাষার অনেক নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। আমাদের সংগৃহীত হাতী-খেদার গানগুলিতেও "ধুঙ্গি" এবং "মংলা" নামক দুইজন অনার্য্য শিকারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহারা খুব সম্ভব পালকাপ্যের মাতৃকুলসম্ভূত। এই আর্য্যরক্ত-লাঞ্ছিত অনার্য্যগণই আর্য্যপিতৃকুলের সভ্যতা আংশিকভাবে আয়ত্ত করিয়া বহুযুগ যাবৎ ভীষণ আরণ্যক জন্তুসমূহ বশীভূত করিবার কৌশল দেখাইয়া আসিতেছে। ইহারাই খেদা-নির্ম্মাণের প্রবর্ত্তক। বর্ত্তমান কালে কাপ্তেন কল্ড্‌ওয়েল এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা পূর্ব্ব-ভারতীয় শিকারীদের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহারা কয়েকজন ভারতীয় শিকারীকে খেদা-নির্ম্মাণ শিক্ষা দিবার জন্য আফ্রিকায় লইয়া গিয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি কৌতূহলপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, কাপ্তেন কল্ড্‌ওয়েল সদলবলে খেদার কৌশল সম্যক্ রূপে শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতেছেন। ইহা আমাদের বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, শতসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া য়ুরোপের কৃতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং খেদার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত-ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার এই গৌরবসম্বন্ধে বাঙ্গালীরা কিছুমাত্র অবহিত নহেন। এই ভাবেই আমরা ইংরেজগণের নিকট পপোকাটিপ্যাটেল এবং কামস্কাট্‌কা কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয়া বৃথা পাণ্ডিত্যের অভিমানী হইয়াছি, অথচ নিজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বয়নবিদ্যা, স্বর্ণরৌপ্যের শিল্প এবং অপরাপর বিদ্যা ভুলিয়া বসিয়াছি। আমরা কৃষক-কবির নিকট হইতে হাতী-খেদার যে বিস্তৃত বিবরণ পাইতেছি তাহা নিরক্ষর চাষার বিদ্যা বলিয়া যেন অবহেলা না করি। তবে এইটুকু ভরসার বিষয় যে, কল্ড্‌ওয়েল সাহেব ইহার সুখ্যাতি করিয়াছেন, সুতরাং এখন আমরা খুব জোরের সহিত তালি দিয়া দোহার-গিরি করিতে পারিব।

চট্টগ্রামের পূর্ব্ব-সীমান্তবর্ত্তী শৈলমালার সঙ্গে ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশের নাতিবৃহৎ গিরিরাজি একটি সুদৃশ্য মণিমালার ন্যায় সংগ্রথিত। ইহারা হিমালয়েরই সন্তান-সন্ততি এবং মনে হয় যেন গিরিরাজের পরিচ্ছদের উপান্তবর্ত্তী হইয়া শিশুর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। এই শতসহস্র ক্রোশ-ব্যাপী অরণ্যসঙ্কুল সুবিস্তৃত গিরিভূমিতে হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, গয়াল প্রভৃতি ভীষণ প্রকৃতির জন্তুরা বিহার করিতেছে। আমরা এই পালাগানে পাইতেছি যে, এই সমস্ত গিরিগহ্বরে বিপুলকলেবর অজগর এবং চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি সর্প বিচরণ করে, তাহাদের মুখের সন্ধান পাইলে বহুদূরে পুচ্ছের খোঁজ করিতে হয়। দলবদ্ধ হস্তীর বৃংহণশব্দে এই সমস্ত অতিকায় সর্পও গিরি-গহ্বরের নিগূঢ়তম প্রদেশে লুক্কায়িত হয়। একদিকে এই সমস্ত ভয়াবহ জন্তুরা বিহার করিয়া থাকে, এবং অপরদিকে চাক্‌মা, মুরুঙ্গ, জুমিয়া প্রভৃতি জাতিরা পর্ব্বতের সানুদেশে বিচিত্র বাসভূমি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছে। মনুসংহিতায় এই সমস্ত পার্ব্বতীয় জাতিকে 'কিরাত' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এবং রামায়ণে আমরা যে হেমাভ কিরাতের উল্লেখ পাই সম্ভবতঃ সেই কিরাতেরা ব্রহ্মজাতিরই পূর্ব্বপুরুষ।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, হস্তীর লোভে মুসলমানেরা এই অঞ্চল আক্রমণ করিত। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অথবা অন্য কোনরূপ আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সহায়তার জন্য ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ অনেক সময়ে সুবর্ণগ্রাম ও লক্ষণাবতীর মালিককে শতাধিক হস্তী উপঢৌকন পাঠাইতেন। ত্রিপুর-রাজবংশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত "রাজমালা"য় এই সকল বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে :—

"সর্ব্বভ্রাতৃ জিনিয়া পাইল রাজ্যস্থান,
পুনর্ব্বার গেল গৌড়েশ্বর বিদ্যমান।
বহু করি হস্তী নিল অতি বৃহত্তর,
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল গৌড়ের ঈশ্বর।
রাজপুত্র জ্ঞানবান্ হেন হৈল জ্ঞান,
গৌড়েশ্বর আপনেহ করিল বাখান।

রত্নফা নাম তার পিতায়ে রাখিছিল,
রত্ন মাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বর দিল।
তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে,
বিদায় হইয়া রাজা চলিলেক দেশে।
* * * *
* * * *
গৌড়েশ্বর স্থানে পুনঃ কহিলেক আর,
বঙ্গলোক কত পাইলে রাজ্যেতে নিবার।
পুনঃ দশ হস্তী দিল গৌড়েশ্বর তরে,
তুষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল বঙ্গ অধিকারে।
পরয়ানা করি দিল বার বাঙ্গালাতে,
নবসেনা যতেক মিলানি করি দিতে।"

এইরূপে অনেক সময়ে হস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়া ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ নবাবের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের সময় হাতী বাদসার দরবারে নজরানা দেওয়া হইত, রাজমালায় উল্লেখ আছে—

"গোবিন্দ মাণিক্য রাজা পুনর্ব্বার হৈল।
তদবধি নজরানা হস্তীর করিল॥"

হিংস্রজন্তুসঙ্কুল জঙ্গলে বাস করিতে হইলে কতকটা হিংস্রস্বভাব অবলম্বন করিতে হয়। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত শিকার-প্রিয়। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় অঞ্চলে 'ডালা-শিকারী' নামক এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল। বৃহদাকার একখানি ডালার উপর প্রথমতঃ একটি মশাল প্রজ্বলিত করা হয়, তারপর এক ব্যক্তি ঐ প্রকাণ্ড ডালা মাথায় করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে অন্ধকার রাত্রিতে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং আর একজন লোক তরবারিহস্তে ডালার নীচে ছায়ার তলায় তাহার অনুসরণ করে। ব্যাঘ্র, হরিণ, গয়াল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে ডালার সম্মুখীন হয় এবং সুযোগমতে অনুসরণকারী তরবারির আঘাতে ঐ পশুর প্রাণবধ করিয়া

থাকে। সাপের মুখে অনেক ডালা-শিকারী প্রাণ হারাইত। এখন চট্টগ্রামে ঐরূপ ডালা-শিকারী আর দেখা যায় না। এখনও চট্টগ্রাম ও ইহার পূর্ব্বতর পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে অনেক রকম শিকার-পদ্ধতি দেখা যায়। ইহাদের খড়গ ও তীর কখনই পশুর নখ ও দন্তের নিকট হটিয়া যায় নাই। এই খেদার পালা-গানটিতে জানিতে পারা যায় যে, পালা-গায়কগণের মতে হস্তীর মত কোন জন্তুই ভয়াবহ নহে। তাহার কারণ ইহারা দলবদ্ধ। যাঁহারা বন্যহস্তী দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, পোষাহাতী দেখিয়া হস্তিজাতির ভীষণতা অনুভব করা যায় না। যখন ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে তখন নববর্ষাগমে দলিত-অঞ্জননিভ বিরাট্ মেঘপুঞ্জের সঙ্গে তাহাদের তুলনা হইতে পারে। কৃষক-কবি লিখিয়াছেন, বহুক্রোশ ব্যাপিয়া শত শত হস্তী একসঙ্গে বাস করে; তাহাদের অধ্যুষিত বিস্তৃত বনভূমি একেবারে মরুর ন্যায় নির্জ্জন ও ভয়াবহ। সেই স্থানের ঊর্দ্ধে কোন পক্ষী উড়িতে সাহস পায় না। ইহাদের ভয়ে নিকটবর্ত্তী জলপ্রবাহে কোন মৎস্য সন্তরণ করে না; সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশুগুলি সেই অঞ্চল হইতে বহুদূরে বাস করে। ইহারা যখন একত্র বৃংহণ করে তখন মনে হয়, যেন জগতের ভিৎ ধ্বসিয়া পড়িবে। অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি ইহারা শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিলে তাহাদের সপ্ততলভেদী শিকড় শিশুর ক্রীড়নকের ন্যায় উপাড়িয়া আসে। এই সকল বর্ণনায় কৃষক-কবি কতকটা কল্পনার দৌড় দেখাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক অতিরঞ্জন আমরা পাই যেখানে কবি বলিতেছেন যে, হস্তিনীর গর্ভে এক একটি শাবক এগার বৎসর বাস করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয় এবং যখন হস্তিনীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয় তখন তাহার চীৎকারে সমস্ত গিরিকন্দর বেদনাতুর হইয়া প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে। কবি পালার প্রথমে লিখিয়াছেন যে, এই বৃহৎ হস্তীর চক্ষু-দুইটি ক্ষুদ্র; ইহা মঙ্গলময় বিধাতার অতি কল্যাণকর বিধান; যেহেতু, হস্তী যদি নিজের বিরাট্ বপু দেখিতে পাইত তবে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা পাওয়া সুকঠিন হইত। হায়! আমাদেরও কি সেই দশা নয়? 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইয়া আমরা যে কত প্রকাণ্ড তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভগবন্! আমাদিগকে চক্ষু দাও যেন আমরা আমাদের অখণ্ড অবয়ব দেখিতে পাই।

আমরা চট্টগ্রাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের শিকারীদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। শিকারীরা তিন প্রকারে হস্তী ধৃত করিয়া থাকে—

(১) খেদা—হাতীগুলিকে খেদাইয়া (তাড়াইয়া) কোন একটি বিশেষ স্থানে আনিয়া আবদ্ধ করিতে হয়। ইহাকেই "খেদা" বলে এবং খেদাই অপরাপর উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ। এই পালায় এই রকমের খেদার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) পরতালা-শিকার—কোন গুণ্ডা অথবা 'মক্‌না' (পুরুষ হস্তী) মদভ্রান্ত হইয়া যখন দল হইতে ছুটিয়া আসে তখন কয়েকটি 'কুন্‌কী'র (স্ত্রী হস্তীর) সাহায্যে গুণ্ডা হস্তীকে কৌশলে আট্‌কাইয়া ফেলা হয়। এই উপায়কে পরতালা-শিকার কহে।

(৩) ফাঁসি-শিকার—কুন্‌কীকেই ফাঁসি-শিকারে ধরা যায়। দুইটি কি তিনটি পোষা হাতী কোন বন্য কুন্‌কীর সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইলে তাহারা ঐ বন্য হস্তিনীকে লইয়া পর্ব্বত হইতে নীচে নামিয়া আসে। এই সময়ে সুচতুর মাহুত একটা রজ্জু সেই বন্য হস্তিনীর শুণ্ডের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। হস্তিনী আপন প্রকৃতিবশতঃ সেই রজ্জু শুণ্ডের দ্বারা খেলাইতে খেলাইতে এমন অবস্থায় পৌঁছায় যাহাতে রজ্জুর ফাঁদটি ফাঁসের মতন গলা জড়াইয়া ধরে। তখন সেই হস্তিনী মাহুতের নিকট চির-দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

হাতী-খেদার অনেকগুলি কেন্দ্র ছিল। পালা-গানে "থম্বু-ফালুম" নামক হাতী-খেদার একটি স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই স্থানটি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত। উত্তর দিকের পোহনা-পরীর মুল্লুকের উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। পোহনারা জাতিতে হিন্দু, ইহারা একজাতীয় নর্ত্তকী—দেখিতে অতিশয় সুন্দরী এবং খর্ব্বাকৃতি। ব্রহ্মদেশে পোহনার নাচ একটি দেখিবার জিনিষ বটে। পোহনা-পরীর মুল্লুক বলিতে মণিপুর বুঝা যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে আসামের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য অঞ্চলে বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক হাতী ধৃত হয়। আমরা নিম্নে হাতী-খোদার কেন্দ্রগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি—

চট্টগ্রাম—(১) গর্জ্জনিয়ার পাহাড় (২) ডুলাহাজরা (৩) চুনতির পাহাড় (৪) খুন্তাখালী ছড়ার প্রান্তভাগ (৫) বাঙ্গাল হালিয়া (৬) নলুয়া ছড়া।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম—মাইয়নির মুখ।

ত্রিপুরা রাজ্য—(১) অমরসাগর দোয়াল (২) মনু দোয়াল (৩) ছাইমা দোয়াল (৪) দেওগাং দোয়াল (৫) ধলাই দোয়াল (৬) কল্যাণপুর দোয়াল (৭) কমল খাঁ দোয়াল।

এই পালা-গানটি ছাড়া আমরা আর একটি ক্ষুদ্র হাতী-খেদার গান পাইয়াছি। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সেই গানটি চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামনিবাসী মকবুল আহামদ প্রণীত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রাম সরস্বতী প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অছি মিঞা নামক একজন বিখ্যাত শিকারী কি ভাবে খেদা-নির্ম্মাণপূর্ব্বক অনেকগুলি হাতী ধরিয়াছিলেন, এই গানে সেই বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। চট্টগ্রাম চক-বাজার-নিবাসী নীলকৃষ্ণ রায় নামক একজন ধনাঢ্য জমিদার এই খেদা-নির্ম্মাণের ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। অছি মিঞার সহকর্ম্মীদের মধ্যে মফিজুল্লা চৌধুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রথমতঃ মাসিক ১০৲ টাকা জন হিসাবে পাঁচ শত কুলি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের সঙ্গে বন্দুক, খড়গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল। শিকদার মেহের আলী সেই বনপ্রদেশে তাহাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ ইহারা "ধুঙ্কি" নামক এক মগের সাহায্য লাভ করিয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিল। মকবুল আহামদ এই ব্যাপারের একটি উত্তেজনাপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন। গুণ্ডা হস্তীর দ্বারা পদদলিত হইয়া কিরূপে "ধুঙ্কি"মগ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং কিরূপে খেদা হইতে নিষ্ক্রমণের চেষ্টায় অনেকগুলি হাতী ভগ্নদন্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কিরূপে সেই বনপ্রদেশে শিকারীদের শতশত মশালের আলোকে অন্ধকার রাত্রি দিনের মতন উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছিল,—জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও শতশত হিন্দু-মুসলমান দর্শকগণের তাঁবু স্থাপিত হওয়াতে কিরূপে সেই লোক-বিরল বনভূমি কয়েকদিনের জন্য জনকোলাহল-মুখরিত নগরীর ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল, এই পালা-গানটিতে সেই কাহিনী বিশদভাবে বিবৃত

হইয়াছে। এই খেদায় ৪৫টি হাতী ধৃত হয়। তাহার প্রায় সমস্তই মৈমনসিংহের জমিদার মহারাজ সূর্য্যকান্ত চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। পাঁচ বৎসর অতীত হইল এই হাতী-শিকারী অছি মিঞা ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন।

আমাদের বর্ত্তমান খেদার পালায় যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত মকবুলের রচিত গানের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা এবং ইহা এই প্রথম প্রকাশিত হইল। কে ইহা রচনা করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী চট্টগ্রামের দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক অতিকষ্টে বহু কৃষকের মুখ হইতে এই পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। অছি মিঞার পিতা গোলবদনের শিকার-কাহিনী সংবলিত বর্ত্তমান পালাটি শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই পালার ভাষা গ্রাম্যতার দ্বারা জটিল হইলেও অতি উপাদেয়। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে প্রাকৃত ভাষার যতটা নিদর্শন পাওয়া যায় অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকে তদ্রূপ প্রাকৃত-বহুলতা বিরল। মুসলমান কবির রচিত হইলেও ইহার মধ্যে উর্দ্দু কি ফার্শীর অনাহূত দৌরাত্ম্য নাই। বিচিত্রভাবে উত্তেজনামূলক এই শিকার-কাহিনীটি খুব দ্রুত এবং কৌতুকাবহ ছন্দে রচিত হইয়াছে। ইহা এত স্বাভাবিক যে আমরা যেন এই ছন্দের তালে তালে দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে হস্তীর পদক্ষেপ, ঝরণায় জলপান, শিকারীদের বিকট চীৎকার ও অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনিতে পাই। এই পালা-গানের রস জীবন্ত এবং একান্ত চিত্তাকর্ষক। চাষাদের ভাষায় যে কতটা জোর আছে এবং তাহারা সহজসৌন্দর্য্য ও কবিত্ব আয়ত্ত করিতে যে কতদূর পটু তাহা এই পালা-গানটি পড়িলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য, আশুবাবু এই পালা-গানটি সংগ্রহ করিতে পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রত্যেক খেদাকেন্দ্র স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিয়া পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য আমরা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। গত এপ্রিল মাসে তাঁহার নিকট হইতে আমি পালাটি পাইয়াছি। এই ভূমিকার কতক কতক বিবরণও আশুবাবুর সংগৃহীত নোট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই পালা-গানের গ্রাম্যকবির ছন্দ ও পয়ারের মিলের প্রতি আশ্চর্য্য লক্ষ্য আছে। উপান্ত্যস্বরের মিল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ভদ্রকবির রচনায় এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি লক্ষিত হয় না। ইহার ছন্দ প্রয়োজনানুযায়ী বিদ্রুত অথবা মন্থর, সর্ব্বদা ঘটনার উপযোগী। যে সকল চিত্র কবি দিয়াছেন তাহা কোন স্থানে দুর্ব্বোধ্য নহে। কবিত্বের প্রবাহ স্রোতের জলের মত উচ্ছ্বসিত; কোথাও শক্তির অভাবে তাহার গতি ব্যাহত হয় নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

হাতী-খেদার গান

পর্‌থমে আল্লার নাম করিয়া স্মরণ।
দরুদ [1] ছালাম ভেজ্‌ঞি [2] নবীর চরণ॥
আচ্‌মানেতে চান সুরুজ রইয়ে কত দূরে।
লাখে লাখে তারা আরো চাকর [3] মতন ঘুরে॥
কনে [4] যে কাডিল [5] এই বেমান [6] সাইগর [7]।
কেমনে হইল নন্দী [8] আরো বালুর চর॥
কনে বানাইল [9] মুড়া [10] কতুন [11] মাডি [12] আনি।
দেবার ডাকে [13] কনে পেলায় [14] আচ্‌মানর থুন [15] পানি
কনে দিল হস্তপদ কনে দিল মাথা।
বিচির [16] ভিতর গাছ আর গাছর ভিতর পাতা॥
পর্‌ভুর অসাধ্য কর্ম্ম নাইরে দুনিয়াইত [17]।
দিনরে করিতে পারন [18] আঁধারিয়া রাইত॥
তান [19] ইসারায় বাদ্‌সা হয় যে ফকির।
সতান [20] কখনো হয় সরিয়তের পীর॥

---

[1] দরুদ=সভক্তি। [2] ভেজ্‌ঞি=জানাই।
[3] চাকর=চাকার, চক্রের। [4] কনে=কে। [5] কাডিল=কাটিল।
[6] বেমান=অনন্ত। [7] সাইগর=সাগর। [8] নন্দী=নদী।
[9] বানাইল=প্রস্তুত করিল। [10] মুড়া=পাহাড়।
[11] কতুন=কোথা হইতে। [12] মাডি=মাটি।
[13] দেবার ডাকে=মেঘ-গর্জ্জনে। [14] পেলায়=ফেলায়।
[15] আচ্‌মানর থুন=আস্‌মান হইতে। [16] বিচির=বীজের।
[17] দুনিয়াইত=দুনিয়াতে। [18] পারন=পারেন।
[19] তান=তাঁহার। [20] সতান=সয়তান।

ঘর বাড়ী টাকা পৈসা [১] মিছা জিন্দিগানি [২]।
টলমল করে যেমন কচু পাতার পানি॥
ওরে সিনা [৩] ফাড়ি [৪] একদিন বাহির হৈব দম [৫]।
পরনা [৬] লইয়া হাতে হাজির আছে যম॥
হয়াত [৭] ফুরাইয়া গেলে চলি যাইয়মগই [৮]।
অকাঁদনা কাঁদির কেন ছাড়া ভিড়াঁ [৯] লই॥
মওতের [১০] পরে হবে আখেরের ইঙ্গাপ [১১]।
জন্মাবধির গুনা [১২] আল্লা তুমি কর মাপ॥ (১-২২)

(২)

শুন শুন সভাজন শুন সমাচার।
হাতী খেদার কিস্তা [১৩] কহি অতি চমৎকার॥ ২
শুন আচানক কাণ্ড হাতীর চরিত।
এত বড় জানোয়ার নাই পৃথিম্বিত [১৪]॥ ৪
এগার বচ্ছর হাতীর বাচ্চা পেটে থাকে।
বাঘ ভাল্লুক পোলায় [১৫] ডরে গুণ্ডা হাতীর ডাকে॥ ৬
পর্‌সবের [১৬] কালে হায়রে কি বলিব আর।
গুজরি গুজরি [১৭] কুন্‌কী [১৮] ভাঙে যে পাহাড়॥ ৮

---

১ পৈসা=পয়সা।
২ জিন্দিগানি=জীবন।
৩ সিনা=বক্ষ।
৪ ফাড়ি=ফাটিয়া।
৫ দম=প্রাণ।
৬ পরনা=পরওয়ানা।
৭ হয়াত=আয়ু।
৮ যাইয়ম্‌গই=যাবগিয়া অর্থাৎ যাইব।
৯ ভিড়াঁ=ভিটা।
১০ মওতের=মরণের।
১১ ইঙ্গাপ=বিচার।
১২ গুনা=পাপ।
১৩ কিস্তা=কেচ্ছা, কাহিনী।
১৪ পৃথিম্বিত=পৃথিবীতে।
১৫ পোলায়=পলায়।
১৬ পর্‌সবের=প্রসবের।
১৭ গুজরি গুজরি=গর্জ্জন করিতে করিতে।
১৮ কুন্‌কী=হস্তিনী।

হাতীর ঠেং দেখিতে যেমন গুদামের [১] থম [২] ।
মুড়ার পন্থত [৩] লাগত পাইলে হাতী মাইন্‌সের যম ॥ ১০
ডাঁহর ডাঁহর [৪] কাণ যেমন দুইয়ান কুলা ।
দাঁতাল হাতার দাঁত দুইটা মাঘ মাস্যা মুলা ॥ ১২
ঢেঁকির সমান ছোড়তা [৫] তার মাথা সদাই হেট ।
ছোড ছোড [৬] চোগ হাতীর ডোলর [৭] মতন পেট ॥ ১৪
কে বুঝিতে পারে ভাইরে আল্লার কেরামত ।
হাতীর গা দেখিলে হাতীর ঘটিত বিপদ্ ॥ ১৬

(৩)

ঝাঁকে ঝাঁকে চলে হাতী অঘোর জঙ্গলে ।
খেদা বানাই ধরে মাইন্‌সে হেক্‌মতেরি কলে ॥ ২
আগা পিছা হাতীর খোঁচ [৮] এক্কই বরাবর ।
খোঁচ ধরি পাঞ্জালী [৯] লয়রে হাতীর খবর ॥ ৪

কোথায় থাকে এত হাতী আসে কোথা হৈতে ।
শুনিয়াছি থোরা [১০] কথা বুড়াবুড়ী কৈতে [১১] ॥ ৬

ওরে আচ্‌মানলাগা [১২] মুড়া আছে চাঁডীয়ার [১৩] পূগে [১৪] ।
কুকী মুরুং পাহাড়ীরা দিন কাডায় [১৫] সুগে [১৬] ॥ ৮

---

[১] গুদাম = Godown মাল বোঝাই করিবার বৃহৎ গৃহ । [২] থম = থাম ।
[৩] পন্থত = পথে । [৪] ডাঁহর ডাঁহর = ডাঙ্গর ডাঙ্গর, বড় বড় ।
[৫] ছোড়তা = শুণ্ড । [৬] ছোড ছোড = ছোট ছোট ।
[৭] ডোল = বাঁশের নির্ম্মিত ধান্য রাখিবার পাত্র-বিশেষ, এক রকম গোলা ।
[৮] খোঁচ = পদচিহ্ন । [৯] পাঞ্জালী = পাঁজালী, যাহারা বনে হস্তীর অনুসন্ধান করে ।
[১০] থোরা = সামান্য । [১১] কৈতে = কহিতে ।
[১২] আচ্‌মানলাগা = গগনস্পর্শী । [১৩] চাঁডীয়ার = চাটিগাঁয়ের ।
[১৪] পূগে = পূর্ব্বে । [১৫] কাডায় = কাটায় । [১৬] সুগে = সুখে ।

কুকীর মুল্লুক ছাড়ি গেলে আছে গহিন বন।
মস্ত মস্ত গাছ সেথায় বাঁশ বেত হন॥
অঘোর জঙ্গল সেই ওর নাহি তার।
দিনে রাইতে এক্কই মত গুটগুট্যা[১] আঁধার॥
একছড়ি[২] হাঁডি[৩] গেলে ছমাসের পথ।
লাখে লাখে হাতী থাকে সেই জঙ্গলত॥
একাত্তরে[৪] থাকে হাতী এক্কই ছুল্লুক।
সে গহিন বনে নাইরে বাঘ আর ভাল্লুক॥
আচমানে উড়ে না পঙ্খী জলে নাইরে মাছ।
উপাড়িয়া ফেলে হাতী মস্ত মস্ত গাছ॥
সেই জঙ্গলের কথা কি বলিব আর।
হাজার হাজার মাইল নাইরে শুমার[৫]॥
দক্ষিণেতে আছে জাগা[৬] "থম্বু-ফালুম"[৭] নাম।
সেই জাগাতে বর্ম্মার মাইন্‌সে করে খেদার কাম॥
পোহনাপরীর[৮] মুল্লুক উত্তরেতে জানি।
সাদা হাতী খায়রে পূগে[৯] ঐরাবতীর[১০] পানি॥

---

১ গুটগুট্যা=নিবিড়। ২ একছড়ি=একদিকে।
৩ হাঁডি=হাঁটিয়া। ৪ একাত্তরে=একসঙ্গে।
৫ শুমার=গণনা। ৬ জাগা=জায়গা।
৭ "থম্বু-ফালুম"=ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত হাতী-খেদার স্থান।
৮ পোহনাপরী=মণিপুরের এক শ্রেণীর নর্ত্তকী। ইহারা হিন্দুজাতীয়া। ইহারা রেঙ্গুনে নাচগান করিয়া থাকে। এই পোহনার নাচে মত্ত হইয়া চট্টগ্রামপ্রবাসী অনেক মুসলমান শ্রমজীবী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়।
৯ পূগে=পূর্ব্বে। ১০ ঐরাবতী=ইরাবতী নদী।

(৪)

আহন [১] মাসে খোয়া ঝরের ধানে লৈল পাক।
করলডেঁয়ার [২] মুড়ার মাঝে শুইন্‌লুম হাতীর ডাক ॥ ২

পাহাড়ীর মুখ শুকাইল—ওরে মুখ শুকাইল
ক্ষেতি গেল, ভাবনা বিস্তর।
জুম্মা [৩] উডিল [৪] মোচার উয়র [৫] বাঙ্গাল লৈল ঘর ॥ ৪
(হৈল ভাবনা বিস্তর)
মুড়ার গুড়িত [৬] বাড়ী যারার—ওরে বাড়ী যারার
হৈল তারার, নোগর [৭] গোড়াত জান।
বনর হাতী খাইলো হায়রে পূগর [৮] বিলর ধান ॥ ৬
(ওরে পূগর বিলর ধান)
হাইল্যা [৯] চাষার কুশ্যাল [১০] ক্ষেতি—ওরে কুশ্যাল ক্ষেতি
খাইল হাতী, খোদায় দিল দাগা।
পৈমাল [১১] করিয়া গেল দোনাদোনি [১২] জাগা ॥ ৮
(হায়রে দোনাদোনি জাগা)

---

[১] আহন=অগ্রহায়ণ।

[২] করলডেঁয়া=চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার পূর্ব্বের পাহাড়-বিশেষ। গ্রামের নামও করলডেঙ্গা।

[৩] জুম্মা=জুমিয়া।

[৪] উডিল=উঠিল।

[৫] মোচার উয়র=মাচার উপর।

[৬] গুড়িত=সানুদেশে।

[৭] নোগর=নখের; নখের অগ্রভাগে প্রাণ আসিল, অর্থাৎ অত্যন্ত ভয় হইল।

[৮] পূগর=পূর্ব্বদিকের।

[৯] হাইল্যা=যাহারা হাল চষে।

[১০] কুশ্যাল=আক, ইক্ষু।

[১১] পৈমাল=পয়মাল, সর্ব্বনাশ।

[১২] দোনাদোনি=জমির মাপ-বিশেষ; সাধারণতঃ ১¼ বিঘায় এক কার্নি জমি হয়; ১৬ কার্নিতেই এক দ্রোণ বা দোন।

কারো খাইল বাইয়ন [১] মূলা—ওরে বাইয়ন মূলা
মৈক্যাগুলা, [২] ডলি [৩] গেল ভূঁই [৪] ।
কাঁইচনীর মা বুড়ী বলে 'ছৈঁয়র ডুয়া [৫] কই' ॥ ১০
(হায়রে ডলি গেল ভূঁই)
কেহ কাঁদে মাথাত হাত দি—ওরে মাথাত হাত দি
নিরবধি, চৈক্ষের [৬] জল ঝরে ।
বৌ-পোয়া যে মারা যাইব আইয়ের [৭] যে বছরে ॥ ১২
(হায়রে চৈক্ষের জল ঝরে)

ধূয়া ....নছিব হায়রে হায়—
ঝরে ভিজি রৈদে পুড়ি করিলুমরে চাষ ।
বনলা [৮] হাতী যে এইবার কৈল্ল সর্ব্বনাশ ॥ ১৪
ধন নাই দৌলত নাই গায়ে ছিড়া তেনা [৯] ।
বৌয়র জেয়র [১০] বাঁধা দিয়া করিলুমরে দেনা ॥ ১৬
কেমনে হুজিব [১১] দেন [১২] খাল্যা [১৩] রৈল গোলা ।
কি খাইব সোণার মাণিক এক বছরগ্যা [১৪] পোলা ॥ ১৮
নছিবের দোষে এইবার ভাসি গেল সব ।
বনলা হাতী যে হৈল খোদার গজব ॥ ২০

---

১ বাইয়ন = বেগুন । ২ মৈক্যা = ভুট্টা ।
৩ ডলি = পিষিয়া । ৪ ভূঁই = ভূমি ।
৫ ছৈঁয়র ডুয়া = স্তূপাকৃতি শিমের গাছ ; (ছৈঁই = শিম) ।
৬ চৈক্ষের = চোখের । ৭ আইয়ের = যাহা আসিতেছে অর্থাৎ আগামী ।
৮ বনলা = বন্য । ৯ তেনা = ছিন্ন বস্ত্র ।
১০ জেয়র = অলঙ্কার, জহরৎ । ১১ হুজিব = শোধ করিব ।
১২ দেন = দেনা, কর্জ্জ । ১৩ খাল্যা = খালি, শূন্য ।
১৪ এক বছরগ্যা = এক বৎসর বয়স্ক ।

এইরূপে কাঁদে চাষা হাতীর পৈমালে [১]।
পাহাড়িয়া জুম্মা [২] চাউ-ম্মা [৩] পড়িল বেনালে ॥
বাঁশ কাড়ৈয়া [৪] ছন কাড়ৈয়ার হইল দুর্গতি।
ঢালার [৫] মুয়ত [৬] বন [৭] হৈলরে মাইন্‌সর গতাগতি [৮] ॥

বাঘ ভাল্লুক পোলায় ডরে পঙ্খী গেল উড়ি।
দহিন [৯] মিক্যা [১০] আইলো হাতী মুড়ার পন্থ ধরি ॥
ডুলাহাজারায় [১১] আইলো চুনতির [১২] পাহাড়ে।
ঢেরি পিডি [১৩] দিল মাইন্‌সে হাডে [১৪] আর বাজারে ॥
"জুম্মার জোম হৈলরে নাশ বাঙ্গাল্যার ক্ষেতি।
পূগের [১৫] পাহাড়ে আইলো ঝাঁকে ঝাঁকে হাতী ॥"

দেশ বিদেশে খবর হৈল জানিল সবাই।
অনেক জনে ভাবে মনে খেদা দিবার লাই [১৬] ॥

নলুয়া ছড়ার পারে আছে মুনা মাডি [১৭]।
খেদা বানায় কোন জনে গাছ গাছড়া কাডি [১৮] ॥
কেহ হাতীর কিল্লা মারে ডুলাহাজারায়।
আর কেহ বানায় খেদা চুনতির ডালায় ॥

---

১ পৈমালে = পয়মালে, হস্তিকৃত ক্ষতিতে।
২ জুম্মা = জুমিয়া। ৩ চাউ-ম্মা = চাক্‌মা।
৪ কাড়ৈয়া = যাহারা কাটে। ৫ ঢালার = গিরিবক্ষের।
৬ মুয়ত = মুখে। ৭ বন = বন্ধ।
৮ গতাগতি = যাওয়া আসা। ৯ দহিন = দক্ষিণ।
১০ মিক্যা = দিকে।
১১ ডুলাহাজারা = একটি হাতী-খেদার জায়গা; বর্ত্তমানে গ্রাম-বিশেষ।
১২ চুনতি = পাহাড়-বিশেষ। ১৩ ঢেরি পিডি = ঢেরা পিটিয়া।
১৪ হাডে = হাটে। ১৫ পূগের = পূর্ব্বের।
১৬ লাই = জন্য। ১৭ মাডি = মাটি। ১৮ কাডি = কাটিয়া।

কাচালং [১] ও শুভলং [২] আর মাইয়নীর [৩] উজানে।
বৈদেশী পাঞ্জালী [৪] আসি হাতী ধরি আনে॥ ৩৮

(৫)

কাগ্‌বাজারের [৫] বহুত পূগে [৬] বাঘখালীর [৭] আগাত [৮]।
অঘোর জঙ্গল আছে সেইত জাগাত॥ ২
এমন গর্জ্জন গাছ ছুঁইয়াছে আচ্‌মান।
তার বের [৯] ঘুরিতে মাইন্‌সর লাগে এক মাধান [১০]॥ ৪
জারৈল গাম্বারী আব গল্লাক বেতর বন।
সেই জাগার খেদার কিছু কহি বিবরণ॥ ৬
নুনাছড়া আছে এক মুনা মুনা [১১] পানি।
পৌষমাসে হাতী আসে সেই খালের উজানি॥ ৮
আর এক খাল আছে মিডাছরা নাম।
ডাবর মতন মিষ্টা পানি নামর মতন কাম॥ ১০
ইহার দক্ষিণে আছে রোসাঙ্গ্যার [১২] দেশ।
ভিন্‌ছায় [১৩] লাগত পাইলে ছুরি মারি শেষ॥ ১২

---

১ কাচালং = পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের নদী-বিশেষ।
২ শুভলং = ঐ
৩ মাইয়নী = ঐ
৪ পাঞ্জালী = পাঁজালী, যাহারা হাতীর সন্ধান করে।
৫ কাগ্‌বাজারের = কক্স বাজারের। ৬ পূগে = পূর্ব্বে।
৭ বাঘখালীর = নদী-বিশেষের।
৮ আগাত = অগ্রভাগে। ৯ বের = বেষ্টন।
১০ এক মাধান = দিনের অর্দ্ধেক সময়কে এক মাধান কহে।
১১ মুন = লবণাক্ত।
১২ রোসাঙ্গ্যার = আরাকানের প্রাচীন নাম রোসাং, এজন্য মঘকে রোসাঙ্গ্যা বলে।
১৩ ভিন্‌ছা = ডাকাত; ব্রহ্মদেশের ডাকাতকে ভিন্‌ছা বলে।

মঘে আর বাঘে জাইগ্য একই বরাবর।
বেঁকাছুরি হাতত [1] লৈলে তারারে বড়্ ডর ॥ ১৪

সেই গর্জ্জন্যার মুড়ায় আইলো হাতীর ঝাঁক।
পোলাই [2] গেল্‌গৈ [3] হরিণ গয়াল টেইক্যা পোড়া বাঘ [4] ॥ ১৬
অজাগর হাপ [5] কত আছিল মুড়ায় মুড়ায়।
শোয়াসে শোয়াসে [6] হাপর তুয়ান [7] যেন ধায় ॥ ১৮
শোয়াসে পরাণ লয়রে এমনি বিশাল তেজ।
এক মুড়ায় মাথা হাপর [8] আর এক মুড়ায় লেজ ॥ ২০
বনর পশু গিলি গিলি খায়রে অজাগর।
এম্নিকালে পাইলরে সে হাতীর খবর ॥ ২২
গাছর খোঁধাত [9] লুকাইলরে আছিল যত হাপ।
বনর হিয়াল [10] গাতত [11] ঘল্লই [12] রৈলরে চুপচাপ ॥ ২৪

মাঘ মাসে খেদার কার্য্য করে জমাদার।
জঙ্গলেতে হাতী ধরা আচানক কারবার ॥ ২৬

বহুদিন গতরে হৈল খবর শুনরে।
চাডীগাঁইয়া [13] কালা আইলো গর্জ্জন্যার পাহাড়ে ॥ ২৮

---

[1] হাতত=হাতে। [2] পোলাই=পলাইয়া।
[3] গেল্‌গৈ=গেল।
[4] টেইক্যা পোড়া বাঘ=টেকে পোড়া বাঘ; এই বাঘের গায় কাল ডোরা ডোরা দাগ আছে।
[5] হাপ=সাপ। [6] শোয়াসে=শ্বাসে। [7] তুয়ান=তুফান।
[8] হাপর=অপর। [9] খোঁধাত=খোঁড়লে, কোটরে।
[10] হিয়াল=শৃগাল। [11] গাতত=গর্ত্তে।
[12] ঘল্লই=প্রবেশ করিয়া। [13] চাডীগাঁইয়া=চট্টগ্রামী।

চাডীগাঁথুন[১] আইলো তারা খেদা দিবার মন।
জমাদার আইলো সঙ্গে নাম "গোলবদন" ॥ ৩০
ওরে গোলবদন জমাদার মস্ত পলোয়ান।
সক্কলর[২] ছর্‌দার্‌ মিঞা আকল[৩] ভালা তান ॥ ৩২
বহুত খেদায় হাতী ধরি জোড়াইলা নাম।
বনর বাঘ ভাল্লুক তানে[৪] করিত ছালাম ॥ ৩৪

আগে পিছে চলে মিঞার পান শ জনা কুলি।
কেহ লৈয়ে ছেল[৫] বল্লম আর কেহ লৈয়ে গুলি ॥ ৩৬
সঙ্গেতে চৈক্কাল[৬] চলে অতি হুসিয়ার।
কুড়াল খন্দা লৈল আর যত হাতিয়ার[৭] ॥ ৩৮
শতে শতে লৈল তারা দড়ি আর কাঁছি।
ভালা ভালা আলাত[৮] লৈল মোটা মোটা বাছি ॥ ৪০
চাউল লৈল মরিচ লৈল আরো লৈল তেল।
গর্জ্জন্যার ঢালায়[৯] তারা হাতী ধৈত্ত[১০] গেল ॥ ৪২

---

(৬)

হায়রে মাঘর শীতে—ওরে মাঘর শীতে
গা কাঁপিতে লাইগ্‌ল থর থর।
চুপ্পে চুপ্পে পার হয় তারা টিলা আর টঙ্কর[১১] ॥ ২
(ওরে টিলা আর টঙ্কর)

---

১ চাডীগাঁথুন=চট্টগ্রাম হইতে। ২ সক্কলর=সকলের।
৩ আকল=বুদ্ধি। ৪ তানে=তাঁহাকে। ৫ ছেল=শেল।
৬ চৈক্কাল=চৌকিদার ; যাহারা হাতীর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে।
৭ হাতিয়ার=যন্ত্র। ৮ আলাত=মোটা দড়ি।
৯ ঢালায়=গিরিবর্ত্মে। ১০ ধৈত্ত=ধরিতে।
১১ টিলা আর টঙ্কর=উচ্চ পাহাড়িয়া ভূমি ও ছোট পাহাড়।

পার হৈল নন্দী [১] নালা—ওরে নন্দী নালা
কত ঢালা, [২] পার হৈয়া যায়।
ছড়ার কুলত গাছর তলে ভাত রাঁধিয়া খায়॥ ৪
(ওরে ভাত রাঁধিয়া খায়)
কেহর হৈয়ে গা-অত [৩] বেথা—ওরে গা-অত বেথা
রজাই [৪] কেথা [৫], শীতর সম্বল নাই।
কেহর পেড্ [৬] ফুলি উট্টে নুনা [৭] ইলিশ খাই॥ ৬
(ওরে নুনা ইলিশ খাই)
কেহ করে আনছান [৮]—ওরে আনছান
দিলুম জান, কৈল্লাম এবার কি।
ঘরর কথা ভাবের কেহ বোচ্‌কা হিতান দি [৯]॥ ৮
(ওরে বোচ্‌কা হিতান দি)
ওরে নিজের কবর কাড়ি [১০] মুই—হায়রে কাড়ি মুই
পৈলাম শুই, কৈল্লাম কেরেঙ্কাল।
কনে [১১] চাইব আমারি সে দুধেরি ছাবাল [১২]॥ ১০
(ওরে দুধেরি ছাবাল)
কনে দিব ভাত পানি—হায়রে ভাত পানি
ঘরর ছানি, দিব কনে আর।
খেদার লালছে [১৩] পড়ি হৈলামরে ছারখার॥ ১২
(ওরে হৈলামরে ছারখার)

---

[১] নন্দী=নদী।
[২] ঢালা=গিরিবর্ত্ম।
[৩] গা-অত=গায়েতে।
[৪] রজাই=লেপ।
[৫] কেথা=কাঁথা।
[৬] পেড্=পেট।
[৭] নুনা=লবণাক্ত।
[৮] আনছান=ধড়ফড়।
[৯] হিতান দি=মাথার নীচে দিয়া।
[১০] কাড়ি=কাটিয়া।
[১১] কনে=কে।
[১২] ছাবাল=ছাওয়াল, সন্তান-সন্ততি।
[১৩] লালছে=লালসায়।

দেশে ছিলাম বড় সুগে [১]—ওরে বড় সুগে
দিলুম বুগে,[২] নিঁজর হাতে ছেল [৩]।
গাছত [৪] কাটুল [৫] দেখিয়ারে ওডত [৬] দিলুম তেল ॥ ১৪
(ওরে ওডত দিলুম তেল)

---

(৭)

চাউ-ম্মার কুল [৭] গেরাম সেই যে দেখিতে সোন্দর।
তার মাঝে আছে যত জুম্মা [৮] চাউ-ম্মার [৯] ঘর ॥ ২
পাহাড়িয়া মঘ্রে তারা শুন কহি যাই।
বেপর্‌দা [১০] মাইয়া [১১] মাইন্‌সর লাজ সরম নাই ॥ ৪
পরনে এক পেঁচর থামি [১২] আড়াই হাতর মাপ।
ন মানে যে ভাই বেরাদর ন মানে মা বাপ ॥ ৬
বুগর [১৩] উয়র [১৪] ধইয়া [১৫] বেড়াই মাথা রাইখ্যে [১৬] খোলা।
বেপর্‌দা জুম্মা চাউ-ম্মার যত মাইয়া পোলা ॥ ৮

---

১ সুগে=সুখে। ২ বুগে=বুকে।
৩ ছেল=শেল। ৪ গাছত=গাছে।
৫ কাটুল=কাঁঠাল। ৬ ওডত=ওষ্ঠে।
৭ চাউ-ম্মার কুল=চাক্‌মার কুল। চট্টগ্রাম জেলার রামুথানার অন্তর্গত গ্রাম-বিশেষ। ৮ জুম্মা=জুমিয়া।
৯ চাউ-ম্মা=চাক্‌মা। ১০ বেপর্‌দা=পর্দাহীন।
১১ মাইয়া=মেয়ে। ১২ থামি=লুঙ্গির মত পরিধেয় রেশমী বস্ত্র।
১৩ বুগর=বক্ষের। ১৪ উয়র=উপর।
১৫ ধইয়া=যে স্বতন্ত্র কাপড় দ্বারা বক্ষঃস্থল বাঁধিয়া রাখা হয়।
১৬ রাইখ্যে=রাখিয়াছে।

মা বাপরে পুছ[১] না কৈরে নিজে খসম[২] লয়।
মাইয়া লোকে পুরুষরে ন করে ডর্ ভয়॥

মংলা নামে রোয়াজা[৩] এক চাউ-স্মার কুলত ঘর।
এক্কই ডাকে চিনে মাইন্‌সে মস্ত তোয়াঙ্গর[৪]॥
ঘরে আছে গরু মৈষ আর বাইরে জোমর ক্ষেত।
বছর বছর হাজার টাকার বেচে গল্লাক বেত॥
আশী বছর উমর[৫] বুড়ার মাড়ীর দাঁত নাই।
ছেইচ্যা[৬] পান খায়রে তবু মাট্যাই মাট্যাই[৭]॥
ঝুরি ঝুরি পড়ে বুড়ার বয়স হৈয়ে ভারি।
গোলবদন আইলো সেই মংলা মঘ্যার বাড়ী॥

মংলা বলে—"শুন তোমরা আমি বলি সার।
কোথায় থাকে বনর হাতী জানি সবিস্তার॥
মুড়ার মুড়ার মাঝে ঘুরি অবিরত।
ভালামতে চিনি আমি জঙ্গলের পথ॥
লোক লস্কর লৈয়া তুমি থাক আমার বাড়ী।
গোলার ধানর ভাত খাইবা খেতর তরকারী॥
ঘরে আছে খামা খামা[৮] পানি ছাড়া দই।
খাইয়া দাইয়া দেশে যাইবা হাতী ধরি লই॥"
মংলা মঘ্যার কথা শুনি খুসী হৈল মন।
তার বাড়ীতে ডেরা[৯] পাতিল্ মিঞা গোলবদন॥

---

১ পুছ=জিজ্ঞাসা। ২ খসম=স্বামী।
৩ রোয়াজা=পাড়ার সর্দ্দার। ৪ তোয়াঙ্গর=মাতব্বর।
৫ উমর=বয়স। ৬ ছেইচ্যা=ছেঁচা।
৭ মাট্যাই মাট্যাই=মাড়ীতে চিবানর নাম মাট্যান। "মাট্যাই" শব্দটি দন্তহীন বৃদ্ধ ব্যক্তির মাড়ীতে চিবানই বুঝায়। ৮ খামা খামা=জলহীন।
৯ ডেরা=বাসস্থান।

মঘ্যারে লইয়া তারা ঘুরে বনে বনে।
কোথায় পাব হাতীর দেখা ভাবে মনে মনে ॥
দিন যায় রাইত যায় ন পায় খবর।
গোলবদনর মনর মাঝে হৈলরে বড়্ ডর ॥

"বাড়ী ছাড়ি আইলুমরে মুই কত দূরের দেশ।
গুনায়ারী [1] পৈলে [2] এইবার এক্কিবারে শেষ ॥
মাহাজনে বাড়ী ভিঁডা [3] বেচি নিব মোর।
টাকা দিতে ন পারিলে দেশে হৈয়ম [4] চোর ॥"

এইরূপে ভাবে তেনি [5] গাছতলাতে শুইয়া।
এন্নিকালে আইলো একজন জঙ্গলের গুঁইয়া [6] ॥
গুঁইয়া বলে—"শুন ওরে জমাদার ভাই।
বহুত হাতী শেয়ান [7] করের ছাম্‌নের ঢেবাত [8] আ-ই [9] ॥
এই কথা শুনিয়ারে মিঞা গোলবদন।
রোয়াজারে [10] সঙ্গে লৈয়া চলিল তখন ॥
ধীরে ধীরে যায়রে তারা চরণ না চলে।
গা-অরে [11] লুকাইয়া রাখে গাছের আঁড়ালে ॥
তারা আসি দেইখ্‌ল হাতী ঢেবার [12] পানি খায়।
গোলবদন ভাবে মনে কেম্নে ধরন যায় ॥

---

[1] গুনায়ারী = লোকসান।
[2] পৈলে = পড়িলে।
[3] ভিঁডা = ভিটা।
[4] হৈয়ম = হইব।
[5] তেনি = তিনি।
[6] গুঁইয়া = গুপ্তচর।
[7] শেয়ান = স্নান।
[8] ঢেবাত = পাহাড়ের স্বাভাবিক জলাশয়; ছোটখাট হ্রদ-বিশেষ
[9] আ-ই = আসি।
[10] রোয়াজারে = পাড়ার সর্দারকে।
[11] গা-অরে = শরীরটাকে।
[12] ঢেবার = হ্রদের।

ভাবিয়া চিন্তিয়া তখন মন কৈল্ল স্থির।
দলর যত মাইন্‌সর কাছে হইল হাজির॥
পানছল্লা [১] করিয়া তারা কি কাম করিল।
ইটগড়ের [২] পাহাড়ে যাইয়া দাখিল হইল॥
পরে গেল পূগদিকে [৩] ছড়ার উজানে।
বড় বড় হাতীর খোঁচ [৪] দেখিল সেখানে॥
বড় বড় হাতীর খোঁচ রইয়ে তাজা তাজা [৫]।
"এই পন্থে হাতী চলে" বলিল রোয়াজা॥
"এইখানে ধরিব হাতী ডেকাইয়া [৬] আনি।"
শুনিয়ারে গোলবদনর বুগত [৭] আইলো পানি॥
কুলী আইলো চৈক্কাল [৮] আইলো আইলোরে সিক্‌দার [৯]।
জমাদারে হুকুম কৈল্ল "এখন হাতীর কিল্লা মার॥"

কোনাকুন্যা দুই মুড়া পূগ [১০] পছিমে [১১] খাড়া।
দক্ষিণেতে থলি [১২] জাগা উত্তরেতে ছড়া॥
একহোতি [১৩] ছড়ার মাঝে থোরা থোরা [১৪] পানি।
থলি জাগা হবেরে ভাই দশ কি বার কাণী [১৫]॥

---

১ পানছল্লা=পরামর্শ; পান খাওয়ায় সঙ্গে যে পরামর্শ।
২ ইটগড়ের=একটি পার্ব্বত্য গ্রাম।
৩ পূগদিকে=পূর্ব্বদিকে।
৪ খোঁচ=পদচিহ্ন।
৫ তাজা তাজা=নূতন, তখনকার।
৬ ডেকাইয়া=তাড়াইয়া।
৭ বুগত=বুকে।
৮ চৈক্কাল=চৌকিদার, যাহারা হাতীর অনুসরণ করে।
৯ সিক্‌দার=সহযাত্রী।
১০ পূগ=পূর্ব্বদিকে।
১১ পছিমে=পশ্চিমে।
১২ থলি=সমতল ভূমি।
১৩ একহোতি=একস্রোতা।
১৪ থোরা=যৎকিঞ্চিৎ।
১৫ কাণী=জমির মাপ; সাধারণতঃ ১½ বিঘায় এক কাণী হয়।

ছড়ার কুলত কলাবন ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা।
এই পন্থে আছে জাইশ্য বন্‌লা হাতীর ডেরা [১] ॥ ৬৪

তারপরে কি হইল কহিয়া জানাই।
কুলীগণে গাছ আনিল জঙ্গলেতে যাই ॥ ৬৬
থলি জাগার চতুরপার্শে কাইট্যে [২] উয়া [৩] গড়।
বাহির কুলে খাম্বা গাইর্‌ল [৪] এক এক হাত অন্তর ॥ ৬৮
বড় বড় খাম্বা সে যে দুই তিন হাতের বের।
দড় করি গাড়িয়ারে [৫] কৈল্ল খেদার ঘের ॥ ৭০
তারপরে পত্তি [৬] খাম্বায় মোটা কাঁছি দিয়া।
বড় বড় গাছ বাঁধিল করি পাতারিয়া [৭] ॥ ৭২
বাহির কুলে খাম্বার পিছে লাগাইল ঠেক্‌।
গোলবদন কহে—"একবার ঠেলামারি দেখ্‌ ॥ ৭৪
খেদার কাম জানিয়োরে পোলার খেলা নয়।
এমন করি ঠেক্‌ লাগাইবা (যেন) হাতীর ঠেলা সয় ॥" ৭৬

উত্তর দক্ষিণে খেদার কৈল্লরে দুয়ার।
তার পরেতে কিনা কাম করে জমাদার ॥ ৭৮
উপরেতে কপ্লিকল ঘিলা দড়ি দিয়া।
আচর্য্য [৮] হেক্‌মতে ঝাপ রাইখ্যে [৯] টাঙ্গাইয়া ॥ ৮০
ঝাপ টাঙ্গাইয়া রাখিল্‌ একশত হাত উপর।
দোন [১০] দুয়ার কৈল্ল তারা এক্কই বরাবর ॥ ৮২

---

[১] ডেরা=স্থান।
[২] কাইট্যে=কাটিয়াছে।
[৩] উয়া=খাড়া।
[৪] গাইর্‌ল=গাড়িল।
[৫] গাড়িয়ারে=গাড়িবার পর।
[৬] পত্তি=প্রত্যেক।
[৭] পাতারিয়া=সমান্তরাল।
[৮] আচর্য্য=আশ্চর্য্য।
[৯] রাইখ্যে=রাখিয়াছে।
[১০] দোন=দুইটা।

কনমিক্যাতুন [১] আইবো হাতী নাইরে তারার জানা।
খারা [২] কি মানুষে পায় হাতীর ঠিকানা॥ ৮৪
জমাদার বলে "তোমরা ন করিও দের [৩]।
চুপ্পে চুপ্পে [৪] যাইয়া এখন দাওরে পাতাবের [৫]॥ ৮৬
উতরমিক্যা [৬] যাইবা কজন গজালিয়া [৭] ছাড়ি।
খানিক পূগে [৮] লাগত পাইবা খুঁডাখালীর [৯] ফারি [১০]॥ ৮৮
দহিনমিক্যা যাইবা কজন ঢেবার পারত।
ভালা করি তোয়াই [১১] চাইবা ঘুরিয়া ঝারত॥ ৯০
পূগে আছে খামাংমুড়া [১২] যাওরে বেশী লোক।
সেমিক্যা [১৩] পোলাইতে হাতীর বড় বেশী ঝোঁক॥ ৯২
বেশী দূরে যাইবা তোমরা করি সাবধান।
পূগ-পাহাড় ছুঁইলে হাতীর ন পাইবা সন্ধান॥" ৯৪

---

(৮)

শীত কাইল্যা বেল চল্‌তি নুকা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যায় [১৪]।
আঁধার ঘনাইয়া আইলো গর্জ্জন্যার মুড়ায়॥ ২

---

১ কনমিক্যাতুন = কোন্ দিক্ হইতে।
২ খারা = শীঘ্র।
৩ দের = বিলম্ব।
৪ চুপ্পে চুপ্পে = চুপে চুপে।
৫ পাতাবের = ঘেরাও করা।
৬ উতরমিক্যা = উত্তর দিকে।
৭ গজালিয়া = একটা পার্ব্বত্য গ্রাম।
৮ পূগে = পূর্ব্বদিকে।
৯ খুঁডাখালী = ছড়া-বিশেষ।
১০ ফারি = খাল।
১১ তোয়াই = অনুসন্ধান করিয়া।
১২ খামাংমুড়া = বোধ হয় খামাটং পর্ব্বত। ইহা রামুর পূর্ব্বে অবস্থিত।
১৩ সেমিক্যা = সে দিকে।
১৪ চল্‌তি নুকা...যায় = শীতকালের বেলা চল্‌তি নৌকার মত দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়।

তাল্লাসীরা [১] চলে বনে গাছর ফাকে ফাকে।
কন [২] রকম ঝক [৩] পাইলেরে লুকাই লুকাই থাকে॥ ৪
অঘোর জঙ্গলে তারা তোয়াইছে [৪] হাতী।
জাইল্যা যেমন জাক [৫] ঘোলায় খালেতে জাল পাতি॥ ৬
খেদার পার্‌শে মুড়ার উয়র [৬] আছে চৌকিদার।
কেহ গাছে বাসা বাঁধি নিরখি চাহার॥ ৮

যারা গিয়াছিল পূগে [৭] খামাংএর মুড়ায়।
ওরা বাঁশর [৮] বনত তারা হাতীর আবাজ [৯] পায়॥ ১০
আবাজ পাইয়া তারা কি কাম করিল।
আরো দুই মাইল পূগে যাইয়া উপনীত হৈল॥ ১২

ওরে কোমরেতে দা—তারার মুখে নাইরে রা।
মাঘ মাইস্যা দারুণ শীতে বেশোধ [১০] হাত আর পা॥ ১৪
শীতের দিনে গাছর পাতা পড়িয়াছে ঝরি।
আগুন লাগাইয়া তারা দিল তড়াতড়ি॥ ১৬

ওরে কোমরেতে দা—তারার মুখে নাইরে রা।
ধুনি [১১] জ্বালি সকলেতে ছেগি [১২] নৈল গা॥ ১৮

---

[১] তাল্লাসীরা=অনুসন্ধানকারীরা। [২] কন=কোন।
[৩] ঝক=নাড়াচাড়ার শব্দ। [৪] তোয়াইছে=অনুসন্ধান করিতেছে।
[৫] জাক=মাছ ধরিবার জন্য নদীর কিনারায়গাছগাছড়ার ডাল, বাঁশ ইত্যাদি পুতিয়া রাখা হয়, তাহাকে জাক বলে।
[৬] উয়র=উপর। [৭] পূগে=পূর্ব্বদিকে।
[৮] ওরা বাঁশর=একজাতীয় পার্ব্বত্য বাঁশ। [৯] আবাজ=আওয়াজ, শব্দ।
[১০] বেশোধ=বোধহীন, অসাড়। [১১] ধুনি=গাছগাছড়ার দ্বারা বাহিরে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়, তাহাকে ধুনি বলে। [১২] ছেগি=সেকিয়া।

একেত আঁধারী রাইত উতরালি [১] বায়।
আগুন ধরাইয়া দিল মুড়ায় মুড়ায়॥ ২০
মাঝে মাঝে বাইরগ্যা ডুয়াত [২] বড় বড় বাঁশ।
ধুমাই ধুমাই জ্বলে—ফুডের ঠাঁস ঠাঁস॥ ২২
আবাজ [৩] শুনিয়া হাতীর মনে হৈল ডর।
খোরা পূগে [৪] আসি মাইন্‌সর পাইলোরে লড় চড়॥ ২৪
জ্বলি উট্টে [৫] মুড়ায় আগুন ছুঁইয়াছে আচ্‌মান।
উতরমিক্যা [৬] বনর হাতী হৈল আগুয়ান॥ ২৬
ছোড়তা [৭] তুলিয়া ছুডিল [৮] পিছে নাহি দেখে।
খুঁডাখালীর পারত আসি সকল হাতী ঠেকে॥ ২৮
আগেতে পাঞ্জালী [৯] আসি সেই না জাগায়।
মাঘর শীতে ফুলি ফুলি হোঁকা টানি খায়॥ ৩০
একেত গহিন বন আঁধারিয়া রাইত।
পা ছাড়াইয়া [১০] বইস্তে [১১] কেহ ওরে কেহ হৈয়ে কাইত॥ ৩২
কোনজনে খায়রে তামুক আর কেহ চায়।
ন যাচিলে সেই হোঁকা কাড়ি লৈয়া খায়॥ ৩৪
এম্‌নি কালে কি হইল শুন রে খবর।
বনর মাঝে শুনারে গেল পাতার মর্‌মর॥ ৩৬
আতাইক্যা [১২] হাতীর ডাকে ভাঙ্গিল চমক।
তড়াতাড়ি উডি তারা মারিল ধমক॥ ৩৮

---

[১] উতরালি=উত্তরদিকের। [২] বাইরগ্যা ডুয়াত="বারিয়া" নামক এক রকম বাঁশঝাড়। [৩] আবাজ=আওয়াজ। [৪] পুগে=পূর্ব্বদিকে। [৫] উট্টে=উঠিয়াছে। [৬] উতরমিক্যা=উত্তরদিকে। [৭] ছোড়তা=শুণ্ড। [৮] ছুডিল=ছুটিল। [৯] পাঞ্জালী=পাঁজালী, যাহারা হস্তী অনুসন্ধান করে। [১০] পা ছাড়াইয়া=পা ছড়াইয়া। [১১] বইস্তে=বসিয়াছে। [১২] আতাইক্যা=হঠাৎ।

হৈল বড় হুলুস্থুল ওরে হুলুস্থুল
শোর গোল করিল সবায়।
কেহ সিঙা ফুকে কেহ বাঁশর ঠাগ [১] বাজায়॥ ৪০
(ওরে বাঁশর ঠাগ বাজায়)

কেহ ছাড়ে হাবুই বাজি— ওরে হাবুই বাজি,
হৈল আজি পরাণ লৈয়া টান।
কোন জনে গহিন বনে ফুকারে আজান॥ ৪২
(ওরে ফুকারে আজান)

কেহ করে নানান ঢং— ওরে নানান ঢং,
বাজায় ভং, [২] কাঁসাত মারে বারি।
কেহ গলা ফাড়ি[৩] পেলার[৪] কুইক্যা[৫] চিক্কির[৬] মারি॥ ৪৪
(ওরে কুইক্যা চিক্কির মারি)

পরাণের লালছ [৭] নাইরে সয়রে কত দুঃখ।
নানান ফন্দী করি তারা ফিরায় হাতীর মুখ॥ ৪৬
ফিরাইল মুখ হাতী চকমক্যা [৮] হইল।
পূগেতে আগুন দেখি মনে ডর পাইল॥ ৪৮
দহিনথুন [৯] আইল মানুষ রাইতর হৈল নিশি।
হাতীরে ডেকাস্থা [১০] দিল দোন [১১] দলে মিশি॥ ৫০

---

[১] ঠাগ=বাঁশের টগ্‌টগি। একটা বাঁশের কতক অংশ ফাড়িয়া রাখা হয়, নীচে ধরিয়া নাড়িলে "টগ্" "টগ্" শব্দ করিয়া থাকে, ইহাকেই টগ্‌টগি বা ঠাগ বলে।

[২] ভং=শিঙ্গা ভেপুর মত বাদ্যযন্ত্র।

[৩] ফাড়ি=ফাটিয়া। [৪] পেলার=ফেলাইতেছে।

[৫] কুইক্যা=কুকীর। [৬] চিক্কির=চীৎকার, কুকীরা একরকম বিকট চীৎকার করিয়া থাকে। [৭] লালছ=লালসা।

[৮] চকমক্যা=সচকিত। [৯] দহিনথুন=দক্ষিণ দিক্ হইতে।

[১০] ডেকাস্থা=তাড়া। [১১] দোন=দুই।

পছিম চাবি [১] দহিনমিক্যা [২] যায়রে বনর হাতী।
ছোড়তায় [৩] টানি ভাঙ্গে গাছ গাছড়ার মাথি॥ ৫২
পিছে থাকি কিনা কাম করিল পাঙ্গালী।
হাতীরে যে দিতে লাগিল্ নানান রকম গালি॥ ৫৪

ওরে কুলার আগাত মুন—হাতী কান পাতি হুন [৪]
তেরিমেরি [৫] করিলে তোর কপালে আগুন—
হাতী কান পাতি হুন। ৫৬
ওরে কুলার আগাত মুন—হাতী কান পাতি হুন
কোনাকন্যা যাওরে এখন উত্তর মিক্যাথুন [৬]—
হাতী কান পাতি হুন। ৫৮

মাইন্‌সর কেরামতি হাতী ন বুঝিল হায়।
ছড়ার পন্থ ধরিয়ারে খেদার মিক্যা যায়॥ ৬০
খেদার মিক্যা যায়রে হাতী খেদার মিক্যা যায়।
গাছর আগাত চৈক্কাল [৭] বসি ফুইক্যা [৮] মারি চায়॥ ৬২

(৯)

এক্কই খোঁচে [৯] চলে হাতী এক্কই বরাবর।
ডাল ভাঙ্গে গাছর পাতা করে মরমর॥ ২

---

[১] পছিম চাবি=পশ্চিম দিক্ চাপিয়া। [২] দহিনমিক্যা=দক্ষিণদিকে।
[৩] ছোড়তায়=শুণ্ডে। [৪] হুন=শুন।
[৫] তেরিমেরি=বিরক্তি বা রাগপ্রকাশ।
[৬] উত্তর মিক্যাথুন=উত্তর দিক্ হইতে।
[৭] চৈক্কাল=চৌকিদার, যাহারা হাতীর অনুসরণ করে। [৮] ফুইক্যা=উঁকি।
[৯] খোঁচে=পদচিহ্ন, সকল হাতী এক জায়গায় পা ফেলিয়া থাকে।

ভিতরেতে কলাবন আর তারা গাছ [1] ।
হাতী ন চিনে যে খেদা জাল ন চিনে মাছ ॥
ভাবিল তাহারা এই অঘোর জঙ্গল ।
বনব পশু ন চিনিল গুষ্টিমারা [2] কল ॥

খেদার মুখেতে ধীরে আইলো হাতীর ঝাঁক ।
দরজার উপরে দরান [3] হামিসা [4] সজাগ ॥
বুকের মাঝে দুরু দুরু ন পড়ে শোয়াস [5] ।
ইসারায় ধরি রাইখ্যে কপ্পি কলর রাশ [6] ॥
ধীরে ধীরে কলাপাতা টানি টানি খায় ।
খাইতে খাইতে সকল হাতী খেদার ভিতর যায় ॥
গুণ্ডা হাতী চালাক ছিল ফিরিয়া আসিতে ।
উপরের দরজা দরান ছাড়ে আচম্বিতে ॥
দুইদিকে পড়িল ঝাঁপ এই যে বিষম ফন্দী ।
বহুত হাতী খেদার মাঝে হৈয়া গেল বন্দী ॥
ধলপহর [7] মারের পূগে নাইরে বেশী রাতি ।
খেদার মাঝে বাঁধা পৈল শতর উয়র [8] হাতী ॥
ধাইয়া আইলো চৈক্কাল [9] আর যত কুলীগণ ।
খেদার চাইর দিকে তারা ঘেরিল তখন ॥

শত শত উজাল হাতে ছেল [10] বল্লম আর ।
আগুন লাগাইয়া দিল পাহাড়ে পাহাড় ॥

---

১ তারা গাছ=ছোট ছোট এক রকম গাছ, হাতীর প্রিয় খাদ্য ।
২ গুষ্টিমারা=বংশ নাশ করা । ৩ দরান=দ্বাররক্ষক ।
৪ হামিসা=সতত । ৫ শোয়াস=শ্বাস । ৬ রাশ=রজ্জু ।
৭ ধলপহর=শ্বেতাভ আলো ; প্রভাতের পূর্ব্বক্ষণে পূর্ব্বাকাশে যে আলোক দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকে 'ধলপহর' বলে । ৮ উয়র=উপর ।
৯ চৈক্কাল=অনুসন্ধানকারী । ১০ ছেল=শেল ।

তখন যে গুণ্ডা হাতী কি কাম করিল।
খেদার ভিতরে শুধু ঘুরিতে লাগিল॥
পথ ন পাইলরে হাতী হইতে বাহির।
আপন অবস্থা বুঝি মারিল চিক্কির[১]॥
সেই ডাকে থর্ থরাইয়া কাঁপিল পাহাড়।
গুব্ গুবানির[২] চোডে[৩] যেন মুল্লুক ডুবি যায়॥
গুজরি গুজরি হাতী করে আনছান[৪]।
জঙ্গলেতে খেদা যেন কর্‌বলার মৈদান[৫]॥

মাথা মারে বনর হাতী খাম্বার কাছে যাই।
ভেরীকল[৬] ভাঙ্গনের বুদ্ধি হাতীর কাছে নাই॥
মন করিয়া হাতী যদি মারে এক টান।
হারি[৭] আইব খেদার ঘিরা ছিড়ি যাইব বান[৮]॥
কে বুঝিবে মুরুখ্[৯] হাতীর একি আলামত।
টান ন মারি কেন হায়রে ঠেলে অবিরত॥
ছোড়তায়[১০] টানি ভাঙে কত বড় ডাল।
খেদার ঘিরা বনর হাতীর যেন মায়াজাল॥
মুরুখ্ হাতীর বুদ্ধি নাইরে খাম্বারে টানিতে।
চোখ বাঁধা বলদের মত ঘুরিছে ঘানিতে॥
বাহিরেতে চৈক্কালেরা ঘুরে চারি ধার।
ঘিরার কাছে গেলে হাতী ছেলর[১১] গুথা[১২] খায়[১৩]॥

---

১ চিক্কির=চীৎকার। ২ গুব্ গুবানি=গুব্ গুব্ শব্দ।
৩ চোডে=চোটে। ৪ আনছান=ধড়ফড়।
৫ মৈদান=ময়দান। ৬ ভেরীকল=খেদার টেংরা।
৭ হারি=উৎপাটিত হইয়া আসা। ৮ বান=বন্ধন।
৯ মুরুখ্=মূর্খ। ১০ ছোড়তায়=শুণ্ডে।
১১ ছেলর=শেলর। ১২ গুথা=গুতা। ১৩ খায়=খায়।

হাতী-খেদা (১ম চিত্র)—১৭৪ পৃঃ

আখেমা [১] হইয়া হাতী যখন মারে ঠেলা।
গোল্লার মুয়ত [২] আগুন লাগাই ভিতরে দে মেলা॥
গোল্লার আবাজে হাতী যায়রে থমকিয়া।
অঝোরে ঝরে যে পানি দোন চোগ দিয়া॥

ক্ষাণিক পরে হৈল তথায় বাজি খেলার সুরু।
ওরে আচ্‌মানে হাবুই ছাড়ে জমিনে তুম্বুরু॥
তুম্বুরুর হুর্‌হুরানী হাবুই বাজির ডাক।
শুনিয়ারে জঙ্গলা হাতী হইল অবাক॥
কেহ গোল্লা ছাড়ে কেহ বন্দুক করে ফৈর [৩]।
মনর ডরে বনর হাতী মাডীত [৪] লৈল গৈড় [৫]॥
রাইত পোয়াইল ধীরে ধীরে সূরুজ উঠে লাল।
দিনর [৬] পহর পাইয়া হাতী দিতে লাগিল্‌ ফাল [৭]॥
চিহ্ন নাইরে কলাবনর নাইরে এগ্‌গাছ [৮] খের [৯]।
ছিড়িভিড়ি [১০] ধূইলর [১১] হঙ্গে [১২] আচমানে উড়ের [১৩]॥
লাড়াই বাজিল্‌ ভিতরেতে কি বলিব হায়।
শতর উয়র [১৪] পৈড়্‌গ্যে [১৫] হাতী খেদা রাখন দায়॥

ওরে গোলবদন জমাদার করিল কি কাম।
মাঘ মাস্যা শীতে ও যে কোপালেতে [১৬] ঘাম॥

---

১ আখেমা = ক্ষমাহীন, অধৈর্য্য। ২ মুয়ত = মুখে।
৩ ফৈর = আওয়াজ। ৪ মাডীত = মাটীতে।
৫ গৈড় = গড়াগড়ি। ৬ দিনর = দিনের। ৭ ফাল = লাফ।
৮ এগ্‌গাছ = একখান। ৯ খের = তৃণ, খড়।
১০ ছিড়িভিড়ি = ছিন্ন ভিন্ন হইয়া। ১১ ধূইলর = ধূলির।
১২ হঙ্গে = সঙ্গে। ১৩ উড়ের = উড়িতেছে। ১৪ উয়র = উপর।
১৫ পৈড়্‌গ্যে = পড়িয়াছে। ১৬ কোপালেতে = কপালেতে।

ডাক দিয়া কহে মিঞা নাই তান হুস।
"গেরামে যাইয়া এখন আনহ মানুষ॥ ৬২
দিনর গতে রাতুয়া [১] আইজ [২] বড় বিষম লেটা।
আর পানশ [৩] চাহি আমি জোয়ান জোয়ান বেটা॥ ৬৪
খেদার চাইর দিকে তোমরা কুড়াওরে কাঠ।
আজুয়া [৪] রাতিয়া কর ভালামতে ঠাঠ॥ ৬৬
হাজার উজাল [৫] চাহি বড় বড় বোঁধা [৬]।
শুক্না চাহি বাছি আইন্য [৭] ন আনিও ওদা [৮]॥" ৬৮
রাইতের নিশি হৈল যখন ভাতঘুমার [৯] সময়।
পূগের মুড়ায় গুম্‌গুমাগুম্ কিসের আবাজ [১০] হয়॥ ৭০

তারপরে কি হইল কহিয়া জানাই।
উজাল [১১] ধরিয়া কুলি চাহিল উজাই [১২]॥ ৭২
দেখিল হাতীর ঝাঁক ছাম্‌নে রৈয়ে খাড়া।
আর এক্কেনা [১৩] আগুয়াইলে [১৪] জানর দফা সারা॥ ৭৪

বাহিরের জংলা সেই কিনা কাম করে।
খেদার মিক্যা [১৫] আইস্‌ত [১৬] লাগিল ধীরে ধীরে ধীরে॥ ৭৬

---

১ রাতুয়া=রাত্রিতে। ২ আইজ=আজ। ৩ পানশ=পাঁচশত।
৪ আজুয়া=আজ। ৫ উজাল=মশাল।
৬ বোঁধা=বোঝা, বাণ্ডিল। ৭ আইন্য=আনিও। ৮ ওদা=ভিজা।
৯ ভাতঘুমার=রাত্রিতে ভাত খাওয়ার পর ভাতের নেশায় যে নিদ্রা, তাহাকে ভাতঘুমা বলে। ১০ আবাজ=আওয়াজ।
১১ উজাল=মশাল। ১২ উজাই=সাম্‌নের দিকে অগ্রসর হইয়া।
১৩ এক্কেনা=একটু, সামান্য পরিমাণ। ১৪ আগুয়াইলে=অগ্রসর হইলে।
১৫ খেদার মিক্যা=খেদার দিকে। ১৬ আইস্‌ত=আসিতে।

হাতী-খেদা (২য় চিত্র ।—১৭৭ পৃঃ

খবরিয়া খবর কৈল জমাদারের ঠাঁই।
কাইপ্‌ত [1] লাগিল্‌ সক্কলের পেডর [2] পিলাই [3] ॥ ৭৮

সপ্‌সপাসপ্‌ গুম্‌গুমাগুম্‌ হাতীর আবাজ।
দুনিয়াতে রোজ কেয়ামত হবে বুঝি আজ ॥ ৮০
হাতী যদি ভাঙে খেদা পরাণ লৈয়া টান।
স্থানে স্থানে মুছুলমানে ফুকারে আজান ॥ ৮২
হিন্দু বলে "জয় কালী" মঘে ডাকে "ফরা" [4]।
এইবার প্রভু নিরাঞ্জন সঙ্কটেতে তরা [5] ॥ ৮৪
এম্নি কালে কি হইল শুন বিবরণ।
হাবুই ছাড়ে গোল্লা ফুডায় [6] যত চৈক্কালগণ ॥ ৮৬
উজাল [7] জ্বালিয়া তারা রাইতরে করে দিন।
কাঁসা ভংত [8] বাড়ি মারে বাজায় মৈষর শিং ॥ ৮৮
ধুনির আগুন তখন ছুঁইল আচ্‌মান।
বাহিরের জংলা ধাইল লৈয়া নিজর জান ॥ ৯০

(১০)

এক দুই তিন করি চাইর দিন যায়।
হেরাস্থা [9] হইল হাতী পড়িয়া খেদায় ॥ ২
খাওন বেগরে তারার গায়ে বল নাই।
চলিতে ফিরিতে পড়ে পাক্কাই পাক্কাই [10] ॥ ৪

---

[1] কাইপ্‌ত = কাঁপিত। [2] পেডর = পেটের।
[3] পিলাই = প্লীহা। [4] ফরা = প্রভু।
[5] তরা = ত্রাণ কর। [6] ফুডায় = ফুটায়।
[7] উজাল = মশাল। [8] ভংত = কাঁসর।
[9] হেরাস্থা = কাতর। [10] পাক্কাই পাক্কাই = ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়া।

যেই গুণ্ডা আইনাছিল খেদার ভিতরে।
হোতের [১] মতন তার চোগর [২] পানি ঝরে॥
চোগর পানি ছাড়ি হাতী হইল হরান [৩]।
অবশেষে মাডীত দাঁত দি [৪] তেজিল পরাণ॥

তার পরে জমাদ্দার কিনা কাম করে।
পালা হাতী আনিয়ারে বনর হাতী ধরে॥
আচানক তঁয়সা [৫] সেই যে কি বলিব আর।
খেদার ঢাকত্ আর এক খেদা বানায় চমৎকার॥
তার মাঝে কলাগাছ রাখে সারি সারি।
নতুন দুয়ার বানায় খেদার দুয়ারী॥
এমন দুয়ার সেই যে বড়ই হেকমত।
কেবলমাত্র একটি হাতীর আসনের পথ॥
একটি হাতী আইস্‌লে পরে বন [৬] হয় দুয়ার।
পালা হাতী দুইটা থাকে দুই পাশে তার॥
কলাগাছ খায়রে জংলা [৭] কলাগাছ খায়।
শুন এখন কেমন কৈরে হাতী বাঁধন যায়॥

পোষা হাতীর পেডর [৮] নীচে ঢুলৈনে [৯] মাহুত।
জানের লালছ [১০] নাই অভাগ্যার পুত॥
ইসারা করিলে মাহুত পালা হাতী আসি।
দুই পার্শ্ব দি জঙ্গলারে চিবি ধরে কসি॥

---

[১] হোতের=স্রোতের। [২] চোগর=চক্ষুর।
[৩] হরাণ=হয়রান। [৪] মাডীত দাঁত দি=মাটীতে দাঁত ফুটাইয়া।
[৫] তঁয়সা=তামাসা। [৬] বন=বন্ধ।
[৭] জংলা=জঙ্গলী হাতী। [৮] পেডর=পেটের।
[৯] ঢুলৈনে=ঢুলিতে থাকে, ঝোলে। [১০] লালছ=লালসা, মায়া।

আর এক পোষা কুন্‌কী ছাম্‌নের দিকে যাই।
টানি ধরে ছোড়তাতে ছোড়তা বেড়াই [১] ॥ ২৬
লড়িতে চড়িতে তার নাই থাকে সাধ্য।
তিনটা হাতীর ডরে জংলা হৈয়া যায় বাধ্য ॥ ২৮

এম্‌নি কালে সেই মাহুত বলি 'বা-রে-বা' [২]।
বাঁধিলরে বনর হাতীর পিছর দোন [৩] পা ॥ ৩০
বাঁধা পড়ি জংলি হাতী ছাড়ে চোগর [৪] পানি।
এই না মতে সকল হাতী বাহিরে আনে টানি ॥ ৩২
খুসী হৈয়া আইয়ের [৫] সবে আইয়ের খুসী হই।
মংলা মঘ্যার বাড়ীত আবার খাইলো মৈষর দই ॥ ৩৪
দেশ বৈদেশে গোলবদনর হৈল বড় নাম।
শতেক হাতী ধরিয়াছে লাখো টাকা দাম ॥ ৩

---

[১] বেড়াই=জড়াইয়া ধরা। [২] 'বা-রে-বা'=বাহারে বাহা।
[৩] দোন=দুই। [৪] চোগর=চক্ষুর। [৫] আইয়ের=আসিতেছে।

আয়না বিবি

ভূমিকা

এই পালাটিতে হিন্দু-মুসলমানের গৃহস্থালীর করুণ চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত হইতেছে। বাঙ্গালার কৃষক হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে; যদি তাহাদিগকে কোনও সাধারণ আখ্যায় পরিচিত করিতে হয়, তবে আমরা বলিব তাহারা বাঙ্গালী। এই সকল পালা গানে আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই যে, হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে কিছুমাত্র সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে নাই। আয়না বিবির চরিত্রে আমরা মহুয়া, কমলা এবং দূর যুগের সীতা-সাবিত্রীর মহিমাই দেখিতে পাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত ধোপার পাটের কাঞ্চনমালার সঙ্গে আয়না বিবির চরিত্রের বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই পালা গানে বাঙ্গলার পল্লী-চিত্র আমাদের চক্ষে এরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, আমরা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের কোনও স্থানে তাহার সদৃশ চিত্র পাই নাই। বারমাসীর বর্ণনা, পৌষের "আঁধা" (কুজ্ঝটিকা) এবং শরতের পক্ক শালিধান্য হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়িয়া নদীর বন্যা এবং ভাদ্র মাসের "চাঁদ্‌নি" (জ্যোৎস্না) পর্য্যন্ত এই দেশের ঋতুভেদে যে বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, চাষার ভাষায় তাহা যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে কোনও আলোক-চিত্রে বোধ হয় তেমনটি হইতে পারিত না। এই বর্ণনাগুলির মধ্যে কবির মনোনয়ন এবং নির্ব্বাচনী শক্তি নিপুণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে; প্রত্যেক ঋতুর ভিতরে যে অংশ বিশেষরূপে কবিত্বপূর্ণ এবং যাহাতে নায়ক-নায়িকার মনের ভাব করুণ-রস-সংপৃক্ত হইয়া ফুটিয়াছে, কবি তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন। যিনি শুধু ছবি তোলেন, তিনি সে সুযোগ কোথায় পাইবেন?

এই গল্পের প্রথম ভাগ পড়িয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইতে পারি নাই, কিন্তু যেখান হইতে উজ্জ্বল সদাগর আয়না বিবিকে প্রথমদর্শন করিয়াছে এবং যখন তাহার মন বলিয়া উঠিল—

"দেশে আছে চাঁপার ফুল ফুটে থাকে গাছে।
সেও চাঁপা মলিন হবে এ কন্যার কাছে ॥"

সেই পূর্ব্বরাগের সময় হইতে গল্পের গাঁথুনি জমাট হইয়াছে এবং এই গানটিতে প্রকৃত কবিত্বের ছটা পড়িয়াছে। সদ্যঃ স্নাতা আয়না বিবির কক্ষে জলের কলসী। সে গৃহের আঙ্গিনায় নবাগত তরুণ অতিথিকে দেখিয়া লজ্জিতভাবে গাত্রের আদ্র্র বসন টানিয়া পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিল। কিন্তু পৃষ্ঠবিলম্বিত সুদীর্ঘ কেশপাশ আবৃত করিতে পারিল না। তাহার মুখখানি "লাজে রাঙ্গা" হইল। সে যুবককে অতিক্রম করিয়া কি ভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে তাহার পথ পাইল না—

" চলিতে চাহিলে কন্যার নাহি উঠে পা। "

সদাগর চলিয়া গেল। প্রথমদর্শনেই আয়নার প্রাণে অনুরাগ জন্মিল। সে নদীর ঘাটে জল আনিতে যাইয়া প্রত্যেকটি ডিঙ্গার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। এইভাবে আশায়-নিরাশায় অনেক দিন কাটিয়া গেল। তারপরে তাহার পিতার মৃত্যু হইল এবং সে গ্রামে আর সে থাকিতে পারিল না। তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইয়া সে বহুকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিল। এদিকে উজ্জ্বল সদাগর বাণিজ্য করিয়া ফিরিবার পথে ভেরামনা নামক নদী উত্তীর্ণ হইয়া শিবার বাঁকের নিকট নৌকা নোঙ্গর করিল। এইখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে দেখিতে পাইবে—এই আশায় সে পাগলের ন্যায় কন্যার বাড়ীর দিকে ছুটিল। কিন্তু সে গ্রামের কেহ তাহাকে কন্যার সন্ধান দিতে পারিল না। ভাগীদারের কাছে বিদায় লইয়া উজ্জ্বল সদাগর বলিল—

"আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার বাড়ীতে গিয়া।
তোমা পুত্তুর উজ্জ্বল গেছে ফকির হইয়া ॥
আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার তোমারে জানাই।
তোমার পুত্র উজ্জ্বল সাধু পরাণে বেঁইচ্যা নাই ॥
আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার যদি মায়ে পুছে।
তোমার পুত্রু পূব দরিয়ায় ডুবে যে মরেছে ॥

আর কয়ো কইওরে ভাগীদার দুখিনী মায়েরে।
আর না যাইবে মামুদ উজ্জ্বল চাঁদের ভিটার ঘরে॥"

এই "চাঁদের ভিটার ঘরে"র একটু ইতিহাস আছে। পালালেখক পুনঃ পুনঃ চাঁদের ভিটার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন যেখানে চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল সেই ভিটাতেই উজ্জ্বল সদাগর বাস করিত। তাঁহার লেখার ভাবে মনে হয় যে, গল্পনায়ক উজ্জ্বল সদাগর চাঁদ সদাগরের বহু পরবর্ত্তী বংশধর ছিল।

উজ্জ্বল পাগল হইয়া আয়নার উদ্দেশে ঘুরিতে লাগিল। একদিকে আয়নার ব্যাকুল বিরহব্যথা, অপরদিকে উজ্জ্বলের মাতার করুণ আর্ত্তি বিফল হইল। তাহার মাতা শীঘ্র তাহাকে ফিরিয়া পাইলেন না। জ্যৈষ্ঠ মাসে উজ্জ্বল বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, সেই মাস আবার ফিরিয়া আসিল—

"আম পাকে জাম পাকে ডালে কাগের রায়।
কাটিয়া গাছের ফল মায় পুত্রেরে খাওয়ায়॥"

প্রভৃতি নানারূপ স্মৃতিজড়িত করুণ বাৎসল্য রসের পরিচয় এই পালা গানে অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মিলনের সুখের আশা ত্যাগ করিয়া জননী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

"পুত্র আমার বেঁচে থাকুক লোহার কাঠি হইয়্যা।
পীরের সিন্নি মানে মায় অঞ্চল পাতিয়া॥"

যখন আষাঢ় মাসে বনের পাখী ডালে বাসা বাঁধিত, তখন উজ্জ্বলের মাতার মনে দারুণ কষ্ট হইত। তিনিও মনে করিয়াছিলেন যে আষাঢ় মাসে পুত্রের বিবাহ দিয়া নূতন করিয়া গৃহস্থালী রচনা করিবেন।

বস্তুতঃ পল্লীকবি যখন বাঙ্গালীর ঘরের সুখ ও দুঃখের কথা বর্ণনা করেন, তখন তাঁহার সুরে ভাটিয়াল গানের সমস্ত মধুরত্ব ভরিয়া উঠে। এই নিবিড় করুণ রস আমরা এই পালা গানে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছি, অন্যত্র সেরূপ পাই নাই।

ঘুরিতে ঘুরিতে উজ্জ্বল সাধু একদিন সন্ধ্যাকালে কোনও দূর গ্রামে উপস্থিত হইল, তখন পল্লীর ছোট ছোট রন্ধনশালা হইতে ধূমরাশি উঠিয়া

বাঁশ বনের দিকে ছুটিয়াছে। কাক ও কোকিল আপনাদের বাসায় ফিরিতেছে, অন্ধকারে গ্রামের পথ দেখা যায় না। এই সন্ধ্যাকালে সে এক গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিল। এই চীৎকার করা তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। সে যখন চীৎকার করিত তখনও সে অন্যমনা—এবং যখন সে ভিক্ষা গ্রহণ করিত তখনও অন্যমন'। অনেক সময় ভিক্ষার তণ্ডুল ফেলিয়া দিয়া সে উপবাসী থাকিত। সেদিনও কোনও গৃহস্থের মেয়ে তাহাকে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে,—কিন্তু কন্যা উজ্জ্বলের মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার হাত হইতে ডালা মাটীতে পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য, ইনিই আয়না বিবি।

আয়না বিবিকে লইয়া উজ্জ্বল বাড়ীতে ফিরিল। চারিদিকে অমানিশার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ঝলকের মত তাহাদের জীবনব্যাপী নিবিড় দুঃখের মধ্যে কয়েকটা দিনের জন্য তাহাদের একটুকু সুখভোগ হইয়াছিল। ধূমধামের সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। উজ্জ্বল যখন হাটে যাইত, তখন আয়না নিত্য নিত্য তাহার কানে কানে অতি স্নিগ্ধ কণ্ঠে, মধুর ভাষায় তাহার ফরমাইস জানাইত—

"উজ্জ্বল সাধু হাটে যায়রে কিনে আনব কি ?
আয়নার লাগি কিনে এনো আভের চিরুণী ॥
উজ্জ্বল সাধু হাটে যায়রে কোণাকুণি পথ।
আয়নার লাগি কিনে এনো সোনার একটি নথ ॥
উজ্জ্বল সাধু হাটে যায়রে কিনে আন্‌বে কি ?
আয়নার লাগি কিনে এনো আস্‌মান-তারা শাড়ী ॥
আস্‌মান-তারা শাড়ী না রে মধ্যে মধ্যে ফুল।
এই শাড়ী পিঁধিয়ে কন্যা যাবে নদীর কূল ॥
জলের ঘাটেতে যাইবে কন্যা কলসী কাঁখে লইয়া।
আয়নার লাগি থাক্‌বে সাধু পন্থের পানে চাইয়া ॥"

এইরূপ একটি বর্ণনা আমরা মহুয়াতেও পাইয়াছি। আয়না নিজের সখের

জিনিষের জন্য যেরূপ আব্দার করিতেছে তেমনই আগ্রহে সে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে।

"সোয়ামীরে খাওয়ায় আয়না ঘরুয়া মৈষের দই"—ছন্দের পারিপাট্য নাই, কথার বাহুল্য নাই; কিন্তু এক একটি পদে, এক এক ছত্রে যেন কবি আমাদিগকে ভগবতী-প্রতিমা দেখাইতেছেন। যখন গায়েন চামর দোলাইয়া ইহার এক একটি ছত্র সুকণ্ঠে গান করে, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে সে যে সকল ছবি আঁকিয়া দিয়া যায়, তাহা তাহাদের মন হইতে শীঘ্র লুপ্ত হইবার নহে। যখন উজ্জ্বল ক্ষেত্রকর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে, "অরন্ত ছরন্ত" (অতিশয় পরিশ্রান্ত) উজ্জ্বল "ঘামে ভেজা অঙ্গ", তখন "কাছেতে খাড়াইয়া আয়না গায়ে বাতাস করে" এবং "ঠাণ্ডা নদীর পানি খাওয়ায় স্বামীরে।"

এই সুখ বেশী দিন রহিল না। উজ্জ্বল পুনরায় বাণিজ্যের জন্য প্রবাসে চলিয়া গেল। সংবাদ আসিল ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া সে মারা পড়িয়াছে। আয়না পাগল হইয়া গৃহত্যাগিনী হইল। সে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া উন্মাদিনীর মত এক নদীর সৈকতভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল,—এমন সময়ে কুরুঙ্গিয়া নামক এক বেদের দলের নৌকা সেই নদীতীরে আসিয়া ঠেকিল। কবি সেই বেদেদের একটি কৌতূহলপ্রদ বিবরণ দিয়াছেন। কুরুঙ্গিয়া মেয়েরা নানারূপ মসলা ফেরি করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিত, তাহাদের পুরুষেরা রাঁধাবাড়া করিয়া পরিপাটিভাবে তাহাদের স্ত্রীদিগকে খাওয়াইত। স্ত্রীলোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত, পুরুষেরা তাহাদের দীর্ঘাকৃতি ডিঙ্গির দাঁড় বাহিত। কিন্তু তাহারা যতই অসভ্য এবং নীচজাতীয় হউক না কেন, তাহাদের মন ছিল সরল এবং পরদুঃখে আর্দ্র। তাহারা আয়নার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া করুণায় বিগলিত হইল এবং তাহাকে তাহাদের ডিঙ্গিতে আশ্রয় দিল। এখনও তাহার মনে আশা ছিল যে স্বামীকে ফিরিয়া পাইবে। সে কুরুঙ্গিয়াদিগকে চাঁদের ভিটা খুঁজিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু তিন বছর চেষ্টা করিয়াও তাহারা চাঁদের ভিটার খোঁজ করিতে পারিল না। একদিন "মইষ লইয়া যায় মইষালেরা"—তাহাদের কাছে শুনিল যে নদীর তেরটি বাঁক অতিক্রম করিলে তাহারা চাঁদের ভিটা পাইবে। "সন্ধ্যাবেলায়

কুলের বৌ-ঝি প্রদীম লাগায়"—তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আয়না তাহার স্বামীর গৃহ চিনিয়া লইল। তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে, আয়না কুরুঙ্গিয়া রমণীদের সহিত একত্র বেসাতি করিতে বাহির হইল। তাহার পরণে একখানি পাটের পাছড়া, বেদেনীদিগের মত সে 'উভু' করিয়া চুল বাঁধিয়াছে। তাহার গলায় গুঞ্জামালা এবং মাথায় ব্যবসায়ের জিনিষপত্র।

এই ত চাঁদের ভিটা! সেই তরুলতা তেমনই আছে। তাহাদের ডালে বাবুই পাখীর বাসা তেমনই ঝুলিতেছে। এইখানে তাহার দাম্পত্য সুখলীলার অবসান হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু হায়, তাহার পা উঠিতেছে না! আজ কেন তাহার পা থরথর কাঁপিতেছে? আজ তিন বৎসর পরে সে বাড়ীতে আসিয়াছে। আজ তিন বৎসর পরে সে স্বামীর মুখ আবার দেখিবে। তাহার দুই চক্ষু পুনঃ পুনঃ জলে ভরিয়া উঠিতেছে, সে আঁচলে চোখ মুছিতেছে। উঠানে মেদির চারাটি তেমনই আছে, এই চারাটি দুঃখিনী আয়না নিজে রোপণ করিয়াছিল। আজ সম্মুখে সেই বাড়ীঘর, যাহা দিনে দণ্ডে সে নিজ হাতে শতবার মার্জ্জনা করিয়া পরিষ্কার করিত। হায়, সে বাড়ীঘর আর তাহার নাই। বাসা থাকিতেও বাবুই পাখী যেরূপ বাহিরে পড়িয়া ভেজে, আজ আয়নারও সেই অবস্থা। তাহার স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছে। তাহার সপত্নীর কোলে কাঁচা সোনার বর্ণ একটি শিশু হাসিতেছে।

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কে আবার ফিরিয়া আসিয়াছ? তুমি কি সেই, যাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চক্ষু অন্ধ হইয়াছে?" আয়না বলিল, "আমার বাপ মা নাই, আমি বড় দুঃখ পাইয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমার মায়ের মতন দেখাইতেছে,—যে মা গায়ে ধূলা লাগিলে আমাকে ঝাড়িয়া পুছিয়া দিত, আমার কান্না শুনিলে পাগলের মত দৌড়িয়া আসিত, তোমাকে তাহারই মত দেখাইতেছে—এখন যে দেশে দেশে আমি কত কান্দিয়া বেড়াই, কেহতো আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করে না। এক সময়ে মাটিতে উছট্ পড়িলে তিনি আমাকে কোলে তুলিয়া লইতেন—এখন হৃদয়ে শক্তিশেল বিঁধিলেও কেহ দেখিবার নাই।" এই বলিয়া আয়না

চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তখন গদ্‌গদ-কণ্ঠে শাশুড়ী বলিলেন, "তুমি যদি আমার সেই আয়না, আর দয়া করিয়া ঘরে আসিয়াছ, তবে আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাপি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। তুমি যদি আমার সেই আয়না, তবে আমি তোমার জন্য সমাজ ও জাতি ছাড়িব। তোমার দুখিনী মাকে ছাড়িয়া যাইও না, তাহাতে যদি আমাদের ঘর গৃহস্থালী না হয়, তবে জঙ্গলে যাইয়া বাস করিব, তথাপি তোমাকে ছাড়িব না।"

শাশুড়ীর কান্না শুনিয়া আয়না তাহার খোপাবাঁধা চুল খুলিয়া ফেলিল। বেসাতির জিনিষপত্র মাটিতে ফেলিয়া দিল। সে পাগলিনীর মত যাইয়া কুরুঙ্গিয়াদিগের নৌকায় প্রবেশ করিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "এই দেশ ডাকাইতের দেশ, এখানে মুহূর্ত্ত কালও থাকিব না, শীঘ্র নৌকা ছাড়িয়া দাও।" চাঁদের ভিটা ছাড়াইয়া নৌকা অতিদ্রুত মধ্যনদীতে প্রবেশ করিল।

সে নদীর উপরে ঘূর্ণনশীল পক্ষীদিগের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিল, সে যে সে গ্রামে আসিয়াছিল, তাহা যেন তাহার স্বামী না শুনিতে পায়। সে আরও বলিল, "তুমি নূতন স্ত্রী এবং পুত্র লইয়া সুখী হও। অভাগিনী আজ দরিয়ায় পড়িয়া মরিবে। আমি জন্মের মত তোমার চাঁদ মুখ দেখিয়া আসিয়াছি। তুমি সুখে থাক, এই আমার শেষ কামনা।" এই বলিয়া—

"আষাঢ়িয়া তোড়ের নদীতে ঢেউ ভেসে যায়।
কাঁচা সোনার তনু জলেতে মিশায়॥
মা নাই বাপ নাই নাই রে সোদর ভাই।
মরিলে কাঁদিবে সুহৃৎ, হারালে বিশ্রায়॥"

উজ্জ্বলকে কে বলিল তোমার "পক্ষিণী" বাসা খুঁজিতে আসিয়াছিল,

"সেই মুখ, সেই চোখ, ভালা সেই ত সকল রে।
এসেছিল অভাগিনী তোমায় দেখিবারে॥

কেউ না পুছিল অভাগিনীরে, কেউ না কইল থাক রে।
২/ ঝিল্‌কির পর আঁৎকা আঁধার হইল রে ॥"

ইহার পরে উজ্জ্বল সদাগর শোকে পাগল হইয়া বনবাসী হইলেন।

আয়না বিবির পালাতে ৫১১টি পঙ্‌ক্তি আছে ও আমরা ইহাকে ১১ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি। এই পালাগানটি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

সঙ্গীত ও পালা গান সমূহে আমরা বার বার পুরুষচরিত্রসমূহের চরিত্রে দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইতেছি। ইহাদের মধ্যে ধোপার পাটের রাজকুমার শুধু যে দুর্ব্বল তাহাই নহেন, তিনি একান্ত বিশ্বাসঘাতক। মলুয়ার স্বামী চাঁদবিনোদ এবং এই পালার উজ্জ্বল সদাগর কতকটা এক ধরণের। চাঁদবিনোদ মলুয়াকে প্রকৃতই বিশেষরূপে ভালবাসিত। সে যখন সর্পদংশনে মৃতপ্রায়, তখনও সে নববধূর কথা বলে নাই,—মলুয়াকে আর দেখিতে পাইব না—এই বলিয়াই আক্ষেপ করিয়াছে। সুতরাং মলুয়ার প্রতি তাহার প্রেম অবিচ্ছিন্নভাবেই ছিল। সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিল সত্য,—কিন্তু তাহা সামাজিক অত্যাচারে একান্ত বিড়ম্বিত হইয়া। নায়ক হিসাবে চাঁদবিনোদ খুব বড় চরিত্র নহে, কিন্তু তাহাকে আমরা পাষণ্ড বলিয়া নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হই। যেহেতু, যাহারা দশজনের মতে দিশেহারা হইয়া একটা কাজ করিয়া বসে, কোনও আশ্চর্য্য গুণপনার পরিচয় দিতে পারে না, তাহারা আমাদের কৃপার পাত্র,—নিন্দার নহে। উজ্জ্বল সদাগরও সামাজিক অত্যাচারে পড়িয়া দ্বিতীয় দারগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বজীবনে এবং পরজীবনে আয়না বিবির প্রতি ভালবাসার বিশেষ পরিচয় সে দিয়াছে। একবার সে ছন্নমতি হইয়া আয়নার জন্য ফকিরের মত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। সেকালে একাধিক পত্নীগ্রহণ কোনও নৈতিক ভীতির কারণ ছিল না; সেই সময়ের তুলাদণ্ডে মাপ করিলে, দ্বিতীয় দারগ্রহণের জন্য আমরা তাহাকে বিশেষ নিন্দা করিতে পারি না। অবশ্য ইহারা আদর্শ নায়ক চরিত্র নহে এবং কতকটা দুর্ব্বল। অন্ততঃ ইহাদের পত্নীদের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহারা তাঁহাদের অযোগ্য স্বামী, একথাও বলা যাইতে পারে।

বঙ্গসাহিত্যে রমণীদিগকেই সর্ব্বত্র উজ্জ্বলভাবে পাইতেছি, পুরুষচরিত্র ইঁহাদের নিকট পরিম্লান। "কঙ্ক ও লীলায়" কঙ্ক এই নিয়মের ব্যতিক্রম। আরও দুই একটি পুরুষচরিত্রকে খুব উন্নত করিয়াই অঙ্কিত করা হইয়াছে, তবে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

আয়না বিবি

পরিচয়—পালা আরম্ভ

(১)

চান্দের না ভিটায় ঘর আরে ভালা মামুদ উজ্জ্যাল সদাগর রে
তার কথা শুন দিয়া মন রে।
হায় সাধু মামুদ উজ্জ্যাল রে
শিশু থুইয়া বাপ মরে মায় পাল্যা বড় না করে
হায় ভালা এক ভইন এক ভাই সংসারে ॥ ২
হায় সাধু মামুদ উজ্জ্যাল রে।
নারাইণ খলার [১] কানছা [২] বাইয়া আরে ভালা চলে ভেড়ামনা [৩] উজাইয়া
পারে বাড়ী দেখিতে সুন্দর।
খাগরে [৪] করিয়া বিউনী [৫] উলু ছনে দিয়ারে ছানী
সুন্দী বেতে বান্ধিয়াছে ঘর ॥ ৪
টঙ্গি যে আছিল তার অতিশয় চমৎকার
আয়নার মতন ঝিলিমিলি।
গিরস্তি [৬] গুরজান [৭] যত তাহা বা কহিবাম রে [৮] কত
ধনে পুত্রে ছিল ঠাকুরালী ॥ ৬
হায়! এই মতে রাখ্যা বাপে সংসার ছাড়িল
সোণার না জমিন বাড়ী পড়া [৯] যে পড়িল। ৮

---

১ নারাইণ খলা=গ্রামের নাম। ২ কানছা=কিনারা।
৩ ভেড়ামনা=শ্রীহট্টের নদী। ৪ খাগর=তৃণবিশেষ, খাগ্‌রা।
৫ বিউনী=বুনন। ৬ গিরস্তি=গৃহস্থ।
৭ গুরজান=গুরুজন। ৮ কহিবাম=কহিব।
৯ পড়া=পতিত।

বড় বাড়ী বড় ঘর রে বড় কইর না আশা।
যেই বাড়ী রাখিয়া বান্ধা [1] লইব নদীর কূলে বাসা॥ ১০
হাট ভাঙ্গিলে কে কোথায় যায় কেউ না দেখে চাইয়া।
পক্ষী যেমন বিরক্ষ ছাইড়া যায় রাত্র পোষাইয়া॥ ১২
পইড়া থাকে দরদালানী পইড়া থাকে বাড়ী।
জিজ্ঞাসাতে না আইয়ে বান্ধা কোথায় পুত্রনারী॥ ১৪
কুলের ছাওয়াল মামুদ উজ্জ্যাল একলা পড়িল।
যতন না কইরা মায়ে পালিতে লাগিল॥ ১৬

এই পুত্র বড় হইলে দুঃখিনীর কপালে
সুখের দিন আইব ফিরিয়া।
এক কন্যা পুত্র তার অন্ধের নড়ি যেন মার
দিন গোয়ায় দুঃখেতে পড়িয়া রে॥ ১৮
হায়! সাধু মামুদ উজ্জ্যাল রে।

(২)

হায় সায়রে [2] না ভাইস্যা যায় কিনারা পাইল।
এক দুই বচ্ছর কইরা পুত্র বাড়িতে লাগিল॥ ২
তিন বচ্ছর যায় পুত্রের হাসিয়া খেলিয়া।
চাইর বচ্ছর যায় পুত্রের আশার পানে চাইয়া॥ ৪
পাঁচ ছয় করি তার দশ বচ্ছর যায়।
ঘর গিরিস্তিরে মায় বানাইল আশায়॥ ৬

---

[1] বান্ধা=বন্ধু, মানুষ, চলিত কথায় "মিন্‌সে" শব্দের মত। পল্লীগীতে "কত কেরামত জানরে বান্ধা কত কেরামত জান" প্রভৃতি ভাবে ঐ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে।

[2] সায়রে=সাগরে।

ষোল বচ্ছরের কালে আশা হইল মনে।
হালের বলদ সাধু লইলেন কিনে ॥
সর জমিনে [১] উজ্জ্যাল চাষে মন দিল।
কার্ত্তিক মাসেতে উজ্জ্যাল জালা [২] যে ফালাইল ॥
আগুন মাসেতে উজ্জ্যাল ক্ষেতে হাল বায়।
কিছু কাম নিজে করে কিছু কামলায় [৩] ॥
পৌষ মাসেতে রুয়া [৪] পৌষের আবরে (?)।
পাঁচ কোটা [৫] ক্ষেত মামুদ উজ্জ্যাল রুপণ না করে ॥
রুয়া না পাইয়া মামুদ উজ্জ্যাল ক্ষেতে সিঞ্চে পানি।
মাথার ঘাম পায়ে পড়ে দেইখ্যা হায় ভালা কান্দে মা জননী ॥

আহা রে পরাণের পুত্রু এমুন হইলা।
কেচেরা বয়সকালে [৬] সংসারে মজিলা ॥
বৈশাখ মাসেতে মামুদ উজ্জ্যাল কোন কায করে।
ধারের কাঁচি লইয়া সাধু চলিল হাওরে [৭] ॥
সঙ্গে লইল হালের বলদ মাটে চইল্যা যায়।
পাকিল সাইলের ধান [৮] কিছু কিছু দায় [৯] ॥
ধান না দাইয়া [১০] উজ্জ্যাল সাধু বাড়ীতে আনিল।
বাতরে [১১] মারান দিয়া ঝারিয়া লইল ॥
পুত্রের পরথম কামাই [১২] মায় মাথায় করিয়া।
গোলায় তুলিল মায় মাদারে [১৩] স্মরিয়া ॥

---

[১] সর জমিনে=মূল ক্ষেত্রে, আসল চাষের ভূমিতে। [২] জালা=চারাগাছ।
[৩] কামলা=চাকর। [৪] রুয়া=রোপণ করা।
[৫] পাঁচ কোটা=পাঁচ খণ্ড। [৬] কেচেরা বয়সকালে=কাঁচা (অল্প)বয়সে।
[৭] হাওরে=মাঠে। [৮] সাইলের ধান=শালি ধান।
[৯] দায়=কাটে। [১০] দাইয়া=কাটিয়া।
[১১] বাতর=প্রাঙ্গণ। [১২] কামাই=রোজগার।
[১৩] মাদার=স্বনামখ্যাত পীর দেবতা।

আপছোস্[১] খাইতে দিল ভাল খইর খাজিয়ার চাউল।
বিদায় করিয়া মায় হইল বাউল॥ ৩৭

আষাঢ়িয়া মেঘের ধারা চক্ষে বহে পানি।
জমিনে পড়িয়া কান্দে অভাগী জননী॥ ৩৯
মাও সে জানে পুত্রের বেদন গো আর জানিবে কে।
দশমাস দশদিন ভালা উদরে রাখলে যে॥ ৪১
ঢেউয়েতে ভাঙ্গিয়া পড়ে নদীর পাহার।
এরে দেইখ্যা প্রাণে কান্দে অভাগিনী মার॥ ৪৩
সাঁওরে ডাকিয়া বান্ ঢেউয়ে মারে পাক্।
অভাগিনী ঘুইরা বেড়ায় কুম্ভকারের চাক॥ ৪৫
আস্‌মানেতে কাল মেঘ দেওয়ায়[২] ঢাকে ঘন।
ঘরে বান্ধা নাইসে থাকে কান্দে মায়ের মন॥ ৪৭
এই বুঝি আইসে পুত্র পালের নাও বাইয়া।
উজান চইল্লা যায় নাও মাও সে থাকে চাইয়া॥ ৪৯
এহি মতে কাইন্দারে মায়ের ছয় মাস যায়।
কোন্‌বা দেশে গেল পুত্র খবর নাই সে পায়॥ ৫১

(৪)

হায় শুন শুন সভার ভাইরে শুন দিয়া মন।
কোন্‌বা পথে গেল সাধু বাণিজ্য কারণ॥ ২
ভেড়ামনা বাইয়া সাধু উত্তরে চলিল।
শিবার বাঁক হাতের ডাইনে পড়িয়া রহিল॥ ৪
ভাগীদারে কয় উজ্জ্যাল সন্ধ্যা যে মিলায়।
চোর ডাকাইতের ভয় যাওন হইল দায়॥ ৬

---

[১] আপছোস্ = একরকম পিষ্টক।
[২] দেওয়া = মেঘ।

এইখানে বান্ধি নাও আইজরে নিশি থাকি।
অন্যজনে কইছে তবে উজ্জ্যালরে ডাকি ॥
বেবান বান্ধের [১] মাঝে যাইয়া কার্য্য নাই।
এই গেরামের বাঁকে আইজ থাক্যা যাই ॥
পারেতে হিজলী গাছ জলে পড়ে ডাল।
কাছিতে বান্ধিয়া নাও করিল সামাল ॥
আগুন আনিতে উজ্জ্যাল সাধু কোন্ কাম করে।
নাওত ছাড়িয়া সাধু উঠে বালুচরে ॥

কিছু দূরে গিয়া সাধু দেখে ডেপুরা [২] একখানি।
বৈসা আছে বুড়া মানুষ এক চক্ষে তার পানি ॥
উজ্জ্যালে দেখিয়া বুড়া ডাকিয়া আনিল।
আপনার হালচাল যত কহিতে লাগিল ॥

দুনিয়া ভেতরে বান্দার আরে ভালা আর কেউ নাই।
গ্রামেতে বসতি করে এক চাচার ভাই ॥
জোত জমা ছিল, নিছে [৩] নদীতে ভাঙ্গিয়া।
কামাই কইরা খাওয়ায় এমন নাই যে আর্জ্জনিয়া [৪] ॥
দিনের দিন মানে একবার ভাত খাই।
তবুও দিনের নাগাল দৌড়াইয়া না পাই ॥
এক কন্যা আছেরে বান্দার অন্ধের যেমন নড়ি।
কহিতে কন্যার কথা বহে চক্ষের পাণি ॥
বিয়ার হইল বচ্ছর কেমনে দিয়াম বিয়া।
এর দুঃখে যাইব আমায় কয় বর [৫] কাটিয়া ॥

এতেক বলিয়া বান্দা কান্দিতে লাগিল।
এহেন কালেতে শুন কোন কাম হইল ॥

---

[১] বেবান=বিজন, বান্ধের=নদীর তীর। [২] ডেপুরা=ছোট কুটীর
[৩] নিছে=নিয়াছে, লইয়াছে। [৪] আর্জ্জনিয়া=উপার্জ্জনকারী। [৫] বর=বর্ষ।

পানি লইয়া আয়না তবে ফিইরা আইল বাড়ী।
উডানে [১] বইয়া দেখে ভিন্ দেশী পুরুষে ॥ ৩২
লাজে রাঙ্গা হইল মুখ টান্যা ঘুরে গা।
চলিতে চাহিলে কন্যায় নাই সে উঠে পা ॥ ৩৪

উজ্জ্যাল সাধু দেখে কন্যার পরথম যৈবন।
এমত ছুরত সাধু ভাল না দেখে কখন ॥ ৩৬
দুই নয়ান দেখিয়া উজ্জ্যাল সাধু নয়ানে বুঝায়।
মাথার কেশ উবুত [২] হইয়া পড়িয়াছে পায় ॥ ৩৮
বসনে না ঢাকে অঙ্গ পড়ে খল্‌কিয়া [৩]।
কন্যারে দেখিয়া সাধুর না ধরয়ে হিয়া ॥ ৪০
দেশে আছে চাম্পার ফুল ফুট্যা থাকে গাছে।
সেও চাম্পা মৈলান হবে এই কন্যার কাছে ॥ ৪২

হায়! পরিচয় কহিল সাধু মাও বাপের নাম।
পরিচয় কথা উজ্জ্যাল কহে নিজ গ্রাম ॥ ৪৪
পরিচয় শুনিয়া বান্দা কান্দিতে লাগিল।
বয়স কালে তোমার বাপ দোস্ত যে আছিল ॥ ৪৬
বাঁপের কথা যত ইতি সাধু শুনিয়া শ্রবণে।
আরবার দেখা দিও ফিরিবার দিনে ॥ ৪৮
এই কথা কহিয়া মামুদ উজ্জ্যাল আগুনি মাগিল।
ভেউয়ায় [৪] করিয়া কন্যা আগুন আন্যা দিল ॥ ৫০
চারি চক্ষে চাওয়া চাওয়ি ভালা মন বান্ধা থুইয়া।
পূব দেশে চলে সাধু নাও ভাসাইয়া ॥ ৫২

---

[১] উডানে=আঙ্গিনায়, উঠানে। [২] উবুত=উপুড়।
[৩] খল্‌কিয়া=বাহির হইয়া। [৪] ভেউয়া=হাতা।

(৫)

গিরকর্ম্ম করে কন্যালো আলো কন্যা চক্ষে কেন পানি ।
কোন্ জনে জ্বালাইয়া গেল তোর মনের আগুনি ॥
এইমন যৈবন কন্যালো তোর যায় অকারণে ।
কাঞ্চা বয়স কালে লো ধরিয়াছে ঘুণে ॥
জ্বালাইতে সন্ধ্যার বাতি লো মনে নাই যে রয় ।
জলের ঘাটে গেলে কন্যা দূরে চাইয়া রয় ॥

কোন্ দেশ হইতে আইল নাইয়ারে নাওখানি বাইয়া ।
এই নায়েনি আইল বন্ধু অভাগীরে চাইয়া ॥
ভরায়ে কলসী কন্যা পানির ঠেকা নাই ।
ভরন্ত কলসী ঢাল্যা কেনবা জল খাও ॥
ছানের হইল বেলালো তোর গায়ে নাইলো পানি ।
শুকাইয়া হইয়াছে কন্যা চিকন কাকনী [১] ॥
মনের দুঃখু সে কেউ না বুঝতে পারে ।
এ রোগের ঔষধ নাইরে চিন্তায় যারে মারে ॥
(ঋণচিন্তা রোগচিন্তা সংসারচিন্তা দর [২] ।
যৈবনকালের পীরিতচিন্তা সকল চিন্তার বড় ॥)

উজান পানি বাইয়া বাইয়ারে সাধু পূবের মুল্‌কে যায় ।
ভাগীদার মাল্লাগণে নাওখানি বায় ॥
পাঁচ বাঁক গিয়া সাধু তবে পাল উড়াইল ।
পূবালী বয়ারে [৩] সাধু গায়ে কাঁটা দিল ॥
গায়েতে আসিল জ্বর সাধু শুইল চিন্তায় ।
দুই আঁখি বুজি সে দেখে পন্থের [৪] আয়নায় ॥

---

[১] কাকনী = কৃশ ।
[২] দর = দড়, বেশী ।
[৩] পূবালী বয়ারে = পূবের বাতাসে ।
[৪] পন্থের = পথের ।

তুই আখি চাহিলে দেখে আয়না সামনে খারা।
শয়ানে স্বপনে সাধুর নিরাল[১] আখির তারা॥ ২৪
কিসের চিন্তা কিসের রোগ দুর্জ্জন পিরিতে ধরিল।
তিন মাস বাইয়া নদী সাধু পূর্ব্বদেশে গেল॥ ২৬

আইজ ভাল কাইল মন্দ এই মতে দিন যায়।
লাভের বাণিজ্য সাধু সমূলে আড়ায়[২]।
আসলে কিনিয়া মাল ফসলে[৩] বিকায়॥ ২৯
ভাগীদারে কয় সাধু পাগল হইল।
ছয়মাস পরে উজ্জ্যাল দেশেতে ফিরিল॥ ৩১
গাঙ্গের পরে হিজল গাছ পাতায় পাতায় পানি।
এইখানে বান্ধহ নাও আজুকার নিশি॥ ৩৩
নিশিতে পোহাইল উজ্জ্যাল ভাগীদারে কয়।
আজি দিন এইখানে থাকিব নিচ্চয়॥ ৩৫
চরেতে উঠিল উজ্জ্যাল আয়নারে দেখিতে।
শূন্য ভিটা পইড়া আছে না পায় দেখিতে॥ ৩৭
পিঞ্জরা রইয়াছে খালি পক্ষী মারছে উড়া।
খুজ্যা না পায় উজ্জ্যাল সাধু হইল বেহুরা[৪]॥ ৩৯

একখানে দেখে সাধু কবরের চিন্।
ঘুরিতে ঘুরিতে সাধুর গেল ইহ দিন॥ ৪১
পাড়াপড়্শী জনে উজ্জ্যাল জিজ্ঞাসা যে করে।
দুইমাস হইল বান্দা গিয়াছে বেস্তরে[৫]॥ ৪৩
দুনিয়ার চিহ্ন তার কয়বর[৬] পইড়া আছে।
পাড়াপড়্শীর কাছে সাধু আয়নার কথা পুছে[৭]॥ ৪৫

---

১ নিরাল=নিরালা। ২ আড়ায়=হারায়। ৩ ফসলে=লোকসানে।
৪ বেহুরা=পাগল বাউরিয়া, বাউল প্রভৃতি শব্দ একই শব্দের রূপান্তর।
৫ বেস্তরে=বেহস্তে। ৬ কয়বর=কবর। ৭ পুছে=জিজ্ঞাসা করে।

কেউ জানে কেউ না জানে কেউবা কহে মন্দ।
আর দিন গেল সাধুর না গুছিল সন্দ [১] ॥ ৪৭

আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার বাড়ীতে গিয়া।
তোমার পুত্রু উজ্জ্যাল গেছে ফকির হইয়া ॥ ৪৯
আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার তোমারে জানাই।
তোমার পুত্রু উজ্জ্যাল সাধু পরাণে বাঁচ্যা নাই ॥ ৫১
আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার যদি মায়ে পুছে।
তোমার পুত্রু পূব দরিয়ায় ডুব্যা সে মইরাছে ॥ ৫৩
আর কইও আর কইওরে ভাগীদার দুক্ষিণী মায়েরে।
আর না আইব মামুদ উজ্জ্যাল চান্দের ভিটার ঘরে ॥ ৫৫

বেহুরা হইয়া সাধু ঘুরিয়া বেড়ায়।
ভিক্ষা মাগিতে সাধু উজ্জ্যাল বাড়ী বাড়ী যায় ॥ ৫৭
কেহ দেয় মুইঠের চাউল কেহ বা দেয় গালি।
কেচেরা [২] বয়সে কেন লইল ভিক্ষার ঝুলি ॥ ৫৯
কেউ বলে কারণ আছে কেউ বা বলে নাই।
এক গেরাম ছাড়িয়া সাধু অন্য গেরামে যায় ॥ ৬১
কুলের বউরে দিতে ভিক্ষা হাউরী [৩] করে মানা।
কেউ বলে এই ফকির প্রেমের দাওয়ানা [৪] ॥ ৬৩
বান্যায় চিনে সোনা রূপারে রসিকী রসিক।
তিন গাঁও ঘুরিয়া উজ্জ্যাল আইজ না পাইল ভিক ॥ ৬৫

(৬)

সন্ধ্যা গুজরিয়া [৫] যায় ঝিলিমিলি পথ।
এই গেরাম ছাড়িয়া সাধু চলিল অন্যত ॥ ২

---

[১] না গুছিল সন্দ = না ঘুচিল সন্দেহ। [২] কেচেরা = কাঁচা।
[৩] হাউরী = শাশুড়ী। [৪] দাওয়ানা = ফকির। [৫] গুজরিয়া = শেষ হইয়া।

সাঁজালের ধূমা উঠ্যা বাঁশ বনেতে উড়ে।
উইর‍্যা আইসে কাউয়া কুলী [1] আপনার বাসায়।
সন্ধ্যার আইন্ধারে গ্রামের পথ না দেখা যায়॥ ৫
আইজ থাকিয়া মামুদ উজ্জ্যাল অই না গাছের তলে।
কাইল যাইব উজ্জ্যাল সাধু ভিক্ষার কারণে॥ ৭
কিসের ভিক্ষা কিসের খাওন আয়নারে খুঁজিয়া।
ছয় মাস গেল সাধুর কান্দিয়া কান্দিয়া॥ ৯
পরের মায় ডাক্যা তারে দিনমানে খাওয়ায়।
কোন দিন পেটে দানা উপাসে বা যায়॥ ১১

(৭)

জিকির ছাড়িয়া [2] ফকিরা ভালা দেউরীর কোণে খারা রে।
আর সুজন গিরস্ত ডাক্যা কয় ত ভিক্ষা দেও সকাল করি রে॥ ২
আর ভিক্ষার না ডালা লইয়া কন্যা আরে ভিক্ষা দিতে সে আইল।
ফকিরে দেখিয়া হাতের ডালা ভূমিতে পইড়া গেল রে॥ ৪
চারি চক্ষে এক হইল ঝাইরা বয় রে পানি।
কোন্ দিন দেখ্যাছে কন্যা না যায় ভুলন রে॥ ৬

"ভিক্ষা নাই সে করি কন্যালো ভিক্ষার কার্য্য নাই রে।
তোমার লাগ্যা দেশ বিদেশ ত ঘুরিয়া বেড়াই রে॥ ৮
ছয় মাস ঘুইরা ঘুইরা জান করি হয়রাণি [3]।
সংসারের লোক কয় পাগল বেহুরা রে॥ ১০
চাউল নাই সে চাই কন্যালো কড়ি নাই সে চাই রে।
তোমার যৈবন ভিক্ষা করিলো কন্যা দেশে চইল্যা যাই রে॥" ১২

---

[1] কুলী=কোকিল। [2] জিকির ছাড়িয়া=ভগবানের বা কোন ভগবৎ-কল্প লোকের নাম ধরিয়া চীৎকার করাকে 'জিকির' ছাড়া বলে।
[3] হয়রাণি=পরিশ্রান্ত।

"মামুর বাড়ীতে আছিরে বন্ধু বাপ গেছে মারা।
ছয় মাস ধইরারে আমার কান্দন কাটি সার্ রে ॥ ১৪
পরের ঘরে পরের মাও বাপে ভাল ডাক্যা আছি বাপ মাও।
যে দেশেতে যাইবা আমারে তুমি সঙ্গে লইয়া যাও ॥" ১৬
এক যাদু মিলের ভালা পাণে আর চূণে।
আর যাদু মিলে ভালা দুই আখ্‌খির কোণে ॥ ১৮
আরে যাদু মিলেবে ভালা পরাণে পরাণে।
সংসারের সার পিরীত যে পায় সন্ধানে ॥ ২০
*পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত গলার হার।
পিরীত কইরা মইল বান্দা সফল জীবন তার ॥ ২২

[মামুর ঘরের ভাইয়ের সঙ্গে আয়নার বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়। আয়না মামুদ উজ্জ্যাল সাধুর সঙ্গে পলাইয়া যায়। উজ্জ্যাল সাধুর বাড়ীতে আসে ও উভয়ের বিবাহ হয়।]

(৮)

উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায়রে কিন্যা আন্‌ব কি।
আয়নার লাগি কিন্যা আন্‌ব আবের চিরুণী ॥ † ২
উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায়রে কোণাকুণি পথ।
আয়নার লাগি কিন্যা আন্‌ব নাক-বলাক নথ ॥ ৪
উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায়রে কিন্যা আন্‌ব কি।
আয়নার লাগ্যা কিন্যা আন্‌ব আস্‌মান তারা শাড়ী ॥ ৬
আস্‌মান তারা শাড়ী নারে মধ্যে মধ্যে ফুল।
এই শাড়ী পিন্ধিয়া কন্যা যাইব জলের ঘাটে ॥ ৮
জলের ঘাটেত যাইব কন্যা কলসী কাঁকে লইয়া।
আয়নার লাগ্যা থাক্‌ব সাধু পন্থের পানে চাইয়া ॥ ১০

---

* এই দুই ছত্র চণ্ডীদাসের একটি পদেও একটু রূপান্তরিত ভাষায় পাওয়া যায়।
† এই রকম কথা মহুয়ায় আছে। ১ম খণ্ড দেখুন।

উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায় রে কিস্তা আন্‌ব কি।
আয়নার লাগি কিস্তা আন্‌ব সাঁচিগন্ধের [1] তেল॥ ১২
পুত্রু বিয়া দিয়া মায় বউ নৈল সে কোলে।
সন্ধ্যা কালের বাত্তি যেমন ঘর পশরিয়া [2] জ্বলে॥ ১৪
মাও খুসি বইন খুসি আয়নারে পাইয়া।
আর খুসি হইল উজ্জ্যাল আয়নারে পাইয়া॥ ১৬

গিরস্তির কামে মামুদ উজ্জ্যাল মন নাই সে দিল।
পৌষ মাসে না উজ্জ্যাল সাধু জালা ফালাইল॥ ১৮
মাঘ মাসেতে সাধু জালায় দেয় পানি।
স্বুয়ামীরে খাওয়ায় আয়না ঘরুয়া মৈষের দৈ॥ ২০
মায়ত তুলিয়া রাখ্‌ছে বিন্নিধানের খৈ।
অরন্তছরন্ত [3] উজ্জ্যাল ঘামে ভিজে অঙ্গ॥ ২২
কাছেতে খাড়ইয়া আয়না গায়ে বাতাস করে।
ঠাণ্ডা নদীর পানি খাওয়ায় স্বামীরে॥ ২৪
চৈত বৈশাখ মাস এহি মতে যায়।
কামেলা লইয়া উজ্জ্যাল সাধু ক্ষেতের ধান দায় [4]॥ ২৬

গিরস্তির কর্ম্মে সারা মুখে মধুর হাসি।
স্বুয়ামীরে পাইয়া আয়না মনে বড় খুসি॥ ২৮
যৈবন ঢলিয়া পড়ে লিলুয়া বয়ারে [5]।
আস্‌মান তারা শাড়ী কন্যার ক্ষণে উড়ে পড়ে॥ ৩০

এবে দেখি মামুদ উজ্জ্যাল পাগল হইল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধুর জ্যৈষ্ঠ মাস গেল॥ ৩২

---

[1] সাঁচিগন্ধের=সুগন্ধের। [2] পশরিয়া=আলোকিত করিয়া।
[3] অরন্তছরন্ত=অতিশয় পরিশ্রান্ত। [4] দায়=কাটে।
[5] লিলুয়া বয়ারে=মৃদুমন্দ বাতাসে।

জ্যৈষ্ঠ মাস যায় দেখে গাছে পাকে আম।
এই মাসে হইয়াছে শেষ ঘর গিরস্তির কাম ॥ ৩৪
কাটিয়া নিজের হাতে স্বামীরে খাওয়ায়।
চউক আলমালাইতে [১] দেখে রজনী পোহায় ॥ ৩৬
আর একটু থাকল কন্যা বুকেতে শুইয়া।
আজুকার নিশি কেমনে গেল পোহাইয়া ॥ ৩৮

(৯)

হায় তারিয়া নাইরারে [২] ভাই দেখ জ্যৈষ্ঠ মাস গেল।
জলের যৈবন লইয়া আষাঢ় মাস আইল ॥ ২
কাঙ্খে [৩] কলসী মেঘের রাণী ফিরুন পাড়া পাড়া।
আসমানে খাড়ইয়া জমিনে ঢালে ধারা ॥ ৪
সায়র হায়র নদীরে করে কলকল।
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের জল ॥ ৬
ডুবা ডেঙ্গরা বাহিয়া মুলুক হইল তল।
আষাঢ়িয়া নয়া পানি হইয়াছে পাগল ॥ ৮
কোথা হইতে আইসেরে ঢেউ ফেনা মুখে লইয়া।
সাধুর তরণী যায় পাল উড়াইয়া ॥ ১০

ভাগীদার আইসা কয় সাধু কি কর বসিয়া।
এই ত আষাঢ় মাস আধেক যায় রে বইয়া ॥ ১২
বাণিজ্যের সময় দেখ গত হইয়া যায়।
বয়সে না করিলে আর্জ্জন পিছে হবে দায় ॥ ১৪

ভাগীদারের কথায় সাধু কোন্ কাম করে।
সুতার ডাকিয়া পানসী দোরস্ত সে করে ॥ ১৬

---

[১] আলমালাইতে = চোখের পাতা ফেলিতে না ফেলিতে, নিমেষে।

[২] হায়...নাইরারে = 'তাইরে নারে, নাইরে না!'—একটা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আনন্দসূচক কথা; ইহা তদ্রূপ উল্লাস-ই ব্যক্ত করিতেছে; অর্থাৎ দেখিতে দেখিতে আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে জ্যৈষ্ঠমাস কাটিয়া গেল।

[৩] কাঙ্খে = কাঁখে, কক্ষে।

নয়া কাষ্ঠ লাগাইয়া মারিল পাতাম [১] ।
নয়া নবীল [২] বস্ত্রে বানাইল বাদাম [৩] ॥ ১৮
হায় এহি মতে উজ্জ্যাল সাধু বাণিজ্যেতে যায় ।
মায়ের কাছেতে সাধু মাগিল বিদায় ॥ ২০
বইনের কাছেতে সাধু মাগিল বিদায় ।
আয়নার কাছেতে সাধু বিদায় হইতে যায় ॥ ২২

"আরে শুন শুন প্রাণের আয়না সুধাই তোমারে ।
বাণিজ্যের লাগিয়া যাইব দূর না দেশান্তরে ॥ ২৪
মাও আছে বহিন আছে লো তাদের নিয়া থাক ।
ছয় মাস পরে আমি আইবাম বাড়ী ।
ছয় মাস থাক তুমি হইয়া অবর [৪] নারী ॥ ২৭
আমার না মাও লো ও আয়না তোমার না শাশুরী লো ।
তারে লইয়া বঞ্চিও ছয় মাস লো ॥ ২৯
আমার না বহিনী লো ও আয়না তোমার না ননদী লো ।
তারে লইয়া বঞ্চিও ছয় মাস লো ॥ ৩১
পাড়া পড়সী আছে যত লো আয়না সবে মা ও ভাই লো ।
সব লইয়া বঞ্চিও ছয় মাস লো ॥ ৩৩
ছয় মাস পরে লো কন্যা যদি থাকে কপালে ।
পীরের পরসাদে যদি হারাধন মিলে ॥ ৩৫
তোমারে লইয়া লো কোলে হইবাম সুখী ।
ছয় মাস থাকিব আমি উড়ন চরা পাখী ॥ ৩৭
যৈবনে যৈবতী লো কন্যা না যায় পাশরা [৫] ।
এইখানে রাখিয়া গেলাম দুনয়নের তারা ॥" ৩৯

"না যাইও না যাইও রে বন্ধু দূর দেশান্তর ।
অভাগী আয়নারে লিয়া থাক আপন ঘর ॥ ৪১

---

১ পাতাম=নৌকায় লাগাইবার লোহা । ২ নবীল=নবীন । ৩ বাদাম=পা'ল ।
৪ অবর=বিরহিণী, স্বামি-বিরহিতা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা । ৫ পাশরা=বিস্মরণ ।

না যাইও না যাইও রে বন্ধু বাণিজ্যি কারণে।
বৈদেশে পাঠাইয়া বন্দে [1] থাকিব কেমনে ॥ ৪৩
চান্দ ছাড়া কাল রে নিশি দেখ সদাই যে আন্ধারা।
যৈবন কালে নারীর পতি পুষ্পের ভমরা
বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৪৫
খরদর [2] ঢেউয়ের নদীরে তাতে যৈবন তরী।
এমন কালে ছাইরা গেলে কে অইব কাণ্ডারী
বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৪৭
ভর যৈবতী নারীর বন্ধু ভাল হৃদ্‌পিঞ্জিরায় পাখী।
অসময়ে কেন যাওরে দিয়া মোরে ফাঁকি
বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৪৯
আরাকারা [3] ঢেউর নদীরে কে করে সামাল।
অখন্দে [4] ছাড়িয়া গেলে বন্ধু যৈবন হইবে কাল
বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৫১
খাই বা না খাই বন্ধুরে বুকে লইয়া থাকি।
এইমন সোনার যৈবন কেমনে ধইরা রাখি
বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৫৩
সোনা নয় রূপা নয় নয়রে পিতল কাসা।
ভাঙ্গিলে সে গড়া যায়রে পরে আছে আশা
বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৫৫
আষাঢ়িয়া পাগল পানিরে বয় রে উজান ঘাটা।
কার্ত্তিক মাসেত্তে পানি ফিরা লইব ভাটা
বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৫৭
অভাগ্যা নারীর যৈবন ধইরাছে জোয়ারে।
এই পানি ভাটাইলে দেখ আরত নাই সে ফিরে
বন্ধু যাইওনা রে ॥" ৫৯

---

১ বন্দে = বন্ধুকে। ২ খরদর = খরতর।
৩ আরাকারা = উন্মত্ত। ৪ অখন্দে = অসময়ে।

এইমতে অভাগী আয়না রোদনা করিল।
শুক্কুর বারেতে সাধু খোয়াজের [১] সিন্নি দিল ॥ ৬১
শনিবারে উজ্জ্যাল সাধু ছাড়িলেক নাও।
অভাগিনী আয়না কান্দে "আমার মাথা খাও।
বানপাকরের [২] মুখে না ধরিও নাও ॥" ৬৪

অভাগিনী আয়না কান্দে "শুন পরাণের পতি।
দেওয়ায় ডাকিলে বান্দিও নায়ের কাছি ॥" ৬৬
অভাগিনী আয়না কান্দে "আমার মাথা খাও।
রাইত নিশিথে বন্ধু না বহিও নাও ॥ ৬৮
গারুয়া ভঙ্গারের মুলুক সেই দেশে না যাইও।
ছয়মাস মধ্যে তুমি ফিরিয়া আসিও ॥ ৭০
কিবা ধন পাইবারে বন্ধু জুরাইত হিয়া।"
আয়নারে রাখিয়া সাধু বাণিজ্যেতে যায়।
অভাগী আয়নার অইল ঘরে থাকা দায় ॥ ৭৩

[এইস্থান খণ্ডিত। কিছুদিন পরে ভাগীদার ফিরিয়া আসিল। তাহারা আসিয়া বাড়ীতে খবর দিল, নৌকা ডুবি হইয়া মামুদ উজ্জ্যাল মারা গিয়াছে। বাস্তবিকই তুফানে সাধুর নৌকা মারা পড়িয়াছিল। অংশীদারগণের মধ্যেও কেহ কেহ নিখোঁজ হইয়া গিয়াছিল। যাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিল তাহারাই আসিয়া এই সংবাদ দিল এবং উহা শুনিয়া আয়না পাগল হইয়া গেল। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

পাগলের মত হইয়া আয়না বনে বনে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে একদিন এক "দয়াদার" (দয়ালু) সুজন গৃহস্থ তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যায়। তাহার সাত পুত্র অনেক খুঁজিয়া এক নদীর চরে ছয়মাসের "কাহিলাতা" (কাতর) মামুদকে পাইয়া উদ্ধার করে। আয়না স্বামী লইয়া ঘরে আসে।

---

[১] খোয়াজ—পীর দেবতা। [২] বানপাকর—বন্যা ও নদীর ঘূর্ণি।

মামুদ উজ্জ্যাল বাড়ী আসিয়া সারিয়া উঠার পর ঘর-গৃহস্থালীর কাযে মন দেয়। কিন্তু তখন গ্রাম জুড়িয়া একটা বিষম দলাদলি চলিতেছিল। সকলেই বলাবলি করিত যে আয়না অসতী। সে একা নারী ঘরের বাহির হইয়া যায়। এই ছয়মাস কোথায় ছিল কোথায় না ছিল তার কোনও খোঁজ খবর নাই। এমতাবস্থায় পাড়ার লোক আয়নাকে নিয়া ঘর-গৃহস্থালী, পান-পাঞ্চাইত (সামাজিক আচার-ব্যবহার) করিতে অস্বীকার করিল। তখন মামুদ উজ্জ্যালের মতিগতি খারাপ হইয়া যায় এবং এক নদীর চরে আয়নাকে লইয়া বাণিজ্য যাইবার ছল করিয়া তাহাকে নির্ব্বাসন দেয়।

আয়না একা স্বামিকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সেই বনে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় দৈবযোগে একদল কুরুঙ্গিয়া জাতি সেই চরে নৌকা লাগাইল।]

(১০)

হায় কুরুঙ্গিয়া এক না জাতি ভালা কহি সভার আগে।
নায় থাকে নায় বাসা ফিরে বিদেশে ॥ ২
পুরুষেরা রান্ধে বাড়ে সুখে বস্যা খায়।
ঘরের নারী তারা গাওয়ালে [১] বেড়ায় রে ॥ ৪
সজমসল্লা বিকাইয়া তারা ভালা ফিরে দেশ ও বিদেশে।
বারমাসে তের পাতি জল হাওরে ভাসে ॥ ৬
বাণিজ্যি বেসাতী যত আর দেখ মাইয়া লোকে করে।
ঢেকুরা [২] পুরুষের দল কেবল বায় সে নাও ॥ ৮
বাইতে বাইতেরে নাও নানান্ দেশেরে গেল।
দৈবযোগে ডেঙ্গার [৩] চর তামাম [৪] নৌকা লাগাইল রে ॥ ১০
"আরে ভাইরে শুকুনা কাষ্ঠের লাগ্যা আরে ভালা চরেতে
ভিড়ায় নাও।
দৈবেতে আসিয়া দেখ ভালা কন্যারে মিলায় ॥ ১২

---

[১] গাওয়ালে = গ্রামে। [২] ঢেকুরা = অকর্ম্মণ্য।
[৩] ডেঙ্গার = ডাঙ্গার। [৪] তামাম = সকল।

হায় কোন্ দেশে ঘর কন্যালো কন্যা আলো কোন্ দেশে বাড়ী।
ঘোর জঙ্গলায় বসত কেনলো হইয়া সুন্দর নারী॥"

"বাড়ী নাই ঘর নাই কপাল পুড়া আমি গো।
নির্ব্বন্ধ করিয়া আল্লা মোরে বনে পাঠাইলো গো॥
মাও নাই সে বাপ নাই সে রে আমার গর্ভ সোদরার ভাই।
পানির মুখে সেওলার মত আমি ভাসিয়া বেড়াই রে॥
যেই রে বিরক্ষের তলে যাই আরে ছায়া পাওনের আশে রে।
পত্র ছেস্থা রৌদ্র লাগে দেখ কপালের দুষে রে॥
দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায়।
গায়ের না বাতাস লাগলে আর ভালা আগুনি ঝিমায় রে॥
হায় কাল কাটারী নাইরে গলায় মারিব রে।
জমিনে নাহি যে ফাঁক থাকিবাম লুকাইয়া রে॥"

"না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যালো তুমি ধর্ম্মের ঝি।
সঙ্গেত থাকিবা কন্যা অইয়া মোর ঝি রে॥"

এক দুই বছর গেল আয়না জলেতে ভাসিয়া।
নানান দেশে যায় কন্যা সাধুর লাগিয়া রে॥
হায় এহিমত কইরা আরে ভালা তিন বছর গেল রে।
ঘুরিয়া না পাইল কন্যা হায় ভালা চান্দের ভিটার ঘর রে॥

সজমসল্লা লইয়া কন্যারে গাওয়াল কইরা ফিরে।
দুই নয়ানে জলে কন্যা পন্থ না ঠাওর [১] করে রে॥
দেশ বিদেশ সে জিজ্ঞাসা করে কন্যা কত কত জনে।
চান্দের ভিটা পাইবাম আমরা কোন বা পন্থে গেলে রে॥
কোন বা পথে যাইবাম আরে ভালা কোন বা নদী বাইয়া।
উজান যাইবাম ধরি কি যাইবাম ভাটী বাইয়া রে॥

[১] ঠাওর = টের পাওয়া।

কেউ বলে শুন্যাছি কানে, ভালা কেউ বলে নয় রে।
তিন বচ্ছর ধইরা খোঁজে কন্যা চান্দের ভিটার ঘর রে ॥
মৈষ লাইয়া যায় মৈষালরা খবর কইরা চায় রে।
তের বাঁক পানি গেলে চান্দর ভিটা ঘর রে ॥
সন্ধ্যাবেলা কুলের বউ-ঝি পরদীম[1] লাগায়।
তা সবে জিজ্ঞাসে কন্যা জানে বিবরণ :
নাও বান্ধিল সবে কন্যার কারণ রে ॥

(১১)

হায় পরভাত কালে উট্যা কন্যা ভালা কোন্ কাম করিল।
কুরুঞ্চিয়া নারীর বেশ অঙ্গেতে ধরিল ॥
আগাডুরি[2] পাটের পাছা[3] ভালা কোমরে বান্ধিয়া।
খোপাত বান্ধিল কন্যা উব্‌দা[4] করিয়া রে ॥
হায় গলায় ত পরিল কন্যা ভালা নয়া গুঞ্জির মালা রে।
মাথায় তুলিয়া লইল কন্যা বেসাতীর ছালা রে ॥
সাইর বইনি[5] কুরুঞ্চিয়ায় নারীগো আর সঙ্গে যায়।
বেসাতী করিতে তারা বাইর হইল গাওয়ালে রে ॥

হায় চান্দের ভিটায় গাছ গাছালী আর ভালা সেইমত আছে।
ডালেতে বাউই-টিয়া[6] বাসা না কইরাছে ॥
এই ঘরে থাক্যা সুন্দর আয়নারে করিলা গিরস্তালি রে।
সংসারের আশায় কন্যার আইজ পইড়াছে ছালি[7] রে ॥
আস্তে বেস্তে যায় কন্যা আরে আপনার বাড়ী রে।
থরথরি কাঁপে হিয়া আরে নাই সে চলে পাও রে ॥

---

১ পরদীম=প্রদীপ। ২ আগাডুরি=অগ্রভাগে ডোরা দেওয়া (striped)।
৩ পাটের পাছা=পাটের পাছাড়ি, এক প্রকার মোটা পাটের সাড়ী।
৪ উব্‌দা=বিপরীত, উল্টা। ৫ সাইর বইনি=সারিবদ্ধ হইয়া, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া।
৬ বাউইটিয়া=বাবুই টিয়া পাখী। ৭ ছালি=ছাই।

তিন বছর পরে দেখে কন্যা আরে ভালা আপন বাড়ী ঘর।
তিন বচ্ছর পরে দেখে কন্যা আপন সুয়ামীর মুখ ॥
হায় দুই নয়নে বহে ধারা ভালা আইঞ্চল ধুইয়া মুছে রে।
অভাগীর চক্ষের জল কেউনা চাইয়া দেখে রে ॥
উঠানের কানছায় [১] দেখে মেন্দি গাছের চারা রে।
রুইয়াছিল অভাগিনী এই মেন্দির চারা রে ॥
সেই ঘর সেই দুয়ার ভালা সকলই ত আছে রে।
লেপিয়া পুছিয়া কন্যা দুবরাজি [২] করিত রে ॥

বাউয়ের বাসা যেমন কামে নাই সে লাগে রে।
ঘর থাকিতে যেন বাইরে বন্যা ভিজে রে ॥
সেই ঘর সেই দুয়ার সেইত পইড়া আছে রে।
এই ঘরে অভাগী আয়না আর না পাইব ঠাঁই রে ॥
বিয়া কইরা মামুদ উজ্জ্যাল সুখে বন্যা খায়।
অভাগী দুষমণ [৩] আয়না কান্দিয়া বেড়ায় রে ॥
কোলেতে সুন্দর ছাওয়াল কাঞ্চা সোনা জ্বলে রে।
পুত্র কোলে লইয়া সতীন আলাঝালা [৪] করে রে ॥

হায় কার বা ঘরের সুন্দর কন্যা হায় ভালা শুনি।
কোন দৈবে কইরাছে কন্যায় এমন দুক্ষিণী রে ॥
হায় সুখের ঘর সুখের বাড়ী না রে সকল ছাড়িয়া।
নগরে বেসাতী করে ভালা কুরুঙ্গিয়া হইয়া ॥

"কার কন্যা কার ঝি না লো কন্যা আলো কেবা বাপ মাও।
মাথা খাও কন্যা আমায় দেও পরিচয় লো ॥

---

১ কানছায়=কিনারায়। ২ দুবরাজি=রাজত্ব।
৩ দুষমণ=শত্রু। ৪ আলাঝালা=আদর।

বেদিয়া-বেশিনী আয়না—২১৩ পৃঃ

হায় ভালা অনেক দিনের কথা দেখিবা না দেখি রে।
কান্দিয়া কান্দিয়া তোর লাগ্যা আমার আন্ধাইর দুই
আঁখি রে ॥" ৩৮

এইমতে কান্দন করে ভালা শাশুরী ননদী রে।
আয়নারে চক্ষের জলে ভাসে নদী নালা রে ॥ ৪০

"মাও আমার নাই বাপ আমার সে নাই।
দারুণ কপালের দোষে সকলি হারাই রে ॥ ৪২
দারুণ কপালের লেখা ঘুইরা না বেড়াই রে।
আমার লাগ্যা যে তোমরা হায় ভাল কি লাগিয়া কান্দ রে ॥ ৪৪
আমি কান্দি তোমারে আমার মায়ের মতন দেখ্যা রে।
ছোটু বেলার কথা আমার মনে ভালা পড়ে ॥ ৪৬
গায়েতে লাগের ধূলা মায় আইঞ্চালে দিত ঝাইরা রে।
কান্দিলে অভাগী মাও গো আইত দৌড়িয়া।
দেশে দেশে কাইন্দা ফিরিগো এখন কেউনা দেখে চাইয়া ॥ ৪৯
থেকান [১] খাইয়া পড়িলে জামিনে মায় তুল্যা লইত কোলে রে।
এখন রিদ্‌রে [২] বিন্‌লে ছক্তিছেল কেউনা দেখে রে ॥" ৫১

হায় ভালা বেসাতী তুলিয়া কন্যা আস্তে আস্তে যায় রে।
দুই নয়ানের পানি বইয়া ভাস্যা যায় বুক রে ॥ ৫৩

"আয়না যদি অইয়া থাক্‌ছলো কন্যা, কন্যা আলো নাই সে
যাও ফিরিয়া।
ভিক্ষা মাগিয়া খাইবাম তোহারে না লইয়া রে ॥ ৫৫
আয়না যদি অইয়া থাক্‌ছলো কন্যা আরে ভালা ঘরে ফিইরা আয়।
পান-পাঞ্চাইত [৩] ছারবাম তোর না লাগিয়া রে ॥ ৫৭

---

[১] থেকান = আছাড়। [২] রিদ্‌রে = হৃদয়ে।
[৩] পান-পাঞ্চাইত = সমাজ।

আয়না যদি অইয়া থাক্‌ছলো কন্যা আমার মাথা খাও।
অভাগীরে থুইয়া আর ভিন্‌ দেশে না যাও॥ ৫৯
আয়না যদি অইয়া থাক্‌ছলো কন্যা গিরে নাই সে কাজ।
তোরে লইয়া কর্‌বাম লো কন্যা জঙ্গলায় বসাত রে॥" ৬

হায় এহিমতে শাশুরী গো যত করিলা কান্দন।
খুলিয়া ফেলাইল কন্যা ভালা কেশের না বান্ধন রে॥ ৬৩
আর ভালা মাথার বেসাতী কন্যা জমিনে ফালাইল রে।
পাগল হইয়া কন্যা পরবেশ করে নায় রে॥ ৬৫

"ছাড় ছাড় নাও ছাড় রে বাইছা না থাক্‌ব এই দেশে।
এই দেশেতে ডাকাইতের বাসা ভালা বাইবাম আর দেশেরে॥ ৬৭

মার মার করিয়া নাও ছাড়িয়া সে দিল রে।
চান্দের না ভিটা ছাইরা মাইঝ দরিয়ায় পড়ে রে॥ ৬৯
আশা গেল বাসা গেল কিসের লাগ্যা আর বাঁচি রে।
আপন বন্ধু পর অইল কোন্‌ বা সুখে থাকি রে॥ ৭১
আপন ঘর পর অইল হায় ভালা বাচ্যা কার্য্য নাই।
এই ঘরে আয়নার নাই আঙ্গুল পাতবার ঠাই রে॥ ৭৩
মনের কথা পরাণের কথা রে আর ভালা পারিত জানিতে
বিরয়[১] বিচ্ছেদের জ্বালা না থাকিত পিরীতে॥ ৭৫

"হায়! চান্দের ভিটার পউখ-পাখালী[২] কহি যে তোমরা রে।
আমি যে আইসাছি খবর বন্দে যেন না জানে॥ ৭৭
আমি যে আইসাছি কথা না কইও বন্দেরে।
কথা যদি সুধায় রে বন্ধু কইও তাহার আগে॥ ৭৯

---

[১] বিরয়=বিরহ। [২] পউখ-পাখালী=পশুপক্ষী।

অভাগী দুষমণ আয়না তোমার লাগি জলে ডুব্যা মর্‌ছে।
হায় সুখেতে থাকবে বন্ধু পুত্রে কোলে লইয়া॥
সুখেতে থাকরে বন্ধু সতীন বুকে লইয়া।
আমি অভাগিনী দেখ্যা যাই চান্দ মুখ রে জন্মের লাগিয়া॥
হায়! এই আসা শেষ আসা রে আর ত আসা নাই।
সুখে থাক প্রাণের বন্ধু আর না কিছু চাই॥"

আষাঢ়িয়া তোরের নদীতে ঢেউয়ে ভাইস্যা যায়।
কাঞ্চা সোনার তনু জলেত ভাসায় রে॥
মাও নাই বাপ রে নাই সে নাই সোদর ভাই।
মরিলে কান্দইয়া সুহৃদ্ হারাইলে বিচরাই রে[১]॥

দিশা—কান্দে সাধু মামুদ উজ্জ্যালরে।

হায় বাতাসে কয় কাণে কাণে ভালা আস্‌মানে কয় রৈয়া।
আইল দুক্ষিণী আয়না তোহারে খুঁজিয়া॥
নয় সে কুরুঙ্গিয়ার নারীরে নয়ত সে বাদিয়া।
আইসাছিল দুক্ষিণী আয়না তোমারে খুঁজিয়া॥
পঙ্খিনী আইসাছিল বাসাতে খুঁজিয়া।
সেই মুখ সেই চউক ভালা সেইত সকল রে॥
আইসাছিল অভাগিনী তোমায় দেখ্‌ত না রে।
কেউনা পুছিল অভাগিনীরে কেউনা কইল থাক রে॥
জীল্‌কির[২] পশর[৩] আৎকা[৪] আন্ধইর হইল রে।
হায় কইবা গেল আয়না আমার কোন্‌বা পথে রে॥

যারে দেখে কাইন্দা সাধু জিজ্ঞাসা সে করে রে।
ফকির হইয়া সাধু ভালা দেশে দেশে ফিরে॥

---

১ বিচরাই রে=অনুসন্ধান করে। ২ জীল্‌কি=বিজলী।
৩ পশর=আলোক। ৪ আৎকা=হঠাৎ।

আয়নার তল্লাসে সাধু দাওয়ালেতে ঘুরে রে।
আয়নার তল্লাসে সাধু বনে বনে ঘুরে রে॥ ১০৩

হায় তারা হইল ঝিমিঝিমি রে ভালা ফুল হইল বাসি।
জন্মের লাগ্যা মায়ের পুত্র হইল বৈদেশী রে।
কান্দে সাধু মামুদ উজ্জ্যাল রে॥ ১০৫

কমল সদাগর

ভূমিকা

এটি একটি পয়ারছন্দে বিরচিত রূপকথা। যদিও এই পালার সংগ্রাহক বাবু আশুতোষ চৌধুরী মনে করেন যে, ইহার কোনও না কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তদ্রূপ অনুমান সর্ব্বৈব অমূলক; বিমাতার চক্রান্তে শিশুদের দুর্দ্দশার কাহিনী—রূপকথাসাহিত্যের এতটা যায়গা জুড়িয়া আছে যে ইহা সহজেই মনে হয় যে এই পালাটি সেই সকল রূপকথার অন্যতম। মোটামুটি বলিতে গেলে 'শীত বসন্ত' নামক যে পালাটি আমরা শৈশবে শুনিয়াছি এবং অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে কাহিনী বঙ্গের পিতামহীগণের দুর্দ্দান্ত শিশুদিগকে ভুলাইবার অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ ছিল, কমল-সদাগর সেই 'শীত বসন্তে'রই রূপান্তর। এই 'শীত বসন্ত' নামক রূপকথাটিই কাঙ্গাল হরিনাথ 'বিজয় বসন্ত' নাম দিয়া অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই আখ্যায়িকার বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই প্রতীয়মান হইবে যে পালাটি বঙ্গদেশের কত প্রিয় ও আদরের জিনিষ। হরিনাথবাবু মূলতঃ গল্পটিকে তদানীন্তন কালের শিশুদিগের পূর্ব্বশ্রুত রূপকথার সঙ্গে অনেকটা একরূপ রাখিয়াও তাঁহার নিজের কল্পনার সৃষ্টি তন্মধ্যে অনেকটা পূরিয়া দিয়াছেন। আধুনিক সভ্যজগতের নানারূপ তত্ত্ব তাঁহার রচিত পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। কাঙ্গাল হরিনাথ একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মবীর। করুণরসের চিত্রাঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত সুতরাং 'শীত বসন্তে'র প্রসঙ্গে তিনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে করুণরসের অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পুস্তকের প্রথমাংশ পাঠ করিলে কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিবেন না। প্রথমাংশ বাঙ্গলা দেশের খাঁটি প্রাণের কথা লইয়া লিখিত। কিন্তু উপসংহারে গ্রন্থকার বর্ত্তমান জগতের নানা কথার অবতারণা করিয়া খাঁটি বাংলা গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। শুধু 'বিজয় বসন্ত' নহে। 'শীত বসন্ত' নামে মুদ্রিত পুস্তকও আমরা দুই

একখানি দেখিয়াছি। সকলের বর্ণনীয় বিষয়ই এই প্রাচীন রূপকথার প্রতিপাদ্য কাহিনী।

'কমল-সদাগর' নামান্তর গ্রহণ করিলেও আমাদের সেই চিরপরিচিত গল্পটিই পালাগানের আকারে উপস্থিত হইয়াছে। পালাগানের মধ্যে 'কমল-সদাগর' 'ভিরালনি' এবং 'মাঞ্জুর মা' এই তিনটিতেই ব্যভিচারিণী পুরমহিলার বর্ণনা দেখিতে পাই। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অন্য কোথাও রমণীগণের ব্যভিচারের কথা নাই। বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যা ব্যভিচারিণী নহেন। কবি তাঁহার সহিত সুন্দরের গন্ধর্ব্ব-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া তারপরে প্রেমপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যের দুর্ব্বলা দাসী, রামায়ণের মন্থরা, শীত বসন্তের বিমাতা—ইঁহারা দুষ্ট প্রকৃতির সন্দেহ নাই; কিন্তু হিন্দুলেখকগণ নৈতিক হিসাবে পতিতা নারীর প্রতি এরূপ বিদ্বিষ্ট ছিলেন যে তাঁহারা ভ্রষ্টা-চরিত্র অঙ্কিত করিতে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইতেন। একথা আমরা মাঞ্জুর মার ভূমিকাতে একবার উল্লেখ করিয়াছি। কুচরিত্র যদি লোভনীয় করিয়া অঙ্কিত করা যায়, তবে তাহার ফল ভাল হয় না। ভিরালনির রাজকুমারী এবং কমল-সদাগরের পত্নী সোনাইয়ের চরিত্র কবিগণ এমনভাবে অঙ্কিত করেন নাই যে তাহাদের দ্বারা কোনও পাঠক লুব্ধ হইতে পারেন। ইঁহারা প্রায় সূর্পণখা জাতীয়া, প্রীতি অপেক্ষা ঘৃণাই অধিকতর আকর্ষণ করেন। একমাত্র মাঞ্জুর মা পতিত চরিত্রা হইয়াও কবির অপূর্ব্ব সদাশয়তার জন্য উজ্জ্বল রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে সবিস্তার লিখিয়াছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধিকাকে কেহই সামান্য নায়িকা মনে করেন না। রাধিকা প্রেম ও ভক্তির রূপক। সুতরাং তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সিংহাসন হইতে নামাইয়া সাংসারিক চরিত্রগুলির সঙ্গে তুল্য মূল্য দিতে অনেকেই ইচ্ছুক হইবেন না। বৈষ্ণবেরা ত নহেনই, হিন্দুমাত্রই বোধ হয় তাঁহাকে কুন্দনন্দিনী কিংবা রোহিণীর কোঠায় ফেলিয়া লাঞ্ছিত করিতে রাজী হইবেন না।

এই পালায় কোনওরূপ বিশিষ্ট কবিত্বের পরিচয় নাই। তবে মোটামুটি রূপকথাটি মন্দ হয় নাই। প্রথম দিকটা কতকটা একঘেয়ে মতন হইলেও কয়েক পরিচ্ছেদের পরেই কাহিনীটিতে যেন কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে।

যদিও কবি অশিষ্ট প্রেমপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি তিনি কোথাও রুচি ডিঙ্গাইয়া গর্হিত কোনও প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন নাই। তাঁহার ভাষায় সর্ব্বদাই একটা সংযম পরিদৃষ্ট হইতেছে। বাংলাদেশের পল্লীর খুঁটি-নাটি নানাকথায় পালাটি কৌতুকপ্রদ হইয়াছে। বাংলার বড় বড় নদী, ঝড়, তুফান, বাণিজ্য-তরীর উল্লেখ অনেক পালাগানেই আছে, এটিতেও ঐ সব বিষয়ের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। মইফুলা দাসীর চরিত্রাঙ্কনে কবি বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শেষদিকে এই দাসীর উন্মত্ত অবস্থার বর্ণনাটি বড়ই করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আশুতোষবাবু মনে করেন, চট্টগ্রামের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দামোদর দেবের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়, এই গীতিকাবর্ণিত বসন্তপুর তাহাদেরই অন্যতম। পালা-রচকেরা তাঁহাদের নিজেদের বাসস্থানের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া কাহিনীগুলির ঘটনাস্থল নিজেদের পল্লী হইতে অনতিদূরবর্ত্তী কল্পনা করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া আমরা এই ভৌগোলিক তত্ত্বকে কোনও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিতে পারি না। কমল-সদাগরের কবি তাঁহার বর্ণনার মাঝে মাঝে যেন সরলতা ঢালিয়া দিয়াছেন। সোনাইয়ের প্রতি গোবর্দ্ধনের প্রেম কিরূপ ভাবে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তৎপ্রসঙ্গে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে কবি বেশ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মোটকথা, গোবর্দ্ধন প্রথম হইতেই ঘোর পাষণ্ড ছিল না। কিন্তু দুষ্ট স্ত্রীলোকের কুহকে কিরূপে সোণা পর্য্যন্ত পিতল হইয়া যায়, গোবর্দ্ধন তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সে তাহার প্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিল। সোনাইয়ের নানারূপ বিলাস-লোলুপ চেষ্টায় সে ক্রমশঃ এরূপ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইল যে অবশেষে সে তাহার প্রভুর শিশুদিগকেও হত্যা করিতে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। একদিকে সদাগর-পত্নীর প্রবল ইন্দ্রিয়-লালসা বন্যার মত উদ্দাম স্রোতে ছুটিয়াছিল, অপরদিকে গোবর্দ্ধনের ভীত ও শঙ্কিত পদে সতর্কতার সহিত একটু একটু করিয়া অগ্রসর হওয়া, এবং পরিশেষে তাহার চূড়ান্ত অধঃপতন এরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে আমরা নিরক্ষর কৃষক কবির নিকট এতটা দক্ষতার প্রত্যাশা করি নাই।

এই পালাগানটি আশুবাবু প্রধানতঃ নবচন্দ্র ধুপি এবং আরও কয়েকজন মাঝি-গায়কের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। নবচন্দ্র একেবারে নিরক্ষর। আমি ১৯২৫ সনের ২৭শে অগষ্ট তারিখে পালাটি পাইয়াছি। ইহার শ্লোক, সংখ্যায় ৯৩২।

আমি ইহাকে উনবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

কমল সদাগরের পালা

সরস্বতীর বন্দনা

আইস মাগো সরস্বতী রৈলা কতদূর।
তোমার জাগা[১] মানি মাতা নৈদে শান্তিপুর ॥ ২
শান্তিপুরর আসন মা দিবারে ছাড়িয়া।
অধমরে কর দয়া এইখানে আহিয়া[২] ॥ ৪
ধবল আসন ধবল বসন ধবল সিঙ্গাসন[৩]।
দুধ কলা দিয়া তোমার করিব পূজন ॥ ৬
আইস মাগো সরস্বতী মোরে দাও বর।
অধমর কণ্ঠে দাও নবীন কোয়িলার[৪] স্বর ॥ ৮
আইস মাতা সরস্বতী পূজি তোমার পা।
জির্ব্বার[৫] আগায় নিত্য[৬] কর সরস্বতী মা ॥ ১০

(১)

কাঁইচা নদীর পারে জাইন্য[৭] বাসন্তী নগর।
সেই জাগাতে বসত করে কমল সদাগর ॥ ২
চক্‌মিলান্যা[৮] বাড়ী যে তার দোতালা দালান।
চতুর ধারে বাগবারিচা[৯] ছাম্‌নে ফুল বাগান ॥ ৪

---

১ জাগা = স্থান।
২ আহিয়া = আসিয়া।
৩ সিঙ্গাসন = সিংহাসন।
৪ কোয়িলার = কোকিলের।
৫ জির্ব্বার = জিহ্বার।
৬ নিত্য = নৃত্য।
৭ জাইন্য = জানিও।
৮ চকমিলান্যা = চকমিলানো।
৯ বাগবারিচা = বাগান।

সিঙ্গের দুয়ারে [১] তাহার কত রকম ঠাট।
ঘাঁডার [২] আগাত মস্ত ডিহি [৩] সাহান বাধান [৪] ঘাট ॥
পহির ভরা মাছ তাহার গোলা ভরা ধান।
জাহাজ সুলুপ [৫] কত নৌকা আর সাম্পান [৬] ॥
গোয়াইল ভরা কত তার আছে ধেয়ন [৭] গাই।
ছাগল মৈষ [৮] ভেড়া কত লেখা জোখা নাই ॥
লক্ষ্মীমাতা আসি তার জুড়িয়াছে ঘর।
আড়ি [৯] মাপি টাকা গণে কমল সদাগর ॥

ঘরে আছে লক্ষ্মী বউ সোণার পত্তিমা [১০]।
সুরঙ্গিণী নাম যে তার রূপের নাহি সীমা ॥
তাহার গুণের কথা বলিব আর কত।
খাওয়ানে দোয়ানে নারী অন্নপূন্নার [১১] মত ॥
পাড়া পরশীর মা জননী সুরঙ্গিণী নারী।
গরীব দুইখ্যা [১২] কত খায় সদাগরর বাড়ী ॥
অতিথ আর ব্রাহ্মণ আইলে [১৩] পরম যত্তন [১৪]।
পঞ্চ নেয়ামতে [১৫] করায় তারারে ভোজন ॥
শুদ্ধমতি সুরঙ্গিণী পূজা কত করে।
তাহার গুণেতে লক্ষ্মী বাঁধা আছে ঘরে ॥

---

১ সিঙ্গের দুয়ার = সিংহদ্বার। ২ ঘাঁডার = ঘাঁটার, ঘাঁটির, দরজার।
৩ ডিহি = দীঘি। ৪ সাহান বাধান = সান-বাঁধানো।
৫ সুলুপ = এক রকমের পানের জাহাজ, ইহা চট্টগ্রামে তৈয়ারী হয়।
৬ সাম্পান = চট্টগ্রামের এক রকমের জলযান। ব্রহ্মদেশ হইতে সাম্পান চট্টগ্রামে আমদানী হইয়াছে। ৭ ধেয়ন = দুগ্ধবতী।
৮ মৈষ = মহিষ। ৯ আড়ি = ধান মাপিবার বেত্রনির্ম্মিত একপ্রকার ধামা। ১৬ সেরে এক আড়ি হয়।
১০ পত্তিমা = প্রতিমা। ১১ অন্নপূন্না = অন্নপূর্ণা।
১২ দুইখ্যা = দুঃখী। ১৩ আইলে = আসিলে।
১৪ যত্তন = যতন। ১৫ পঞ্চ নেয়ামতে = পরিপাটী রূপে।

বৈশাখ মাসে তুলসীরে দিয়া থাকে ঝাড়া [১]।
জৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজে আর পূজে তারা ॥ ২৪
আষাঢ় মাসে পূজা করে মাতা বসুমতী।
শ্রাবণে মনসা পূজে আরো পড়ে পুঁথি ॥ ২৬
ভাদ্রমাসে ভদ্রকালীর কৈরে থাকে পূজা।
আশ্বিন মাসেতে পূজে দেবী দশভুজা ॥ ২৮
কার্ত্তিক মাসে আশ্বিনের পানি ভাত [২] খায়।
আগ্রাণ [৩] মাসে থাকে নারী সন্ন্যাসী সেবায় ॥ ৩০
পৌষ মাসে পূজা করে চন্দ্র হেন দেবা।
মাঘ মাসে সূর্য্য পূজে দিয়া রক্ত জবা ॥ ৩২
ফাল্গুন মাসে গোবিন্দরে দোলায় যে দোলে।
চৈত্রমাসে শিবপূজে আর সন্ন্যাস গাছ [৪] তোলে ॥ ৩৪

এই মতে সুরঙ্গিণী পূজি বার মাস।
দুই পুত্র পাইয়াছে পুরিয়াছে আশ ॥ ৩৬
চানমণি সূর্য্যমণি দুইটা কুমার।
ঘরের দুলাল তারা পরাণ বাপ ও মার ॥ ৩৮
সাত বছরের চানমণি সোন্দর [৫] বদন।
বাপ মার আদরের পুত কলিজার ধন ॥ ৪০
কোপালেতে [৬] ভাগ্যরেখা চমকে বিজুলি।
কুষ্ঠির মাঝে লেখা আছে রাজা হৈব বুলি [৭] ॥ ৪২

---

[১] ঝাড়া=জলঝারিবার মৃৎপাত্র এখানে 'ঝাড়া' দিয়া থাকে, অর্থাৎ জলসেচন করিয়া থাকে। [২] পানি ভাত=জল ভাত। [৩] অগ্রাণ=অগ্রহায়ণ।
[৪] সন্ন্যাস গাছ=চৈত্র সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস পূজা করিতে যে গাছ সন্ন্যাসী ঘুরায় তাহাকে সন্ন্যাস গাছ কহে, চড়ক বৃক্ষ। [৫] সোন্দর=সুন্দর।
[৬] কোপালেতে=কপালেতে। [৭] বুলি=বলিয়া।

পাঁচ বছরের সূর্য্যমণি সোণার পোতলা[১] ।
রাম আর লক্ষ্মণ যেমন সদাগরর পোলা[২] ॥
দাসী বান্দী আছে কত কি বলিব আর ।
সুরঙ্গিণীর গুণে হৈল সোণার সংসার ॥
মইফুলা নামে তান[৩] ছিল এক দাসী ।
চানমণি সূর্য্যমণি ডাকিতরে মাসী ॥
হাপুতা[৪] আটকুড়া সেই অল্প বসের[৫] রাড়ী[৬] ।
নতুন যৌবনর ডাকে তেলকাজলা[৭] নারী ॥

ওরে হাল্যা[৮] চাষা গাফুর[৯] কত কে করে গণন ।
ডেহেরিতে[১০] কাম করে চাকরিয়াগণ[১১] ॥
মুহুরী যে আছে এক গোবর্দ্ধন নাম ।
সদাগর ভালবাসে সোদ্দরের[১২] সমান ॥
লেখাতে পড়াতে সেই অতি বড় কা'ত[১৩] ।
তিরিশ টাকা মাহিনা নেরে আরও খায় ভাত ॥
ছুয়ানী[১৪] টেণ্ডল[১৫] আর খালাসী যে কত ।
মাসে মাসে মাহিনা নেযে টাকা শতে শত ॥
জাহাজের কামাই[১৬] আসে বছর বছর ।
ধনে জনে পূন্ন[১৭] হৈল দোমাহালার ঘর ॥

---

১ পোতলা=পুতুল । ২ পোলা=পুত্র । ৩ তান=তাঁহার ।
৪ হাপুতা=পুত্রহীন । ৫ বসের=বয়সের । ৬ রাড়ী=বিধবা ।
৭ তেলকাজলা=যৌবন-সম্পন্ন । ৮ হাল্যা=যাহারা হাল চষে ।
৯ গাফুর=চাকর, যাহারা কৃষি-সংক্রান্ত কাজ করে ।
১০ ডেহেরিতে=বাহিরের ঘরে ।
১১ চাকরিয়া=কর্ম্মচারী, গোমস্তা ইত্যাদি । ১২ সোদ্দরের=সহোদরের ।
১৩ কা'ত=কায়স্থ, লেখা পড়াতে খুব ভাল, কায়স্থর মত দক্ষ ।
১৪ ছুয়ানী=কর্ণধার । ১৫ টেণ্ডল=জাহাজের কর্ম্মচারী ।
১৬ কামাই=রোজগার । ১৭ পূন্ন=পূর্ণ ।

চানকোয়াল্যা [১] সদাগরর কন [২] অভাব নাই।
সুগে [৩] আছে সোণার থালত দুধে ভাতে খাই ॥ ৬২

(২)

আষাঢ় মাসে বান হৈল গাঙর [৪] মাঝে ঢল [৫]।
পহির [৬] বিল ভাসি গেল হৈল জলস্থল [৭] ॥ ২
চুল ছিড়া হোত [৮] পড়িল কাঁইচা খালর পরে।
আঁয়াশ [৯] কানা করিয়ারে অঝোরে ঝড় [১০] ঝরে ॥ ৪
আষাঢ়িয়া সন্ধ্যায় সেই সুরঙ্গিণী নারী।
সোয়ামীর [১১] নিকটে যাইয়া কৈল তড়াতড়ি ॥ ৬
"কালুকা [১২] রাতুয়া [১৩] আমার গায়ত [১৪] উট্টে জ্বর।
বুগর [১৫] মাঝে কিযে আমার করে ধড়ফড় ॥ ৮
মাথার কামড়ি উট্টে রহিতে ন পারি।
আমারে লইতে আইস্‌্যে [১৬]—যাইব যমর বাড়ী ॥ ১০
দোন যাদু [১৭] রৈল আমার দেখিও তারারে।
বুগের [১৮] কলিজা খোসাই [১৯] দিগেলুম [২০] তোমারে ॥" ১২

সদাগর উডি বলে—"বকিও না আর।
তুমি ন থাকিলে আমার সংসার আঁধার ॥ ১৪

---

[১] চানকোয়াল্যা=চাঁদ-কপালিয়া, যাহার কপালে চন্দ্র আছে অর্থাৎ ভাগ্যবান্।
[২] কন=কোনো। [৩] সুগে=সুখে। [৪] গাঙর=নদীর।
[৫] ঢল=বন্যার জলে নদীর জল বৃদ্ধিকে ঢল বলে। [৬] পহির=পুষ্করিণী।
[৭] জলস্থল=জলপূর্ণ একাকার। [৮] হোত=স্রোত।
[৯] আঁয়াশ=আকাশ। [১০] ঝড়=এখানে বৃষ্টি। আকাশ যেন কাণা (অন্ধ) হইয়া অঝরে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল। [১১] সোয়ামী=স্বামী।
[১২] কালুকা=গত কাল। [১৩] রাতুয়া=রাত্রিতে। [১৪] গায়ত=গায়ে।
[১৫] বুগর=বুকের। [১৬] আইস্‌্যে=আসিয়াছে। [১৭] দোন যাদু=দুই পুত্র।
[১৮] বুগের=বুকের। [১৯] খোসাই=খসাইয়া। [২০] দিগেলুম=দিয়া গেলাম

ভালা হৈয়া যাইবা তুমি ভাব অকারণ।
অভাবনা ন ভাবিও ভালা কর মন॥”

ওরে কিবা ছোট কিবা বড় যমে কি আর মানে।
আয়ুশেষ হৈলেরে ভাই রশি ধরি টানে॥
পিঞ্জারাতে শুয়া[১] ঘুরে মায়ার কল কারখানা।
একদিন ফুরাইবে ভোবের[২] আনাযানা[৩]॥
তিনদিনের জ্বরের ভাই কি বলিব আর।
সুরঙ্গিণী মরি যারগৈ[৪] উডিল[৫] হাহাকার॥

মরিবার আগে নারী কি কাম করিল।
মইফুলার হাতত ধরি কহিতে লাগিল॥
“দোন যাদু রৈল আমার দেখিস তারারে।
মা বলিতে কন[৬] রহিল তারার এ সংসারে॥
ক্ষুধার কালে ভাত দিবি তিরিষাতে[৭] পানি।
দুঃখর কালে মায়ের মতন বুগত লৈবি টানি॥”
তারপরেতে সদাগরর মুখরমিক্যা[৮] চাই।
কষ্টে সিষ্টে বলে নারী—“এখন তবে যাই॥”

সদাগর বলে—“তুমি কেনে এমন হৈলা।”
সুরঙ্গিণী নারী কেবল চোগর জল ছাড়িলা॥
চোগর জল ছাড়ি নারী হইলা আমাত[৯]।
কমল সদাগর তখন মাথাত দিল হাত॥

---

১ শুয়া=প্রাণ।
২ ভোবের=ভবের।
৩ আনাযানা=আসা যাওয়া।
৪ মরি যারগৈ=মরিয়া যাইতেছে।
৫ উডিল=উঠিল।
৬ কন=কে।
৭ তিরিষাতে=তৃষ্ণাতে।
৮ মিক্যা=দিকে।
৯ আমাত=শব্দহীন।

ভোজর বাজি এ সংসার কেবল মিছা মায়া।
মনুরা [1] উড়িয়া গেল পড়ি রৈল কায়া॥
সুগর কালে দুঃখ্খ আসি করিল নৈরাশ [2]।
রঙ্গের বাতি নিপাই [3] দিল আসি কাল বাতাস॥
সুরঙ্গিণীর লাগি কাঁদে কমল সদাগর।
চানমণি সূর্য্যমণি কাঁদিল বিস্তর॥

কাঁদিয়া যে সদাগর কহিতে লাগিলা।
"চান সূর্য্য দোন যাদু কার হাতে দিলা॥
তুমি ছাড়া কনে [4] লৈব কোলে মায়া করি।
মিছা আমার ধনদৌলত মিছা সদাগরী॥
মিছা আমার দোমাহালা মিছা বাড়ী ঘর।"
মাথা কুডি কুডি [5] কাঁদে কমল সদাগর॥

"শূন্য রৈল ফুল বিছানা শূন্য রৈল পুরী।
লেব [6] তোষক খাট পালঙ্গ রৈল শূন্য পড়ি॥
কেবা আমার করি দিব ফুলের বিছান [7]।
আর কেবা আনি দিব বাট্টা ভরা পান॥"

সতী নারীর মরণ কথা যখন রাষ্ট [8] হৈল।
হু হু শব্দে পাড়াপরশী কাঁদিয়া উঠিল॥
মইফুলা দাসী কাঁদে হৈয়া বেয়াকুল।
ধূলায় পড়িয়া রৈল না বাঁধিল চুল॥
খাল্যা বুকে সদাগর রৈল খাল্যা ঘরে।
তাহার কাঁদনে ভাইরে গাছর পাতা ঝড়ে॥

---

[1] মনুরা=প্রাণ; কোন কোন স্থলে "মনুরায়" প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অর্থ মানব—এখানে আত্মা।

[2] নৈরাশ=নিরাশ। [3] নিপাই=নিবাইয়া। [4] কনে=কে।

[5] কুডি=কুটিয়া। [6] লেব=লেপ।

[7] বিছান=বিছানা। [8] রাষ্ট=রাষ্ট্র।

নিবিল চিতার আগুন নিবিলরে হায়।
তুষের আগুন শোক পরাণ দহি যায়॥ ৫৮

সুরঙ্গিণী নারীর হৈল চন্দন ধেনু কর্ম্ম।
আলকরথে স্বর্গে গেল ধন্য নারী জন্ম॥ ৬০
বহুত পণ্ডিত আইল বাসন্তী নগর।
রূপার কলসী পাইল দক্ষিণা মোহর॥ ৬২
ব্রাহ্মণ সজ্জন খাইল দেশবাসী কত।
গরীব দুইখ্যা [১] খাইল আর রাউয়া [২] শত শত॥ ৬৪

(৩)

তারপরে কি হইল শুন সভাজন।
বছরের মধ্যে হৈল বহুত অঘটন॥ ২
কালা পান্যায় মারা পৈল জাহাজ একখান।
সদাগরী কারবারেতে পড়িল লোক্‌সান॥ ৪
টাকা পৈসা জানিবা ভাই জোয়ারের জল।
খেনে [৩] আসে খেনে যায় ভাগ্য একটা কল॥ ৬
কমল সদাগরর ছিল চাকরিয়া [৪] যত।
বোচ্‌কাসিদ্ধি [৫] করিল রে যে যাহার মত॥ ৮

একদিন মনে মনে চিন্তি গোবর্দ্ধন।
সদাগরর ছাম্‌নে আসি দিল দরশন॥ ১০
গোবর্দ্ধন যাইয়া বলে সদাগরর কাছে।
"বিয়া না করিলে বড় দুঃখ হবে পাছে॥" ১২

---

[১] দুইখ্যা=দুঃখী। [২] রাউয়া=রবাহুত।
[৩] খেনে=ক্ষণে। [৪] চাকরিয়া=কর্ম্মচারী।
[৫] বোচ্‌কাসিদ্ধি=উদ্দেশ্য সংসাধন।

সদাগর বলে—"তুমি কহ কিবা কথা।
চানমণির সূর্য্যমণির কে বুঝিবে বেথা[১] ॥ ৪
জাহাজ ডুবিল আমার হৈলাম লক্ষ্মীছাড়া।
ওরে ভাঙা বুক আর আমার ন লইব যোড়া ॥" ১৬

গোবর্দ্ধন বলে—"আমি কি বলিব আর।
ছারখার হৈয়া যায় রে সোণার সংসার ॥ ১৮
লাখর[২] সদাগরী যায় সাগরে ভাসিয়া।
আমরা সকলে বলি করন আর এক বিয়া ॥ ২০
ঘরর লক্ষ্মী আনি আবার থির[৩] করন মন।
আজ্ঞা দেয়ন বিয়ার লাগি করি আয়োজন ॥" ২২

এইরূপে পাড়াপরশী বুঝাইতে বুঝাইতে।
বিয়ার কথা সদাগর লাগিল ভাবিতে ॥ ২৪
মানুষের মনরে জাইন্য[৪] কচুপাতার জল।
লাড়াচাড়া[৫] খাইলে ভাইরে করে টলমল ॥ ২৬
তারপরেতে সদাগর ভাবিয়া চিন্তিয়া।
মনের ভাব জানাইল করিবারে বিয়া ॥ ২৮
কমল সদাগর রাজি হইল যখন।
চারিদিগে হৈতে লাগিল বিয়ার আয়োজন ॥ ৩০

গোবর্দ্ধন ধর্ম্মপুর গেরামেতে যাইয়া।
বিয়ার ঠিক করিয়া আইল ধর্ম্মমণির মাইয়া[৬] ॥ ৩২
সোনাই মাইয়ার নাম রূপে চমৎকার।
বিয়া সাদি হৈয়া গেল কি বলিব আর ॥ ৩৪

---

১ বেথা=ব্যথা। ২ লাখর=লক্ষ লক্ষ টাকার।
৩ থির=স্থির। ৪ জাইন্য=জানিও।
৫ লাড়াচাড়া=নাড়াচাড়া। ৬ মাইয়া=কন্যা।

কি বলিব আর ভাইরে বিধির লিখন।
সদাগর ন পাইল সোনাই কন্যার মন॥
শোকাতুর সদাগর নাহি রঙ্গ রস।
উডন্ত বসের [১] সোনাইর পরাণ অবশ॥
চৌখে [২] তার ঝিলিমিলি মুখে প্রেমহাসি।
প্রেমদরিয়ার মাঝে চলিয়াছে ভাসি॥
প্রেমের কাণ্ডারী তার বাহিছে উজান।
যৌবন জোয়ারে সোনাইর নাচিছে পরাণ॥

এইরূপে কয় মাস গত হৈয়া গেল।
কমল সদাগর অতি দুঃখেতে পড়িল॥
টাকা পৈসা সব তার হৈলরে ছারখার।
লক্ষ্মী দেবী চলি গেলগৈ [৩] দেখি অনাচার॥
দশখানি স্লুপ তার ধানর বোঝাই লৈয়া।
বাইশায় [৪] তুয়ানে [৫] পড়ি গেল যে ডুপিয়া [৬]॥
ধন গেল মান গেল ইজ্জত আবরু [৭]।
শীতলায় [৮] মারা গেল গোয়াইলের গরু॥
গোলার ধান চোরে নিল ক্ষেতর [৯] ধান বানে [১০]।
কমল সদাগর হায়রে পড়িল ভাডার [১১] টানে॥

তারপরে কি হইল কহিয়া জানাই।
সোনাই উতলা হইল গোবর্দ্ধনর লাই [১২]॥
দেখিতে সোন্দর [১৩] যুবা মাঝিলা [১৪] বয়স।
হাসিখুসি মুখ তার গায়ে আছে রস॥

---

১ উডন্ত বসের=উঠন্ত বয়সের। ২ চৌখে=চক্ষে।
৩ গেলগৈ=চলিয়া গেল। ৪ বাইশায়=বর্ষাকালের।
৫ তুয়ানে=তুফানে। ৬ ডুপিয়া=ডুবিয়া। ৭ আবরু=পর্দা।
৮ শীতলায়='মা শীতলার কৃপায়' অর্থাৎ বসন্ত-রোগে।
৯ ক্ষেতর=ক্ষেত্রের। ১০ বানে=বন্যায়। ১১ ভাডার=ভাটার।
১২ লাই=জন্য। ১৩ সোন্দর=সুন্দর। ১৪ মাঝিলা=মধ্যম।

নতুন প্রেমের জ্বালা বিচার না করে।
যার সনে মজেরে মন তারে সপি দে'রে ॥

একদিন সোনাই বউ কি কাম করিল।
গোবর্দ্ধনে নিরালয়ে ডাকিয়া আনিল ॥
বলিল সোনাই বউ গোবর্দ্ধনের কাছে।
"তোমার নিকটে আমার এক কথা আছে ॥
বাপের বাড়ীতে আমি ছিলাম বড় সুখে।
আনিয়া এখানে তুমি ফেলাইলা দুঃখে ॥
কাঁটার উপরে কাঁটা কেমনেতে সহি।
মনের আগুনে আমি দিন-রাইত [১] দহি ॥
আগুনের কুণ্ডে তুমি ফেলাইছ আমারে।
আমার যাতনা তুমি দেখে দেখনারে ॥
আমার বলিতে কেহ এইখানেতে নাই।
কেমনে বলনা আমি আগুন নিপাই [২] ॥"

কথা না বলিতে সোনাইর দুই চৌখ [৩] লড়ে।
চৌখের ঠমকে হায়রে পরাণ কাড়ি নেরে ॥
গোবর্দ্ধন দেখিয়ারে হইল অবাক।
বুঝিতে পারিল সেই সোনাই কন্যার ভাব ॥
বুঝিতে পারিল সেই সোনাই কন্যার মন।
কিছু না বলিয়া চলি গেল গোবর্দ্ধন ॥
আরপরে কন [৪] কাম করিল সোনাই।
গোবর্দ্ধনের কাছে পত্র দিলরে পাঠাই ॥
প্রথমে লিখিছে পত্রে 'প্রাণনাথ' বুলি।
তারপর মনর কথা লিখিয়াছে খুলি ॥

---

১ রাইত = রাত্রিতে। ২ নিপাই = নির্ব্বাপিত করি।
৩ চৌখ = চক্ষু। ৪ কন = কোন্।

লিখিছে সোনাই কৈন্যা—“শুন দিয়া মন।
তোমার লাগিয়া মোর মন উচাটন ॥
দয়া করি তুমি একবার চাইবা আমার পানে।
তোমারে বাঁধিয়া নিব আমার পরাণে ॥
সদাগর শুকা [১] কাঠ মাদার [২] লাকরি।
রসের আনটনে [৩] আমি শুকাইয়া মরি ॥
আমার যা আছে সকল কৈল্লাম তোমায় দান।
তুমি আমার ধরম করম তুমি আমার প্রাণ ॥
দিন রাইত [৪] জ্বলি আমি থির [৫] নহে মন।
জল দিয়া কর তুমি অগ্নি নির্ব্বাপণ ॥
চাতক ফুকারে যেমন নব মেঘ বিনে।
তোমার লাগিয়া তেমন কাঁদি রাইতে দিনে ॥
জল বিনে মৎস্য যেমন ছট্‌ফট্‌ করে।
তেমনি পড়িয়া থাকি আমি তোমার তরে ॥
কোয়িলা [৬] পাখীর মত সদাই কুহরি।
তোমার কাছে উর্কা [৭] দিতে আমি ইচ্ছা করি ॥”

নিরালায় বসি পত্র পড়ি গোবর্দ্ধন।
অধীর হইল হায়রে পাগল হৈল মন ॥
তেতুল লাড়িলে [৮] কেহ মুখর কাছে আনি।
কেমনে সম্বরি হায়রে রাখে জির্ব্বার [৯] পানি ॥
গোবর্দ্ধন ভুলি গেলগৈ [১০] নিমকের গুণ।
ভিতরে গুজরি [১১] তার উঠিল আগুন ॥

---

[১] শুকা=শুক্‌না। [২] মাদার=মান্দার একরূপ কাঁটার গাছ।
[৩] আনটনে=অভাবে। [৪] রাইত=রাত্রি। [৫] থির=স্থির।
[৬] কোয়িলা=কোকিল। [৭] উর্কা=উড়ন, উড়িয়া যাইতে।
[৮] লাড়িলে=নাড়া দিলে। [৯] জির্ব্বার=জিহ্বার।
[১০] গেলগৈ=গেল। [১১] গুজরি=হুঙ্কারি।

ভালামন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না কৈরে।
গোবর্দ্ধন ডুম্ব[১] দিল সোনাইর প্রেম সাগরে ॥ ১০৪
এইরূপে এই গতিকে কয়মাস যায়।
কেঁড়া[২] দূর করিতে তারা চিন্তিল উপায় ॥ ১০৬

(৪)

এক দিন সন্ধ্যাকালে সদাগরে ডাকি।
কাঁদিয়া কহিল সোনাই ছলছল আঁখি ॥ ২
"লাখর[৩] সদাগরী যায় সাগরে ভাসিয়া।
দিনরাইত[৪] ভাব্‌না ভাবি ঘরেতে বসিয়া ॥ ৪
টাকা পৈসা লুডি[৫] খায় চাকরিয়া গণ।
দোন যাদু কি খাইব ভাবি সর্ব্বক্ষণ ॥ ৬
ধনমান বিত্তি-বেসাইত[৬] কিছু না রহিলে।
কেম্‌নে খাইব মোরা চলিব শেষকালে ॥ ৮

সোনাই বউএর কথা শুনি কমল সদাগর।
মাথাত হাত দিয়া হায়রে ভাবিল বিস্তর ॥ ১০
ভাবিয়া যে সদাগর বাহিরে আসিল।
গোবর্দ্ধনে ডাকিয়ারে কহিতে লাগিল ॥ ১২

"শুন শুন গোবর্দ্ধন বলি যে তোমারে।
কালুকা সকালে যাইয়ম বাণিজ কামাইবারে ॥ ১৪

---

১ ডুম্ব=ডুব।
২ কেঁড়া=কাঁটা।
৩ লাখর=লক্ষ লক্ষ টাকার।
৪ রাইত=রাত্রিতে।
৫ লুডি=লুঠিয়া।
৬ বিত্তি বেসাইত=ধনসম্পত্তি।

ডিঙ্গা সাজাইতে তুমি কর আয়োজন।
ছুয়ানী [১] টেণ্ডল [২] আদি ডাক সর্ব্বজন॥”

তারপর কাঁদিয়ারে বলে সদাগর।
“বাড়ীঘর দিলাম ভাইরে তোমার উপর॥
দোন যাদু রৈল আমার দেখিও তারারে।
মাও নাই বাপ ছাড়া হৈল এ সংসারে॥”

তারপরে সদাগর কি কাম করিল।
মইফুলা দাসী বুলি [৩] ডাকিয়া উঠিল॥
মইফুলা দাসী আসি হইল হাজির।
সদাগর বলে—“হইলাম ঘরের বাহির॥
আমিত চলিয়া যাই বাণিজ কামাইবারে [৪]।
দোন যাদু রৈল আমার দেখিও তারারে।”
পাড়া পরশী সবার কাছে মাঙ্গিয়া [৫] বিদায়।
কমল সদাগর সোয়ার হইল ডিঙ্গায়॥

পাইক [৬] মাঝি যত আছে ছুয়ানী বলাবল [৭]।
বদর সুমারী [৮] তোলে জাহাজের লঙ্গর [৯]॥
বাও বাও [১০] বুলি যখন নাগেরায় [১১] দিল বাড়ি।
কাণ্ডারী এ ধৈল্ল কাণ্ডার বাইশা [১২] দিল ছাড়ি॥

---

[১] ছুয়ানী=কর্ণধার। [২] টেণ্ডল=জাহাজের একরকম কর্ম্মচারী।
[৩] বুলি=বলিয়া। [৪] বাণিজ কামাইবারে=বাণিজ্যে রোজগারের জন্য।
[৫] মাঙ্গিয়া=মাগিয়া। [৬] পাইক=খালাসী।
[৭] বলাবল=শক্তিমান। [৮] বদর সুমারী=পির বুদরের দোহাই দিয়া।
[৯] লঙ্গর=নঙ্গর। [১০] বাও বাও=বাহিয়া চল।
[১১] নাগেরায়=কাড়া-নাকড়া, ঢাক-বিশেষ। [১২] বাইশা=নৌকাযাত্রা।

এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক বাহিল।
চারি বাঁকর মধ্যে ডিঙ্গা কালা পান্থায় পৈল ॥ ৩৪
সদাগর চলি গেলগৈ বাণিজ্য কামাইবারে।
গোবর্দ্ধন পাড়ি দিল সোনাইর প্রেম সাগরে ॥ ৩৬

(৫)

শুন শুন সভাজন পরে কি হইল।
চানমণির সূর্য্যমণির বহুত দুঃখ হৈল ॥ ২
কেমন করিয়া ভাইরে সে কথা জানাই।
যত দুঃখ দিল অরে দারুণী সাতাই ॥ ৪
কি কইয়ম রে দুঃখের কথা সাতাইএর জ্বালা।
সাতাই মারে মা ডাকিলে মুখ্‌খান করে কালা ॥ ৬
ক্ষুধার কালে ভাত চাহিলে কি বলিব ভাই।
চৌখ ঘুরাইয়া বকে দারুণী সাতাই ॥ ৮

দোন যাদুর দুঃখ ওরে কি করি বর্ণন।
পোড়া ভাত আর বাসী তরকারী করয় ভোজন ॥ ১০
শুকাইয়া গেল তারার সোনা মুখ খানি।
তারার কাঁদনে পাষাণ হৈয়া যায় পানি ॥ ১২
কোথায় তারার মা জননী কোথায় বাপধন।
দিন রাইত দোন যাদু করয় রোদন ॥ ১৪
/মাছে চিনে গভীন পানি, পানি এ চিনে ধার[১]।
মায়ে জানে পুতের বেদন যার গর্ভে সার ॥ ১৬
কাষ্ঠ বর্ণ হৈয়ে তারা অন্ন ন খাইয়া।
দোন ভাই কাঁদে সদাই ক্ষুধায় জ্বলিয়া ॥ ১৮

চানমণি বলে একদিন—"সূর্য্যমণি ভাই।
জ্বালাত আর সহ্য ন যায় মরি যাইতাম চাই ॥" ২০

---

[১] ধার=পাড়।

সূর্য্যমণি বলে—"ভাইরে জানিও নির্চয় [১] ।
তুমি আগে মরি গেলে মনে বুইঝত [২] নয় ॥ ২২
চানমণি বলে—"চল সূর্য্যমণি ভাই ।
পশারী দোকানে যাইয়া হরিণা বিষ খাই ॥ ২৪
কেহর লাগি কেহ নাহি করিব রোদন ।
এক সঙ্গে দোন ভাইএর হইব মরণ ॥" ২৬

(৬)

এই দিকে কি হইল শুন সভাজন ।
কাজল কোটার ঘরে সোনাই করিছে শয়ন ॥ ২
রাত্র নিশাকালে সোনাই স্বপন দেখিল ।
স্বপন দেখিয়া উডি [৩] ভাবিতে লাগিল ॥ ৪

স্বপন দেখিল সোনাই বড় চমৎকার ।
'রাজা হৈয়া গেইয়ে [৪] আরে দুইটা কুমার ॥ ৬
গোবর্দ্ধনের গলার মাঝে পড়িয়াছে ফাঁসি ।
ছাড়াইয়া দিল তারে সুরঙ্গিণী আসি ॥ ৮

স্বপন দেখিয়া সোনাই কি কাম করিল ।
গোবর্দ্ধনে ডাকিয়ারে বলিতে লাগিল ॥ ১০
"চানমণি সূর্য্যমণির পরাণ যদি রয় ।
সুখ না হইব আমার জানিও নির্চয় ॥ ১২
শুনহ পরাণের বঁধু বলিগো তোমারে ।
পরাণে মারিতে হবে দুইটা কুমারে ॥" ১৪

সোনাই আর গোবর্দ্ধনে কি করিল হায় ।
দোন যাদুর পরাণ লৈতে চিন্তিল উপায় ॥ ১৬

---

[১] নির্চয় = নিশ্চয় । [২] বুইঝত = বুঝিত ।
[৩] উডি = উঠিয়া । [৪] গেইয়ে = গিয়াছে ।

উপায় চিন্তিয়া সোনাই মইফুলারে ডাকি ।
কহিল মনের কথা জলজলা [১] আঁখি ॥
পেট পাখালি [২] সব মইফুলারে বুলি [৩] ।
গলার হার মইফুলার হাতত [৪] দিল তুলি ॥
গিরার [৫] মাঝে তুলি দিল দুইটা মোহর ।
অগ্নিপাটর সাড়ি দিল দেখিতে সোন্দর ॥

ডাকিয়া কহিল পরে—“শুন মইফুলা ।
আজি হৈতে তুমি আমার সখী যে হইলা ॥
দাসী বান্দী রৈল তোমার তুমি ঠাকুরাণী ।
ফরমাইস যোগাইব তোমার মনমত আনি ॥”

তারপরেতে মইফুলার গালত হাত দিয়া ।
সোনাই বলে—“দিয়ম আমি তোমার আর এক বিয়া ॥
নতুন যৌবন তোমার মধুভরা ফুল ।
খাইতে ফুলের মধু ভোমরা আকুল ॥
কেঁডা [৬] দূর করি সুখী করিবা আমারে ।
তোমার ঘর বাঁধি দিয়ম ডিহির [৭] দহিন [৮] পারে ॥
মনের মতন নাগর তোমায় জোটাই [৯] দিয়ম আমি ।
দাসীপনা ছাড়ি তুমি হৈবা রাজরাণী ॥
চানমণি সূর্য্যমণি দুইটা কুমার ।
হতিনের [১০] পুত্র তারা শত্তুর আমার ॥
বাঁচিয়া থাকিলে তারা আমার সুখ নাই ।”
এহা [১১] বুলি [১২] কত খেদ করিল সোনাই ॥

---

১ জলজলা=অশ্রুপূর্ণ । ২ পাখালি=প্রক্ষালন করিয়া ।
৩ বুলি=বলিয়া । ৪ হাতত=হাতে ।
৫ গিরা=গিরো, কাপড়ের গিঁঠ । ৬ কেঁডা=কাঁটা ।
৭ ডিহির=দীঘির । ৮ দহিণ=দক্ষিণ । ৯ জোটাই=যোগাড় ।
১০ হতিনের=সতীনের । ১১ এহা=ইহা । ১২ বুলি=বলিয়া ।

তারপরেতে মইফুলার কানে কানে কয়।
কেঁড়া দূর তুমি আমার করিবা নির্চয় ॥
সোনাই বউএর শেষ কথা যখন শুনিল।
চোগর [১] জল মইফুলা আঞ্চলে মুছিল ॥
দেখিয়া সোনাই বউ করিল কেমন।
পরখ [২] করিয়া দেখে মইফুলার মন ॥

"শুন শুন মইফুলা বলি যে তোমারে।
বড় ভালবাসি আমি দুইটা কুমারে ॥
আমার পেটে না হইলেও আমার পুত তারা।
এ সংসারে কন আছে মোর, দোন যাদু ছাড়া ॥
তারা যদি বাঁচি থাকে পাইব হাতর পানি।
তোমার মন পরখ করি দেখিলাম আমি ॥
ভালা কার চাইবা তুমি দোন যাদুর পানে।
দুঃখ যেন না পায় তারা খায়নে পিয়নে [৩] ॥
সংসারের যত বলাই আমার মাথাত দিয়া।
সদাগর বিদেশের মাঝে গেইয়ে [৪] যে চলিয়া ॥
অয়স্বর [৫] নাই আমার দেখিতে তারারে।
দোন যাদু মনে মনে কি ভাবের আমারে ॥
থিল [৬] দুহুরে [৭] বসি যখন ভাতর গরাস [৮] খাই।
মনে মনে ভাবি তারার মা জননী নাই ॥
নীচের মিক্যা [৯] ন যায় গরাস পরাণ কেমন করে।
ওরে দোন যাদুর চাঁদমুখ আমার মনে পড়ে ॥"

---

[১] চোগর = চক্ষের। [২] পরখ = পরীক্ষা।
[৩] খায়নে পিয়নে = খাওনে ও পরনে (পিন্ধনে)।
[৪] গেইয়ে = গিয়াছে। [৫] অয়স্বর = অবসর।
[৬] থিল্ = ঠিক, স্থির। [৭] দুহুরে = দ্বিপ্রহরে।
[৮] গরাস = গ্রাস। [৯] মিক্যা = দিকে।

নানা কথা বলিয়ারে সোনাই দিল ফাঁকি।
মইফুলা দাসী বুঝিল তাহার চালাকি॥ ৬২

(৭)

মাণিক নামেতে এক লুচ্চার সর্দ্দার।
সেইত গেরামে [১] আছিল বড় দুরাচার॥ ২
বাঁকা টেড়ি কাডিয়ারে [২] ঘুরিত সদাই।
শুন শুন সভাজন তার কথা জানাই॥ ৪

বরখি [৩] বাহিত বেটা দিনের দুহুরে [৪]।
পহিরে [৫] পহিরে বেটা বেড়াইত ঘুরে॥ ৬
জল ভরিতে আসে যখন কুলর বধূগণ।
মাণিক বেটা শিস্ দিয়া বুঝি নিত মন॥ ৮
মাছের খোঁডে কানা দাইর‍্স্যা চুনাপুডি সার।
কত পরাণ গাঁথা পৈড়্‌ত আসল খোঁডে তার [৬]॥ ১০

একদিন গোবর্দ্ধন কি কাম করিল।
মাণিকরে সদাগরর বাড়ীতে ডাকিল॥ ১২
ভালামতে সোনাইর সাথে যুক্তি করিয়ারে।
দরোয়ানের চাকরি দিল মাণিক লুচ্চারে [৭]॥ ১৪
দুই সিন্ধা খায় বেটা সদাগরর বাড়ী।
সাপের মত বশ তারে কৈল্ল সোনাই নারী॥ ১৬
মইফুলার ঘরর কাছে বাসা দিল তার।
আঁয়াশের [৮] চান হাতে পৈল মাণিক লুচ্চার॥ ১৮

---

[১] গেরামে=গ্রামে। [২] কাডিয়ারে=কাটিয়া। [৩] বরখি=বড়শী।
[৪] দুহুরে=দ্বিপ্রহরে। [৫] পহিরে=পুষ্করিণীতে।
[৬] খোঁডে=মৎস্য ধরিবার বর্শীতে শুধু চুনা পুটি ও ছোট ছোট মাছ ধরা দিত, কিন্তু তাহার আসল বর্শীতে কত রমণীর প্রাণ গাঁথা পড়িত।
[৭] লুচ্চা=বদমাইস্। [৮] আঁয়াশের=আকাশের।

তেলকাজলা [১] মইফুলার যৌবন ভরপুর।
তারে দেখি মাণিকের মন ন মানে সবুর ॥
এক নিশাকালে মাণিক কিনা কাম করে।
দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকে মইফুলার ঘরে ॥
চানমণি সূর্য্যমণি দুইটা কুমারে।
বুকে নিয়া মইফুলা ঘুমায় অঘোরে ॥

ঘরেতে ঢুকিয়া মাণিক বাত্তি [২] জ্বালাইল।
তড়াতড়ি মইফুলা উডিয়া [৩] বসিল ॥
কাঁচা ঘুম ভাঙ্গি গেইয়ে আন চান [৪] মন।
মাণিক যাইয়া, তাহার হাত ধরিল তখন ॥

সাপের লেজেতে যদি কেহ হোড়া [৫] মারে।
ফোঁস করি ফণা ধরি যায় দংশিবারে ॥
তেমনি রে মইফুলা গর্জ্জিয়া উঠিল।
মাণিক বেটা যাইয়া তাহার পায়েতে পড়িল ॥
আগুন লাগিলে যেমন জ্বলি উডে [৬] তুলা।
তেমনি জ্বলিয়া উডিল দাসী মইফুলা ॥
তার্ পরেতে মানিক লুচ্চা করিল কেমন।
মইফুলার পায়ত [৭] পড়ি করিল রোদন ॥
চোগর মাঝে পানি তাহার মুখের মাঝে বিষ।
তারে দেখি মইফুলার গায়ত [৮] উডিল রিশ [৯] ॥

"একাদশী পালি আমি এক সিন্ধা [১০] খাই।
মাথার চুল ফালাইয়াছি [১১] গয়ার সেয়ানে [১২] যাই ॥

---

[১] তেলকাজলা=তেলে কাজলে শ্রীসম্পন্ন। [২] বাত্তি=বাতি।
[৩] উডিয়া=উঠিয়া। [৪] আনচান=চঞ্চল।
[৫] হোড়া=পায়ের গুঁতা [৬] উডে=উঠে। [৭] পায়ত=পায়ে।
[৮] গায়ত=গায়ে। [৯] রিশ্=রাগ। [১০] সিন্ধা=বেলা।
[১১] ফালাইয়াছি=ফেলিয়া দিয়াছি। [১২] সেয়ানে=স্থানে।

শোর [১] করি আমি এখন ভাঙ্গিব যে পাড়া।
মা ভৈন [২] কি নাই তোর ওরে লক্ষ্মী ছাড়া॥”

বলিতে বলিতে দাসী কাঁপে থর থর।
মাণিক বলিল কথা মনে নাহি ডর [৩]॥
“তোমার সকল কথা আমি ভাল জানি।
ঠমক রাখিয়া দেও সতী ঠাকুরাণী॥”
মাণিকের কথা শুনি মইফুলা তখন।
“দূর হৈয়া যারে” বুলি [৪] করিল গর্জ্জন॥
জাগিয়া উঠিল তখন চান সূর্য্যমণি।
লাল হৈল পূগের [৫] আঁয়াশ [৬] পোষাইল [৭] রজনী॥

এইরূপে কতবার মাণিক দুর্জ্জন।
বাগাইতে [৮] চাহিল অরে মইফুলার মন॥
একদিন মইফুলা সোনাইর কাছে গিয়া।
মাণিকের গুণ্ডামির কথা দিল যে বলিয়া॥
মুচ্‌কি হাসিয়া সোনাই আড় চোখে চায়।
ঝাঁড়ার [৯] বাড়ি পৈল যেমন মইফুলার গায়॥

মইফুলা বলে তখন বিদায় দেহ মোরে।
আর আমি ন থাকিব এ রকম ঘরে॥
বাড়াবাঁধি [১০] খাইব আমি পানি আর পালনী [১১]।
তোমার হাতে রাখি গেলাম চান সূর্য্যমণি॥

---

[১] শোর=গণ্ডগোল। [২] ভৈন=ভগ্নী। [৩] ডর=ভয়।
[৪] বুলি=বলিয়া। [৫] পূগের=পূর্ব্বের।
[৬] আঁয়াশ=আকাশ। [৭] পোষাইল=পোহাইল।
[৮] বাগাইতে=নরম করিতে। [৯] ঝাঁড়ার=ঝাঁটার।
[১০] বাড়াবাঁধি=ধান ভানিয়া। [১১] পালনী=বাসী ভাতের জল, আমানি।

এই কথা বলি দাসী বাহির হৈল পথে।
চানমণি সূর্য্যমণি লাগিল কাঁদিতে॥

মনে মনে ভাবে দাসী—"আবার ফিরি যাই।
ধড় ফড় করের পরাণ দোন যাদুর লাই [১]॥
মরিবার আগে তারার মা জননী মোরে।
হাতত [২] তুলি দিয়াছিল দুইটা কুমারে॥
কেমনে চলিয়া যাইর্ [৩] আমি যে পাষাণী।
ক্ষুধার কালে কে তারারে [৪] দিবরে ভাত পানি॥
ঘুমর থুন [৫] উড়ি [৬] তারা কার মিক্যা [৭] চাইব।
ছুঁইর দানা [৮] ভাঙিয়ারে [৯] কনে [১০] খাবাইব॥"

এইরূপে নানা কথা ভাবিয়া ভাবিয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে দাসী গেল যে চলিয়া॥

(৮)

সেইদিন সন্ধ্যাকালে কি কাম হইল।
মাণিকরে সোনাই বউ গোপনে ডাকিল॥

বলিল—"মাণিক তুমি আমার ধর্ম্ম ভাই।
সোন্দর মাইয়া যোগাড় করিব তোমার বিয়ার লাই [১১]॥
ভাইএ ভৈনে [১২] এক বাড়ীতে থাকিয়মরে সুখে।"
পানর খিলি দিল তখন নতুন ভাইর মুখে॥

---

[১] লাই=জন্য।
[২] হাতত=হাতে।
[৩] যাইর্=যাইতেছি।
[৪] তারারে=তাহাদিগকে।
[৫] ঘুমর থুন=ঘুম হইতে।
[৬] উড়ি=উঠিয়া।
[৭] মিক্যা=দিকে।
[৮] ছুঁইর দানা=শিমের বীচি।
[৯] ভাঙিয়ারে=খোলায় ভাজিয়া।
[১০] কনে=কে।
[১১] লাই=জন্য।
[১২] ভৈনে=ভগ্নী।

পিডর [১] মাঝে হাত বুলাইয়া বলিল সোনাই।
আমার একটি কাজ তুমি কর আমার ভাই॥
দুষ্মণ মাণিক তখন কত কি ভাবিল।
হাত জোড় করিয়ারে বলিতে লাগিল॥

"আমার অসাধ্য এমন কন [২] কাজ নাই।
হুকুম পাইলে এখন করিব আদাই [৩]॥"

সোনাই বলিল তখন—"শুন মন দিয়া।
আমার কাম হৈলে তোমার কালি হৈব বিয়া॥
চানমণি সূর্য্যমণি দুইটা কুমার।
হতীনের [৪] পুত্র তারা শত্তুর [৫] আমার॥
বাঁচিয়া থাকিলে তারা আমার সুখ নাই।
দুই কেঁড়া [৬] তুমি দূর কর আমার ভাই॥"

এই কথা বলিয়া সোনাই কি কাম করিল।
মাণিকের হাতে একখান তলোয়ার দিল॥

"ন থিয়াইও [৭] ভাই আমার ন কহিও কথা।
চট্ করি কাড়ি [৮] আন দোন যাদুর মাথা॥
হুকুম পাইয়া মাণিক ছুডিল [৯] তখন।
যেই ঘরে দোন যাদু করিছে শয়ন॥
সেই ঘরে ধীরে ধীরে পরবেশি [১০] মাণিক।
তলোয়ার গান [১১] হাতত লৈয়া ভাবিল ক্ষাণিক॥

---

১ পিডর=পিঠের।
২ কন=কোন।
৩ আদাই=শেষ।
৪ হতীনের=সতীনের।
৫ শত্তুর=শত্রু।
৬ কেঁড়া=কাঁটা।
৭ থিয়াইও=দাঁড়াইও।
৮ কাড়ি=কাটি।
৯ ছুডিল=ছুটিল।
১০ পরবেশি=প্রবেশ করিয়া
১১ তলোয়ার গান=তলোয়ার খানা।

দোন যাদু বিছানায় ঘুমে অচেতন।
মাথা কাড়ি লৈতে মাণিক স্থির কৈল্ল মন॥
অকর্‌সাত [১] কি বলিব বিজলীর মত।
মইফুলা আসি ধরে মাণিকের হাত॥
অঝোরে নয়ন ঝড়ে চোগ জলা জলা [২]।
বুগেতে কাপড় নাই, চুল আউলা ঝাউলা॥

মাণিক দুষ্‌মণ তখন জ্বালাইল বাতি।
তলোয়ারের মুখে নারী রৈলরে বুক পাতি॥
মাণিক লুচ্চায় তখন কি কাম করিল।
ধীরে ধীরে মইফুলারে বলিতে লাগিল॥
"তুমি কেনে এইখানে বাধা দেয় মোরে।"

মইফুলা বলে—"তুমি মারহ আমারে॥
আমারে পাইতে তোমার বড় ছিল আশা।
বুগর রক্ত দিয়া তোমায় দিব ভালবাসা॥
বুগ কাড়ি লও তুমি কলিজা আমার।
বাপ হৈয়া রাখ তুমি দুইটা কুমার॥"

এই কথা বুলি [৩] দাসী কিনা কাম করে।
মাথা কুড়ে [৪] মাণিকের পায়র উপরে॥

চানমণি সূর্য্যমণি জাগিয়া উঠিল।
মাণিক লুচ্চার মন ফিরিয়া যে গেল॥
মাণিক বলিল—"ওরে শুন মইফুলা।
কাইল [৫] বেয়ানে সোনাই বউ কাটিব [৬] মোর গলা॥"

---

[১] অকর্‌সাত=অকস্মাৎ।
[২] চোখ জলা জলা=অশ্রুপূর্ণ চক্ষু।
[৩] বুলি=বলিয়া।
[৪] কুড়ে=কুটে।
[৫] কাইল=কল্য।
[৬] কাড়িব=কাটিবে।

তারা দুইজনে তখন যুক্তি করি সার।
ভালা মতে করিল এক উপাই [১] তাহার ॥ ৫০
মইফুলা আনিল এক ছন হুতার [২] রশি।
মাণিকের হাত পা চাইরগান [৩] বাঁধিল যে কশি ॥ ৫২
চিৎ করাইয়া মাণিকরে ভূমিতে শোয়াইল।
আড়াই মণি পাথর [৪] একখান বুগত তুলি দিল ॥ ৫৪

তারপরে মইফুলা বাহির হৈল পথে।
চানমণি সূর্য্যমণি চলিল সাথেতে ॥ ৫৬
খাল বিল নালা কত পার হৈয়া গেল।
সারা রাইত হাঁডি [৫] তারার পায়ত বেথা হৈল ॥ ৫৮
রাত্র পোষায় [৬] তখন ডাকে পাইখ [৭] পহলে।
তিনজন মুড়ার [৮] গুড়িত [৯] গেল হেন কালে ॥ ৬০

(৯)

আঁয়াশ [১০] ছুইয়াছে সেই পুগের [১১] পাহাড়।
দেখিয়ারে দোন যাদু করে হাহাকার ॥ ২
চানমণির সূর্য্যমণির হাতে হাতে ধৈরে।
জঙ্গলের মাঝে নারী পশিলরে ধীরে ॥ ৪
ছনর গেজে [১২] কাডা [১৩] গেল দোন যাদুর পা।
চৌখ [১৪] বুজি আইল তারার অবশ হৈল গা ॥ ৬

---

১ উপাই = উপায়। ২ ছনহুতার = শণ সূতার।
৩ চাইরগাণ = চারিখান। ৪ পাথর = পাথর।
৫ হাঁডি = হাঁটিয়া। ৬ পোষায় = প্রভাত হয়।
৭ পাইখ = পক্ষী। ৮ মুড়ার = পাহাড়ের।
৯ গুড়িত = গোড়ায়। ১০ আঁয়াশ = আকাশ।
১২ পুগের = পূর্ব্বের। ১১ ছণর গেজে = শণের অঙ্কুরে।
১৩ কাডা = কাটা। ১৪ চৌখ = চক্ষু।

চলিতে ন পারে তারা করে হায়রে হায়।
চৌখের জলে মইফুলার বুগ [1] ভাসি যায়॥
তার পরেতে দোন যাদু করিল কেমন।
গর্জ্জন গাছের তলে যাইয়া করিল শয়ন॥
মাথাত [2] উট্টে [3] মাথা কঁয়ড়ি [4] গায়ত [5] জ্বর।
গাছর তলে পড়ি তারা করের ধড়ফড়॥

কে দিবে অসুত [6] আর কোথায় ভাত পানি।
পিন্ধনেতে আছে কেবল ছিড়া দুইয়ান [7] কানি॥
মইফুলা দাসী তখন স্থির কৈল্ল মনে।
ভিক্ষা মাগি খাওয়াইবে দোন যাদু ধনে॥
এতেক ভাবিয়া দাসী কি কাম করিল।
দোন যাদুর গায়র কাছে হাজির হইল॥

মইফুলা তখন তারার মাথাত হাত দিয়া।
জ্বরের বেগ দেখিয়ারে উডিল [8] চমকিয়া॥
ভাবিতে লাগিল নারী কৈল্লাম কিবা কাম।
অঘোর জঙ্গলে দোন যাদুরে হারাইলাম॥
আমি যদি না আনিতাম তারারে এখানে।
এত দুঃখ না পাইত বাঁচিত পরাণে॥
কোথায় তারার মা জননী কোথায় বাপধন।
দেখে যাও দোন যাদু কররে রোদন॥
ঘরের দুলাল তারা একদিন ছিল।
মা মরণে দোন পুত্তের এত দুঃখ হৈল॥

---

[1] বুগ=বুক। [2] মাথাত=মস্তকে।
[3] উট্টে=উঠিয়াছে। [4] কুঁয়ড়ি=কামড়ি।
[5] গায়ত=গায়ে। [6] অসুত=ঔষধ।
[7] দুইয়ান=দুইখান। [8] উডিল=উঠিল।

মরিবার আগে তারার মা জননী মোরে।
আমার হাতে দিয়াছিল বড় আশা কৈরে॥ ৯০
সাতাইর অধিক হৈলাম তারার শত্তুর[১] মুই।
আমার দোষে মারা গেল সোনার পোতল[২] তুই॥ ৯২
সদাগর আসি যখন শুনিব এ কথা।
সকলের আগে আমার লইবরে মাথা॥ ৯৪
মরণেরে আমি নাহি ডরাই কখন।
দোন যাদু বাঁচি থাকি আমার হৌক মরণ॥" ৯৬

এইরূপে মইফুলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ভাবিতে লাগিল চৌখ আঞ্চলে মুছিয়া॥ ৯৮
অঘোর জঙ্গলে কত বাঘ ভাল্লুক আছে।
বেয়েরাম্যা[৩] দোন যাদু রাখিব কার কাছে॥ ১০০
কেমনে যাইব আমি মাগিবার লাই[৪]।
সঙ্কটে পড়িলাম এখন কি করি উপাই[৫]॥ ১০২
এইরূপে ভাবি নারী কি কাম করিল।
চৌগর জলে দোন যাদুর বুগ ভাসাইল॥ ১০৪

(১০)

তারপরে কি হইল শুন বিবরণ।
গাছ কাডার[৬] শব্দ নারী শুনিল তখন॥ ২
ধীরে ধীরে উডি[৭] নারী শব্দ লৈক্ষ্য করি।
বনের মাঝে চলি গেলগৈ[৮] দোন যাদু ছাড়ি॥ ৪

---

[১] শত্তুর=শত্রু। [২] পোতল=পুতুল।
[৩] বেয়েরাম্যা=পীড়িত। [৪] লাই=জন্য। [৫] উপাই=উপায়।
[৬] কাডার=কাটার। [৭] উডি=উঠিয়া। [৮] গেলগৈ=গেল

যাইতে যাইতে নারী ফিরি ফিরি চায়।
বুক কাঁপে দুরু দুরু পরাণ ফাড়ি [১] যায়॥
যাইতে যাইতে নারী ছড়া [২] এক পাইল।
এক কাঠ্যাল্যারে [৩] তার কূলেতে দেখিল॥

মইফুলা ডাকি বলে গাছকাডৈয়া [৪] ভাই।
তোমার কাছে আমি আজি এক ভিক্ষা চাই॥
আমার দুটি পুত আছে গায়ত উট্টে জ্বর।
গর্জ্জন গাছর তলাত পড়ি করের ধড়ফড়॥
দোন পুত লৈয়া তোমার আশ্রয় যে চাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি বলি তুমি আমার ভাই॥

কথা শুনি গাছকাডৈয়া চিন্তে মনে মন।
দেখিল নারীর বড় সোন্দর [৫] বদন॥
মনে মনে খুসী হৈয়া বলিল তাহারে।
দোন যাদু লৈয়া তুমি আস আমার ঘরে॥
হাত জোড় করি তখন মইফুলা বলে।
তুমি আমার এক যাদু লইবারে কোলে॥

ওরে গর্জ্জন গাছের তলে তারা উপস্থিত হৈল।
চানমণি সূর্য্যমণির দেখা না পাইল॥
মইফুলার মাথাত পৈল বৈশাগ্যা ঠাডার [৬]।
ভূমিতে পড়িয়া নারী করে হাহাকার॥
মইফুলার জিঙ্কারেতে [৭] পাহাড় কাঁপিল।
গাছকাডৈয়া দেখিয়ারে অবাক্ হইল॥

---

১ ফাড়ি = ফাটিয়া।
২ ছড়া = নির্ঝর
৩ কাঠ্যাল্যা = কাঠুরিয়া।
৪ গাছকাডৈয়া = কাঠুরিয়া।
৫ সোন্দর = সুন্দর।
৬ বৈশাগ্যা ঠাডার = বৈশাখ মাসের
৭ জিঙ্কার = গর্জ্জন।

পশুপাখী পলাইল অজাগর সাপ।
বাঘ ভাল্লুক পলাইল শুনি নারীর ডাক ॥ ২৮
বুগর মাঝে কিল মারে চুল ফালায়[১] ছিড়ি।
অচেতন হৈল হায়রে মইফুলা নারী ॥ ৩০
তারপরে কি হইল বলিব কেমনে।
বিদরে হৃদয়ে হায়রে সে কথা বয়ানে ॥ ৩২

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে সূর্য্য ডুবে যায়।
অচৈতন্য হৈয়া নারী ভূমিতে লুঠায় ॥ ৩৪
গাছকাডেয়া ভাই তখন কি কাম করিল।
মইফুলারে কাঁধত[২] করি ঘরেতে ছুটিল ॥ ৩৬

(১১)

এদিকে করিল কিবা সোন্দরী সোনাই।
ঘরের মাঝে বসি রৈয়ে মাণিকর লাই[৩] ॥ ২
কোথায় মাণিক আর দোন যাদুর মাথা।
খবর না পাইয়া সোনাইর বুগত[৪] উডিল বেথা ॥ ৪

গোবর্দ্ধনে ডাকিয়ারে কহিলা সোন্দরী[৫]।
মাণিকের খবর তুমি আন শীঘ্র করি ॥ ৬
গোবর্দ্ধন সেই ঘরে পরবেশ করিল।
মাণিকের হাত পা চাইরগান[৬] বাঁধা যে দেখিল ॥ ৮
তারপরে দেখিল যে বুগের উপর।
তুলি দিয়ে আড়াই-মণি মস্ত এক পাথর ॥ ১০

---

[১] ফালায়=ফেলিতে থাকে।
[২] কাঁধত=কাঁধে।
[৩] লাই=জন্য।
[৪] বুগত=বুকে।
[৫] সোন্দরী=সুন্দরী।
[৬] চাইরগান=চারিখানি।

গোবর্দ্ধনের বান [১] খুলি করিল খালাস।
মাণিক কহিল কাঁদি সোনাই কন্যার পাশ [২] ॥ ১২

"ঘরে যখন গেলাম আমি লৈয়া তলোয়ার।
হাতর মাঝে লাডির বাড়ি দিল যে আমার ॥ ১৪
মাথার মাঝে বাড়ি পৈল ঠাডারের [৩] মতন।
ভূমিতে পড়িয়া গেলাম হৈলাম অচেতন ॥ ১৬
চেতনা পাইয়া দেখি মস্ত এক জোয়ান।
ধারিল আমার গলা হৈয়া আগুয়ান ॥ ১৮
হাত পা বাঁধিল আমার কশিয়া কশিয়া।
আড়াই-মণি পাথর দিল বুগেতে তুলিয়া ॥ ২০
পরাণ আমার যায় যায় বাহির হয় দম।
কালুকা রাতুয়া আমি চোগে দেখ্যি [৪] যম ॥" ২২

সোনাই সোন্দরী যখন এই কথা শুনিল।
রাগে করি গড় গড় কাঁপিতে লাগিল ॥ ২৪
অচরিত [৫] কথা শুনি কাত [৬] গোবর্দ্ধন।
মইফুলারে তোয়াইতে [৭] করিল গমন ॥ ২৬
চারিদিকে পাঠাইল যত আছে চর।
কন [৮] কেহ ন পাইল মইফুলার খবর ॥ ২৮

(১২)

ঐ দিকে হইল কিবা শুন মোর বাণী।
চানমণির সূর্য্যমণির দুঃখের কাহিনী ॥ ২

---

[১] বান = বন্ধন। [২] পাশ = নিকট। [৩] ঠাডার = বজ্র।
[৪] দেখ্যি = দেখিয়াছি। [৫] অচরিত = আশ্চর্য্য। [৬] কাত = কায়স্থ।
[৭] তোয়াইতে = তালাস করিতে। [৮] কন = কোন।

যখন নাকি চলি গেলগৈ মইফুলা নারী।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুভাই দিল গড়াগড়ি॥ ৪
চানমণি উডি বলে সূর্য্যমণি ভাই।
পরাণ নিহিলি[১] যায় পানি খাইতাম চাই॥ ৬
তার পরে দোন ভাই কি কাম করিল।
জঙ্গলর মাঝে পানি খুঁজিতে লাগিল॥ ৮

একটি ছড়াতে নামি তারা দোন ভাই।
পেড়[২] ভরাইয়া লৈল ঘোল পানি খাই॥ ১০
দিশ কাউলে[৩] পড়ি তারা পথ হারাইল।
ছড়ার কূলত[৪] বসিয়ারে কাঁদিতে লাগিল॥ ১২
সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে সূর্য্য ডুপি[৫] যায়।
কঁড়ে যাইব দোন যাদু ন দেখের উপায়॥ ১৪
কাঁদিতে লাগিল তারা মরা মারে ডাকি।
তারার কাঁদনে কাঁদে বনের পশুপাখী॥ ১৬
সেই ত ছড়ার কূলে গাছের তলায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে তারা পড়িল নিদ্রায়॥ ১৮

(১৩)

দক্ষিণে পাহাড়ী এক মুল্লুক আছিল।
সেইত মুল্লুকের রাজার মরণ হইল॥ ২
বেটা কইন্যা নাহি ছিল পাহাড়ী রাজার।
তাহার মরণে দেশে উডিল হাহাকার॥ ৪

---

[১] নিহিলি=নিকলি', বহির্গত হইয়া।
[২] পেড=পেট।
[৩] দিশ কাউলে=দিক্‌ভ্রমে।
[৪] ছড়ার কূলত=ঝর্ণার কুলে
[৫] ডুপি=ডুবিয়া।

রাজা না থাকিলে রাজ্যে হয় চিলিভিলি [১] ।
রাজা হইবার লাগিয়ারে হৈল কিলাকিলি ॥ ৬
বুড়া উজির আসি তখন কন কাম করিল ।
সকলরে ডাকিয়ারে বুঝাইতে লাগিল॥ ৮

"শুন শুন মুল্লুকের যত লোক জন ।
কেবা রাজা হৈব রাজ্যে চিন্তয় এখন ॥ ১০
সোনারূপা নষ্ট জাইন্য [২] তামা আর পিতলে ।
রাজ্য নষ্ট অবিচারে মধু নষ্ট জলে ॥ ১২
পুকুর দিয়া কি হইবে ন থাকিলে পানি ।
ঘর বাঁধিয়া কি হইবে ন থাকিলে ছানি ॥ ১৪
সেই মত রাজ্যের মধ্যে রাজা না থাকিলে ।
পড়িব সকলে আমরা বড় গণ্ডগোলে ॥ ১৬
কনে [৩] বিচার করিব যে রাজা এখন নাই ।
উপায় করিব চল পিরখানাতে [৪] যাই ॥" ১৮

উজিরের কথায় সবে যুক্তি করি সার ।
সকলেই চলি গেল পিরখানার মাঝার ॥ ২০
তিন পুরুষের আইয়মের [৫] ধলা হাতী ছিল ।
হাতীর নিকটে সবে উপনীত হৈল ॥ ২২
এই ধলা হাতী হয়রে রাজ্যের একটা পীর [৬] ।
দুধ কলা খাবায় সদা আর খাবায় ক্ষীর ॥ ২৪
সকলের কাছে উজির বলিল তখন ।
ধলা হাতী ঠিক করিব রাজা হৈব কন ॥ ২৬

---

১ চিলিভিলি = বিশৃঙ্খল ।
২ জাইন্য = জানিও ।
৩ কনে = কে ।
৪ পিরখানাতে = হাতীশালায়
৫ আইয়মের = কালের ।
৬ পীর = মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবতা

পুষ্প চন্দন দিয়া তারা হাতীরে সাজায়।
উপর দিকে শুঁড় তুলিয়া হাতী চলি যায় ॥ ২৮
পাগাড় জঙ্গল অনেক ভ্রমণা করিয়া।
উতর মিক্যা [১] সেই হাতী গেল যে চলিয়া ॥ ৩০

যেইখানে দোন যাদু ঘুমায় অচেতন।
সেইখানেতে হাতী আসি দিল দরশন ॥ ৩২
চানমণির দিকে হাতী ঠাহার করি চায়।
কোপালেতে [২] রাজদণ্ড দেখিবারে পায় ॥ ৩৪
তখন সেই শ্বেত হস্তী কি কাম করিল।
চানমণিরে ধীরে ধীরে পিডত [৩] তুলি লৈল ॥ ৩৬

পিডত তুলি লৈয়ারে হাতী চলিল ধাইয়া।
রোদন করে চানমণি চেতনা পাইয়া ॥ ৩৮
রাজ্যের মাঝারে হাতী উপনীত হৈল।
সবে মিলি চানমণিরে রাজা যে করিল ॥ ৪০
সুখ না থাকিলে মনে রাজ্য কিবা ছার।
পোলাও কি ভালা লাগে পেডর [৪] অসুখ যার ॥ ৪২

কাঁদিতে লাগিল চান প্রবোধ না মানি।
"কোথায় আমার সোণার পোতল ভাই সূর্য্যমণি ॥" ৪৪
উজির আসিয়া বলে নয়া রাজার ঠাঁই।
সৈন্য গিয়াছে তানে [৫] তোয়াইবার [৬] লাই [৭] ॥ ৪৬

---

১ মিক্যা = দিকে।
২ কোপালেতে = কপালেতে।
৩ পিডত = পৃষ্ঠে।
৪ পেডর = পেটের।
৫ তানে = তাঁহাকে।
৬ তোয়াইবার = তালাস করিবার।
৭ লাই = জন্য।

(১৪)

ঐদিকে হইল এক মহা অঘটন।
তার পরদিন সূর্য্যমণির হইল চেতন॥
কাঁদিতে লাগিল যাদু কেহরে না দেখি।
বিধাতা কোয়ালে [1] তার দুঃখ দিল লেখি॥
কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্য্য অধীর হইল।
চোগর জলে ছড়ার জল বাড়িতে লাগিল॥

খানিক [2] পরে সূর্য্যমণি পাইল দেখিতে।
বাঁশর চালি [3] আইয়ের একখান ভাসিতে ভাসিতে॥
তার মাঝে বাঁশ বেয়ারী [4] আছে কয়জন।
বহুত বাঁশ লৈয়া দেশে করিছে গমন॥
সোন্দর কুমার দেখি তারার দয়া হৈল।
সূর্য্যমণিরে চালির মাঝে তুলিয়া লইল॥

চলিল বাঁশের চালি ভাসিয়া ভাসিয়া।
রাজ দরিয়ার ঘাটে পৌঁছিল আসিয়া॥
রাজ দরিয়ার ঘাট বড় চমৎকার।
জাহাজ আর সুলুপ বাঁধা থাকে অনিবার॥
সে ঘাটের মালিক হন দক্ষিণ মুল্লুকের রাজা।
কর নাহি দিলে সেই পায় বিষম সাজা॥
সেইত না ঘাটে চালি আসিয়া লাগিল।
ভাত পানি কুমাররে তাহারা খাওয়াইল॥

বাহির দরিয়ার পরে চরেতে উঠিয়া।
একজন সদাগরের বাইজ্যে [5] চৌদ্দ ডিঙ্গা॥

---

[1] কোয়ালে=কপালে। [2] খানিক=ক্ষণকাল পরে।
[3] চালি=অনেকগুলি বাঁশ গাঁথিয়া সারিবদ্ধভাবে যে ভেলা তৈয়ারী হয় তাহার নাম চালি। [4] বেয়ারী=বেপারী, ব্যবসায়ী। [5] বাইজ্যে=ঠেকিয়াছে।

সদাগর নিশাকালে দেখিল স্বপ্পন [১]।
দরিয়ার দেবতা চায় মানুষ একজন ॥ ২৪
অচরিত স্বপ্পন দেখি সেই সদাগর।
চলি আইল রাজ দরিয়ার ঘাটের উপর ॥ ২৬
সদাগর হাজার টাকার তোড়া হাতে লৈয়া।
বসি রৈয়ে ঘাটের উপর চিন্তাযুক্ত হৈয়া ॥ ২৮
বাঁশ বেয়ারী এই কথা শুনিল যখন।
সূর্য্যমণিরে বেচিবারে স্থির কৈল্ল মন ॥ ৩০

সূর্য্যমণিরে বেচিল তারা হাজার টাকা লৈয়া।
সদাগর ডিঙ্গাত [২] চড়িল বহুত খুসী হৈয়া ॥ ৩২
নানামতে সদাগর যাদুরে সাজায়।
সাজাইয়া মাজাইয়া তারে বহুত খাবায় [৩] ॥ ৩৪
মরণের আগে যাদু করের ধড় ফড়।
তার পরেতে কন কাম করিল সদাগর ॥ ৩৬

পরাণ কচালি [৪] উডের [৫] কেমনে জানাই।
ধাক্কামারি যাদুধনে দিলরে পেলাই [৬] ॥ ৩৮
অমাবস্যা তিথি আছিল দরিয়া উথাল।
নুনাপানিত [৭] পড়ি যাদুর কি হইল হাল ॥ ৪০
এক ঢেউএ তোলে তারে আকাশ বরাবর।
আর এক ঢেউএ তুলি দিল ঠাডা [৮] বালুর চর ॥ ৪২

---

১ স্বপ্পন = স্বপ্ন।
২ ডিঙ্গাত = ডিঙ্গাতে।
৩ খাবায় = খাওয়ায়।
৪ কচালি = ধড়ফড়।
৫ উডের = উঠে।
৬ পেলাই = ফেলাইয়া।
৭ নুনাপানিত = লবণাক্ত জল।
৮ ঠাডা = ধু ধু।

উথলি উঠিল জল চর ডুপি[1] গেল।
চৌদ্দ ডিঙ্গা মুক্ত হৈয়া সাগরে ভাসিল ॥ ৪৪

(১৫)

তার পরে কি হইল শুনহ খবর।
চরের কাছে আছে এক মাছ-বেচনীর[2] ঘর ॥ ২
মাছ-বেচনী সেই দিন ঘুরিতে ফিরিতে।
বালুর চরে একটি পোলা পাইল দেখিতে ॥ ৪
হাত পা লাড়িয়া[3] তখন দেখিল সে নারী।
নুনাপানি খাইয়ে যাদু পেড[4] হৈয়ে ভারি ॥ ৬
এখনও পরাণ আছে বুঝিতে পারিল।
হাত পা লাড়িয়া তার চিকিৎসা করিল ॥ ৮
মাটির কলস একটা আনিয়া সে নারী।
তার উপরে যাদুরে শোয়াইল চিৎ করি ॥ ১০

নাকে মুখে পানি ঝরে পেট পাতল[5] হইল।
তার পরেতে মাছ-বেচনী কন কাম করিল ॥ ১২
ধীরে ধীরে কাঁধত করি সে পোলারে[6] লৈয়া।
আপনার ঘর ছুঁন্তে[7] গেল যে চলিয়া ॥ ১৪
কি আর বলিব ভাইরে বিধির লিখন।
সাগরে পড়িয়া যাদু পাইল জীবন ॥ ১৬
এই যাদু সূর্য্যমণি সুরঙ্গিণীর পুত।
মাছ-বেচনীর ঘরে আইল শুনিক অদ্ভুত ॥ ১৮

---

[1] চর ডুপি = চর ডুবিয়া। [2] মাছ-বেচনীর = মৎস্য-বিক্রেতা নারী, জেলের মেয়ে।
[3] লাড়িয়া = নাড়িয়া। [4] পেড = পেট। [5] পাতল = পাতলা।
[6] পোলারে = ছেলেকে। [7] ছুঁন্তে = দিকে।

(১৬)

ঐ দিকে হইল কিবা কহিয়া জানাই।
চানমণি কাঁদে সদা করি ভাই ভাই॥
খবর লইয়া আইল যত সৈন্যগণ।
সূর্য্যমণিরে কেন্দুয়া বাঘে[১] কৈরাছে ভোজন॥
খবর শুনিয়া হায়রে রাজা চানমণি।
ভূমিতে পড়িয়া মূর্চ্ছা হইল অমনি॥
তিন দিন পড়ি রৈল অন্ন না খাইয়া।
রাইত[২] দিন কুহরে রাজা ভাইএর লাগিয়া॥

(১৭)

বার বছর অনেক বন্দর ভ্রমণ করিয়া।
কমল সদাগরর ডিঙ্গা আইয়ের[৩] চলিয়া॥
ধীরে ধীরে ভিড়ে ডিঙ্গা রাজ দরিয়ার ঘাটে।
এই ঘাটে কর দিতে দুই চাইর দিন কাটে॥

কমল সদাগর একদিন বেড়ায় খালর পরে।
সোনার[৪] পোতল দেখিল যে মাছ-বেচনীর ঘরে॥
মনে মনে সদাগর অনেক ভাবিল।
আমার যাদু কেমন কৈরে এখানে আসিল॥
দোমনা[৫] হইয়া ভাবে কমল সদাগর।
হায়রে না জানে সেই বাড়ীর খবর॥
দোন যাদুর কথা ভাবি মন হৈল উতলা।
এমন কালে ঘাটোয়াল[৬] দরশন দিলা॥

---

[১] কেন্দুয়া বাঘ=নেকড়ে বাঘ। [২] রাইত=রাত্রি। [৩] আইয়ের=আসে।
[৪] পোতল=পুতুল। [৫] দোমনা=দ্বিধাগ্রস্ত।
[৬] ঘাটোয়াল=ঘাটের কর্ম্মচারী।

বলিল যে ঘাটোয়াল শুন সমাচার।
তোমার ডিঙ্গা ছাড়ি দিতে নিষেধ রাজার ॥
সদাগর উডি বলে, "ঘাটোয়াল ভাই।
হাজার টাকা দিয়ন[1] মোরে দেয়রে ছাড়াই[2] ॥"

এইরূপে এক দুই তিন দিন যায়।
নয়া রাজা ঘাটে আসি চলিল ডিঙ্গায় ॥
সদাগর দেখিয়ারে চকমক্যা[3] হইল।
স্বপ্নের মতন হায়রে কিছু না বুঝিল ॥
নয়া রাজা যাইয়া পড়ে সদাগরের পায়।
বাবা বাবা বলিয়ারে পরাণ জুড়ায় ॥

তার পরে বাবার বুগত[4] রাখিয়ারে মাথা।
চানমণি বলিলরে আদ্যোপান্ত কথা ॥
কাঁদি কাঁদি সদাগর বলিল তখন।
সূর্য্যমণি বাঁচি আছে আনিব এখন ॥
এইকথা বলিয়ারে কমল সদাগর।
ঘাটপার হৈয়া গেল মাছ-বেচনীর ঘর ॥

সদাগর জিজ্ঞাসা করে মাছ-বেচনীরে।
"এই যাদু কঁডে[5] পাইলা বলহ আমারে ॥"
মাছ-বেচনীর কাছে শুনি অচরিত বাণী।
কমল সদাগর ছাড়ি দিল চোগর পানি ॥

সূর্য্যমণি বাবার দিকে ঠাহার করি চাহি।
কাঁদিয়া বলিল—"বাবা কোথায় আমার ভাই ॥

---

[1] দিয়ন=দিব। [2] ছাড়াই=মুক্তি দেওয়া।
[3] চকমক্যা=চমকিত। [4] বুগত=বুকে। [5] কঁডে=কোন্‌খানে।

কোথায় মাসী মইফুলা কোথায় বাড়ী ঘর।
বড় দুঃখ পাইয়ে দাদা গায়ত [১] উট্টিল [২] জ্বর॥" ৩৬

কমল সদাগর তখন কি কাম করিল।
যাদুর মুখে চুম দিয়া কোলেতে লইল॥ ৩৮
ডিঙ্গাতে সোয়ার যখন হৈল তারা আই [৩]।
কোলাকোলি গলাগলি করিল দোন ভাই॥ ৪০
সদাগর বলে তখন শুন মাল্লা মাঝি।
ডিঙ্গা ছাড়ি দেয় এখন বাড়ীত যাইয়ম আজি॥ ৪২
রাজ দরিয়ার মালিক আমার যাদুধন।
লঙ্গর [৪] তুলিয়া ডিঙ্গা ছাড়ঁই এখন॥ ৪৪

"বাও" "বাও" বলি যখন নাগেরায় [৫] দিল বাড়ি।
কাণ্ডারীএ [৬] ধৈল্ল কাণ্ডার [৭] বাইশা দিল ছাড়ি॥ ৪৬
হেলিতে ঢেলিতে ডিঙ্গা চলে মনোহর।
তিন দিনে আইল [৮] তারা বাসন্তী নগর॥ ৪৮
বাসন্তী নগরে আসি ছাড়িল কামান।
সোনাই আর গোবর্দ্ধনর কাঁপিল পরাণ॥ ৫০

কাহারে না কিছু বলি না দিয়া খবর।
একেবারে বাড়ীর ভিতর গেল সদাগর॥ ৫২
গোবর্দ্ধনে সাম্‌নে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল।
"কোথায় আমার দোন যাদু কি সাম্বাদ [৯] বল॥" ৫৪

---

[১] গায়ত=গায়ে। [২] উট্টিল=উঠিয়াছিল।
[৩] আই=আসি। [৪] লঙ্গর=নঙ্গর।
[৫] নাগেরায়=ঢাকে, কাড়া-নাকড়া। [৬] কাণ্ডারী=কর্ণধার।
[৭] কাণ্ডার=হাল। [৮] আইল=আসিল। [৯] সাম্বাদ=সংবাদ।

গোবর্দ্ধন বলে শুনন, "কি বলিব আর।
এক সঙ্গে দোন যাদু ছাড়িল সংসার।" ৫৬

সদাগর যাইয়া তখন ধরিল তার কাণ।
"কোথায় যে তোর সোনাই রাণী তারে ধরি আন।" ৫৮
ভয়ানক ডাক ছাড়ে কমল সদাগর।
তাহার জিঙ্কারে[১] কাঁপে দোমাহালা ঘর॥ ৬০
রাগে করে গড় গড়, তামার মতন আঁখি।
পাইক মাঝি সকলরে আনিল তখন ডাকি॥ ৬২
হুকুম করিল তখন কমল সদাগর।
"এই বেটা দুস্মনেরে আগে বন্ধন কর॥" ৬৪

গোবর্দ্ধন কন[২] কথা ন কহিল আর।
দুই চাইর জন[৩] যাইয়া তখন ঘেণ্ডিত[৪] ধৈল্ল তার॥ ৬৬
হাতে দিল হাতকরৈয়া[৫] পায়ে দিল বেড়ি।
ধাক্কাই ধাক্কাই লৈয়া গেল গর্দ্দানেতে[৬] ধরি॥ ৬৮

তখন যে সোনাই বউ কি কাম করিল।
গোবর্দ্ধনর দশা দেখি কাঁপিতে লাগিল॥ ৭০
হুকুম করিল তখন কমল সদাগর।
"উডানের[৭] মাঝে দুইটা বড় গাতা[৮] কোড়[৯]॥ ৭২
পাগলা কুকুর আন এখন তোয়াই[১০]।
দুই জনর প্রেমর জ্বালা বুঝাই দিতাম চাই॥" ৭৪

---

১ জিঙ্কার=গর্জ্জন।
২ কন=কোন।
৩ চাইর জন=চারি জন।
৪ ঘেণ্ডিত=ঘাড়ে।
৫ হাত করৈয়া=হাতকড়ি।
৬ গর্দ্দানেতে=গলাতে।
৭ উডানের=উঠানের।
৮ বড় গাতা=বড় গর্ত্ত।
৯ কোড়=খনন কর।
১০ তোয়াই=খুঁজিয়া।

এসময় দোন যাদু আসিল তথায়।
একবার সাতাই মার মুখের দিকে চায়॥
মুখের দিকে চাইয়া তারা চৌখ নামাইল।
কন কথা সাতাই মারে তারা না কহিল॥
বাপের দিকে চাহি তখন বলে দোন ভাই।
ক্ষমা করণ সতাই মা রে এই ভিক্ষা চাই॥

কমল সদাগর তখন কিছু না বলিল।
সতানীরে [1] কেবল একবার নিকটে ডাকিল॥
থর থর কাঁপে সোনাই উড়িল পরাণ।
গোবর্দ্ধনর মিক্যা [2] একবার ফিরাইল নয়ান॥
চানমণি বলে, "বাবা থির [3] করন মন;
মইফুলা মাসীর তালাইশ [4] করন এখন॥"
হাট বাজারে ঢোল দিল মইফুলার তরে।
সকলে বলিল দাসী গেছে এখন মৈরে॥

(১৮)

তারপরে চানমণি কি কাম করিল।
আপনার রাজ্যে যাইতে বিদায় মাঙ্গিল [5]॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া চলিল সকলে।
চানমণি সূর্য্যমণি হাসি হাসি চলে॥
সোনাইরে সঙ্গে নৈল কমল সদাগর।
দুই নয়ানের [6] পানি তার ঝরে ঝর্ ঝর্॥

---

১ সতানীরে = সয়তানীকে।
২ মিক্যা = পানে।
৩ থির = স্থির।
৪ তালাইশ = অনুসন্ধান।
৫ মাঙ্গিল = মাগিল।
৬ নয়ানের = নয়নের।

কালা পান্থায় ডিঙ্গা যখন উপনীত হইল।
সদাগর সোনাইরে নিকটে আনিল॥

আনিয়া কহিল তারে, "শুন্‌রে সোনাই।
কলিজা পুড়িয়া আমার হৈয়া গেছে ছাই॥
বড় আশা করি তোরে আনিছিলাম ঘরে।
সুরঙ্গিণীর সঙ্গে কেন ন গেলুমরে মৈরে[১]॥
বুড়াকালে তুই আমারে করিলিরে খুন।
গুজরি[২] গুজরি বুগে জ্বলেরে আগুন॥
বাঁচিয়া থাকিলে তুই আমার নাহি সুখ।
ছোড যে করিলি তুই দোন যাদুর মুখ॥"

এহা বুলি সদাগর কি কাম করিল।
চুলত ধরি সোনাইরে এক পাগ্[৩] দিল॥
অতল সাগরের মাঝে ডুপিল সোনাই।
বাপেরে ধরিল তখন দোন যাদু আই[৪]॥
ঝাঁপ দিতে সদাগর চাহে বারে বার।
চানমণি সূর্য্যমণি করে হাহাকার॥
রাজ দরিয়ার ঘাটে ডিঙ্গা হাজির হইল।
বাপেরে লইয়া তারা রাজ্যেতে চলিল॥

(১৯)

নয়া রাজা রাজত্বি করে বসি তক্তের পরে।
তার ডরে বাঘে মৈষে এক্কই[৫] মাঠে চরে॥

---

[১] মৈরে = মরিয়া। [২] গুঁজরি = হুঙ্কারি।
[৩] পাগ্ = পাক। [৪] আই = আসিয়া।
[৫] এক্কই = একই।

একদিন কি হইল শুন সমাচার।
পাগলিনী আইল একটি রাজ্যের মাঝার ॥
সতাইর [১] বারমাস গায় সেই পাগলিনী।
শুনিলে গলিয়া পাষাণ হৈয়া যায় পানি ॥
একদিন অন্তঃপুরে পাগলিনী আসি।
কাঁদিতে কাঁদিতে গাইল সতাইর বারমাসী ॥
নয়া রাজার চোগের জল টলমল করে।
সূর্য্যমণি যাইয়া তখন তারে বেড়াই ধরে ॥
মইফুলা মাসী বুলি [২] যখন দিল ডাক।
সভার সকল মানুষ হইল অবাক ॥
নয়া রাজা যাইয়া তখন কি কাম করিল।
মাসীমারে আদর করি বাড়ীর ভিতর নিল ॥
কিছু না খাইল নারী না কহিল কথা।
দোন হাত দিয়া কেবল কুডে [৩] নিজের মাথা ॥
পাগলিনী না রহিল না শুনিল বাণী।
বারমাসা গাহি বেড়ায় চৌখে লৈয়া পানি ॥
চৌখের পানি বিনে তাহার আর কিছু নাই।
কমল সদাগরের পালা করিলাম আদাই [৪] ॥

---

১ সতাইর = সপত্নীর কুব্যবহার সম্বন্ধে।
২ বুলি = বলিয়া।
৩ কুডে = কুটে।
৪ আদাই = শেষ।

শ্যাম রায়

ভূমিকা

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন নাচুয়া গ্রামনিবাসী কৈলাশচন্দ্র দে নামক এক ব্যক্তির নিকট চন্দ্রকুমার দে এই পালাটির প্রথম সন্ধান পান। কৈলাশচন্দ্র দে এই পালাটির অতি অল্প কয়েকটি ছত্র জানিতেন, কিন্তু ঐ কয়েক ছত্রের মধ্যেই চন্দ্রকুমার বাবু বিশেষ কবিত্বের পরিচয় পান। অনেক দিন তিনি আর কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তারপব দুইটি গায়েনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তাহাদের একজন কাঠগড় নিবাসী শচিনী সোম এবং দ্বিতীয়টি মমিন্‌পুর নিবাসী অদেলা দাস। কিন্তু এই তিন গায়কের নিকট তিনি এই পালার যাহা কিছু পাইয়াছিলেন তাহা যথেষ্ট নহে। এমন কি পালার বিষয়টি কি তাহাও ঐ সংগ্রহ হইতে তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। কিন্তু উহার মাঝে মাঝে এমন সব পঙ্‌ক্তি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহার পল্লীরসপুষ্ট সরস কবিত্ব ক্রমাগত তাঁহার কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল। ইহার পরে ১৩৩২ বাং সনে বৈশাখ মাসে নেত্রকোণার মালিনী আশ্রমে মনোমোহন সাধুর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। মনোমোহন সাধুর আদি নিবাস ছিল খালিয়া-জুড়ি। ইনি চন্দ্রকুমার বাবুকে জানান যে, মৈমনসিংহের বিখ্যাত তীর্থ গুপ্ত-বৃন্দাবনে কমলদাস নামক একজন গায়ক আছেন, তাঁহার নিকট সন্ধান করিলে শ্যাম রায়ের সমস্ত পালাটি সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আছে। চন্দ্রকুমার বাবু তখনই গুপ্ত-বৃন্দাবনে যাইয়া কমলদাস গায়কের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেন। এই গায়কের অসাধারণ স্মৃতি পল্লীগাথার রত্নাগারবিশেষ। তিনি অনর্গল এত কবিতা মুখস্থ বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, চন্দ্রকুমার বাবুর বিস্ময় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই পল্লীগায়কের একমাত্র সঙ্গী একটি একতারা; সেই একতারার সুর তাঁহার নিজের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এমনি সঙ্গত করিয়া বাজিতে লাগিল যে, চন্দ্রকুমার বাবুর মনে হইল যেন ভ্রমর-

মিথুন প্রেমে মাতিয়া গুঞ্জন করিতেছে। কমলদাস বাবাজির নিকট চন্দ্রকুমার বাবু শ্যাম রায়ের যাহা পাইলেন, তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব-সংগৃহীত অংশগুলি মিলাইয়া তিনি যথাসাধ্য পালাটি সম্পূর্ণ করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পালাটি যে সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইয়াছে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। মাঝে মাঝে ছাড় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। খুব অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে পালাটির বিষয় ও পরিণতি চক্ষে ধরা পড়ে। কিন্তু আমার মনে হয় যে হয় ত কবিহৃদয়ে ঘটনাগুলি এতই স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল যে তিনি শুধু কবিত্বময় অংশগুলি রাখিয়া অপেক্ষাকৃত নীরস ঘটনার অংশ বাদ দিয়া গিয়াছেন। 'মহুয়া' ও 'ধোপার পাটে' যে গূঢ় নাট্য-কৌশল লক্ষিত হয়, এই পালাটিতেও কতক পরিমাণে তাহাই বিদ্যমান। কবি বাছিয়া বাছিয়া এবং অনেকটা বাদ দিয়া কাহিনীটি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথমবার পড়িয়া মনে হইয়াছিল ঘটনাগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক রক্ষিত হয় নাই। এবং অনেক স্থান অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার পড়িয়া দেখা গেল যে, কবি তাঁহার পাঠককে সমস্যা পূরণের জন্য যথেষ্ট অবসর দিয়াছেন। একটু কল্পনাশীল হইলেই পাঠক তাঁহার বুদ্ধির সাহায্যে রিপুকর্ম্ম করিয়া পালাটিকে ঠিক দাঁড় করাইতে পারেন।

'মহুয়া' এবং 'ধোপার পাটে'র সঙ্গে এই পালার ভাব ও ভাষাগত অনেকটা মিল আছে। এমন কি পূর্ব্বোক্ত দুই পালার ন্যায় চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গেও এই পালাগানটির অনেক স্থলে ঐক্য দৃষ্ট হয়। আমার মনে হয় যেন এই তিনটি পালা একটি বিশেষ যুগের নিদর্শন বহিয়া আনিয়াছে। সেই যুগটি সহজিয়াতত্ত্ব-লাঞ্ছিত। এই তিন পালাতেই নায়কেরা বড় ঘরের লোক—নিম্নশ্রেণীর রমণীদের প্রেমে পড়িয়াছেন। এই তিন পালাতেই রমণীপ্রেমের ও তাহাদের ত্যাগশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। চণ্ডীদাস যে রামী ধোপানীকে ভালবাসিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। সহজিয়ারা ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জাতিগত বৈষম্য ও শাস্ত্রোক্ত গণ্ডীগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়াছিল। তাহারা সমাজসংস্কার করিবার জন্য জাতিভেদ উড়াইয়া দিতে চাহে নাই। তাহারা প্রেমের রাজ্যে কোন জাতিবিচার রক্ষা করে নাই। মীনকেতনের পতাকার নীচে ব্রাহ্মণ

ও শূদ্র এক হইয়া গিয়াছিল। কি ভাষা কি ভাব সমস্ত দিক্ বিচার করিলে আমার মনে হয় শ্যাম রায়ের পালা সেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী প্রেম-মহিমার একটা সুর বহন করিয়া আনিয়াছে। শ্যাম রায়ের কবি খুব সম্ভব চণ্ডীদাসের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। ইহার পরের যুগে ব্রাহ্মণেরা সহজিয়ার গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্র-বচনের কণ্টকাকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে অবাধ ভালবাসার গতি একেবারে থামাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এই ভাবের পালাগান ষোড়শ শতাব্দীর পরে আর রচিত হয় নাই। বরঞ্চ মহুয়া, ধোপার পাট, মলুর মা, শ্যাম রায় প্রভৃতি পালার এক কালে যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা এই গত দুই শতাব্দীর মধ্যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন এই সব পালা আর গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাড়ীতে গাহিতে দেওয়া হয় না। সহজিয়াতত্ত্ব বাঙ্গালীরা ঝাঁটা দিয়া সাফ করিয়া ভদ্রপল্লীর গণ্ডী হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। নেড়া-নেড়ীরা সহজিয়ার উচ্চগ্রাম হারাইয়া ফেলিয়া এখন একান্ত বেসুর ভাবে তাহার চর্চ্চা করিতেছে।

মহুয়া ও ধোপার পাটে চরিত্র ও ঘটনাগুলিতে যেরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় শ্যাম রায়ের পালায় ওই সব গুণ ততটা নাই। তবে এই পালাটির বিশেষত্ব ইহার করুণ বিলাপাত্মক সুরটি। কবি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উপমা সংগ্রহ করেন নাই। তাহা কোথা হইতেই বা করিবেন? তিনি ছিলেন নিরক্ষর। লাঙ্গল জোয়াল লইয়া ভূমিকর্ষণ করাই ছিল তাঁহার কাজ। এই ভূমিই ছিল তাঁহার একমাত্র দর্শনীয় ও উপভোগ্য সামগ্রী। ভূমিজ পুষ্পের ন্যায় ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার কবিত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের পাড়াগাঁয়ের এমন ফুলটি নাই, এমন লতাপাতা নাই, যাহা তিনি প্রেমের চক্ষে না দেখিয়াছেন। তাহার অজস্র উপমা বাঙ্গলাদেশের শত শত খুঁটিনাটি জিনিষ অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়াছে। বাঙ্গলার পাড়া-গাঁয়ের রমণীরা কথায় কথায় তাঁহাদের দেশজ কত উপমা ছড়াইয়া যান, এবং তাহা কত মধুর এই শ্যাম রায়ের পালা পড়িলে তাহার উপলব্ধি হইবে। বাঙ্গলাভাষা সুধার ন্যায় মিষ্ট কথার উৎস। ইহা প্রেমের কথার খনি বিশেষ। ইহা মর্ম্মের কাহিনী সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছে; সে যুগের

চাষার নিকট হইতে এই দান—আমাদের আশার অতীত। শ্যাম রায়ের পালা পড়ার পরে আধুনিক একখানি বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িলে মনে হইবে যেন আমরা নিতান্ত বিদেশে ঘুরিতেছি। যে পল্লীর হাওয়ায় আমাদের প্রাণ বাস্তবিক স্নিগ্ধ হয়, তাহা যেন আমরা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই পালায় যে নির্ভীকতা, যে উপেক্ষা এবং প্রেমাস্পদের প্রতি যে অনড়, অবিচলিত আত্মসমর্পণ এবং শাস্ত্রবাক্য ও সমাজশাসনের প্রতি যে ভ্রূক্ষেপহীন বিরাগকঠোর ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয় তাহা এ যুগের স্বাধীন প্রেমের ইতিহাসেও বিরল।

স্নুতরাং শ্যাম রায়ের পালা নিতান্ত মেয়েলিধরণের মৃদুভাবাপন্ন কাহিনী নহে। ইহার নায়ক-নায়িকা প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত, ত্যাগের কঠোরতায় অভ্যস্ত এবং উনকোটি দেবতার সিংহাসন অস্বীকার করিয়া তাঁহারা প্রেমকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রেমিকা—পরের স্ত্রী, কিন্তু পালাটি পড়িলে তাহার স্বভাবজ পবিত্রতায় প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। সে যে ভ্রষ্টা একথা ভাবিতে ইচ্ছা হয় না। যিনি একান্ত ঘৃণ্য ডোম রমণীকে—একান্ত ভ্রষ্টচরিত্রা নায়িকাকে এরূপ গৌরব দিতে পারিয়াছেন, ব্রহ্মণ্য-অধ্যুষিত পল্লীতে বসিয়া যাঁহার এত বড় বুকের পাটা, সেই নিতাইচাঁদ কবিকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিব। তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, প্রেম মানুষকে মরলোক হইতে অমৃতধামে লইয়া যায়। তাহার কাছে আবার জাতিবিচার কি ?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শ্যাম রায়ের পালা

(১)

কাঙ্কে কলসী ডোমের নারী জলের ঘাটে যায়,
রংমলায়[1] থাক্যা তাহা দেখে শ্যাম রায়।
বাড়ি গুড়ি[2] ডোমের নারী দিগল আগল[3] কেশ
এহার যৈবন না দেখ্যা পাগল হইল দেশ।
পিন্ধনে[4] পাটের খুয়া[5] বায়েতে উড়ায়
এহারে দেখ্যা পাগল হইল মায়ের শ্যাম রায়[6]।

আমার যদি হইতে[7] লো কন্যা করতাম তোরে বিয়া
বান্ধ্যা দিতাম চিরল[8] কেশ সোনা ঝুরি[9] দিয়া।
খাট দিতাম পালং দিতাম আর শীতল পাটি
কেলি-কদম্বরসে কন্যা পোয়াইতাম রাতি।
পিন্ধনে পাটের খুয়া, তারে খসাইয়া—
যৈবন ঢাকিয়া দিতাম নীলাম্বরী দিয়া।
গলায় সণকাচের[10] মালা তাহার খসায়া
গজমুতি হার কন্যা দিতাম পরায়া।
হাতেত দিতাম তার বাজু গলায়ত দিতাম হাসুলী
নিজহাতে আক্যা দিতাম দুই নয়ানের কাজুলী।

---

[1] রংমলায়=রংমহলে। [2] বাড়ি গুড়ি=ছোট খাট। (বাড়ি=বেঁটে।)
[3] দিগল্ আগল=খুব দীর্ঘ এবং খোলা। [4] পিন্ধনে=পরিধানে।
[5] খুয়া=বস্ত্র (ক্ষোমের অপভ্রংশ)। [6] মায়ের শ্যাম রায়=মায়ের আদরের পুত্র শ্যামরায়।
[7] আমার যদি হইতে=তুমি যদি আমার হইতে, আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে। [8] চিরল=কোঁকড়ানো।
[9] ঝুরি=চূর্ণ, স্বর্ণদানা। [10] সণকাচ=সোণারবরণ কাঁচপোকা।

আমার যদি হইতে লো কন্যা পাইতাম মনে সুখ
জ্বালিয়া ঘিরতের বাতী দেখ্‌তাম চান্দ মুখ। ১৮

(২)

দিশা—আমি নারী পরের অধীন রে ঃ—

সন্ধ্যাবেলা আইলে [১] দুতীলো পাছ দুয়ারে খাড়া
একেত অবুলা নারী শ্বাশুরী পাহারা রে। ২
আমি নারী—
সন্ধ্যা বেলা আইলে দুতীলো ঘরে নাই মোর বাতী
বেসাত লইয়া ঘরে আইব [২] পরাণ পতিরে। ৪
আমি নারী—
ভরা ভাদরে দুতীলো দুতী আমার মাইঝ গাঙ্গেতে চড়া
কোন ছলে যাইবাম জলে কলসী আমার ভরা রে। ৬
আমি নারী—
ছানের সময় নয়লো দুতী সিনানের ছলে
ভরা কলসী ঢাল্যা রাখ্যা যাইবাম জলে রে। ৮
আমি নারী—
বণিক বেপারী নইলো দুতী বেসাতী লইয়া
চক্ষের দেখা সোনা বন্ধে আইব দেখিয়া রে। ১০
আমি নারী—
বাথানের [৩] রাখালী নইলো দুতী গোষ্টেতে যাইব
গোষ্টের ছলে প্রাণ বন্ধে দেখিয়া আইব রে। ১২
আমি নারী—

---

[১] আইলে=আসিলে; লো দূতী, তুমি সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া পাছ-দুয়ারে দাঁড়াইয়াছ, অথচ আমার যাইবার উপায় নাই; আমি একে অবলা নারী, তাহার উপর শাশুড়ী পাহারা দিতেছে। [২] আইব=আসিবে। [৩] বাথান=গোচারণ-ভূমি।

মালীর মাল্যানী নইলো দুতী দুতীলো মালা গাঁথি লব
ধোপার ধোপানী নইলো দুতী কাপড় আনতে যাব রে। ১৪
আমি নারী—
দেখ্যায়া[১] দেখ্যায়া লো দুতী আমার দুই নয়ানের ধারা
শুয়া-শালিক[২] নইলো দুতী শূন্যে দিব উড়া রে। ১৬
আমি নারী—
জোরের কইতরী নইলো দুতী আধারের[৩] ছলে
দেখ্যা আইব পরান বন্ধে মরণ সময় কালে। ১৮
আমি নারী—
ডালের পুষ্প হইতাম লো দুতী তবে যাইতাম সাথে
আপনারে গাথ্যা মালা দিতাম তোর হাতে রে। ২০
আমি নারী—
ফুর ফুর ফুল নইলো দুতী বায়েতে মিশিয়া
পরাণ বন্ধের কাছে যাইতাম ভাসিয়া রে। ২২
আমি নারী—
ভাব ডালুমের[৪] রস নয়লো দুতী পিয়াসা মিটাব
ডাবুর[৫] ভরিয়া দুতী হস্তে তুল্যা দিব রে। ২৪
আমি নারী—
পাণ নয় গুয়া নয় লো দুতী ভইরা দিমু বাটা
চুয়া চন্দন নয় লো দুতী কপালে দিমু ফোটা রে। ২৬
আমি নারী—
শশা কলা নয় লো দুতী আলো দুতী রেকাবী ভরিয়া
পরাণ বন্ধুর আগে দিতাম পাঠাইয়া রে। ২৮
আমি নারী—

---

১ দেখ্যায়া=দেখ্ আইয়া, আসিয়া দেখ্। ২ শুয়া-শালিক=শুক বা শালিক পক্ষী। ৩ আধারের ছলে=খাদ্য দিবার ছলে। ৪ ডালুম=ডালিম। ৫ ডাবুর=পানপাত্র।

পলান্ন পায়স নয়লো দুতী এ মোর যৈবন
বাটী ভরিয়া দিতাম বন্ধুর ভোঞ্জন [১] কারণ রে।
আমি নারী—
নয়াত [২] গাঙ্গের পানি নয় লো দুতী এ মোর যৈবন
লোট্টায় ভইরা দিতাম বন্ধুর ধুয়াইতে চরণ রে।
আমি নারী—
ধাই ধান্ধুরী [৩] নইলো দুতী ধুয়াইয়ামু চরণ
এমতি নিদানে [৪] কেন না হয় আমার মরণ রে।
আমি নারী—
বনের কুইলা [৫] হইতাম দুতী লো পুষ্পের ভমরী
মধু না আনিবার ছলে যাইতাম উড়ি রে।
আমি নারী—
নিতাই চান্দে ডাক দিয়া [৬] কয় ভুবন নিছিয়া [৭]
যৈবন গড়িল বিধি কোন্ কোন্ চিজ [৮] দিয়া রে।
আমি নারী—

---

[১] ভোঞ্জন=ভোজন। [২] নয়াত=নূতন।
[৩] ধাই ধান্ধুরী=দাসী চাকরাণী। [৪] নিদানে=অবস্থায়।
[৫] কুইলা=কোকিল। [৬] ডাক দিয়া কয়=সেকালে দু'এক চরণ কবিতা যাঁহারা রচনা করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেন এবং এই জন্য "ডাক দেওয়া" কথাটি প্রায়ই ভণিতায় দৃষ্ট হয়; কুলজী গ্রন্থে 'ডাক' শব্দের এই রূপ ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়,—যথা "ডাক দিয়া কয় দেবীবর।" আমার মনে হয় "ডাকের বচন" নামক যে সকল কবিতা প্রচলিত আছে, তাহা ডাক নামক কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নহে—উহা একরূপ জাতীয় সম্পত্তি, যে-সে রচনা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তাহাও বলা যায় না। যে হেতু ডাক নামধারী কোন ব্যক্তির নামও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে,—যথা "ফুটভাষে ডাক গোয়ালে।"
[৭] নিছিয়া=ছাঁকিয়া। [৮] চিজ=জিনিষ।

বাঁশের বাঁশী হইতাম দুতী লো পাইতাম মনে সুখ
বাজনের ছলে [১] দিতাম বঁধুর মুখে মুখ রে। ৪০
আমি নারী—
পরের অধীনা নারী লো দুতী এই সে হইল দায়
মনে লয় পতিরে কাট্যা দিতাম বন্ধের পায় লো। ৪২
আমি নারী—
ঘরের বাতী নিমি ঝিমি [২] দুতী লো গিরে [৩] চল্যা যাও
আইজ না হইবু দেখা বন্ধেরে বুঝাও রে। ৪৪
আমি নারী—

গির কর্ম্ম [৪] কর লো কন্যা কামে দিছ মন।
আমারে পাঠাইল রায় তোমার কারণ॥ ৪৬
আমার কথা শুন লো কন্যা একটু খানি রৈয়া।
তোমার বন্ধু গাঙ্গের পারে আছে খাড়াইয়া [৫]॥ ৪৮
আমি যে আইসাছি লো কন্যা ঠেক্যা বিষম দায়।
তোমারি যৈবন দান লো মাগে শ্যাম রায়॥ ৫০

(৩)

দিশা—পন্থ ছাড় রে শ্যাম রায় ঃ—

পন্থ ছাড় সর সর জল আনিবার সময় যায়
পন্থ ছাড় রে—
আমি ত ডোমের নারী রে বন্ধুরে হাত দিও না গায়
ছোটর সঙ্গে বড়র পিরীত বড়র জাতি যায় রে বন্ধু। ২
পন্থ ছাড় রে—

---

[১] বাজনের ছলে=বাজিবার ছলে। [২] নিমি ঝিমি=নিভ নিভ, নির্ব্বাণোন্মুখ।
[৩] গিরে=গৃহে। [৪] গির কর্ম্ম=গৃহেরকাজ।
[৫] খাড়াইয়া=দাঁড়াইয়া।

তুমি ত বাগের [১] পুষ্প আমি হইলাম কাটা।
জিয়ন মরণে বন্ধু রে দেশে থাকব খোটা [২] রে বন্ধু।

পন্থ ছাড়—

রাজার ছাওয়াল [৩] তুমি রে বন্ধু আমি ডোমের নারী
সমুদ্রু সায়র [৪] থুইয়া বন্ধু শুকনায় [৫] বাইছ তরী রে বন্ধু।

পন্থ ছাড়—

চান্দের সঙ্গে সাফলার [৬] পিরীত রে বন্ধু উজান সুতে [৭] ভাসা
ছোটর সঙ্গে করলে পিরীত জাতি কুল নাশা রে বন্ধু।

পন্থ ছাড়—

রাজার ছাওয়াল বন্ধু রে পুন্নমাসীর [৮] চান [৯]
আস্‌মান ছাইড়া [১০] কেন বন্ধু জমিনে বিছান [১১] রে বন্ধু।

পন্থ ছাড়—

(৪)

খাট আছে পালং আছে বন্ধু সুখে নিদ যাবে,
কড়িন [১২] মাটির শেয [১৩] বন্ধুরে অঙ্গেতে বাজিবে রে বন্ধু।

পন্থ ছাড়—

অসময়ে জলের ঘাটে বন্ধু ফালাইলে বিপাকে,
কই [১৪] থাক্যা দুষ্মন চক্ষু [১৫] উকি মাইরা দেখে রে বন্ধু।

পন্থ ছাড়—

---

১ বাগের = বাগানের। ২ খোটা = নিন্দা।
৩ ছাওয়াল = পুত্র। ৪ সমুদ্রু সায়র = সাগর।
৫ শুকনায় = শুষ্ক স্থানে। ৬ সাফলা = কুমুদ পুষ্প।
৭ উজান সুতে = উজান স্রোতে। ৮ পুন্ন মাসী = পৌর্ণমাসী।
৯ চান = চাঁদ। ১০ ছাইড়া = ছেড়ে।
১১ বিছান = বিছানা। ১২ কড়িন = কঠিন। ১৩ শেয = শয্যা।
১৪ কই = কোথা। ১৫ দুষ্মন চক্ষু = দুষ্মনের চক্ষু; শত্রুর দৃষ্টি।

আমরা [১] খাইলে বুঝিবে কি বন্ধু আমের সুয়াদ
ঘোলে কি পাইবা বন্ধু রে দধির আস্বাদ রে বন্ধু। ৬
পন্থ ছাড়—

ময়ূরা হইয়া কেন রে বন্ধু ভৈউরের [২] পেখম
খঞ্জনা হইয়া কেন বন্ধু চড়ার [৩] নাচন রে বন্ধু। ৮
পন্থ ছাড়—

মণি মুক্তা থুইয়া কেন বন্ধু বাছ্যা তুলছ কড়ি।
হার রাখিয়া কেন বন্ধু গলায় বান্‌ছ [৪] দড়ি রে বন্ধু। ১০
পন্থ ছাড়—

হীন জাতি ডুমনী আমি বন্ধু রে নাই সে বুঝ দায়
সায়র থুইয়া কুয়ার পানি কোন গাবরে [৫] খায় রে বন্ধু। ১২
পন্থ ছাড়—

গজমুতি থুইয়ারে বন্ধু পর হাড়ের মালা
আবির কঙ্কুম থুইয়া বন্ধু অঙ্গে মাখ ধুলা রে বন্ধু। ১৪
পন্থ ছাড়—

বিধি বিরম্বিলরে [৬] বন্ধু তোরে করিতে পরখাই [৭]
চন্দন থুইয়া বন্ধু কেন অঙ্গে মাখ ছাই রে বন্ধু। ১৬
পন্থ ছাড়—

তুমিত রাজার বেটা বন্ধু রে আমিত ডোমনী
পাথর নিংড়াইয়া বন্ধু পাইতে চাও কি পানি রে বন্ধু। ১৮
পন্থ ছাড়—

(৫)

হায়—সুন্দর ডোমের নারী লো অঙ্গে না ছাড়িবু
কলঙ্ক কাজলী [৮] কইরারে তুই নয়ানে দিবু। ২

---

১ আমরা = আমড়া। ২ ভৈউর = কালো কুৎসিত পক্ষীবিশেষ।
৩ চড়া = চড়াই পাখী। ৪ বান্‌ছ = বান্ধিয়াছ। ৫ গাবর = নির্বোধ।
৬ বিরম্বিল = বিড়ম্বিল। ৭ পরখাই = পরীক্ষা। ৮ কাজলী = কাজল।

দুষ্মনে বলিব মন্দ লো কন্যা তাতে নাই সে ক্ষতি
যৈবন নয়লো ধূলা মাটি কন্যা জাইত [1] নয়লো পিরীতি। ৪
তোমারে লইয়া কন্যা লো হইব দেশান্তরী
রাজ্য না ছাড়িয়া আমি হইমু দণ্ডধারী [2]। ৬
গির করব বিরক্ষতলে [3] লো কন্যা বসতি জঙ্গলা [4]
গজমুতি থুইয়া গলে পরব হাড়ের মালা। ৮
এ সব ওদলে [5] কন্যা লো তোরে যদি পাই
সুগন্ধি চন্দন থুইয়া অঙ্গে মাখব ছাই। ১০
দধি দুগ্ধ থুইয়া লো কন্যা খাইব বনের ফল।
উত্তম বসন থুইয়া পরিবাম বাকল। ১২
খাট পালঙ্কে কন্যা কোনু কার্য্য নাই।
মাটিতে শুইলে কন্যা বড় সুখ পাই। ১৪
সায়রের লোনা পানি মুখ হইল তিতা
তা হইতে কুয়ার পানি শত গুণে মিঠা [6]। ১৬
থাকুক কলঙ্ক লো কন্যা লোক অপযশ
পাথর নিংড়াইয়া দেখি পাই কিনা রস। ১৮
নিতাই চান্দে কয় পিরীত আসল যদি হয়।
রসিকে পাইলে তারে শিরে তুল্যা লয়। ২০

পন্থ ছাড় রে বন্ধু চলি যাই রে ঘরে।
এখনও সন্ধ্যার বাত্তি না জ্বাইলাছি ঘরে॥ ২২
দারুণা শ্বাশুরী ঘরে বন্ধু রে মোরে দিবে গালি।
না ভরিলাম জলের কলসী কাঙ্কে [7] রৈল খালি॥ ২৪

---

[1] জাইত=জাতি। জাতি অকিঞ্চিৎকর, পিরীতির সঙ্গে তাহার মূল্যের তুলনা হয় না। [2] দণ্ডধারী=দণ্ডী, সন্ন্যাসী। [3] বিরক্ষ=বৃক্ষ।
[4] জঙ্গলা=বন। [5] ওদলে=বদলে।
[6] সায়রের............মিঠা=সমুদ্র খুব বড়, কিন্তু তাতে যায় আসে কি? সমুদ্রের জল খাওয়া যায় না, কিন্তু কূপোদক মিষ্ট। [7] কাঙ্কে=কাঁখে।

সন্ধ্যাত মিলাইয়া যায় রে বন্ধু বন্ধু আরে পাউপাখালী [১]।
অন্ধকাইরা পথে আমি কেমুনে যাই ঘরে ॥
কাইল যাইব আমার ডোম বাঁশ কাটিবারে ॥" ২৭

"আমি কইলো জলেরি ঘাটে ভইরা দেই ঘাগুরী [২]।"

"পর না পুরুষ তুমি বন্ধু আমি একলা নারী ॥" ২৯

"আমি কইলো আন্ধাইর পন্থে কন্যা দেই আগুয়াইয়া [৩]।"

"দুষমনে কলঙ্ক বন্ধু দিবেত রটাইয়া ॥" ৩১

"পলাইয়া যাইলো কন্যা চল মোর সাথে।"

"কলঙ্কর পশরা বন্ধু কেনরে লও মাথে ॥" ৩৩

"পন্থেতে লাগালি পাই কন্যা নাইসে যাইবু ছাড়ি।"

"বুরলতা [৪] হইয়া কেমুনে চন্দনারে বেড়ি ॥" ৩৫

"কার্য্য নাইরে পরাণ বন্ধু একলা যাইমু ঘরে।
কাইলসে যাইব আমার ডোম বাঁশ কাটিবারে ॥ ৩৭
আজিকার রাত্রিরে বন্ধু চিত্তে ক্ষেমা দিও [৫]।
কালুকা নিশিতে বন্ধু আমার বাড়ী যাইও ॥ ৩৯
ভাঙ্গা ঘরে যৈবন লইয়া থাকিমু একেলা।
শ্বাশুরীর আপরকে [৬] রাখমু পাছের দোয়ার [৭] খোলা ॥ ৪১

---

[১] পাউপাখালী=পশুপক্ষী সকল। সন্ধ্যার আঁধারে পশুপক্ষীরা অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। [২] ঘাগুরী=গাগরি, কলসী।

[৩] আগুয়াইয়া=অগ্রসর করিয়া। [৪] বুরলতা=অতি বিশ্রী একরূপ লতা।

[৫] চিত্তে ক্ষেমা দিও=চিত্ত সংযত করিও। [৬] আপরকে=অপরোক্ষে।

[৭] পাছ দোয়ার=খিড়কীর দরজা।

সুখেরে কইরাছি বৈরীরে বন্ধু দুঃখেরে দোসর। *
তুই বন্ধের পিরিতে মজ্যা আপন কইলাম পর॥ † ৪৩
কুলেরে করিলাম বৈরীরে আমি অবুলা রমণী।
তোমার পিরীতে ডাক্যা কলঙ্কেরে আনি॥ ৪৫
ঘরেতে লাগিল আগুনরে বন্ধু দোয়ারেতে কাটা।
সাধ করিয়া খাই পিরীত গাছের গোটা[১]
বন্ধু পিরীত গাছের গোটা॥ ৪৭
যেজনে খাইয়াছে বন্ধু পিরীত গাছের ফল।
কলঙ্ক মরণ দূর বন্ধু জীবন সফল॥ ৪৯

পাছ দোয়ারে আনাগুনারে বন্ধু খেজালতে[২] মরি।
রাজার ছাওয়াল বন্ধুরে পরের ঘরে চুরি॥ ৫১
অভাগ্যা ডোমের নারীরে বন্ধুরে খাট পালং নাই।
তোমারে শুইতে বন্ধু কি দিব বিছাই॥ ৫৩
ঘরে আছে চাটি মাটিরে বন্ধু তাই দিব পাতিয়া।
এইখানে ঘুমাওরে বন্ধু খাট পালং ছাড়িয়া॥ ‡ ৫৫
এইনা ভাবে শুইয়া শুইয়ারে বন্ধু যুদি পাও ক্লেশ।
মেজেতে বিছাইয়া দিমু চাচর চিকন কেশ॥ ৫৭
ফুলের বিছানা বন্ধুরে তোমার কঠিন ঠেকে গায়।
কেশে কি পাইবা সুখ এত সে হইল দায়॥ ৫৯

---

[১] গাছের গোটা=গোটা ফল (বিষময়)। [২] খেজালতে=কষ্টে।

* কহে চণ্ডীদাস.........সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করিবে আশ, দুঃখ যাবে তার ঠাঁই॥

† পর কৈনু আপনা, আপনা কৈনু পর।
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর॥—চণ্ডীদাস।

‡ *Cf.* ধোপার পাট'—পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯, পঙ্‌ক্তি ১৪॥

কেশের বিছানে বন্ধুরে সুখ নাইসে পাও।
অবুলার[1] বুকে শুইয়া নিরলে[2] ঘুমাও॥ ৬১
চক্ষের জলে ধুইয়ারে পাও[3] বন্ধুরে কেশেতে মুছাব।
শিথানের[4] সিন্দুর দিয়া চরণ রাঙ্গাইব॥ ৬৩
না জ্বালিলাম ঘরের বাতিরে[5] বন্ধু অন্ধ আমার আঁখি।
হাত বুলাইয়া বন্ধু তোমার মুখখানি দেখি॥ ৬৫
একটুখানি রওরে বন্ধু একটুখানি রও।
মুখেতে রাখিয়া মুখ বন্ধু মনের কথা কও॥ ৬৭
আমি যে অবুলারে নারী বন্ধুরে আর কারে বা দোষি।
বুকেতে আঁকিয়া রাখি বন্ধু তোমার মুখেরে হাসি॥ ৬৯
নিশি বুঝি নাইরে বন্ধু বন্ধুরে ঘুমেত কাতর।
গাছেত কুইলা ডাকে পুষ্পেত ভ্রমর॥ ৭১
সুয়ামি গেছে নল কাটিত দুরের না হাওরে[6]।
কাইল নিশি আইও বন্ধু মোর না বাসরে॥ ৭৩
যতেক ফুলের মধু বন্ধুরে তোমারে খাওয়াইব।
যৈবন নিগড়াই[7] মধু মুখে তুল্যা দিব॥” ৭৫

(৬)

মায়ত বুঝায় ভইনেত[8] বুঝায় বুঝান হইল দায়।
ডোমনীর লাগ্যা পাগল হইল মায়ের শ্যামরায়॥ ২

---

[1] অবুলার=অবলার। [2] নিরলে=নিরালায়। [3] পাও=পদ।
[4] শিথান=সিঁথি। [5] না......বাতি=ধরা পড়িবার ভয়ে প্রদীপ জ্বালাই নাই। [6] হাওর=বন্যার জল জমিয়া যে বিলের সৃষ্টি হয়।
[7] নিগড়াই=নিঙড়াইয়া। [8] ভইন=ভগিনী।

"শুন শুন পরাণের ভাইরে শুন মন দিয়া।
কাঞ্চন বরণ কন্যা তোমায় করাইব বিয়া॥"

"শুন শুন গুণের ভইনগো কইযে তোমারে।
এহিত ডোমের নারী বিয়া করাও মোরে॥"

"জাতি নাশ ধরম নাশ ভাইরে এতত হইবে দায়।
হীন ডোমের নারী ছুইলে জাতি যায়॥
পন্থ থুইয়া কেন ভাইরে গইচে[১] দেও পারা[২]।
জাতি সাপ হইয়া কেন হইতে যাও ঢোড়া॥
পদ্মফুল হইয়া কেন ভাই গাও[৩] গোবরে আশা।
শুয়া পঙ্খি[৪] হইয়া কেন ভূমিত কর বাসা॥"

মায়ে সে বুঝায় ভইনে সে বুঝায় বুঝান হইল দায়।
সাচ্চা সাপে[৫] খাইবে যারে কি করে উঝায়[৬]॥

জাতি ধরম ভুয়া কথা নিতাই চান্দে বলে।
বিষ অমিরত[৭] হয় ওঝায় পাইলে॥
সস্থান অস্থান নাই সুজন কুজন।
ধূলা মাটী বাইচিয়া[৮] লও পিরীতি বড় ধন॥
আসল পিরীত জানে নাই জরা মরা।
দুষমনে কাটিলে অঙ্গ পিরীত লাগায় জুরা॥
নিতাই চান্দে কয় পিরীতি আসল যদি হয়।
হউকনা ডোমের নারী তাতে কিবা ভয়॥

---

[১] গইচে=গর্ত্তে। [২] পারা=পা, পাদক্ষেপ। [৩] গাও=গরু।

[৪] শুয়া পঙ্খি=শুক পাখী। শুক পক্ষীরা খুব উচ্চ ডালে বাসা করিয়া থাকে।

[৫] সাচ্চা সাপ=আসল সাপ, জাত সাপ।

[৬] উঝা=ওঝা। [৭] অমিরত=অমৃত।

[৮] বাইচিয়া=বাছিয়া, বিচার করিয়া।

চান্দরায় বলে রায় কি কর বসিয়া।
তোমার পুত্র পাগল হইল ডোমনী লাগিয়া॥ *
চান রায় বলে রায় কি কর বসিয়া।
তোমার পুত্র শ্যাম রায় ডোমনীরে করে বিয়া॥
কানা কানি জানা জানি লোক মুখে শুনি।
গুসায় জলিল রায় জলন্ত আগুনে॥
লোক লাট্যালে ডাক্যা রায় কোন কাম করিল।
বাড়ী ঘর ভাইঙ্গা ডোমের সায়রে ভাসাইল॥

(৭)

বৈদেশী না হইওরে বন্ধু বন্ধু আরে বৈরাগী না হইও।
রাজ পাট জমিদারী ছাইরা না সে যাইও॥
আমি ছাইরা যাই রে বন্ধু তুমি দেশে থাক।
আপনা মায়েরে বন্ধু মা বলিয়া ডাক॥
আপনা ভইনেরে বন্ধু বইন বলিয়া ডাক।
আমি যাইরে ভিন্ন দেশে বন্ধু রে এই দেশ ছাড়িয়া।
বাঁচিবা না বাঁচি তোমার পায়ের নিচুন [১] লইয়া॥
ঝাইড়া ফালাও [২] রে বন্ধু ঐ না পায়ের ধূলা।
গজমুতি ছাইড়া পর হাড় গোটার [৩] মালা॥
পিড়ির বদলে কেন বন্ধু ছাড় সিঙ্গাসন।
সুধাই [৪] আইঞ্চলে [৫] গির [৬] বন্ধু ফেলিয়া কাইঞ্চন [৭]॥

---

১ নিচুন=নিছনি, আলাই-বালাই। ২ ঝাইড়া ফালাও=ঝাড়িয়া ফেলো।
৩ হাড় গোটার=হাড়কঙ্কালের। ৪ সুধাই=শুধুই।
৫ আইঞ্চলে=আঁচলে। ৬ গির=গেরো, গাঁইঠ।
৭ কাইঞ্চন=কাঞ্চন।
* *Cf.* "ধোপার পাট"—পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০, পঙ্‌ক্তি ২॥

অমৃত বদলে বন্ধু রে বিষ কর দানা [১] ।
বাখর [২] লইতে বন্ধু ছাড় গোরচনা [৩] ॥
সোনা ঝুড়ি ছাইরারে বন্ধু লওরে ধূলা মাটী ।
মলুয়া [৪] পাইতে বন্ধু ছাড় শীতলপাটী ॥
রাজার ছাওয়াল বন্ধু রে কেন ছাইরা যাও ।
অভাগ্যা ডুমনীর লাগি কেন কষ্ট পাও ॥
না জানি দারুনা [৫] বৃক্ষে কোন ফল ফলে ।
জাতি সাপ গলে বান্দ মালার বদলে ॥
ডোমনী হইয়া হইলাম সুখের পথে কাটা ।
আমার লাগি দেশ বিদেশে তোমার থাকব খুঁটা [৬] ॥
চিত্তে ক্ষেমা দেওরে বন্ধু না যাও পলাইয়া ।
শতেক রাজার কন্যা মায় করাইব বিয়া ॥
বিষাদের কথা বন্ধু রে না ভাব সহজে ।
পরদিম ঝিমাইয়া [৭] কেবা অন্ধকার বুঝে ॥
আমাকে লইয়া বন্ধুরে পরবা যে [৮] বিপাকে ।
হাতের আঙ্গুল কেবা আরসী দিয়া দেখে ॥

(৮)

হায় ভালা গাবরিয়া [৯] মুলুকের ভাই রে শুন বিবরণ ।
সহজে গাবরিয়া জাতি অতি কদাচন [১০] ॥
রাজার পছন্দ যারে সেই পড়ে ফেরে [১১] ।
দেখিলে সুন্দরী নারী আন্যা বিয়া করে ॥

---

[১] দানা = খাদ্য ; দানা পানি = খাদ্য পেয় ।
[২] বাখর = তুচ্ছ বস্তুবিশেষ । [৩] গোরচনা = এক প্রকার মণি ।
[৪] মলুয়া = সাধারণ মাদুর । [৫] দারুনা = দারুণ ।
[৬] খুঁটা = খোঁটা, নিন্দা । [৭] ঝিমাইয়া = নির্ব্বাণ হইয়া ।
[৮] পরবা যে = পড়িবে যে । [৯] গাবরিয়া = গাবর (অসভ্য) জাতির ।
[১০] কদাচন = কদাচার । [১১] ফেরে = বিপদে ।

দেশের নিয়ম কথা শুন্যা লাগে ধ্যন্দ[১]।
আজ যে সুন্দর নারী কাইল সেই মন্দ॥
টাটকা ফুলের কলি না হইতে বাসী।
আইজ যে জয়ের রাণী কাইল সেই দাসী॥

কদাচার গাবরিয়া মুখে কড়া দাড়ি।
এক এক পুরুষের দশ বিশ নারী॥
আচার ব্যভার তার রাক্ষসের মত।
দৈব যোগে সেই না দেশে হইল উপনীত॥

ডোমের বেশেতে নল কাট্যা আনে রায়।
খাড়ি[২] বিউনী[৩] বানাইয়া বাজারে বিকায়॥
ফালগুন চৈতের রইদে[৪] শ্যাম রায়ের অঙ্গ জইল্লা[৫] যায়।
কান্দেরে ডোমের নারী করে হায় হায়॥
রাজার ছাওয়াল বন্ধুরে ছিলে রাজার বেটা।
মুঞি অভাগীর লাগিল হইল এতেক লেটা[৬]॥
কোন দারুন লোকে মোরে দিল গালি।
সোনার বরণ বন্ধু মোর বরণ হৈল ছালি[৭]॥
আর কারেবা দোষি আমি নিজে কর্ম্ম দোষী।
রাজার ছাওয়াল বন্ধু মোর হইল বনবাসী॥
কাঞ্চন জিনিয়া অঙ্গরে বন্ধু ঘামেতে মৈলান[৮]।
আমাবস্যার কোলে যেমন পূর্ণমাসীর চান॥

---

[১] ধান্দ=ধাঁধা।
[২] খাড়ি=কাঠি; বাঁশের কুচিকাঠি, ঠোঙা, সেলাই, দাঁত খোঁটা, মুড়িভাজা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।
[৩] বিউনী=বিজনী, পাখা।
[৪] রইদে=রৌদ্রে।
[৫] জইল্লা=জলিয়া।
[৬] লেটা=বিপদ্।
[৭] ছালি=ছাই।
[৮] ঘামেতে মৈলান=ঘামে মলিন।

অঙ্গ বাইয়া পড়ে ঘাম কেশ ধইরা মুছে।
বন্ধুর কপালে মোর এত দুঃখ আছে॥
গাবরিয়া জাতির দেশ দয়া ধর্ম্ম নাই।
এই দেশ ছাইরা চল বন্ধু ভিন্ন দেশে যাই॥

গুপ্তচর

শুন শুন গাবর রাজা বলি যে তোমারে।
আইসাছে ডোমনী এক তোমার নগরে॥
চান্দের ছুরত [১] কন্যা অগ্নি হেন জ্বলে।
না দেখি এমন রাজা গাবরিয়া মুল্লুকে॥
তোমার যতেক রাণী মনে হেন লয়।
ডোমের নারীর কাছে ধাই দাসী নয়॥
এরে শুন্যা [২] গাবের রাজা কোন কাম করিল।
ডোমনীরে ধইরা তবে নগরে আনিল।
হুকুম করিল রাজা ডোমেরে দেও শূলে।
রায়েরে বান্ধিয়া তারা লইল হাতে গলে॥

(৯)

শুন শুন গাবরিয়া রাজা আমার বচন।
জোরে বশাইতে [৩] চাও রমণীর মন॥
শুন শুন গাবর রাজা আমার কথা শুন।
শিকলে বান্‌তে চাওরে নারীর যৌবন॥

---

১ ছুরত=সৌন্দর্য্য। ২ এরে শুন্যা=ইহা শুনিয়া।
৩ বশাইতে=বশ করিতে।

গাবুরিয়া রাজার প্রতি ডোম-কন্যার উক্তি—২৮৮ পৃঃ

গাছ না রুপিয়া আগে ফল খাইতে আশ।
না বঞ্চিলাম [১] ঘরে তোমার দুই চারি মাস ॥ ৬

ফল না পাকিলে আগে কোথা পাও রস।
বলে কি করিতে চাও অবলারে বশ ॥ ৮
খিদা লাগিলে ভাত না জুরাইয়া [২] খাও।
আগে ত পীরীতি কর পাছে মধু খাও ॥ ১০
ধাঙ্গরা [৩] গাবরিয়া রাজা জাতি তাহাতে বর্ব্বর।
একদিন না কইরাছ ভাল নারীর ঘর ॥ ১২
প্রেম পীরীতির কিছু নাহি জান ভাও [৪]।
পুষ্প বাটিয়া খাইলে মধু কোথা পাও ॥ ১৪

এই কথা শুন্যা রাজা হরষিত হইল।
বিয়া করিতে রাজা মন স্থির কৈল।
ডোমনীর কথায় রাজা ডোমেরে ছাইরা দিল ॥ ১৭

আইল বিয়ার দিন বাজিল বাজন।
নারী পুরুষ মিল্যা গাবরের নাচন ॥ ১৯
মইষের চামরা দিয়া বানাইয়াছে ঢাক।
নারীগুলা নাচে যেমন কুমারের চাক ॥ ২১
মইষের শিং দিয়া বানাইয়াছে শিঙ্গা।
ডেউয়ার [৫] ছাল খাইয়া করাছ দুই ঠোট রাঙ্গা ॥ ২৩
নাচন গাওন আইজ মিল্যা যত পাইল [৬]।
নিশ্চিত তাকলো [৭] কন্যা বিয়া হইবে কাইল ॥ ২৫

---

১ বঞ্চিলাম=কাটাইলাম। ২ জুরাইয়া=জুড়াইয়া, ঠাণ্ডা ক'রে।
৩ ধাঙ্গরা=ধাঙ্গড় (Sweeper)। ৪ ভাও=ভাব, মূল্য।
৫ ডেউয়া=একরূপ ফলের বৃক্ষ, অম্লমিষ্ট আস্বাদ।
৬ পাইল=যতটা পারিল। ৭ তাকলো=থাকলো।

গাবুরিয়া রাণীর ভয়-প্রদর্শন

ভিন-দেশী সুন্দর কন্যা বলি যে তোমারে।
গোয়ার [১] সুয়ামীর [২] গুণ কি কইব তোরে॥
ভাত জুরাইয়া গেলে নাক চুল কাটে।
একটু করিলে দোষ বেচে নিয়ে হাটে॥
পানে যদি চূণ কম চুল দেয় ছিড়ি।
উদলা [৩] পিষ্টেতে [৪] মারে দুহাতিয়া বাড়ী [৫]॥
শুনিলে গুণের কথা গায়ে আসে জ্বর।
তুমি কি করিবে কন্যা এমন গোয়ারের ঘর॥

আষাঢ়ের মেঘ যেমন রইদে যায়রে গলি।
এত দুখে পড়িয়া কন্যা হাসে খলখলি॥
কন্যা বলে "গাবর রাণী মোর কথা ধর [৬]।
দুইজনে মিল্যা করি গাবরের ঘর॥
গাবর রাজারে কাট্যা কর দুই খান।
তুমিত অর্দ্ধেক লও আমি অর্দ্ধেক খান॥
দুই সতিনে বইসা সুখে বাস করি।
পাইয়াছি রাজত্ব পাট অল্পে কেন ছাড়ি॥

এই কথা শুনিয়া রাণী কাইন্দিয়া জারে জার [৭]।
বিহিত [৮] করিয়া বুঝায় দুঃখের পরকার [৯]॥

---

[১] গোয়ার = গোঁয়ার, কাণ্ডজ্ঞান-হীন। [২] সুয়ামী = স্বামী।
[৩] উদলা = উন্মুক্ত, খোলা। [৪] পিষ্টেতে = পৃষ্ঠে।
[৫] দুহাতিয়া বাড়ী = দুই হাত দিয়া বাড়ী মারে অর্থাৎ যষ্ট্যাঘাত করে।
[৬] কথা ধর = কথা শোন। [৭] কাইন্দিয়া জারে জার = অঝোরে কাঁদে। কাইন্দিয়া = কাঁদিয়া। [৮] বিহিত = বিশেষ। [৯] পরকার = প্রকার।

এত দুঃখ পাইয়া তবু ছাড়তে [১] না জুয়ায় [২]।
মড়ার কীরা [৩] যেমন মড়াতে লুকায়॥ ৪৫

ডোমের কন্যা কয় "রাণী দুঃখ নাই সে কর।
আমি না করিতে চাই গোয়ারের ঘর॥ ৪৭
পলাইতে পারিলে আমি পলাইয়া যাই।
গাবর ভাতার লইয়া থাকতে না চাই॥ ৪৯
এই কথা রাণী কর অবধান।
মুস্কিলে পড়িয়া কি সে পাই পরিতান [৪]॥ ৫১
রাজা আনিয়াছে মোর অষ্ট অলঙ্কার [৫]।
বাছা নিছ্যা [৬] আনছে শাড়ী পবন বাহার [৭]॥ ৫৩
এই সবে আমার নাহিক কোন কাজ।
এই সব পরিয়া তুমি বিয়ার কন্যা সাজ॥ ৫৫
যতেক দাসীর সাজ আমারে পরাও।
পলানের [৮] কথা মোর কারে না জানাও॥ ৫৭
ছুমে ধুমে [৯] আমি যাই পলাইয়া।
গাবর রাজারে তুমি ফির‍্যা কর বিয়া॥ ৫৯

(১০)

হায় ভালা অনেক পরকারে রায় দেশেতে ফিরিল
ভাইরে দেশেতে ফিরিল।
পাষণ্ডি [১০] বাপের কথা সকলি শুনিল॥ ২

---

১ ছাড়তে=ছাড়িতে। ২ জুয়ায়=যোগায়। ৩ কীরা=কীট।
৪ পরিতান=পরিত্রাণ। ৫ অষ্ট অলঙ্কার=অষ্টাঙ্গের আট প্রকার গহনা।
৬ বাছা নিছ্যা=বাছিয়া বাছিয়া। ৭ পবন বাহার=পবন-বাহার শাড়ী; যে শাড়ী পবনের মত স্বচ্ছ সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট।
৮ পলানের=পলায়নের। ৯ ছুমে ধুমে=যখন চারিদিকে ধূমধাম, গোলযোগ, সেই সুযোগে। ১০ পাষণ্ডি=দুষ্ট লোকেদের।

ছয় শত লাঠিয়াল সহিত মেলা [১] যে করিয়া।
তুরন্ত [২] গাবরের দেশে মিলিল আসিয়া॥ ৪
গাবরের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া ফালায়।
বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া তবে সায়রে ভাসায়॥ ৬
দাড়িতে বান্ধিয়া দাড়ি কুবে [৩] মুণ্ড কাটে।
পলাইতে না পথ পায় গাবরেরা কান্দে॥ ৮
ধরিয়া গাবর রাজায় শূলেতে চড়ায় :
গাবরের লৌয়ে [৪] নদী রাঙ্গা হইয়্যা যায়॥ ১০

হায়, কোথায় রইলে সুন্দর কন্যা এমন সময় কালে।
বিষে ত ছাইল অঙ্গ দেখা নাই সে দিলে॥ ১২
মাইরাছে বিষের তীর দুরন্ত গাবরে।
পাষণ্ড হইল পিতা দোষ দিব কারে॥ ১৪
ছাইরা [৫] যাই রে সুন্দর কন্যালো সংসারের সুখ।
নিদান কালে [৬] না দেখিলাম তোমার চান্দ মুখ॥ ১৬
এক দিন না ভুঞ্জিলাম তোরে লইয়া কোলে।
একবার না দেখিলাম মরণ সময় কালে॥ ১৮
আর না পাতিয়া দিবেলো কন্যা কোনেতে বিছানা।
বৈদেশী হইতে মোরে আর না করবে মানা॥ ২০
আর না দেখিব কন্যা তোমার মুখের হাস।
জিয়ন্তে না পুরাইল বিধি আমার মনের আশ॥ ২২
বিরক যদি হইলো কন্যা তুমি হইও লতা।
বন বিরলে [৭] বইস্যা কইতাম মনের কথা॥ ২৪

---

[১] মেলা=যাত্রা।
[২] তুরন্ত=তাড়াতাড়ি।
[৩] কুবে=কোপে, এক এক আঘাতে।
[৪] লৌয়ে=লোহুতে, রক্তে।
[৫] ছাইরা=ছাড়িয়া।
[৬] নিদান কালে=মৃত্যুকালে।
[৭] বন বিরলে=নির্জ্জন বনের মাঝে।

পক্ষী যদি হইলো কন্যা হইও পক্ষিনী।
উড়িয়া বুড়িয়া কহিতাম দুক্কের কাহিনী।
নদী যদি হইলো কন্যা তুমি হইও পানি॥ ২৭
শুয়া যদি হইল কন্যা তুমি হইও সারি।
ভমর যদি হইলো কন্যা হইয়ো ভমরী॥ ২৯
দুষমন [1] মানুষ জম্ম কন্যা আর নাই সে চাই।
জিয়নে মরণে কন্যা তোরে যেন পাই॥ ৩১

কন্যার খেদ ও মৃত্যু

কান্দে সুন্দর কন্যা প্রভো [2] কোলে লইয়া।
অল্প কালেত প্রভো গেলারে ছাড়িয়া॥ ৩৩
পাষণ্ডি তোমার বাপরে বন্ধু দুষমনি [3] করিল।
গাবরিয়া দেশে বন্ধু তোমারে পাঠাইল॥ ৩
মানা [4] না শুনিলে বন্ধুরে হইল বিপরীত।
কেমনে ভুলিব বন্ধু তোমার পিরীত॥ ৩৭
গলায় পুষ্পের মালারে বন্ধু না হইল বাসি।
এক দণ্ড না দেখিলাম বন্ধু তোমার মুখের হাসি॥ ·৯
মাও বাপ রাজ পাটরে বন্ধু রে পায় না ঠেলিয়া।
বনবাসী হইলা বন্ধু আমার লাগিয়া॥ ৪১
সুন্দর রাজার পুত্ররে বন্ধু আমিত ডোমিনী।
হেলায় হারাইলাম রত্ন আমি অভাগিনী॥ ৪৩
ভালবাস রে বন্ধু চক্ষু মেলি চাও।
মরিবার কালে বন্ধু কিবা কইয়া যাও॥ ৪৫
উঠ উঠ পরাণ বন্ধুরে মোরে না ভাড়াও [1]।
মাটীতে শুইয়া কেন বন্ধু কষ্ট পাও॥ ৪৭

---

[1] দুষমন = দুঃখকষ্ট-পরিপূর্ণ। [2] প্রভো = স্বামী।
[3] দুষমনি = শত্রুতা। [4] মানা = বারণ।

বুকেতে লইয়া বন্ধুরে দুরেতে পলাই।
গাবরের দেশ ছাইড়া ভিন্ন দেশে যাই॥ ৪৯
সংসার সায়র বন্ধুরে মোর আর কেউ নাই।
হাসী মুখে কউ [২] কথা পরাণ জুরাই॥ ৫১
এক রাত্তি না বঞ্চিলাম বন্ধুরে সুখ সম্মানে।
এই সে দুঃখ রইল বন্ধু আর সে দুঃখ নাই।
তোমার চরণে বন্ধু দিও মোরে ঠাই॥ ৫৪
একদিন না করিলামরে বন্ধু ভালমতে ঘর।
আপন হইয়া বন্ধু আইজ যে হইলা পর॥ ৫৬
দেহার মধ্যে পরাণরে বন্ধুরে পরাণের মধ্যে হিয়া।
আগে যদি জানতাম তোরে রাখতাম লুকাইয়া॥ ৫৮
বুকের কালিজা বন্ধুরে হৃদয়ের তুমি শাল [৩]।
কার ঘরে কইছিলাম চুরী কে দিল রে গাল॥ ৬০
দারুণ গাবরিয়া বন্ধুরে বধিল পরাণ।
এহি বিষ খাইয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥ ৬২
সোনার বরণ বন্ধু রে বিষে হইল কালি।
এমুন আশায় মোর কেবা দিল ছালী [১]॥ ৬৪
আমি যে মরিব বন্ধু রে তাতে দুঃখ নাই।
জিয়নে মরণে বন্ধু তোমারে যেন পাই॥ ৬৬
অভাগ্য ডোমের নারী সফল জীবন।
রাঙ্গা পায়ে মাথা রাখ্যা হয় যেন মরণ॥ ৬৮

নিতাই চান্দে ডাক্যা কয় যমে ভয় নাই।
পরাণের পরাণ মিশে পুনঃ জন্ম নাই॥ ৭০
আসল পিরীতি দেখ যেই জন চায়।
দুই অঙ্গ মিলাইয়া এক হইতে চায়॥ ৭২

---

[১] ভাড়াও=ঠকাও। [২] কউ=কহ।
[৩] শাল=শলাকা। এখানে পুতলী-যথা "প্রাণের পুত্তলী"। [৪] ছালী=ছাই।

চৌধুরীর লড়াই

ভূমিকা

চৌধুরীর লড়াই প্রায় দেড়শত বর্ষ যাবৎ নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা গাহিয়া আসিতেছে। ইহার প্রধান গায়ক ও শ্রোতা মুসলমান সম্প্রদায়। এই গান দীর্ঘকাল যাবৎ গীত হওয়ার দরুন কতকটা ভাষান্তরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সংস্করণ চাষাদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং এই জন্য ইহার ভাষা অনেকটা আদত গানের মতই আছে। আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকবার লিখিয়াছি, যেখানে কোন পাঠশালা হইতে সদ্যোনিষ্ক্রান্ত গ্রাম্য পণ্ডিত গ্রন্থকারের যশোলাভ করিতে ব্যস্ততা দেখাইয়াছেন, সেখানেই পালাগান হাতে পাইলে তিনি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই সকল প্রকাশকেরা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরাদি পুস্তক ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও ঐ সকল পুস্তকের অশ্লীলাংশ গ্রহণ করিয়া প্রাচীন পালাগানকে হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টার কিছুমাত্র কসুর করেন নাই। আসাদিয়া গ্রামের বছনিয়া সেখ এই পালাগানের মৌলিকত্বের দাবী করেন। 'সারগীত' তিনিই প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইয়াকুবআলী নামক অপর এক ব্যক্তি এই গানের আর একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন। ইঁহাদের মধ্যে কে গানের রচয়িতা তাহা ঠিক করা কঠিন। অনেক সময়ে পালা গায়কেরা নিজেদের ভণিতা বসাইয়া দিয়া কাব্যযশ নিজস্ব করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কবির নাম ধীরে ধীরে বিস্মৃতির গহ্বরে নিমগ্ন হইয়া যায়। যদিও অনেকেই এই পালাগান প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি ইয়ুনস্ নামক জনৈক প্রকাশক এই পালাটির দরুন বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদ্দরুনই তাঁহার বিপদ্। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুনস্ মিঞা পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত পালাগানটি ছিল না। গানটি সপ্তাঙ্ক এবং প্রায় তিনহাজার ছত্রে সম্পূর্ণ। ইয়ুনস্ মাত্র তৃতীয়াঙ্ক পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই তিন অঙ্কের উপর তিনি তাহার পাণ্ডিত্যের অনেকটা দৌড় দেখাইয়াছিলেন। অশ্লীল পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের অপরাধে দণ্ডবিধি

আইনের ২৯২ ও ২৯৩ ধারা অনুসারে গ্রন্থকার ইয়নস্ মিঞা, মিঃ এ. জে. খান, ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটের বিচারে ৪০৲ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশক রহিমবক্সির উপরও সেইরূপ দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। পুস্তকের সমস্ত কপি পুলিশ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। পল্লীগ্রামের ভাষায় গ্রন্থকারকে মুসলমানেরা 'সায়ের' বলিয়া থাকে। ইয়নস্ মিঞাই এই চৌধুরীর লড়াইএর 'সায়ের' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। কিন্তু বিপদে পড়িয়া আদালতে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, তাঁহার পূর্ব্বেও এই পুস্তকের অনেক সংস্করণ ছিল। সুতরাং তিনি যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং করিয়াছেন—নূতন অপরাধ করেন নাই। সেই বিচারপত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে এই গান দীর্ঘকাল যাবৎ নোয়াখালি অঞ্চলে গীত হইয়া আসিতেছে। নোয়াখালি গেজেটিয়ারে বাবুপুর পরগণার ইতিবৃত্ত উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে: "এই পরগণার সত্বাধিকারীদের মধ্যে রাজচন্দ্র নামক একব্যক্তি রঙ্গমালা নামক কোন নর্ত্তকার প্রেমে পড়িয়া ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ঘটনা চৌধুরীর লড়াই নামক প্রচলিত পালাগানে বিবৃত হইয়াছে।"

কাব্যের নায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরী নোয়াখালির প্রসিদ্ধ জমিদার, রাজা বিশ্বম্ভর শূরের বংশোদ্ভব। ইঁহারা বর্ত্তমান সময়ে মহারাজ আদিশূরের বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন—কিন্তু ইঁহারা যে সমস্ত উপকরণ দিয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়া নোয়াখালি ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে ইঁহাদের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে, "মিথিলার রাজা আদিশূরের নবম পুত্র বিশ্বম্ভরশূর চট্টগ্রাম তীর্থদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি নোয়াখালিতে স্বপ্নে বরাহী দেবীকে দর্শন করিলেন। দেবীর আদেশ হইল যে, তিনি যদি নোয়াখালিতে তাঁহাকে পূজা করেন তবে ঐ রাজ্য তাঁহার অধিকারে আসিবে। সুতরাং তিনি মিথিলায় প্রত্যাগমন না করিয়া নোয়াখালিতেই স্থায়ী হইলেন।" বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ ঐ আদিশূরকেই বঙ্গাধিপ বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বংশাবলী দিতেছেন তাহাতে দেখা যায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে কেহই সাতাইশ পর্য্যায় হইতে নিম্নতর নহেন কিন্তু বঙ্গাধিপ আদিশূরের সমকালীন ব্রাহ্মণ

কায়স্থদের পর্য্যায় সাঁইত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যে, সুতরাং প্রচলিত গণনানুসারে তিনপুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া লইলে বিশ্বম্ভরশূরের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূর বল্লালসেনের সমকালবর্ত্তী হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য। বিশেষ তাঁহারাই নোয়াখালি গেজেটিয়ারে নিজেদের বংশাবলী প্রদান করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূরকে মিথিলাধিপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এসম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের বংশাবলী এইরূপ—

১। হরিহর
|
২। ক্ষপোকর
|
৩। বিশ্বম্ভর শূর
|
৪। গণপতি
|
৫। সুরানন্দ খাঁ
|
৬। বিদ্যানন্দ খাঁ
|
৭। বিজয় ঠাকুরতা
|
৮। রামভদ্র কর্ণশূর
|
৯। হরিদাস
|
১০। কবি কীর্ত্তি শূর
|
১১। রাজা প্রসাদনারায়ণ রায়
|
১২। মহেশনারায়ণ রায়
|
১৩। উদয়নারায়ণ চৌধুরী
|
১৪। প্রতাপনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ (কাব্যোক্ত)
|
১৫। রাজচন্দ্র (কাব্যনায়ক)
|
১৬। রামমাণিক্য চৌধুরী
|
১৭। কালিকান্ত চৌধুরী
|
১৮। রাজকুমার

১০। কবি কীর্ত্তিশূর
|
১১। কৃষ্ণরাম
|
১২। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
|
১৩। নরোত্তম
|
১৪। রামরতন
|
১৫। গোপালকৃষ্ণ
|
১৬। নন্দকুমার
|
১৭। যতীন্দ্র

যে শাখায় কাব্যনায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং তাঁহার খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই শাখা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাবুপুর পরগণা অধিকার করিয়া তথায় অধিষ্ঠিত হন। ষোড়শ শতাব্দীতে এই পরগণা পর্ত্তুগীজ এবং মগ দস্যুদের দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত আছে, "'মগ এ'ল' 'মগ এ'ল' এই শব্দ কাণে পৌঁছাইলেই অধিবাসীরা ভয়ে কাঁপিতে থাকিত।" কিন্তু বাবু খাঁ নামক এক ব্রাহ্মণ এই পরগণার শাসনভার গ্রহণ করার পর মগদিগের দৌরাত্ম্য বহু পরিমাণে নিবারিত হয়। ফেণী এবং বেগমগঞ্জের পুলিশ ষ্টেশনের অধীনে বাবুপুর পরগণার আয়তন ৩,৭৩৩ বর্গ মাইল। ইহাতে ছোট বড় ৩৫টি জমিদারী আছে। সরকারে দেয় রাজস্ব ১৪,৯৫২ টাকা। বাবু খাঁর মৃত্যুর পরে পরগণাটি চৌধুরীদিগের হস্তগত হয় এবং তাঁহাদের এক শাখা বাবুপুরে অধিষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত প্রতাপের সহিত শাসন করিতে থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ রাজনৈতিক দুর্দ্দিনের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই পালাগানটির মধ্যেই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে। কথিত আছে বাবুরামের গায়ে যখন প্রচুর সামর্থ্য ছিল তখন তিনি তাঁহার রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন দীর্ঘিকার পূর্ব্ব পাড়ে বারবনিতাদের বাসভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। নোয়াখালি গেজেটিয়ারেও বাবুপুরের চৌধুরী বংশের অনেক নৈতিক কলঙ্কের কথা লিখিত আছে। কিন্তু কাব্যনায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার চরিত্রের যে কলঙ্কিত কীর্ত্তিস্তম্ভ উত্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা অপর সকলের কীর্ত্তি ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

মোগলশাসন শিথিল হইয়া পড়িলে দেশে যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অকথ্য। এই পালাগানের পত্রে পত্রে তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। ইংলণ্ডে 'উইচারলি' প্রভৃতি কবিরা যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের দুর্দ্দশাও তদ্রূপ ছিল। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজাদের দুর্গতি যে কতটা হইতে পারে তাহা রাজচন্দ্র চৌধুরীর জীবন-কাহিনী হইতে আমরা দেখিতে পাই। এই পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন এবং আদরে লালিত উচ্চবংশের যুবক অবাধে অত্যাচার চালাইয়াছিলেন। কেহ

তাঁহাকে বাধা দিবার ছিল না। হীন তন্তুবায়ের স্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় গুরুবংশীয়া রমণী পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার অত্যাচার হইতে বাদ পড়ে নাই। তাঁহার ভৃত্য রাম ভাণ্ডারী তাহার প্রভুর সর্ব্ব বিষয়ে সহকারী এবং তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রী। রাজচন্দ্র বক্‌শিষ স্বরূপ যাহাকে কিছু টাকা দিয়া আসিলেন রাম ভাণ্ডারী মারিতে মারিতে তাহার নিকট হইতে সে টাকা আদায় করিয়া লইল। শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে ফুস্‌লাইয়া বাহির করিতে পটু ছিল। রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ দেখিতে পাই তাহা ব্যাঘ্র ও মেষপালের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজনারায়ণ চৌধুরীর হুকুম পাইয়া তাঁহার দরোয়ান মঙ্গল সিং যাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্রের ঘাড় ধরিতেছে। সামান্য এক তন্তুবায় রাজনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছে—"আপনার রাজ্যে কি কালীমাতার পূজা হয় না? আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ষণ্ডা মহিষটাকে কি তাঁহার নিকট বলি দিয়া দেশ রক্ষা করিতে পারেন না?" বস্তুতঃ রাজা, প্রজা ও ভৃত্যদের কথায় কোন সংযম নাই, কোন আদব কায়দা নাই। কবির অঙ্কিত রাজ্য, ব্যভিচারের নিজ নিকেতন, পশুগণের লীলাভূমি, কিন্তু আমার মনে হয় কৃষক-কবি রাজসভা বর্ণনা করিতে যাইয়া যদি ভদ্রসমাজের অনুযায়ী বাক্যসংযম ও কায়দা না দেখাইয়া থাকেন তবে তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে গুরুতর ভাবে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারি না। এই পালাগান পাঠ করিলে দুর্নীতির চরম বৃত্তান্ত পড়িয়া পড়িয়া মনে একটা অবসাদের ভাব আসিয়া পড়ে। প্রাচীন পালাগানগুলির মধ্যে যে পবিত্রতা, যে সতর্ক ভাষা এবং যে উন্নত চরিত্রের কাহিনী পড়িয়া আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি এই পালাগান আদৌ সেগুলির মত নহে। যেন বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের স্বচ্ছপ্রবাহ যে পল্লীগুলিকে আনন্দ তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যাইত, তাহা হেমন্তে শুকাইয়া গিয়া নিতান্ত পঙ্কিল, অস্বাস্থ্যকর কর্দ্দম-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এগুলি কখনই কবির কল্পিত চিত্র নহে। ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর রঙ্গ চিত্র—সত্যের প্রতিবিম্ব। দুর্বৃত্ত পশুরা সেই সময় এই ভাবেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকদিগকে মেষশাবকের ন্যায় লইয়া যাইত। এখন আবার সেই সমস্ত ঘটনার পুনরভিনয় সুরু হইয়াছে। আমাদের

বলিতে লজ্জা হয় যে আমরা ন্যায়ের আদর্শ এবং পরাক্রান্ত ব্রীটিশ রাজ্যে বাস করিতেছি।

যদিও আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত লেখা পড়িয়া কেহ কেহ পালাগানটির প্রতি বিদ্বিষ্ট হইবেন কিন্তু এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে এই পালাগানটি বাংলার ইতিহাসের একখানি পত্র। এই পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলে আমাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিবে। ইহাতে এত সমস্ত ঘটনা এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা তাৎকালিক সমাজের একখানি নিখুঁত চিত্রপট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পালাগানটির বিষয় এই, বাবুপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্র চৌধুরী অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এই পরগণার মালিক ছিলেন। নটুজাতীয় (নর) আত্মা নরের দুইটি সন্তান ছিল, একটি পুত্র গোলাপ নর এবং একটি কন্যা রঙ্গমালা। রামগছিয়া নর ছিল কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ এবং অতি কদাকার, কিন্তু তাহার পিতার হাতে অনেক টাকা ছিল। সে রঙ্গমালাকে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হইল এবং অনেক টাকা আত্মা নরকে দিয়া রঙ্গমালাকে বিবাহ করিল। বিবাহ-বাসরে চারি চক্ষের মিলনের সময়ে রঙ্গমালা এই কিম্ভূতকিমাকার বীভৎসদর্শন বরকে দেখিয়া রাগে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং যখন বাসর ঘরে রামগছিয়া নববধূর শয্যার একপার্শ্বে একটু স্থান পাইবার চেষ্টা করিতেছিল তখন রঙ্গ তাহাকে এমনি জোরে পদাঘাত করিল যে সে পলাইতে পথ পাইল না। রঙ্গ একটি সম্মার্জ্জনী লইয়া সেই বিবাহ-বাসরে তাহাকে এমন তাড়া করিল যে স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ সেই দিনই উঠিয়া গেল। ইহার পরে রামগছিয়া তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে পদার্পণ করিতে সাহস পায় নাই। বরবেশী ভৌতিক বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইয়া রঙ্গ অনেকটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং নরদের বাড়ী উজ্জ্বল করিয়া দিনে দিনে সন্ধ্যামালতির ন্যায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তখন রাজচন্দ্র চৌধুরীর উদ্দাম যৌবন কাল এবং তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানে তাঁহার দুই চক্ষু শুধু নারীর রূপ খুঁজিয়া বেড়াইত। তাঁহার গৃহে পরমসুন্দরী স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু রাজচন্দ্র তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও করেন নাই। শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর মুখে রঙ্গমালার

রূপের ইতিহাস শুনিয়া রাজচন্দ্র উন্মত্তবৎ হইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার সেনাপতি এবং ভৃত্য রাম ভাণ্ডারীকে সঙ্গে করিয়া নরের বাড়ীর নিকটস্থ এক দীঘির পাড়ে রঙ্গমালার সঙ্গে দেখা করিলেন। রঙ্গমালা তাঁহার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিল না, কিন্তু তিনি তাহার মনস্তুষ্টির জন্য কি করিতে পারেন ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজচন্দ্র নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ হইলেন। তিনি রঙ্গমালার পিতা আত্মা নরের নামে সুবিশাল এক দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিবেন এবং নরদের বাড়ীর কাছে এক প্রকাণ্ড নহবৎ উঠাইবেন। দিনরাত্র তাহাতে গীত বাদ্য হইতে থাকিবে ইত্যাদি।

রাজচন্দ্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে দীঘি খনন করিলেন। রঙ্গমালা এই দীঘির যে পরিমাণ দিয়াছিল তাহা ২২½ দ্রোণ ব্যাপক অর্থাৎ ৪৫০ বিঘা। এতবড় প্রকাণ্ড দীঘি খনন করানো বহু ব্যয়সাধ্য। এই জন্য রাম ভাণ্ডারী রঙ্গমালার সম্মতি লইয়া কৌশলক্রমে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন দীঘি খনন করাইল। কিন্তু তাহারও পরিমাণ ৫০ বিঘা। এই দীঘি অনেকটা শুকাইয়া স্বল্পায়তন হইয়া গেলেও এখনও বিদ্যমান। রঙ্গমালার বাড়ির নিকট প্রকাণ্ড নহবৎ উত্থিত হইল এবং আত্মানরের বাড়ী প্রায় রাজবাড়ীর মতই সমৃদ্ধিশালী হইল।

তখন রাজচন্দ্র চৌধুরীর মনোমন্দিরে রঙ্গমালা অপ্সরার ন্যায় নৃত্য করিতেছিল। তাহাকে কিসে খুশী করিতে পারিবেন এই হইল তাঁহার মুখ্য চিন্তা। তিনি দীঘি-প্রতিষ্ঠা সময়ে তদ্দেশীয় সমস্ত ভদ্র-ইতর ব্যক্তিকে নরদের বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাতে ভদ্রলোকদের অপমানের চূড়ান্ত হইবে এবং তদনুসারে নরদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে ইহাই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকেরা রাজচন্দ্রের ভয়ে এই অপমান গলাধঃকরণ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন কিন্তু রাজচন্দ্রের মস্তিষ্কে আর একটি মারাত্মক কল্পনা খেলিতে লাগিল। এই উপলক্ষে যদি তাঁহার খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নর-বাড়ীতে খাওয়ান যায় তবে রঙ্গমালার প্রতিপত্তি ও নাম অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রস্তাবে ভাবী অনর্থ কল্পনা করিয়া রঙ্গমালা ভূয়োভূয়ঃ বাধা দিয়াছিল। কিন্তু রাজচন্দ্র বলিলেন যে তাঁহার

খুল্লতাত তাঁহাকে প্রাণসম ভালবাসেন, তিনি কিছুতেই তাঁহার উপর রাগ করিবেন না। সুতরাং চীনা কাগজের উপর লেখা নিমন্ত্রণ-চিঠি লইয়া রাম ভাণ্ডারীকে চৌধুরী-বাড়ীতে যাইতে হইল। রাম ভাণ্ডারী প্রথমতঃ ভয়ে কবুল হয় নাই কিন্তু রাজচন্দ্রের তাড়া খাইয়া অবশেষে যাইতে বাধ্য হইল। রাম ভাণ্ডারী রাজেন্দ্রনারায়ণের দরবারে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে উহা তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল। খুল্লতাত এই ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া চিঠিখানি খুলিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কাণ্ড দেখিয়া দুই হাতে মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে কাঁদিতে লাগিলেন, "হায় রাজচন্দ্র আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! সে অস্পৃশ্য নরের বাড়ীতে নিজে খাইয়াছে এবং আমাকে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে! আমার যা কিছু ইজ্জৎ ও সম্মান ছিল সমস্ত গেল, আমার সর্ব্বনাশ হইল।" নিকটে সেনাপতি চাঁদ ভাণ্ডারী ছিল। সে বলিল, "কোন চিন্তা নাই, আমি নরদের গোটা কয়েক মাথা আনিয়া এখনই আপনার পায়ে উপহার দিতেছি।" রাজেন্দ্রনারায়ণ চাঁদ ভাণ্ডারীকে বিলক্ষণ চিনিতেন। অত বড় যোদ্ধা ও শক্তিমান্ পুরুষ তখন বঙ্গদেশে ছিল না। তিনি সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "বাপু আর যাহা কর, আমার রাজচন্দ্রের গায়ে যেন কাঁটার আঁচড় না লাগে।"

যোদ্ধৃবেশে অতি দ্রুত ক্রোধকম্পিত গতিতে চাঁদ ভাণ্ডারী ছুটিয়াছে; তাহার গতির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া একটা প্রকাণ্ড শ্বেত অশ্ব পথে পড়িয়া মরিয়া গেল। তখন চাঁদ পদব্রজে চলিল। সে তাহার যোদ্ধৃবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সাজিয়া নরদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, যাইয়া দেখিল নরদের বাড়ীতে যেন মহোৎসব। প্রকাণ্ড তোরণ উঠিয়াছে; নহবতে নরদের স্তুতিগান গীত হইতেছে; হাজার হাজার কুলী লইয়া কুলীর সর্দ্দার রামা মগ প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিতেছে। গোলাপ নর, আত্মা নর প্রভৃতির রাজবেশ। প্রভু-পরিবারের অজস্র অর্থ এই অস্পৃশ্য জাতির গৃহে জলবৎ ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। সে খুল্লতাতের নিকট হইতে চিঠি লইয়া গিয়াছিল; চিঠিখানি রাজচন্দ্রকে প্রদান করিল। চিঠিতে লেখা ছিল 'তুমি এত বড় দীঘি কাটাইয়াছ বড়ই সুখের কথা, এমন আনন্দোৎসবে আমি কেন,

তোমার খুড়িমাও যাইবেন এবং এই মহৎ ব্যাপার যাহাতে সুসম্পন্ন হয় সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিব। অর্থের দরকার হইলে আমাদের রাজকোষ হইতে সরবরাহ করিব। কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপার কিরূপে সুসম্পন্ন করিতে হইবে তজ্জন্য পরামর্শের দরকার, তুমি পত্র-পাঠ চলিয়া আইস।" পত্র পড়িয়া রাজচন্দ্রের গণ্ড ও গুম্ফ উজ্জ্বল হাস্যের ছটায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রঙ্গমালার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, 'দেখলে রঙ্গ, আমার খুল্লতাত কিরূপ মহামনা।" রঙ্গ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ইহা একটা চাতুরী মাত্র, তোমাকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া আমাদের উপর অত্যাচার করা হইবে।" কিন্তু রাজচন্দ্র খুল্লতাতের উপর পরম বিশ্বাসে রঙ্গের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

এক গ্লাস ভাঙের সরবৎ প্রস্তুত করাইয়া চাঁদভাণ্ডারী রাজচন্দ্রের ভগিণীর হাতে দিয়াছিল। রাজচন্দ্র পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া সেই সরবৎ পানান্তে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে চাঁদ নরেদের বাড়ীতে যাইয়া প্রথমেই রঙ্গমালার ঘরে ঢুকিল। হঠাৎ রঙ্গমালাকে দেখিয়া সে ক্ষণকাল বিস্ময়বিমূঢ় ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, এমন রূপ ত সে কোথাও দেখে নাই। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে তাহাকে খড়গ দ্বারা কাটিতে উদ্যত হইল। রঙ্গ রাজচন্দ্রের জন্য অনেক বিলাপ করিল। মৃত্যুকালে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না এই বড় দুঃখ রহিল, কিন্তু যোদ্ধার কঠিন প্রাণ টলিল না। অবশেষে রঙ্গ মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এ কথাও বলিয়াছিল, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি চিরজীবন তোমার দাসী হইয়া সেবা করিব।"

চাঁদভাণ্ডারী রঙ্গমালার কর্ত্তিত মুণ্ড সঙ্গে করিয়া লইল এবং কুলির সর্দ্দার রামা মগকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বিনষ্ট করিয়া রঙ্গমালার ভ্রাতা গোলাপ নরকেও হত্যা করিল এবং নরেদের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া সে বাবুপুর অভিমুখে ছুটিল। রাজেন্দ্রনারায়ণ রঙ্গের ছিন্নমস্তক দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আহা এমন সুন্দরী মেয়েকে তুমি হত্যা করিয়াছ! রাজচন্দ্রের আমি কোন দোষ দেখিতে পাই না।"

সেই প্রধূমিত নরগৃহোত্থিত অগ্নিশিখা দেখিয়া রাজচন্দ্র নিদ্রাভঙ্গের পর চমকিয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বারোহণে দ্রুত নরেদের বাড়ীতে যাইয়া যে

দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইলেন, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও রঙ্গের মস্তক পাইলেন না। তখন অসম্বৃত-বস্ত্র, শিরস্ত্রাণ-শূন্য মস্তকে রাজচন্দ্র নিকটবর্ত্তী বড় জমিদার ইঙ্গা চৌধুরীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। মুসলমান জমিদার রাজচন্দ্রকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। এই ব্যাপারের একটা মীমাংসার জন্য রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং ইঙ্গা চৌধুরীর মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। উঁহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইতিমধ্যে এক গভীর রজনীতে চাঁদভাণ্ডারী ইঙ্গা চৌধুরীর বাড়ীর গড়খাই কৌশলক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া বৃদ্ধ চৌধুরীকে ও তাঁহার বাড়ীর অনেককে বধ করিল। ইঙ্গা চৌধুরীর তিনটি পুত্রবধূ কৃপাণ-হস্তে চাঁদভাণ্ডারীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঙ্গা চৌধুরীর মাত্র একটি পুত্র এই হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন। মাতুল ও ভাগিনেয়ের মিলন অতি করুণ-রসাত্মক। মনোহর গাজী (মাতুল) সমস্ত অবগত হইয়া বহু সৈন্যসহ রাজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ী আক্রমণ করেন। খুল্লতাত পলাইয়া যান এবং রাজচন্দ্র বাবুপুরের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হন। শেষ দৃশ্যে রাজচন্দ্র তাঁহার খুল্লতাতের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সাশ্রুনেত্রে তাঁহার পদতলে পড়িয়া যে সকল করুণোক্তি করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বিরোধ এবং যুদ্ধ-বিদ্রোহাদির রেষারেষি অতিক্রম করিয়া খুল্লতাত এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে অতি নির্ম্মল সুধাধারার ন্যায় যে গুপ্ত স্নেহ প্রবাহিত ছিল তাহা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে। ইহার পরে রাজেন্দ্রনারায়ণ কাশীবাসী হইলেন। এই হইল ঘটনা।

বলা বাহুল্য কৃষকের মুখনিঃসৃত এই পালার ভাষা সংস্কৃত প্রভাবশূন্য। ইহা নোয়াখালী জেলার চাষার ভাষা। রচনাভঙ্গি সরল এবং উদ্দীপনাময়, তাহাতে সর্ব্বত্র পাঠকের কৌতূহল জাগ্রৎ থাকে। চাষারা যাহা বর্ণনা করিবে এবং চাষারা যাহা শুনিবে সে কাহিনীর মধ্যে কোন অবান্তর কথা থাকিলে তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের কাব্যে

আমরা অনেক অবান্তর বিষয় বরদাস্ত—এমন কি উপভোগও করিয়া থাকি। রচনার কোন অংশে যদি আমরা কালিদাস বা অন্য কোন কবির ছায়াপাত দর্শন করি তবে আমরা ঘটনার সূত্র ভুলিয়া যাইয়া কাব্য-ভাগ উপভোগ করিয়া থাকি। এই ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রচনায় ঘটনা-বহির্ভূত নানা বাজে কথা থাকে। অনেক সময়ে পল্লবিত ভাষার মোহে আমরা দুই চারি পত্র পর্য্যন্ত একনিশ্বাসে পড়িয়া যাই, সেগুলি যে অধিকতর সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের বিষয় আরো বেশী হৃদয়গ্রাহী এবং বাহুল্যবর্জ্জিত হইতে পারিত তাহা মনেও করি না। চাষারা এই সকল শিক্ষালব্ধ উপকরণ দ্বারা কোনরূপ প্রভাবান্বিত হয় না, তাহারা আদ্যন্ত গল্পের আঁট সাঁট বাঁধুনিটি চায়: এই জন্য নানা দুর্নীতিপূর্ণ এই উপাখ্যান পাঠ করিবার সময় আমাদের কোনও স্থানে ধৈর্য্যচ্যুতি বা অবসাদ ঘটে না। কৌতুকপ্রবণ ক্রীড়াশীল ভাষার অবিরাম গতিতে আমরা অনায়াসে পাতার পর পাতা পড়িয়া যাই। গল্পটির আর একটি প্রধান আকর্ষণ এই যে পুস্তকখানি আগাগোড়া বঙ্গের হাট, বাট, মাঠ, পুকুর, আমজামের কুঞ্জ, পাপিয়া ও কোকিলের এবং নানা দেশজ পুষ্পের কথায় পরিপূর্ণ। কাব্যভাগে পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক চিত্রগুলি সমস্তই বঙ্গদেশীয়। এই খাঁটি বাঙ্গালার মূর্ত্তি, চালচিত্রের শত শত দোষ সত্বেও, আমাদের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কবিত্ব অথবা অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিশেষ কোন পরিচয় ইহাতে নাই, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কোন এক বিশেষ যুগের নিখুঁত একখানি চিত্র হিসাবে ইহা মূল্যবান্। এই পালাটি নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত লামারচর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী, এম্. এ. মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইনি কতক সময়ের জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা সংগ্রাহকের কাজ করিয়াছিলেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

চৌধুরী বাড়ির কামান—৩০৯ পৃঃ

চৌধুরীর লড়াই

বন্দনা

ধূয়া—অরে অরে অরে অরে অরে অরে অরে।
চৌধ্রী সাজিলারে চৌধ্রী সাজিলারে॥

প্রথমে আল্লার নাম মনে করি সার।
মুস্কিলে পড়িলে আল্লা করিবে উদ্ধার॥
প্রথমে আল্লার নাম দ্বিতীয় রসুল।
উন্মদে [1] করিলে গুণা [2] নবী [3] ব্যায়াকুল [4]॥
পরে বন্দনা করি বিবি বরকত মা।
যদি সে না হইত দুনিয়ার লোকে না পাইত দানা[5]॥
হজরত আলী বন্দি করি গুণের নাই সীমা।
আঁধার ঘরে জ্বলে বাত্তী নুরের মহিমা॥
হাসান হোসেন বন্দি করি রসুলের নাতি।
ইস্‌লামের কারণে বিস্তে [6] জ্বলে বাত্তি॥
জানা [7] আদমের পানা [8] কালু জিন্দা [9] বলে।
তিলেক মাত্র না পাইলে তক্তের খুড়া [10] হিলে [11]॥

---

[1] উন্মদে = ভ্রম বশতঃ। [2] গুণা = পাপ। [3] নবী = পেগম্বর।
[4] ব্যায়াকুল = কাতর, সদয়। [5] দানা = আহার্য্য।
[6] বিস্তে = বেহেস্তে, স্বর্গে। [7] জানা = (?)।
[8] পানা = (?)। [9] জিন্দা = পত্রবাহক।
[10] খুড়া = পায়া। [11] হিলে = হেলিয়া যায়, নড়ে, দোলে।

যার ঘরে আছে দানা গায়ে আছে উম [১]।
ধূল বালুয়ে শোইতলে [২] পরে চক্ষে আসে ঘুম ॥
যার ঘরে নাই দানা খাট পালঙ্গে শোতে।
সালুম [৩] রাইত পেডের [৪] ভোগে যেন পাইল ভূতে ॥
এতেক কহিতে আমার হবে অনেক ক্ষণ।
চৌদিগের বন্দনা লই শুন দিয়া মন ॥

(২)

ধূয়া—মনরে তরাইয়া লওরে অসাধনে হইলাম মিলন।

পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা মূলস্থান[৫]।
এ উদ্দিশে জানাই সেলাম হিন্দু মুসলমান ॥
মুসলমানের মুসলমানী হিন্দুর একাদশী।
সে কারণে মুসলমানী না মানে তুলসী ॥
তার পশ্চিমে করি বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ।
ভেদ নাই বিচার নাই বাজারে বিকায় ভাত ॥
চণ্ডালে রান্ধে যে ভাত ব্রাহ্মণে খায়।
এমন সুধন্য দেশে জাতি নাহি যায় ॥
ভাত মাছ খাইয়া তারা মুণ্ডে মোছে হাত[৬]।
সে কারণে রাইখছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ ॥

---

[১] উম = উষ্ণতা। [২] শোইতলে = শুইলে। যাহার অন্নের সংস্থান আছে ও শরীরে স্বাস্থ্য আছে, সে ধূলি বালিতে শুইলেও তাহার সুনিদ্রার অভাব হয় না।

[৩] সালুম = সমস্ত। [৪] পেডের = পেটের। যাহার ঘরে অন্ন নাই, খাট পালঙ্কে শুইলেও সমস্ত রাত্রি ক্ষুধার জন্য পেটের যন্ত্রণায় সে ভূতে পাওয়ার মত ছট্‌ফট্‌ করে, ঘুমাইতে পারে না। [৫] মূলস্থান = শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

[৬] মুণ্ডে মোছে হাত = *Cf.* "খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাহিব কুতূহলে।"—ভারতচন্দ্র। 'চৌধুরীর লড়াই' পুস্তকের এই মাছ খাওয়া কথাটা ভুল—মুসলমান কবি এখানে একটু অজ্ঞতা দেখাইয়াছেন।

চৌধুরীদের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ—৩১১ পৃঃ

পশ্চিমে বন্দনা কইরতে হবে অনেকক্ষণ।
দক্ষিণের বন্দনা লই শুন দিয়া মন॥ ১২

দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া ভাসে মনাই সদাগর[১]॥ ১৪
চাইর কূল ভাঙ্গিয়া গঙ্গী[২] মধ্য দিল চর।
সে চরে রসাই[৩] করে মনাই সদাগর॥ ১৬
নড়িও চড়িও গঙ্গী না করিও তল।
পরাণে না মাইরো আমার মনাই সদাগর॥ ১৮

দক্ষিণের বন্দনা কইরতে আমার হবে অনেকক্ষণ।
পূর্ব্বের বন্দনা লই শুন দিয়া মন॥ ২০

পূর্ব্বেতে বন্দনা করি পূবে ভানুস্বর।
একদিগে উদিলে ভানু চৌদিকে পসর[৪]॥ ২২
তার পূবে বন্দনা করি মস্‌জিদের চর।
চাঁদ সূরুয দুইটি ভাই সেই চরকের[৫] পর॥ ২৪
এক চরকে তোলে পানি আরক[৬] চরকে ছাড়ে।
আনা[৭] জনে আনা বলে প্রভুর দুয়ারে॥ ২৬
তার পূবেতে বন্দি করি পোবন করা করা[৮]।
স্ত্রী হইল বলিমন্ত[৯] পুরুষ মরা মরা॥ ২৮
তার পূবে বন্দনা করি দেলাই সাবের[১০] বাড়ী।
কোচ্ছাৎ[১১] করি আইন্‌ছে মর্দ্দে বাইশ মুল্লুকের হাতী॥ ৩০

---

১ মনাই সদাগর=চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত সদাগর—ইঁহারাই প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বণিক্, কিন্তু মনাই সদাগর কে? 'শ্রীমন্তের' অপভ্রংশ নয় ত?

২ গঙ্গী=গাঙ্গ, নদী। ৩ রসাই=রান্না। ৪ পসর=আলোক।
৫ চরক=চর। ৬ আরক=আর এক। ৭ আনা=নানা।
৮ পোবন করা করা= (?)। ৯ বলিমন্ত=বলবতী।
১০ দেলাই সাবের=দেলাই সাহেবের। ১১ কোচ্ছাৎ=কসরত, কৌশল।

হাতী আনি তার না পূরিল হাইস [১]।
হাতে করি আইন্‌ল মর্দ্দে বাইস মুল্লুকের মো'স [২]॥
এতেক কহিতে আমার হবে অনেকক্ষণ।
উত্তুরের বন্দনা লই শুন দিয়া মন॥

উত্তুরে বন্দনা করি হেমান্ত খেদার [৩]।
যার হিমাইলে [৪] দংশি আইল শয়াল [৫] সংসার॥
হস্ত নাই পদ নাই ধরেন ত চাপিয়া।
কার বাপের সাধ্য আছে হালাইত [৬] ঠেলিয়া॥
উত্তুরের হিমাইলে দক্ষিণে দিল মোড়া।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে আশী যুগের বুড়া॥
বুড়ার মরণ দেখি যোয়ান্যার [৭] পাইল ডর।
ক্ষেতা কাছড় [৮] লইয়া যায় আট বেড়ার [৯] ভিতর॥

আর উত্তুরে বন্দি করি পীর গোরা চাঁদ।
আস্‌মানে জমিনে গোরায় পড়িয়াছে ফাঁদ॥
ফান [১০] কাছি যেমন তেমন রসি গাছ দড়।
সেই ফাঁদে পড়িয়া বন্দা [১১] কিবা ছোট বড়॥
চৌদিগের বন্দনা কইতে হবে অনেকক্ষণ।
মাতা পিতা বন্দিয়া লই শুন দিয়া মন॥

মা বন্দম [১২] গর্ভ ধারিণী বাপ জর্ম্ম দাতা।
জনমে জনমে বন্দি থাক বসুমাতা॥

---

১ হাইস=সখ। ২ মো'স=মহিষ।
৩ হেমান্ত খেদাব=হিমের বাসস্থান। ৪ হিমাইলে=হিম আগত হইলে।
৫ শয়াল=সকল। ৬ হালাইত=ফেলায়।
৭ যোয়ান্যার=জোয়ান, বলশালী। ৮ ক্ষেতা কাছড়=ভূসম্পত্তি ও কন্থাদি।
৯ আট বেড়ার=অষ্টপ্রকার বাঁশের প্রাচীরের মধ্যে। ১০ ফান=ফাঁদ।
১১ বন্দা=বাঁধা। ১২ বন্দম=বন্দিব।

মাতা পিতা বন্দি করি শরিয়তের পীর।
যাহার পালনে আমার এই কাম শরীর ॥ ৫২
মাতা পিতা বন্দনা আমার করি দিলাম ইতি।
ওস্তাদ চরণ বন্দনা করি করিয়া ভকতি ॥ ৫৪
ওস্তাদ আমার বছমিঞা আচদিয়া ঘর।
ওস্তাদ ভজনা করি সভার গোচর ॥ ৫৬
কোথাকারে গেল খলিফা বানাইয়া সাকরিত [১]।
সে কারণে গাই আমি রাজচন্দ্রের গীত ॥ ৫৮

চৌদিগ বন্দনা করি মস্তক কইরলাম স্থির।
শিরের পরে বন্দি করি আশীহাজার পীর ॥ ৬০
আশীহাজার পীর নয় নয় লাখ পগম্বর।
খোদার দোস্ত মহাম্মদ শিরের উপর ॥ ৬২
ওঝা করি বন্দি ওঝা নাগেশ্বরী।
সতর তোলা খাইচে বিষ কোটরাতে ভরি ॥ ৬৪
বিষ খাওয়াইয়া কবিরাজে না খাওয়াইল জারণ [২]।
নিশ্চয় নাগের হাতে ঘটিল মরণ ॥ ৬৬

বাড়ীর চৌদিক করি বন্দি বাড়ীর ভগবান।
পাতালে করি বন্দি সপ্ত কোটি নাগ নারায়ণ ॥ ৬৮
চাডিগাতে করি বন্দি চাডেশ্বরী রাই [৩]।
ভুলুয়াতে করি বন্দি ভুলুয়ার বারাই ॥ ৭০
আগেতে আছিল কালী চাডিগা সহরে [৪]।
এখান কালে কইলকাত্তা সহরে ॥ ৭২
কইলকাত্তা সহরে যাইয়া মহিমাময়ী কালী।
সেই কালীর দুয়ারে দিল লোহার পাঁঠাবলি ॥ ৭৪

---

১ সাকরিত=শিষ্য। ২ জারণ=প্রতিষেধক ঔষধ।
৩ চাডেশ্বরী রাই=চট্টেশ্বরী রাণী দেবী। ৪ চাডিগা সহরে=পূর্ব্বে কালী চট্টগ্রামে ছিলেন, এখন কালীঘাটে। এই প্রবাদের মূল কি?

বন্দনা কহিতে আমার হবে অনেকক্ষণ।
বন্দনা ছাড়িয়া এবে গীতে কর মন ॥
রাজচন্দ্রের, রাজিন্দ্রের গীতও গাই।
সেই কালে খুড়া ভাতিজায় কইরাছে লড়াই ॥

প্রথম খণ্ড

রঙ্গমালার বিবাহ

ধূয়া—অরে অরে অরে অরে অরে অরে অরে।
চৌধ্রী সাজিলারে চৌধ্রী সাজিলারে ॥

চৌধ্রী ছিল রাজিনারাণ রাজ্যের অধিকারী।
হিন্দুর-কাইতের [১] জঙ্গল কাটি বাইন্‌ল রাজবাড়ী ॥
আউগ [২] দেউড়ী মাইজ দেউড়ী দেউড়ী সারি সারি।
হাইস [৩] করি তোলাইছে চৌধ্রী রাজ গঞ্জের কাছারী ॥
যে কালে রাজিন্দ্র খুড়ার গায়ে বল ছিল।
ষাইড় [৪] ঘর বৈরাগীর যায়গা আগ দরজায় দিল ॥
নাটুয়া নাটুনী কত ছিল সারি সারি।
কত রঙ্গে ঢঙ্গে চইলত সব নাগরী ॥
চৌধ্রী ছিল রাজিনারাণ রসিয়া নাগর।
জল টাঙ্গনের [৫] ঘরে শোয় দোসরা [৬] নাগর [৭] ॥

---

[১] হিন্দুর-কাইত=সিন্দুর-কাইত, গ্রামের নাম। [২] আউগ=আগ, প্রথম।
[৩] হাইস=সখ। [৪] ষাইড=ষাট।
[৫] জল টাঙ্গন=কাম-কেলির জন্য জলের উপর ঘর। Summer residence.
[৬] দোসরা=দুইজন। [৭] নাগর=যুগল, নায়ক-নায়িকা

রাজেন্দ্র চৌধুরীর দীঘি—৩১৪ পৃঃ

সবার চরণে আমি করিয়া ভকতি।
মন দিয়া শুনেন সবে রঙ্গমালার পীরিতি॥

গান

মরি মরি লাজে মরে যাই।
কামানলে প্রাণ জ্বলে কব কার ঠাঁই॥
কি করিব কোথা যাব কব কার ঠাঁই।
পাইলে সে ধন ধরি গলে রব মিলে ছেড়ে দিব নাই॥

(২)

তালেরপুর নড় বাড়ীতে একটা মহা উৎসব ছিল।
সেই বাড়ীতে রাম গৈত্যা গুঁজা চিঁড়া খাইতে গেল॥
চিঁড়া খাইয়া রামগতি বাড়ীত চলিল।
রঙ্গমালার সুন্দরীর দেখা পথের মধ্যে পাইল॥

আল্‌গে[১] থাকি রামগতি যে নজর করি চায়।
সোনার পুতুলা যেন সাম্‌নে দেখা যায়॥
শুন চাই গো[২] আগো দাসী কৈ তোমার ঠাঁই।
এই মাইয়াগা কে দাঁড়াইছে সত্য বল চাই॥

শুন শুন রামগতি কই তোমার ঠাঁই।
সম্মান লইয়া তুমি চলি যাও চাই॥
আপ্‌তারামের ঘরের মাইয়া গোলাপের ভগিনী।
ইছি বাছি[৩] রাইখ্‌ছে নাম রঙ্গমালা রাণী॥

এই কথা রামগতি যখনে শুনিল।
মনে মনে রামগতি ভাবিতে লাগিল॥
যদি আমি রামগতি পরাণে বাঁচিব।
কেমন রঙ্গমালা সুন্দরী নজরে দেখিব॥

---

[১] আল্‌গে=তফাৎ। [২] চাই=চাহিয়া। [৩] ইছি বাছি=অনেক বাছিয়া।

ধুয়া—যাই আগে শ্যামের মায়ের কাছে।

ধীরে ধীরে রামগতি যে কৈচ্ছে আগমন।
আপনা বাড়ীত যাই দিল দরশন॥ ১৮
নিজে নিজে রামগতি যে বুদ্ধি করণ লইল।
পিতার কাছেতে যাই দরশন দিল॥ ২০
শুনেন শুনেন পিতাঠাকুর কই আমনের[১] ঠাঁই।
একখান কথা কইতে আমার পরাণে ডরাই॥ ২১

এই কথা নছিরামে যখনে শুনিল।
রামগতির আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ২৪
শুনেন পিতাঠাকুর কহি আমনের ঠাঁই।
হাইসে রইসে[২] রঙ্গমালারে বিয়া করান চাই॥ ২৬
আপ্‌তারামের ঘরে মাইয়া গোলাপের ভগিনী।
ইছি বাছি রাইখ্‌ছে নাম রঙ্গমালা রাণী॥ ২৮

এই কথা গুঁজার বাপে যখনে শুনিল।
আল্‌গা পিছা[৩] হাতে করি দৌড়াইতে লাগিল॥ ৩০
তুই কইলি কিয়া[৪] গুঁজা[৫] তুই কইলি কিয়া।
অগো হাত ননাইয়া[৬] মাইয়া নিরে তোর তুন[৭] দিব বিয়া॥
ধায় আর রাম গৈচ্যা পিছের দিগে চায়।
আর নিরে পিতাঠাকুর আমার লাউগ পায়॥ ৩৪
গোস্যা হইয়া রামগতি যে বুদ্ধি করণ লৈল।
নছিরামের ঘরে যাই দরশন দিল॥ ৩৬

---

১ আমনের=আপনার।
২ হাইসে রইসে=মনের আনন্দের সহিত খুসী হইয়া।
৩ পিছা=ঝাঁটা।
৪ কিয়া=কি।
৫ গুঁজা=কুব্জ।
৬ হাত ননাইয়া=আদুরে।
৭ তোর তুন=তোর সঙ্গে।

যদি আমি রামগতি পরাণে বাঁচিব।
নছিরামের বড় সন্দুক [1] গো ছোড়াইনে [2] খুলিব ॥ ৩৮
এতবলি রামগতি যে ছোড়ানি লইল।
নছিরামের বড় সন্দুক ছোড়াইনে খুলিল ॥ ৪০
সন্দুক খুলিয়া নজর করি চায়।
হাজার টাকার তোড়া সাম্‌নে দেখা যায় ॥ ৪২
টাকার তোড়া কাঁধে লইয়া রামগতি যে কৈচ্ছে [3] আগমন।
আপ্‌তারামের বাড়ীতে যাই দিল দরশন ॥ ৪৪

দুরগা দাসী দুরগা দাসী বোলাইতে লাগিল।
সাম্‌নে আসি দুরগা দাসী খাড়া যে হইল ॥ ৪৬
শুন শুন রামগতি আইলা কিসের লাই।
একবার আমারে কহনা বুঝাই ॥ ৪৮

গান

দাসীগো মনের কথা বলিগো তোমায়।
করি দাসী এই নিবেদন আমি অধীন কারণ।
বিমুখ হইওনা কখন ধরি তোমার রাঙ্গা পায় ॥

শুন শুন ওগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
পাঁচশ টাকা দিলাম তোমার পান খাইবার লাই [4] ॥ ৫০
পাঁচশ টাকা দিলাম তোমার পান খাইবার লাই।
বিয়ার কথা হইলে টেকার [5] গণাপড়া নাই ॥ ৫২
আর জনে দিব টাকা গণিয়া পড়িয়া।
আমি গুঁজায় দিমু টেকা পান-সেরায় [6] মাপিয়া ॥ ৫৪

---

[1] সন্দুক=সিন্দুক।
[2] ছোড়াইন, ছোড়ানি=চাবি।
[3] কৈচ্ছে=করছে।
[4] লাই=জন্য।
[5] টেকা=টাকা।
[6] পান সেরায়=তুলাদণ্ড, পাল্লা, 'পালা পান সরা' কথাটা পূর্ব্ববঙ্গে চলিত আছে।

এই কথা নরের দাসী যখনে শুনিল।
রামগতির আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৫৬

শুন শুন রামগতি ক'মু তোমার ঠাঁই।
আন্তর বাড়ী [১] যাই আমি ওজন বুঝি চাই॥ ৫৮
ধীরে ধীরে দাসী কৈচ্ছে আগমন।
আন্তর বাড়ী যাই দাসী দিল দরশন॥ ৬০
শুন শুন আপ্‌তারাম কই তোমার ঠাঁই।
এরই [২] আসি কাছে বসি কথা শুন চাই॥ ৬২
এই কথা আপ্‌তারাম যখনি শুনিল।
দুরগা দাসীর কাছে আসি দরশন দিল॥ ৬৪

শুন শুন আপ্‌তারাম কই তোমার ঠাঁই।
কপাল উল্‌টিছে তোমারগো ভাইগ্যের সীমা নাই॥ ৬৬
এই কথা শুনি আপ্‌তারাম কপালে হাত দিতে চায়।
যাগার [৩] কপাল যায়গা আছে এমন দেখা যায়॥ ৬৮

শুন শুন ওগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
যায়গার কপাল যাগাত [৪] আমি দেখ্‌তে পাই॥ ৭০
এই কথা দুরগা দাসী যখনে শুনিল।
ভাইগ্যের কপাল উলটিছে তোমাগো বুঝাইয়া দিল॥ ৭২

মেহারকুলীন [৫] এক কুমার আইছেগো চলিয়া।
পাঁচশ টেকা দিছে তোমাগো পান খাইবার লাগিয়া॥ ৭৪

---

[১] আন্তর বাড়ী=অন্দর মহল। [২] এরই=এখানে।
[৩] যাগার=যায়গার। [৪] যাগাত=যায়গাতে, যথাস্থানে।
[৫] মেহারকুলীন=মেহারকুল ত্রিপুরার একটি পরগণা।

*   *   *   *

বিয়ার কথা হইলে টেকার গণাপড়া নাই ॥ ৭৬
এই কথা আপ্‌তারামে যখনি শুনিল।
মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল ॥ ৭৮
শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাই।
গোলাপের কাছে তুমি জলতি [১] যাও চাই ॥ ৮০
সে যদি হয় রাজি রাজি আছি আমি।
তবে বিয়ার কথা ঠিক কর তুমি ॥ ৮২
এই কথা দুরগা দাসী যখনি শুনিল।
গোলাপের কাছে যাই দরশন দিল ॥ ৮৪

শুন শুন গোলাপ চন্দ্র কই তোমার ঠাঁই।
কপাল উলটিছে তোগো ভাইগ্যের সীমা নাই ॥ ৮৬
মেহরেকুলীন এক কুমার আইছেগো চলিয়া।
পাঁচশো টেকা দিছে তোমাগোরে পান খাইবার লাগিয়া ॥ ৮৮

শুন শুন ওগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
মনে মাইন্যে [২] বেরন্যে হইব রঙ্গমালার জামাই ॥ ৯০
টাকা পৈসার কথা সব দিলাগো শুনাই।
এমন সুন্দর রঙ্গ কেমনগো জামাই ॥ ৯২

এই কথা দাসী যখনই শুনিল।
মনে মনে দাসী ভাবিতে লাগিল ॥ ৯৪
টেকা পৈসা যত কিছু পুরস্কার দিব।
জামাই চাইতে [৩] কইলে তার গুঁজ কোথায় নিব ॥ ৯৬
এখান হইতে দাসী কৈচ্ছে আগমন।
রামগতির কাছে যাই দিল দরশন ॥ ৯৮

---

১ জলতি = শীঘ্র।   ২ মনে মাইন্যে = মনে।
৩ চাইতে = দেখিতে।

শুন শুন রামগতি কইগো তোমার ঠাঁই।
আন্তর বাড়ী নিতে হুকুম হইছে জলতি চল যাই॥ ১০০
এই কথা রামগতি যখনি শুনিল।
শাজিপাড়ি [১] দাসীর সঙ্গে তখনই চলিল॥ ১০২

ধয়া—অ ধনি [২] আমার মতন সোনার রতন কপাল আছে কার।

আন্তর বাড়ী যাই যখন দরশন দিল।
গোলাপ রাইয়া গোলাপ রাইয়া তখন বোলাইতে লাগিল॥ ১০৪
আল্‌গে থাকি গোলাপ রাইয়া তখন নজর করি চায়।
রামগৈত্যা গুঁজারে দেখি বোলে হায়রে হায়॥ ১০৬
একে তোরে রামগতি দাউদে খাইচে অঙ্গ।
দেখিলে তোর রূপ আনন্দ হয় ভঙ্গ॥ ১০৮
ওঁচনেচ [৩] ভাঙ্গিয়া বুক হইছে মোচা [৪]।
মুখের দিকে চেইন্‌তে [৫] লাগে চৈত মাইয়া পেঁচা॥ ১১০
টেকার লোভে গোলাপ রাইয়া কিছু না কহিল।
বিয়ার তারিখ করিয়া যে দিলা॥ ১১২

(৩)

রঙ্গমালার বিবাহের সাজ

ধূয়া—তোরা কে যাইবি জলেরে
গোকুল নগরে বাঁশী বাজে ঐরে!

পয়লা অম্মতারা পদ্মতারা সোনামালা।
জয়তারা কালীতারা কাঞ্চন মালা॥ ২

---

[১] শাজিপাড়ি=সাজসজ্জা করিয়া। [২] ধনি=সুন্দরী।
[৩] ওঁচনেচ=উঁচু নীচু। [৪] মোচা=মোচার মত।
[৫] চেইন্‌তে=চিনিতে, মুখখানি দেখিতে ঠিক চৈত্র মাসের পেঁচার মুখের মত মনে হয়।

কলাবতী মুগাদাসী বেত তোলানী [1] রাই।
চলনাগো সব সখীরে জল ছেয়ানে [2] যাই॥

মাসমিত্রা [3] বোলাই রঙ্গেরে কহিতে লাগিল।
গাইট গিল্লা চুয়া চন্দন অঙ্গেতে মাখিল॥
চতুরদিগে সখীগণে করে ওলামেলা [4]।
মধ্যখানে খাড়া আছে সুন্দর রঙ্গমালা॥

এইমতে সখাগণে ছেয়ান করাইল।
ছেয়ান করাইয়া মাইয়া মউড্গা [5] তলে নিল॥
বাড়ীর কাছে বামণ আছিল ডাক দিয়া লইল।
রামগতি গুঁজারে তখন একত্রে বসাইল॥
যে রকম বিয়ার নীতি বামণে করাইল।
সমস্ত পূজা শেষ করি বিয়ার মন্ত্র পড়াইয়া দিল॥

চারি চৌক্ষের দুইজনের দেখা যে হইল।
অগ্নির ফুলুকী যেন রঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল॥
বাঁশ বনে আগুন দিল গিরা [6] ফুডি [7] যায়।
তেন মত জ্বলি উঠে রঙ্গমালার গায়॥

আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া চক্ষু দুটি খাইল।
বাড়ীর কাছে রসিক থুই গুঁজার তুন [8] বিয়া দিল॥
টেকার লোভেতে বাপের বিচার না করিয়া।
রামগতি গুঁজার কাছে আমাকে দিল বিয়া॥
যদি আমি রঙ্গমালা পরাণে বাঁচিব।
কেমনে রামগৈত্যা গুঁজারে নজরে দেখিব॥

---

[1] বেত তোলানী=বেতের কাযে নিপুণা।
[2] ছেয়ানে=স্নান করিতে।
[3] মাসমিত্রা=মাসীমা।
[4] ওলামেল'=আনাগোনা।
[5] মউড্গা=বিবাহের স্থান।
[6] গিরা=গেরো, (Joint).
[7] ফুডি=ফুটিয়া।
[8] তুন=স্থানে, সঙ্গে।

বিয়া সমাধা হইয়া নিষ্পত্তি হইল।
কন্যাবর বড় ঘরেতে নিল ॥
পালঙ্গেতে রঙ্গমালা শুইয়া রহিল।
রামগতি গুঁজা পালঙ্গে বসিল ॥

আল্গে[১] থাকি রামগতি গুঁজারে রঙ্গমালায় নজর করি চায়।
কাছে আইয়ে রামগতি এমন দেখা যায় ॥
লাথি মারি রামগতিরে ফালাইয়া দিল।
কেবাড়[২] ভাঙ্গে রামগতি উড্গা[৩] লড় দিল[৪] ॥
যে দিন লাগাত[৫] রঙ্গমালার চিন্‌ল আপন পর।
এক দিনও না কইরল্য রামগৈত্যা গুঁজার ঘর ॥
ধায় আর রামগতি পিছের দিগে চায়।
আর কিরে রঙ্গমালায় আমার লাউগ[৬] পায় ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

রঙ্গমালার পীরিত

(১)

গান

১ম ধূয়া—পারিতি এমন কষ্ট জানি কি আগেতে।
জর জর হইল তনু ভাবিতে ভাবিতে ॥
ভাবি আমি যার দায় সে মোরে ছাড়িয়া যায়।
হায় হায় দুঃখ কব কায় বাঁচি না দুঃখেতে ॥

---

১ আল্গে=দূরে।
২ কেবাড়=কপাট, দরজা।
৩ উড্গা=উঠিয়া।
৪ লড় দিল=দৌড় দিল।
৫ লাগাত=হইতে।
৬ লাউগ=নাগাল।

কুল মান পরিহরি হইল কিঁকরী [১] তারি।
তবু মোরে যায় ছেড়ে' ধিক্‌রে পীরিতে॥

৩য় ধূয়া—মনে মনে গোপনে রাখিও পীরিতি।
পীরিতি করিবি পরাণে মরিবি বিচ্ছেদ জ্বালায় মরিবি যুবতী॥

শুন শুন ইন্দ্রসভা তোমরা আমার ভাই।
রঙ্গমালার পীরিতের কথা সবারে শুনাই॥ ২

চৌধ্রী বাড়ীর দরজায় ছিল শ্যামপ্রিয়া বৈষ্টবীর ঘর।
ভিক্ষা কৈরতে যায় বৈষ্টবী আল্লাদি নগর [২]॥ ৪
সালুম [৩] দিন ভিক্ষা করে ডাইনে আর বাঁয়।
দণ্ড চারিখ [৪] বেলা থাইকতে নর [৫] বাড়ীতে যায়॥ ৬
ঘাডার [৬] আগে যাইয়া প্রিয়ায় ধরিল ঝিকির [৭]।
রঙ্গমালায় বোলে আইল ঈশ্বরের [৮] ফকির॥ ৮

গান

শুনলো শুনলো তোরা ওগো সখী।
থাক থাক দূরে থাক হৈয়া হেঁটমুখী॥ ১০
দেখিগো দেখিগো আমি একবার দেখি।
সে কুলে কদম্বমূলে মনচোর নাকি॥ ১২

শুন চাইগো অগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
ভিক্ষা দিয়া বৈষ্টবীরে বিদায় করা চাই॥ ১৪
এই কথা দুরগা দাসী যখনে শুনিল।
রসাই মণ্ডব [৯] ঘরে যাই দরশন দিল॥ ১৬

---

১ কিঁকরী=কিঙ্করী।
২ আল্লাদি নগর=বাজুপুরের দক্ষিণে।
৩ সালুম=সমস্ত।
৪ চারিথ=চারেক, প্রায় চার।
৫ নর=নটেদের।
৬ ঘাডার=ঘাটের।
৭ ঝিকির=চীৎকার করিয়া গান।
৮ ঈশ্বরের=শিবের।
৯ রসাই মণ্ডব=রান্নাঘর।

আজঝের [১] চাইল একবুড়ী কড়ি থালে উঠাইল।
থালা হস্তে করি শ্যামপ্রিয়ার কাছে গেল ॥
ভিক্ষা লও শ্যামপ্রিয়া আজাইর [২] কর থালা।
গোলাপের আশীর্ব্বাদ আর রঙ্গমালা ॥

রঙ্গমালার কথা প্রিয়া কর্ণেতে শুনিল।
মনে মনে শ্যামপ্রিয়া ভাবিতে লাগিল॥
নামের সুন্দর এত দেইখ্‌তে লাগে কি।
কিরূপে রঙ্গমালারে নয়নে দেখি ॥

হেক্‌মত্যা [৩] শ্যামপ্রিয়া হেক্‌মত [৪] করিল।
জুম্বুলের [৫] তুন খুঞ্জনিটা টান দিয়া লইল ॥
টুন্ন্যুর টুন্ন্যুর করি খুঞ্জনি টোকা দিল।
ছোট ছোট নরের পোলা তাম্‌সা চাইতে আইল ॥
খুঞ্জনি বাজায় শ্যামপ্রিয়া আরম্ভিলা গীত।
শুনি যত নড়ের বংশ হইল বিপরীত [৬] ॥

গান

মনের মানুষ ভবে মিলে না সৈগো কি করি তাই বল না।
মনের মানুষ মিল্লে পরে মনে মনে মিলে না ॥
মনের মানুষ যদি পেতাম মন প্রাণ সঁপে দিতাম।
অগো তার মন আমি নিতেম কই সেই মানুষ ত পেলাম না ॥

টুন্ন্যুর টুন্ন্যুর গায় গীত যেন বীণার টান।
পথ ঘাট বুঝা [৭] যায় না ভগদে [৮] পরাণ ॥

---

[১] আজঝের=আধসের। [২] আজাইর=আজাড়, খালি।
[৩] হেক্‌মত্যা=অতিশয় কৌশলী, ধূর্ত্ত। [৪] হেক্‌মত=ফিকির।
[৫] জুম্বুল=থলি। [৬] বিপরীত=আশ্চর্য্য।
[৭] বুঝা=পদ ও শব্দ বুঝা যায় না, কিন্তু মন আকর্ষণ করে।
[৮] ভগদে=আকর্ষণ করে।

ঘরে থাকি রঙ্গমালা কর্ণেতে শুনিল।
মাসমিত্রা [১] বোলাই কথা কহিতে লাগিল ॥
শুনেন্ শুনেন্ মাসমিত্রা কই আমনের ঠাঁই।
আমার মনের ছরদ্রা [২] হয় কীর্ত্তন শুনবার লাই [৩] ॥
হৈছ তলক [৪] রইছ তুমি জোড় মন্দির ঘরে।
এখন কেনে যাইতে চাও আগ্দরজার পরে ॥
এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
রঙ্গমালারে লৈয়া যাত্রা করিল ॥

ধীরে হাটে অনুগতে [৫] কৈছে আগমন।
তেড়ী বেড়ার [৬] কাছে যাই দিল দরশন ॥
ঐদিকে শ্যামপ্রিয়ার নজর করি চায়।
কেবা আসে কেবা যায় কে শুনে খাড়ায় ॥
রঙ্গমালার দিকে প্রিয়ার নজর পড়িল।
হেরিতে হেরিতে প্রিয়ার আঁখি উলটিল ॥
চারি চক্ষের দুইজনে যখন দেখা হইল।
ভাবে মগন হইয়া প্রিয়া ঢুলিয়া পড়িল ॥
এই কাণ্ড রঙ্গমালায় যখনে দেখিল।
মনে মনে রঙ্গমালায় ভাবিতে লাগিল ॥

রঙ্গমালায় বলে আমি বুঝিরে ভাবিয়া।
আমার রূপ দেখি পৈড়ছেরে [৭] ঢুলিয়া ॥

---

১ মাসমিত্রা=মাসীমা। ২ ছরদ্রা=পছন্দ, ইচ্ছা।
৩ লাই=নাগিয়া।

৪ হৈছ তলক=জন্মাবধি, হইয়াছ পর্য্যন্ত; তুমি জন্মাবধি জোড় মন্দির ঘরের মধ্যে থাকিয়া আজ কিরূপে বাহির দরজায় যাইতে চাহিতেছ?

৫ অনুগতে=অনুগত হইয়া, সংগীতে মুগ্ধ হইয়া।

৬ তেড়ী বেড়া=ত্রিকোণ বেড়া। ৭ পৈড়ছেরে=পড়িয়াছেরে

এমন দয়ালী বৈষ্টব যাইবগৈ মরিয়া।
কতকাল রাখিব ধর্ম্মে নরকে ঢালিয়া॥
ধীরে হাটে অনুগতে কৈচ্ছে আগমন।
শ্যামপ্রিয়ার কাছে যাই দিল দরশন॥
তৈল পানি দিয়া প্রিয়ার সান্ত্বনা করিল।
শাড়ীর অঞ্চল দিয়া বাতাস করিল॥
কিছুকাল বাদে প্রিয়া সান্ত্বনা হইল।
রাধে কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া উঠিল॥
শান্ত হইয়া শ্যামপ্রিয়া চক্ষু মিলি চায়।
সোনার পুতুলা যেন সাম্‌নে দেখা যায়॥

তুমি নাকি রঙ্গমালা বুঝাই কহ আমারে।
তোমার রূপ দেখিয়া আমার পরাণ বিদরে॥

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
শ্যামপ্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল॥
শুন শুন শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই।
আমার মত কাঙ্গালিনী পৃথিবীতে নাই॥
কিসের কাঙ্গাল তুমি কহ না আমারে।
তোমার রূপের তুলনা আমি না দেখি সংসারে॥

শুন শুন রঙ্গমালা কই তোমার ঠাঁই।
এমন সুন্দর রঙ্গ কেমন গো জামাই॥

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
শ্যাম প্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল॥
শুন চাই গো শ্যামপ্রিয়া গো উদ্ধব কালিয়া[১]।
নিবেছিল চিত্তের আগুন দিলি গো জ্বালিয়া॥

---

[১] উদ্ধব কালিয়া=উদ্ধবকে পাইয়া যেরূপ গোপীদের পূর্ব্ব কথা সমস্ত মনে হইয়াছিল।

ধনের লোভেতে বাপে বিচার না করিয়া।
রামগৈত্যা গুঁজীর কাছে আমারে দিছে বিয়া॥ ৭৮
আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া চক্ষু তুটি খাইল।
বাড়ীর কাছে রসিক থুই [১] গুঁজীর তুন বিয়া দিল। ৮০
বাপের বাড়ী থাকি আমি চিন্‌ছি আপন পর।
এক দিনও না কৈরল্যাম রামগৈত্যা গুঁজার ঘর॥ ৮২

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
বাঁশ মুড়ীর [২] ইল্‌বিষ [৩] যেন ফডকিয়া[৪] উঠিল॥ ৮
কার বাড়ীত যাইব আমি কার বাড়ীত রইব।
রঙ্গমালার সুন্দরীর কথা চৌধ্রী বাড়ীত কইব॥ ৮৬
চৌধ্রী আছে রাজচন্দ্র রসিয়া নাগর।
জল টাঙ্গনের ঘরে শোবে দোস্‌রা নাগর॥ ৮৮
চৌধ্রীর সঙ্গে রঙ্গের সঙ্গে প্রেম লাগাই দিব।
অনেক কড়ি দিব টেকা জনম ভরি খাইব॥ ৯০
এই কথা শ্যামপ্রিয়া মনেতে ভাবিয়া।
সেখান তুন শ্যামপ্রিয়া গেল গৈ চলিয়া॥ ৯২

(২)

ধূয়া—ঠম্‌কে ঠম্‌কে চলে শ্যাম প্রিয়া বৈষ্টবী।
ঝলমল করে রূপ আহা মরি মরি।

চৌধ্রী বাড়ীর দরজায় যাইয়া দরশন দিল।
মনে মনে শ্যামপ্রিয়ায় ভাবিতে লাগিল॥ ২

পদ নাই পরিচয় নাই কইব কার ঠাঁই।
কেমনে কথা কইবরে রাজচন্দ্রের কাছে যাই॥ ৪

---

[১] থুই=ফেলিয়া। [২] বাঁশ মুড়ী=বাঁশ ঝোপ।
[৩] ইল্‌বিষ=সজারু জাতীয় জন্তু-বিশেষ। ইহারা বাঁশ ঝোপে থাকে। বাঁশ ঝোপে সামান্য ধাক্কা দিলেই ইহারা লাফাইয়া উঠে। [৪] ফডকিয়া=লাফাইয়া।

আল্‌গে থাকি শ্যাম প্রিয়ায় নজর করি চায়।
চাচা ভাতিজা তিন জনের দরবারে দেখা যায়॥ ৬
আরক [১] জন বুঝায় কাগজ কাগজ দেখিয়া।
রাজচন্দ্র বসি রৈছে তক্যা [২] ঢেলান দিয়া॥ ৮
মনে মনে শ্যামপ্রিয়ায় বুদ্ধি যে করিল।
জুম্বুলের তুন খুঞ্জনিগা [৩] টান দিয়া লইল॥ ১০

ধূয়া—বাঁকা নয়নে ঠারিয়া নিলি প্রাণ।
কমলিনি মধুকর দান॥

বাজায় অরে শ্যামপ্রিয়া চৌধ্রীর দিকে চায়।
এই দিগে রাজচন্দ্র নজর করি চায়॥ ১২

শ্যামপ্রিয়া আর চৌধ্রীর চক্ষে যখন এক হইল।
শ্যামপ্রিয়া বৈষ্টবী তখন চক্ষে ঠার দিল॥ ১৪
আল্‌গে থাকি রাজচন্দ্রে নজর করি চায়।
শ্যামপ্রিয়া ঠারণ লৈচে [৪] এমন দেখা যায়॥ ১৬

শুনেন্‌ শুনেন্‌ খুড়া ঠাকুর কই আমনের ঠাঁই।
আমার ছদ্দি হইছে প্রাণের খুড়া শৈলে [৫] আরাম নাই॥ ১৮
এই কথা রাজেন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল।
দরবার ক্ষেমা দিয়া [৬] আন্তর বাড়ীত [৭] রাজচন্দ্রেরে পাঠাই দিল॥ ২০

ধীরে হাটে অনুগতে কৈচ্ছে আগমন।
আন্তর বাড়ীত যাই চৌধ্রী দিল দরশন॥ ২২

---

[১] আরক = আর এক। [২] তক্যা = তাকিয়া।
[৩] খুঞ্জনিগা = খঞ্জনিটা। [৪] শ্যামপ্রিয়া ঠারণ লৈচে = শ্যামপ্রিয়া চক্ষের ঠার দিতেছে এমন মনে হইল। [৫] শৈলে = শরীরে।
[৬] ক্ষেমা দিয়া = পরিত্যাগ করিয়া। [৭] আন্তর বাড়ী = অন্দর বাড়ী।

সোনালী ধুতির কোঁচা তেপেচী [১] পিন্ধিল [২] ।
গোলাপী চাদর কান্ধের মধ্যে তুলি দিল ॥ ২৪
জরির জুতা পায় দিয়া ।
শ্যামপ্রিয়ার কাছে গেল হাঁটিয়া ॥ ২৬

শুন চাই গো শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই ।
ঠার মারিয়া ভৈন দিদি [৩] গো আইলা কিসের লাই ॥ ২৮
এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল ।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩০
শুনেন্ শুনেন্ মহারাজ কই আপনার ঠাঁই ।
অপূর্ব্ব এক তামসা দেইখ্‌লাম নর বাড়ীতে যাই ॥ ৩২

এই কথা রাজচন্দ্র চৌধ্রী যখনে শুনিল ।
শ্যামপ্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৪
শুন শুন শ্যামপ্রিয়া গো কই তোমার ঠাঁই ।
কিবা তামসা দেখছ তুমি কহ না বুঝাই ॥ ৩৬

এই কথা শ্যামপ্রিয়ায় যখনি শুনিল ।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৮
শুনুন্ শুনুন্ নাতিঠাকুর কই আম্‌নার ঠাঁই ।
পীরিতের দরখাস্তের টেকা দেও মোরে ফেলাই ॥ ৪০

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল ।
এড়াই বেড়াই শ্যামপ্রিয়ারে ঠাস্থাইয়া ধরিল ॥ ৪২
যদি রাজচন্দ্র চৌধ্রী প্রেমের কথা পায় ।
আন্ধাইরগা রাত্র হইলে টাঙ্গন [৪] দৌড়াই যায় ॥ ৪৪

---

১ তেপেচী = তিন ভাজে । ২ পিন্ধিল = পরিল ।
৩ ভৈন দিদি = বহিন দিদি, ভগিনী সম্বোধন। ৪ টাঙ্গন = ঘোড়া ।

বেড়াইয়া শ্যামপ্রিয়ারে যখন ধরিল।
রঙ্গমালার কথা প্রিয়ায় কহিতে লাগিল॥

আপ্ তারামের ঘরে মাইয়া গোলাপের ভগিনী।
ইছিবাছি রাইখ্ছে নাম রঙ্গমালা রাণী॥
হাইসে করাইছে বিয়া ফুলেশ্বরী রাই।
রঙ্গমালাগার ঠেঙ্গের জ্ঞান আট কপালে নাই॥
শুন শুন শ্যামপ্রিয়া গো কই তোমার ঠাঁই।
নর বাড়ীর পদ্ম গাছ মোরে দেখাই দেও চাই॥
এই কথায় শ্যামপ্রিয়ায় যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল॥
এমন কথা কইতাম যদি কোন হাইল্যা চাষার কাছে।
বক্ষিস্ বুলি দুই চাইর টেকা ফেলাই দিত পাছে॥

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।
শ্যামপ্রিয়ার কাছে চৌধ্রী বড় সরম পাইল॥
কি দিব কি দিব বলি ভাবিতে লাগিল।
জেবে হাত দিয়া একগা টাকা প্রিয়ার হাতে দিল॥
ইহা দেখি শ্যামপ্রিয়া রাগান্বিত হইল।
হাতের টেকা শ্যামপ্রিয়া ফেলাইয়া দিল॥
আমি হেন জাত বৈরাগী তোমার আগ্দরজায় ঘর।
লক্ষ টেকা আছে আমার জুম্বুলের ভিতর॥

বৈষ্টবীর কাছে চৌধ্রী বড় সরম পাইল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল॥
শুন চাইগো ভইন দিদি গো শুন মন দিয়া তুমি।
এক মুল্লুক তোমার নামে লেখি দিমু আমি॥

টেকার কিবা রাট্ [1] আমার যায়গার কিবা রাট্।
দিনে দিনে করি দিমু তোমার নামে রাজগঞ্জের হাট ॥ ৭০
এই কথা বৈষ্টবীয়ে যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৭২

বাঁকীর নামে ফাঁকি দাদা সর্ব্বলোকে জানে।
সারিলে আপন কার্য্য ফিরি নাহি মোনে [2] ॥ ৭৪
এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
পকেটের তুন চিনের কাগজ [3] টান দিয়া লইল ॥ ৭৬
আপনার হস্তে কাগজ লিখিতে লাগিল।
ষাইট ঘর বৈরাগীর যায়গার মালিক লেখিয়া সে দিল ॥ ৭৮
বৈষ্টবীর হস্তে যখন কাগজ সে দিল।
ইহা দেখি বৈষ্টবী বড় খুসী হইল ॥ ৮০

শুন শুন নাতিঠাকুর কই তোমার ঠাঁই।
চাইর দণ্ড বেলা থাইকৃতে আসিত্ত ভাই ॥ ৮২
এই কথা রাজচন্দ্র ফিরি যখনে শুনিল।
কত দূরা যাইয়া চৌধ্রী ভাবিতে লাগিল ॥ ৮৪
রাজচন্দ্র বোলে আমি কি কাজ করিলাম।
ভেদের [4] কোন কথা বৈষ্টবীর তুন না জিজ্ঞাস করিলাম ॥ ৮৬
কতদূরা যাইয়া চৌধ্রী দৌড়িতে লাগিল।
শ্যামপ্রিয়া রে বলি চৌধ্রী রগধি [5] চলিল ॥ ৮৮

পিছু মুখি শ্যামপ্রিয়ায় নজর করি চায়।
রাজচন্দ্রে দৌড়ান লাইগ্ছে এমন দেখা যায় ॥ ৯০

---

১ রাট্ = অভাব। ২ মোনে = মনে।
৩ চিনের কাগজ = (Writing rad) কাগজ-বিশেষ।
৪ ভেদের = মন্ত্র-তন্ত্র, যদ্দ্বারা স্বামিস্ত্রীর প্রণয়-ভঙ্গ ও বশীকরণ প্রভৃতি সাধিত হয়। ৫ রগধি = রুখিয়া, জোরে জোরে।

শুন শুন নাতিঠাকুর কই তোমার ঠাঁই।
তুষ্টি মুষ্টি [১] কথার মধ্যে দৌঁড়াও কিসের লাই॥

শুন চাই গো ভইন দিদি গো দৌড়াই আইছি আমি।
জ্ঞেয়ান টেয়ান তন্ত্র মন্ত্র জাননি গো তুমি॥

এইকথা শ্যামপ্রিয়ায় যখনে শুনিল।
হেক্কর করি শ্যামপ্রিয়ায় হাসিয়া উঠিল॥
যেই দিন লাগাত শিখছি আমি টিপরার জ্ঞেয়ান [২]।
সাতবার হইয়াছি বুড়া সাতবার যোয়ান॥
হুঙ্কারে আসমানের তারা পারি নামাইবারে।
পাতালের বালু আনি পারি [৩] গণিবারে॥
যদি আমি বুড়া মুখে পারি দিব পান।
ভাটা গাঙ্গ [৪] জোয়ারের জল সে ধরে উজান॥

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।
শ্যামপ্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল॥
শুন চাইগো ভইন দিদি গো কই তোমার ঠাঁই।
পান পড়া জ্ঞেয়ানে মোরে পৈত্তাল [৫] দেও চাই॥

এই কথা শ্যামপ্রিয়ায় যখনে শুনিল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল॥
কি দি [৬] পৈত্তাল দিমু এখন পৈত্তালের জিনিষ নাই।
এক মূলের পান সুপারী আনি দেও চাই॥

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।
বৈকালে আনিব বুলি আন্তর বাড়ীত গেল॥

---

১ তুষ্টি মুষ্টি=সামান্য। (ত্রিপুর জাতির মধ্যে প্রচলিত একরূপ জাদু।)
২ টিপরার জ্ঞেয়ান=বিশেষ যাদুমন্ত্র।
৩ পারি=পড়িয়া, মন্ত্র পড়িয়া। যদি আমি বৃদ্ধের মুখে মন্ত্র পড়িয়া পান দিই……।
৪ গাঙ্গ=নদী।
৫ পৈত্তাল=ফল।
৬ কি দি=কি দিয়া।

ছেয়ান সন্ধ্যা করি খানা যে খাইল।
খানা খাই মহারাজ শয়ান করিল॥ ১১৪
চাইর দণ্ড বেলা থাইক্‌তে উঠিয়া বসিল।
রাম ভাঁড়ালী [১] রাম ভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল॥ ১১৬
শুন শুন রাম ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
জলতি করি ধল্যা টাঙ্গন [২] সাজাই আনা চাই॥ ১১৮
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
ধল্যা টাঙ্গন রামায় সাজাইয়া আনিল॥ ১২০
রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন।
তা দেখি মহারাজের খুসী হইল মন॥ ১২২

([illegible])

ধূয়া—রাধের মন গৈরবিণী [৩] মনত ভালা নারে।

সাজিপাড়ি মহারাজ টাঙ্গনে চড়িল।
কালা বারইর বাড়ী বুলি টাঙ্গন ছাড়ি দিল॥ ২
হেইখানে [৪] যাই মহারাজে ঘোড়ারে দিল বাড়ি।
চলিলরে দেবের ঘোড়া মহা দর্প ছাড়ি॥ ৪
হেইখান তুন [৫] মহারাজ টাঙ্গন ছাড়ি দিল।
কালা বারইর বাড়ীত যাই দরশন দিল॥ ৬
আম গাছের লগে ঘোড়া বন্ধন করিল।
কালা বারই কালা বারই বোলাইতে লাগিল॥ ৮

এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
তিন ডাকের ওক্‌তে [৬] কালায় স্বর কানে শুনিল ১০

---

১ ভাঁড়ালী=ভাঁড়ারী, ভাণ্ডারী।
২ ধল্যা টাঙ্গন=সাদা ঘোড়া।
৩ গৈরবিণী=গরবিণী।
৪ হেইখান=সেইখান।
৫ তুন=হইতে।
৬ ওক্‌তে=বেলায়।

ডাক শুনি কালা বারই বাইরে আসিল।
বাইশ মুল্লুকের হাকিম দেখি কাঁপিতে লাগিল॥

হাজার টেকা দিয়া কত্তার না পাইল দরশন।
আম্‌নে আম্‌নে [১] আইলেন কত্তা কিসের কারণ॥
এই কথা কালা বারই যখনে কহিল।
কালার আগে মহারাজ কহিতে লাগিল॥

শুন শুন কালা বারই কই তোমার ঠাঁই।
তোমার কাছে আইছি আমি এক বিড়া পানের লাই॥
এই কথা কালা বারই যখনে শুনিল।
মহারাজের কথা কালায় বিশ্বাস না করিল॥
বাড়ীত থাকি মহারাজ দিতেন হুকুম করিয়া।
বাড়ীতে দুই তিন গাড়ী পান আমি দিতাম পাঠাইয়া॥

সে পানে নয় কালা বারই কই তোমার ঠাঁই।
এক মূলি এক বিড়া পান নিজে কিনন চাই॥
এই কথা কালা বারই যখনে শুনিল।
তখন কালা বারই বিশ্বাস করিল॥
বসিবারে ভাল স্থান করিয়া সে দিল।
আপনা বাড়ীত যাই দরশন দিল॥

শুন শুন বারুণী [২] কই তোমার ঠাঁই।
ভালা ভালা বাছি বাছি এক বিড়া পান জলৃতি আনা চাই॥
এইকথা রাম তারায় যখনে শুনিল।
ভারল [৩] বরে [৪] বারুণী যাই উপস্থিত হইল॥
বাছি বাছি এক বিড়া পান তুলিয়া আনিল।
কালা বারইর হস্তে আনি সেই পান দিল॥

---

[১] আম্‌নে আম্‌নে = অমনি অমনি; শুধু শুধু।
[২] বারুণী = বারুইএর স্ত্রী।
[৩] ভারল = ঘন।
[৪] বরে = বরজে।

পান লই কালা বারই কৈচ্ছে আগমন।
মহারাজের কাছে আসি দিল দরশন॥ ৩৬

পান দেখি মহারাজ বড় খুসী হইল।
দামের কথা কালা বারইরে জিজ্ঞাসা করিল॥ ৩৮
কালায় বোলে মহারাজ আমি কৈতাম নয়।
যাহা দেন আপনার মুনাছিব [১] হয়॥ ৪০

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল।
কি দিব কি দিব বুলি ছুচুমুচু [২] লইল॥ ৪২
শ্যামপ্রিয়ার হাতে একবার এউগা [৩] টাকা দিয়া।
কত সরম দিল মোরে বৈষ্টবী শ্যামপ্রিয়া॥ ৪৪
ইহা বুলি মহারাজ ভাবিতে লাগিল।
জেবে [৪] হাতদি কালরে হাতদি পাঁচগা টাকা দিল। ৪৬
টাকা পাই কালা বারই বড় খুসী হইল।
হাত জোড় করি কালায় নমস্কার দিল॥ ৪৮

(৪)

রাম ভাঁড়ালী রাম ভাঁড়ালী হুকুম করি দিল।
টাঙ্গন সাজাইয়া রাজার সাক্ষাতে আনিল॥ ২
টাঙ্গনের পরে চড়ি মহারাজ মারে কোড়ার বাড়ি।
চলিল দেবের ঘোড়া মহাদর্প ছাড়ি॥ ৪
কত দূরা আসি মহারাজ দরশন দিল।
রামায় বোলে মহারাজ আমার পেড কামড়াইল॥ ৬
এইকথা বলিয়া রামায় পাইখানাতে গেল।
বাড়ীর পূর্ব্ব দিয়া কালার বাড়ীত গেল॥ ৮

---

১ মুনাছিব=খুশী।
২ ছুচুমুচু=ইতস্ততঃ।
৩ এউগা=এক।
৪ জেবে=পকেটে।

আল্‌গে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
কালা বারই বাজায় টেকা এমন দেখা যায়॥
রামায় বোলে কালা বারই কই তোমার ঠাঁই।
শীঘীর করি টাকা ফিরাই দে কহিয়া বুঝাই॥

কালায় বোলে রাম ভাঁড়ালী তুমি বল কি।
মহারাজে দিছে টাকা আমি খুঁজি লইয়াছিনি॥
রামায় বোলে কালা বারই কই তোমার ঠাঁই।
জল্‌তি টেকা দেও তুমি আমি চলি যাই॥
আজগা দিছে টেকা পঞ্চরত্ন [১] দিয়া।
কাইল নিব টেকা তিন হলদ [২] দিয়া॥
আমারে মহারাজ দিব হুকুম করিয়া।
তোর বাড়ীত আইব আ ম টেকার লাগিয়া॥
শালের পালার [৩] লগে [৪] তোরে কসিয়া বান্ধিব।
পায়ের জুতা খুলি খুব তোরে লাগাইব॥

এই কথা কালা বারই যখনে শুনিল।
দিতাম নয় বোলিয়া টেকা কোমরে বান্ধিল॥
আল্‌গে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
কোমরে খঁচ্‌ছে টেকা এমন দেখা যায়॥

ধূয়া— মাররে অরে আঁখি পোসাও রঙ্গলাল বেরি বেরি।

লাপ্‌দি [৫] পড়ি কালা বারইর চুল চাবি [৬] ধরিল।
গুড়ুম গুড়ুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল॥

---

[১] পঞ্চরত্ন=পাঁচটি রত্ন। [২] হলদ=কনুইএর আঘাত।
[৩] পালা=খুট। [৪] লগে=শীর্ষদেশে।
[৫] লাপ্‌দি=লাফদিয়া। [৬] চাবি=চাপিয়া।

আশ কিল পাশ কিল, কিল অজাগর।
চৌদ্দ বুড়ি মাইল্য কিল মেডীর [১] উপর॥ ৩০
এমন কিল কিলাইল তারে তার কমু কি।
গুল পিডনী [২] পিডন দিল ভাদির [৩] গৈচা [৪] দি॥ ৩২
কিল খাইয়া কালা বারই না কাড়িল রাও।
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধরে রাম ভাঁড়ালীর পাও॥ ৩৪
আল্‌গে থাকি বারুইনী নজর করি চায়।
বারইয়ারে কিলান লাইগ্‌ছে এমন দেখা যায়॥ ৩৬
লাঠি হস্তে কৈরে বারনী সেখানে আসিল।
রামার সাক্ষাতে লাঠি যখন উঠাইল॥ ৩৮
লাফদি পড়ি বারনীর চুল চাবি [৫] ধরিল।
চাইর কিল মারিয়া তাইরে হোতাইয়া [৬] ফেলাইল॥ ৪০
ইহা দেখি কালা বারই দিসা নাইরে পায়।
কমরের তুন টাকা খুলি রামার হাতে দেয়॥ ৪২
টাকা লইয়া রাম ভাঁড়ালী কৈচ্ছে আগমন।
মহারাজের কাছে যাই দিল কি দরশন॥ ৪৪
মহারাজ বোলে রাম কই তোমার ঠাঁই।
এতক্ষণ কোন খানে গেছ কহনা বুঝাই॥ ৪৬
রামায় বোলে মহারাজ পেটের কামড় হইল।
পায়খানা করিতে আমার এত দেরী হইল॥ ৪৮

(৫)

এই কথা শুনি মহারাজ টাঙ্গন দিল ছাড়ি।
চলিয়া আসিল আপনার বাড়ী॥ ২

---

১ মেডী=দাঁতের মাড়ি।
২ গুল পিডনী=ভীষণ মার; গোয়াল-পিটুনী বা ভীষণ পিটুনী।
৩ ভাদি=গাছ-বিশেষ।
৪ গৈচা=ডাল।
৫ চাবি=চাপিয়া।
৬ হোতাইয়া=শোয়াইয়া।

আগ দরজার পরে যাই দরশন দিল।
শ্যামপ্রিয়া শ্যামপ্রিয়া বোলি ডাকিতে লাগিল।
সাম্‌নে আসি শ্যামপ্রিয়া হাজির হইল ॥ ৫

শুন শুন বৈন দিদি গো কই তোমার ঠাঁই।
পান পড়া কেয়ানি মোরে পৈত্তাল [১] দেও চাই ॥ ৭
দেও দেও বোলি পান হস্ত বাড়াই লইল।
জমিনে [২] ফেলাইয়া পান পড়িতে লাগিল ॥ ৯
এক ফুঁক্ দুই ফুঁক্ তিন ফুঁক্ দিল।
একটুও নড় চড় পান নাহিক করিল ॥ ১১
রাজচন্দ্রে বোলে বৈন দিদি তুমি জান না।
এক্কান [৩] কথা কমু আমি বেজার হউও না ॥ ১৩
যোয়ান মাগী কোরধ [৪] মুখী আঁখি দুইটা লাল।
যোয়ান কালে দাঁত পড়িলে টবা ধরে গাল ॥ ১৫
রূপ গেছে রঙ্গ গেছে গেছে মুখের হাসি।
পুরাণ কালে বন্দুরে দেইখ্‌লে বোলে তুমি আমার মাসী ॥ ১৭
এই কথা শুনি শ্যামপ্রিয়া বড় সরম পাইল।
ঘুরাইয়া পান পড়িতে লাগিল ॥ ১৯

শুন শুন নাতি ঠাকুর কই তোমার ঠাঁই।
এই পান পড়িতে আমার সাধ্য নাই ॥ ২১
রাজচন্দ্রে বোলে শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাই।
তোমার হস্তে লও পান আমি পড়ি চাই ॥ ২৩
জয় কালীর নাম লইয়া পান পড়ন লইল।
থর থর করিয়া হস্ত কাঁপিতে লাগিল ॥ ২৫

---

[১] পৈত্তাল=ফল। [২] জমিনে=মাটিতে।
[৩] এক্কান=একখান। [৪] কোরধ=ক্রোধ, ক্রুদ্ধ।

শুন শুন নাতি ঠাকুর কই তোমার ঠাঁই।
তোমর পড়া পান রাইখতাম আমার বাপের সাধ্য নাই ॥ ২৭
হাত কাঁপিয়া পড়া পান জমিনে পড়িল।
জমিনের তুন লই পান জম্বুলে ভরিল ॥ ২৯
পান লইয়া শ্যামপ্রিয়ায় ঘরতে রাখিল।
ছেয়ান সন্ধ্যা করি প্রিয়ায় খানা যে খাইল ॥ ৩১

রাত্রি পোসা [১] রাত্রি পোসা ঘন ডাক দিল।
হেন কালে কাইলানি রাত্র প্রভাত হইল ॥ ৩৩
সকালে উঠিয়া প্রিয়ায় সন্ধ্যা করিয়া।
খানা খাইল খুব আচ্ছদা [২] করিয়া ॥ ৩৫
খানা খাই শ্যামপ্রিয়ায় তৈয়ার হইল।
নরবাড়ীত যাইব বুলি যাত্রা করিল ॥ ৩৭
এখান তুন শ্যামপ্রিয়ায় কৈচ্ছে আগমন।
আইডা [৩] বাড়ীর কাছে যাই দিল দরশন ॥ ৩৯
সেইখান তুন শ্যামপ্রিয়ায় কৈচ্ছে আগমন।
নরবাড়ীতে যাই প্রিয়ায় দিল দরশন ॥ ৪১

(৬)

ঘাণ্ডার [৪] আগে যাই প্রিয়ায় ধরিল ঝিকির।
রঙ্গের মায় বোলে আইল ঈশ্বরের ফকির ॥ ২
শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
ভিক্ষা দিয়া বৈষ্টবীরে বিদায় করা চাই ॥ ৪
এই কথা দুরগা দাসী যখনে শুনিল।
ভিক্ষা লইয়া দাসী আগ দরজায় গেল ॥ ৬

---

[১] রাত্রি পোসা = রাত্রি পোহান। [২] আচ্ছদা = আস্বাদ।
[৩] আইডা = উপাধি-বিশেষ। [৪] ঘাণ্ডা = ঘাটা, বহির্বাটী।

এইখান থাকি মনিন্দ্র বাবু নজর করি চায়।
কাইলগার [১] বৈষ্টবী দেখি বোলে হায়রে হায় ॥ ৮
একই দৌড়ে তুর্‌গা দাসী রঙ্গের কাছে গেল।
কাইলগার বৈষ্টবী ফিরি আইজ কেন আইল ॥ ১০

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
অগ্নির হুলুকা যেন গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ ১২
কাইলগার দিছ ভিক্ষা অনেক করিয়া।
সেই লোভে বৈরাগীর জাত আইছে গো ফিরিয়া ॥ ১৪
আম্‌না ইচ্ছায় বৈষ্টবী না যায় চলিয়া।
বৈইজ্জত কর তাইরে দাসী লাগাই দিয়া ॥ ১৬

একেত নরের দাসী দোস্‌রা হুকুম পাইল।
ঘির ঘির করিয়া বৈষ্টবীরে চৌ-ঘিরা করিল ॥ ১৮
চাইর দিগে দাসীগণ কিলাইতে লাগিল।
মধ্যে পড়ি শ্যামপ্রিয়া কান্দিতে লাগিল ॥ ২০
মনে মনে শ্যামপ্রিয়া বুদ্ধি যে করিল।
বুদ্ধি করি শ্যামপ্রিয়ায় কহিতে লাগিল ॥ ২২
শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
বিনা দোষে গরীবেরে মার কিসের লাই ॥ ২৪
ভিক্ষার জন্য আসি নাই আমি কৈ যে তোমারে।
ভিক্ষা চাইনা ভিক্ষা চাইনা দিওনা আমারে ॥ ২৬

গান

ছোট্টকালে বৈনধন আমার গেছে গৈ মরিয়া।
বৈনের শোকে ফিরি আমি কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
দুই বৈন আছিলাম মোরা জোড়ের কবুতর।
জোড় ভাঙ্গিয়া বিধাতায় কৈরল্য একেশ্বর ॥

---

[১] কাইলগার = কল্যকার।

যথায় তথায় ফিরি আমি না লাগে আদর।
কিঞ্চিৎমাত্র লাইগছে মনে রঙ্গমালা সুন্দর ॥
শুন শুন অগো দাসী কৈ তোমার ঠাঁই।
ভৈনের লক্ষণ লাগে তাইরে ভৈন বোলাইতাম চাই ॥

এই কথা নরের দাসী যখনে শুনিল।
রঙ্গের কাছে যাই সম্বাদ জানাইল ॥
ভিক্ষার জন্য আসে নাই সে কহিল কান্দিয়া।
ভৈনের কথা উঠ্‌ছে মনে তোমারে দেখিয়া ॥
যথায় তথায় ফিরে বৈষ্টব নাই লাগে ভালা।
ভৈনের মতন লাগে কিঞ্চিৎ তুমি রঙ্গমালা ॥

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
আন আন বুলি তখন হুকুম করিয়া দিল ॥
দাসী যাই বৈষ্টবীরে আন্‌তরে আনিল।
বসিবার তরে একখান জল চকি [1] দিল ॥
কৃষ্ট নাম করিয়া বৈষ্টবী যখনে বসিল।
মট্‌ মড়াইয়া চকির পায়য়া ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
মট্‌ মড়াইয়া চকির পায়য়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।
খট্‌ খড়াইয়া দাসীগণ হাসিয়া উঠিল ॥

ভরণ [2] সভার মধ্যে প্রিয়া বড় সরম পাইল।
হাত চাপি ধরিয়া রঙ্গ পালঙ্কে বসাইল ॥
দাসীগণের তরে রঙ্গ হুকুম করি দিল।
বৈষ্টবীরে পান তামুক আনিয়া সে দিল ॥
পান খায় শ্যামপ্রিয়ায় বুদ্ধি করে মনে।
প্রেমের কথা রঙ্গের মনে করিব কেমনে ॥

---

[1] চকি=চৌকী।

[2] ভরণ=ভর্তি, পরিপূর্ণ।

গোপ্ত কথা রঙ্গের মনে কেমনে কহিব।
রাজচন্দ্রের পড়া পান কেম্‌নে খাবাইব॥ ৫২

[শ্যামপ্রিয়া রঙ্গমালারে কইল তোঁয়ারে [১] আঁই [২] ভৈন বোলাইলাম। তোমার পান তামুক খাইলাম। আঁর [৩] সঙ্গেত কিছু নাই তোঁয়ারে খাবাইতাম। যদি তুঁই রাগ না হও তবে আঁই তোঁয়ারে একটা কথা কৈতাম পারি। নিজ খাওনের জন্য বাড়ীর তুন কিছু পান আইন্‌ছি যদি তুঁই খাও তবে দিতে পারি। আজ হইতে তোমার মনে আঁর ধর্ম্মস্ত ভৈন [৪] বুলি পরিচয় হইল।]

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
দেও দেও বুলি পান হস্ত বাড়াইল॥ ৫৪
শ্যামপ্রিয়া বৈষ্টবী পান রঙ্গের হস্তে দিল।
রাজচন্দ্রের পড়া পান হেক্‌মতে [৫] চালাইল॥ ৫৬
হাতের মধ্যে লইয়া পান মুখের মধ্যে দিল।
আড়া [৬] চাবান [৭] করি পান ঢোকতল [৮] করিল।
নয়গুণ পীরিতের আগুন জ্বলিয়া উঠিল॥ ৫৯

রঙ্গমালা বলে দিদি কৈ তোমার ঠাঁই।
আমার কাছে আসি ঘনাই বসি কথা শুন চাই॥ ৬১
শুন শুন ভৈন দিদি কৈ তোমার তরে।
তোমার পান খাইলাম পরে আমার প্রাণ কেমন করে॥ ৬৩
বিষ বিষ লাগে মোর আষ্ট অলঙ্কার।
বিষ বিষ লাগে মোর গজমতী হার॥ ৬৫
শুন শুন শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই।
কি পান খাবাইয়া মোরে সত্য বলা চাই॥ ৬৭

---

[১] তোঁয়ারে=তোমারে। [২] আঁই=আমি। [৩] আঁর=আমার।
[৪] ধর্ম্মস্ত ভৈন=ধর্ম্ম-ভগিনী। [৫] হেক্‌মতে=কৌশলে।
[৬] আড়া=আলোড়ন। [৭] চাবান=চর্ব্বণ। [৮] ঢোকতল=ঢোক গিলিল।

ভৈন বোলাইলা পান খাবাইলা বাইরবে মনের সুখ।
কি পান খাবাইলা মোরে লাগে বিষম দুঃখ॥ ৬৯
শুন শুন ভৈন দিদি কই তোমার ঠাঁই।
আমার মনে চৌধ্রী চৌধ্রী করে কিসের লাই॥ ৭১

ধূয়া—বিষের কুমীরে খাইল ধরি।
সখীরে পীরিতি সাগরে ডুবে মরি॥
এইকথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৭৩
গরীব দেখিয়া কেন ঠাট্টা কর মোরে।
ভৈনের সনে ঠাট্টা করা কে শিখাইল তোরে॥ ৭৫
চৌধ্রী চৌধ্রী কর তুমি আমি নাহি চিনি।
চিনিলে এখন তারে দিতাম আনি॥ ৭৭
অনাহুত [১] কথা কেন কও গো ভগিনী।
চৌধ্রী কেবা বাড়ী কোথায় আমি নাহি চিনি॥ ৭৯

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
শ্যামপ্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৮১
শুন চাইগো ভৈন দিদিগো কই তোমার তরে।
পানের লাইয়ে [২] ধৈরছে আমার কেমন থাকি ঘরে॥ ৮৩

গান

অনঙ্গ অনলে মোর প্রাণ জ্বলে যায়।
প্রেম জ্বরে কলেবর কাঁপিতেছে থর থর।
উথলিছে কামসিন্ধু বন্ধু বিনা করিবেন শান্ত কেবা যাইব
কোথায়॥

[অগো ভৈন দিদি তুমি অনাহুত কথা আঁরে কও কেন আঁর পানের দোষ নাই। পান খাবাইলাম, ভৈন বোলাইলাম মনে নাইগ্‌জে সুখ।

---

[১] অনাহুত=অসঙ্গত। [২] লাইয়ে=নেশায়, মাদকতায়।

অনাহুত কথা কই আঁার মনে দুঃখ দেও কেন? আচ্ছা ভৈন দিদি, তুমি কি তোলা জলে ছেন কর না পুকুরের জলে ছেন কর? তবে একটা কথা আছে আমি কমু। রঙ্গমালায় কয় আমি তোলা জলে ছেন করি। তবে ভৈন দিদি অনাহুত আমারে দোষ দেও কেন। আমি ভিক্ষুক মানুষ—ভিক্ষা কৈরতে চাই। গিরস্থবাড়ী গেলে পান তামুক পাই। তারাত আঁারে ভাল ভাল সুপারি ভাল পান দেয়না। কড়া সুপারি হোডা [১] পান দেয়। একটু কথা আমি তোমারে বুঝাই সে সুপারি পানে একটু কিছু লাই আছে। লাইআলা সুপারি যখন তোমার পেটে পড়িল। তোলা জলে ছেন কর তাতে বায়ু উগ্র হইল। যদি আঁার কথা রাখ সায়ূর দীঘির জলে যাই ছেন করি আইয় [২]।]

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
মাসমিত্রা বোলাই কথা কহিতে লাগিল॥ ৮৫
শুন শুন মাসমিত্রা কই তোমার ঠাঁই।
আমার মনে ছরদ্দা [৩] হইল জল ছেয়ানে যাই॥ ৮৭
এই কথা মাসমিত্রায় যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল॥ ৮৯
হৈছ তলক রৈছ তুমি জোড় মন্দির ঘরে।
এখন কেনে যাইতে চাও জল ছেয়ানের তরে॥ ৯১

[মাসমিত্রা আমি নিশ্চই যামু। আমি কেন কথা শুইনব না। আচ্ছা যদি যাও তবে তোমার সঙ্গে কারে কারে নিবা। আঁার সঙ্গে দাসীরা যাইব আর ভৈন ডাইকছি শ্যামপ্রিয়া বৈষ্টবীরে সে যাইব। আচ্ছা তা হইলে তুমি যাইতে পাইরবা শীঘ্র আইব।]

পয়লা অম্নতারা পম্নতারা সোণামালা।
জয়তারা কালীতারা কলাবতী কাঞ্চনমালা॥ ৯৩

---

[১] হোডা=শুষ্ক। [২] সায়ূর দীঘির জলে যাই ছেন করি আইয়=সাগর দীঘির জলে গিয়া স্নান করিয়া আইস; সায়ূর=সাগর। [৩] ছরদ্দা=শ্রদ্ধা, পছন্দ, ইচ্ছা।

মুগা দাসী বেতোলানী রাই।
চল্ না গো সব সখীয়ে জল ছেয়ানে যাই ॥ ৯৫

ধূয়া—চল্ নাগরী নিয়ে ঘাগরী যমুনায় বারি আইনতে যাব।

এই কথা দাসীগণে যখনে শুনিল।
গাইট গিল্লা [১] চুয়া চন্দন তৈয়ার করিল ॥ ৯৭
এই কথা দাসীগণে যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার সঙ্গে তখন সাজিয়া চলিল ॥ ৯৯
আগে আগে রঙ্গমালা জল ছেয়ানে যায়।
পিছে পিছে শ্যামপ্রিয়ায় বাইচালি [২] খেলায়। ১০১
পিছু মুখী রঙ্গমালায় নজর করি চায়।
শ্যামপ্রিয়াগো নাচন লাইগ্ছে এমন দেখা যায় ॥ ১০৩
শুন শুন বৈন দিদিগো তোরে ভালবাসি।
বেগার তালে [৩] নাছন লাইগছে বেপার [৪] লাইগছে কি ॥ ১০৫
শুন শুন রঙ্গমালা তুমি জান না।
আমি বুড়াকালে পীরিত বাদে থাইকতাম পারি না ॥ ১০৭
এই কথা রঙ্গমালা যখনি শুনিল।
অগ্নির হুলুকা যেন গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ ১০৯
শুন চাই বৈন দিদি গো কই তোমার ঠাঁই।
এমন অযোগ্য কথা কইলা কিসের লাই ॥ ১১১

দুর্‌গা দাসী দুর্‌গা দাসী বোলাইতে লাগিল।
সামনে আসি দুর্‌গা দাসী হাজির হইল ॥ ১১৩
শুন চাই ওগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
ঘাড় ধরিয়া শ্যামপ্রিয়ারে বাহির করা চাই ॥ ১১৫

---

[১] গাইট গিল্লা=গিলা একরূপ ফল, গাত্রমার্জ্জনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের রমণীরা প্রচুর ব্যবহার করে।
[২] বাইচালি=ক্রীড়া-কৌতুক।
[৩] বেগার তালে=বেতালে।
[৪] বেপার=ব্যাপার।

একেতরে নরের দাসী দোস্‌রা হুকুম পাইল।
ঘির ঘির করিয়া তারে চৌঘেরা করিল॥ ১১৭

ধূয়া—ধর ধর মার মার বল্‌রে হনুমান্‌।

লাপ দি পড়ি দাসীগণ চুল চাবি ধরিল।
গুড়ুম গুড়ুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল॥ ১১৯
আশ কিল পাশ কিল কিল অজাগর।
চৌদ্দ বুড়ি মাইরছে কিল ঘেঁড়ির [১] উপর॥ ১২১
এমন কিল কিলাইল তাইরে আরে কমু কি।
গুইল [২] পিডনি পিডন দিল বাঁশের জিঙ্গল [৩] দি॥ ১২৩

কিল খাইয়া শ্যামপ্রিয়ায় দিশা নাই রে পায়।
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধরে রঙ্গমালার পায়॥ ১২৫
শুন শুন বৈন দিদি গো কই তোমার ঠাঁই।
একটী কথা কৈলাম তোমারে মন বুঝিবার লাই॥ ১২৭
দাসী লাগাই এত মাইর মার কেন মোরে।
দোষ গুণা মাপ কর চল জল ছেয়ানের তরে॥ ১২৯
এই কথায় রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
বৈষ্টবীর কথা শুনি মনে দয়া হইল॥ ১৩১
চল চল বলি তখন হুকুম করি দিল।
এই বুলি রঙ্গমালায় কোন কাম করিল॥ ১৩৩
এখান তুন রঙ্গমালায় কৈরছে আগমন।
সায়ুর দীঘির ঘাটে যাই দিল দরশন॥ ১৩৫

ঘাটে নামি রঙ্গমালায় ঘাটেতে বসিল।
শ্যামপ্রিয়ায় বোলে আমার সময় বৈয়া গেল॥ ১৩৭

---

[১] ঘেঁড়=ঘেটি, ঘাড়। [২] গুইল=ভয়ানক।
[৩] জিঙ্গল=ছড়ি।

উত্তর পারে শ্যামপ্রিয়ায় এক দৌড়ে গেল।
ঘটী কাটি [১] দীঘির জল উঠাইয়া লইল॥ ১৩৯
ঘটীর মধ্যে রাখি জল পীরিতের পড়া দিল।
জল পড়ি শ্যামপ্রিয়ার পানিতে ঢালিল॥ ১৪১
উৎরাইতে উৎরাইতে জল রঙ্গের কাছে আইল।
ঘাট ভরি পড়া জল মাথায় তুলি দিল॥ ১৪৩
ঘাট ভরি পড়া জল মাথায় তুলি দিল।
নয় গুণ পীরিতের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।
শ্যামপ্রিয়া শ্যামপ্রিয়া বুলি-ডাকিতে লাগিল॥ ১৪৬

শুন চাইগো ভৈন দিদিগো কই তোমার ঠাঁই।
আমার মনে চৌধ্রী চৌধ্রী করে কিসের লাই॥ ১৪৮

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
ক্রোধ হইয়া রঙ্গমালারে কহিতে লাগিল॥ ১৫০

[অগো রঙ্গমালা সুন্দরী যদি তুমি দোষ না ধর তবে আমি কৈতে পারি এক কথা। এক চৌধ্রী আছে জানি রাজচন্দ্র, জমিদারের পুত। যদি কও তোমার কাছে তারে আনি দিতাম পারি।]

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
যাও যাও বুলি তখন হুকুম করিল॥ ১৫২

(৭)

এই থান তুন শ্যামপ্রিয়া কৈরছে আগমন।
আইড়গা কাছে যাই দিল দরশন॥ ২
এই স্থানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া [২]।
রাজচন্দ্রের কথা লই শুন মন দিয়া॥ ৪

---

[১] ঘটী কাটি = ঘটি দিয়া। [২] মঞ্জিয়া = মজিয়া, থামিয়া।

রাজচন্দ্রে বোলে রাম কই তোমার ঠাঁই।
এরই আমি কাছে বসি কথা শুন চাই ॥ ৬

[এরে রাম, শ্যামপ্রিয়া বৈষ্টবী যে গেল আর ত আইল না। আমারে কোন ধোক্কা [১] দিল নাকি। রামায় বোলে মহারাজ এই সব বৈরাগীর জাত নানান কথা বার্ত্তা কয়। কিন্তু টেকা পৈসার লাই এইরূপে বৈরাগীরা যায় যে ঠগাই। তবে রাম উপায় কি। রামায় বোলে মহারাজ যদি হুকুম করেন তবে যাইতাম পারি।]

রামারে মহারাজ হুকুম করি দিল।
আশীহাত কাপড় দি কোমর বান্ধিল ॥ ৮
এইখান তুন মহারাজেরে বুলি রাম কৈরছে গমন।
রুস্তিনের [২] পাথারে [৩] যাই দিল দরশন ॥ ১০
আল্‌গে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
বৈষ্টবী আইয়ের লাইগছে [৪] এমন দেখা যায় ॥ ১২
ইহা দেখি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
বৈষ্টবী আইয়ের লাইগছে এমন দেখা যায় ॥ ১৪
ইহা দেখি রাম ভাঁড়ালী কোন কাম করিল।
লাফ দি পড়ি বৈষ্টবীর চুল চাবি ধরিল ॥ ১৬

শুন শুন বৈষ্টবী কই তোমার ঠাঁই।
চৌধ্রীর তুন যে টেয়া নিছ দেওনাগো ফিরাই ॥ ১৮
শুনিয়া বৈষ্টবী তখন রামারে কহিল।
কি টেকা দিছে মোরে তোরে কে শুনাইল ॥ ২০
তুই করি কথা যখন রামারে কহিল।
দোন হস্ত বৈষ্টবীর বন্ধন করিল ॥ ২২

---

[১] ধোক্কা = ফাঁকি। [২] রুস্তিনের = স্থান-বিশেষের নাম।
[৩] পাথারে = মাঠে। [৪] আইয়ের লাইগছে = আস্‌তে লাগ্‌ছে, আসিতেছে।

কিলাইতে কিলাইতে তাইরে চৌধ্রী বাড়ীত নিল
কিল খাইয়া বৈষ্টবী কান্দিতে লাগিল। ২৪

এখান তুন মহারাজ নজর করি চায়।
শ্যামপ্রিয়ারে কিলায় রামায় এমন দেখা যায়॥ ২৬
হাতের ঠারে মানা কৈরল্য মারিও না তারে।
এই কথা শুনি রামায় পলাইয়া গেল ডরে॥ ২৮
কাইন্‌তে কাইন্‌তে শ্যামপ্রিয়ায় চৌধ্রীর কাছে আইল।
হাসি হাসি রাজচন্দ্র চৌধ্রী জিজ্ঞাসা করিল॥ ৩০
শুন চাইগো ভৈন দিদি কৈগো তোমার ঠাই।
কাযের কিবা সুসার [১] কৈরছ কওনা বুঝাই॥ ৩২
এই কথা শ্যামপ্রিয়ায় যখনে শুনিল।
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া কথা কহিতে লাগিল॥ ৩৪

অন্যের উকিল হইয়া আমি টেকা পৈসা পাই।
তোমার উকিল হইয়া আমি শূন্য কিল খাই॥ ৩৬
যে কিল কিলাইল মোরে কই তোমার ঠাই।
পাতলা পুতলা আছিল চুল এক গাছও নাই॥ ৩৮

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল॥ ৪০
আমি যদি রাজচন্দ্র পরাণে বাঁচিব।
এদেশের পাটেশ্বরী তোমারে বানাইব॥ ৪২
খুসী হৈল শ্যামপ্রিয়া এই কথা শুনিয়া।
পীরিতের যত কথা কহিল ভাঙ্গিয়া॥ ৪৪

শীঘ্র কর নাতি ঠাকুর শীঘ্র চল যাই।
দীঘির ঘাটে রঙ্গমালারে আইছিরে বসাই॥ ৪৬

---

১ সুসার = সুবন্দোবস্ত।

[অগো ভৈন দিদি কি ভাবে যাইতে হইবে। কতজন লোক লইতাম না গোপনে যাইতাম।]

শ্যামপ্রিয়া বোলে নাতি ঠাকুর যেমনে ইচ্ছা তেমনে চল যাই।
রাজচন্দ্রে বোলে আমি একা কেমনে যাই।
একখানে যাইতে হইলে কিছু সৈন্য চাই॥
এই বলিয়া রাজচন্দ্র নাগরায় বাড়ি দিল।
হাজার বার শ সৈন্য হাজির হইল॥

পিছু মুখী শ্যামপ্রিয়া নজর করি চায়।
বহুতর সৈন্য দেখি বলে হায়রে হায়॥
শুন শুন নাতি ঠাকুর কই তোমার ঠাঁই।
এত সৈন্য লৈছ তুমি বল কিসের লাই॥
প্রেম করিতে যায়রে দাদা একজনে দুইজনে
এত সৈন্য লৈছ তুমি কিসের কারণে॥
এই কথা রাজচন্দ্র যখন শুনিল।
যত সৈন্য সেনা সব বিদায় করি দিল॥
রামারে বোলাই তখন হুকুম করি দিল।
জলৃতি করি ধৈল্যা টাঙ্গন সাজাইতে বলিল॥
রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন।
তা দেখিয়া মহারাজের খুসী হইল মন॥

ধূয়া—ঘোড়ার চাল লাগাইলাম কপালে।
সোনার নপুর বাজে চরণে॥

বৈষ্টবীরে রাজচন্দ্র টাঙ্গনে তুলি লইল।
রাম ভাঁড়ালীর তরে তখন কহিতে লাগিল॥
শুন যাই রাম ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
আমার সোনার মোড়ান্না [১] বাঁশী হস্তে দেও চাই॥

---

[১] সোনার মোড়ান্না=সোনা দিয়া জড়ান।

শুনি রাম ভাঁড়ালী বাঁশী হস্তে দিল।
হাত বাড়াইয়া মহারাজ বাঁশী হাতে লইল॥ ৬৯
যখনেরে মহারাজ বাঁশীর দিল টান।
নগরুয়া [১] কামিনী গো উড়িল পরাণ॥ ৭১

এইমতে মহারাজে টাঙ্গন দৌড়াই যায়।
নগরুয়া কামিনীরা থিয়াই [২] রঙ্গ চায়॥ ৭৩
কেহ কেহ বোলে অগো মুখে লইয়া পান।
কথ্‌ুন [৩] যায় বিদেশী বন্ধু পুন্নিমাসের চান্দ॥ ৭৫
কোন বধূ খাড়াই রইছে চালের কোণা ধরি।
কথ্‌ুন যায় বিদেশী বন্ধু প্রাণী নিল হরি॥ ৭৭
এমন রসিক বন্ধু যেইনা দেশে আছে।
সে দেশের রমণীরা কেমন করি বাঁচে॥ ৭৯

(৮)

এই খানতুন মহারাজ টাঙ্গন ছাড়ি দিল।
আইড্‌গা বাড়ীর পোলে যাই উপস্থিত হইল॥ ২
সেই খানতুন মহারাজে টাঙ্গনে দিল বাড়ি।
চলিলরে দেবের ঘোড়া মহাদর্প ছাড়ি॥ ৪
আল্‌গে থাকি রঙ্গমালায় নজর করি চায়।
প্রাণ বন্ধুয়া টাঙ্গনের পরে এমন দেখা যায়॥ ৬

লজ্জিত হইয়া রঙ্গ জলেতে নামিল।
দাসীগণের মধ্যে যাইয়া ছাবাইয়া [৪] রহিল॥ ৮

---

১ নগরুয়া = নগরের।
২ থিয়াই = স্থির হইয়া।
৩ কথ্‌ুন = কোথা হইতে।
৪ ছাবাইয়া = লুকাইয়া।

এই মতে রাজচন্দ্র কোন কাম করিল।
আম্‌গাছের লগে ঘোড়া বন্ধন করিল।
শ্যামপ্রিয়ারে বুলাই কা কহিতে লাগিল॥ ১১

শুন চাইগো শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই।
এ বেডীগা [১] কে দাঁড়াইছে সত্য বলা চাই॥ ১৩
শ্যামপ্রিয়ায় বলে চৌধ্রী তুমি জান না।
এই যে দাঁড়াইছে রঙ্গমালার মা॥ ১৫
শুন চাইগো শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই।
এমন ঘেঁচড়ের [২] কাছে আইন্‌লি কিসের লাই॥ ১৭
যেই টেকা নিছ আমার দেওনাগো ফিরাই।
জল্‌তি করিয়া আমি বাড়ীত চলি যাই॥ ১৯

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
মনে মনে শ্যামপ্রিয়ায় ভাবিতে লাগিল॥ ২১

[আহা নাতি ঠাকুর তুমি এত রাগ হইলা কেন? দেখ শ্যামপ্রিয়া যার মা এমন তার মাইয়া আর কত সুন্দর। আচ্ছা নাতি ঠাকুর তুমি চাওনা।]

এইখান তুন শ্যামপ্রিয়ায় কইর্‌ছে আগমন।
রঙ্গমালার কাছে যাই দিল দরশন॥ ২৩
শুন শুন রঙ্গমালা শুন মন দিয়া।
তোরে না দেখি মহারাজ চৈলছেগো ফিরিয়া॥ ২৫
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
দাসীর সঙ্গ হইতে আল্‌গা খাড়া হইল॥ ২৭
এখান তুন রাজচন্দ্র চৌধ্রী নজর করি চায়।
দীঘির জলে যেন চান হইল উদয়॥ ২৯
শ্যামপ্রিয়ারে বোলাই চৌধ্রী বুদ্ধি করণ লইল।
কিরূপে কইব কথা জিজ্ঞাসা করিল॥ ৩১

---

১ বেডী=বেটী, স্ত্রীলোক। ২ ঘেঁচড়=কুরূপা।

শ্যামপ্রিয়ায় বোলে চৌধ্রী কই তোমার ঠাঁই।
রঙ্গমালার মারে আগে কিছু নজর দেও চাই॥ ৩৩

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল।
একশ টাকার তোড়া বান্ধি হাডিয়া [1] মেলা দিল [2]॥ ৩৫
নমস্কার দিয়া চৌধ্রী টাকা নজর দিল।
ইহা দেখি বুড়ী গর্জ্জিয়া উঠিল॥ ৩৭
টেকার তোড়া দিল ফেলাইয়া।
কহিতে লাগিল কথা মনে রাগ হইয়া॥ ৩৯
তুমি হইলা ভিন্ন পুরুষ মোরা ভিন্ন নারী।
কি জন্যে জলের ঘাটে কৈরতে চাও চাতুরী॥ ৪১

আল্‌গে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া কয় কথা এমন দেখা যায়॥ ৪৩
লাফ্ দি পড়ি রাম ভাঁড়ালী বুড়ীর হাত চাবি ধরিল।
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া কথা কহিতে লাগিল॥ ৪৫
হাত ধরি রাম ভাঁড়ালী দিল এক মোড়া।
বুড়ীয়ে বোলে রামা বাবু হাতের ভাঙ্গিল জোড়া॥ ৪৭
হাত ধরিয়া রাম ভাঁড়ালী মাইরল এক টান।
বুড়ীয়ে বোলে রামা বাবু উড়ালি পরাণ॥ ৪৯

জলে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
মারে মারি খুন করে এমন দেখা যায়॥ ৫১
লজ্জা ছাড়ি রঙ্গমালা সাম্‌নে হাজির হইল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল॥ ৫৩
ছাড় ছাড় মা জননীর হস্তের বন্ধন।
যে কাযে আসিয়াছ পূরাবে নিরঞ্জন [3]॥ ৫৫

---

[1] হাডিয়া = হাঁটিয়া। [2] মেলা দিল = গেল। [3] নিরঞ্জন = ঈশ্বর।

হাত ছাড়িয়া রাম ভাঁড়ালী আল্‌গে খাড়া হইল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৭

(৯)

শুনেন মহারাজ কই আম্‌নের ঠাঁই।
কি উদ্দেশে আসিয়াছেন কহেন না বুঝাই ॥ ২

শুন শুন রঙ্গমালা কই তোমার ঠাঁই।
তোমার হাতের এক খিলি পান খাইতে চাই ॥ ৪
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
ঘোমটার আড়ে আড়ে হাসিতে লাগিল ॥ ৬
আম্‌নে হইলেন শূদ্রের বংশ আমি নরের ঝি।
আমার হাতে খাইলে পান জাতি রবেনি ॥ ৮

ধুয়া—জাইতের বিচার কেবা করে যদি মজে মন।

শুন শুন রঙ্গমালা কই তোমার ঠাঁই।
এরি আসি কাছে বসি কথা শুন চাই ॥ ১০
তোর বাড়ীতে মোর বাড়ীতে রাস্তা বাঁধাই দিব।
তোর ভাইয়া গোলাপ রাইয়া মোর ঘোড়া দৌড়াইব ॥ ১২
তোর বাপের নামে দিমু দীঘি আগ্‌দরজার পারে।
নবেদ্ [১] খানা তুলি দিমু আশীহাতের পরে ॥ ১৪
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১৬
প্রেম করিতে আইলে রাজা কত কথা কয়।
সারিলে আপনা কার্য্য কারো কেহ নয় ॥ ১৮

[১] নবেদ্=নহবৎ।

আগে প্রেম করে হাত পা ধরিয়া।
যাইবার কালে বন্ধু না চায় ফিরিয়া॥ ২০

[তবে আমি বিশ্বাস করি যদি তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে কোন কিরগা[১] কছম হয়। আগে তুমি মইলে আমি কাষ্ট কইরব। আগে আমি মইলে তুমি কাষ্ট কইরবা। এই কথা মহারাজ স্বীকার করিল।]

আম গাছের ডাইল তখল ভাঙ্গিয়া লইল।
আমের কাষ্ঠ হাতে করি কিরগা কাড়িল॥ ২২
এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ২৪

এই বেলা প্রাণবন্ধু চলি যাও ঘরে।
আমার বাড়ীত আইস তুমি রাত্র চাইর দণ্ড পরে।
দুই জনে কমু কথা যত মনে ধরে॥ ২৭

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।
টাঙ্গন সাজাই রামারে আনিতে কহিল॥ ২৯
টাঙ্গন সাজাই রাম ভাঁড়ালী সামনে আনিল।
টাঙ্গন দৌড়াই মহারাজ বাড়ীত চলিল॥ ৩১
আপনা বাড়ীত যাই দরশন দিল।
রাত্রি হউক রাত্রি হউক ভাবিতে লাগিল॥ ৩৩

(১০)

রাত্রি চাইর দণ্ড যখন হইল।
রামারে লইয়া তখন যুক্তি করণ লইল॥ ২

---

১ কিরগা=শপথ।

মহারাজ বোলে রাম কই তোমার ঠাঁই ।
চলনা দুইজনে নর বাড়ীতে যাই ॥ ৪
সোনালী ধুতি পরিধান করিল ।
গোলাপী চাদর কাঁধে ফেলাই লইল ।
জরির জুতা মহারাজ পায়েতে পরিল ॥ ৭
রামায় আনিল ঘোডা করিয়া সাজন ।
তা দেখিয়া মহারাজের খুসী হইল মন ॥ ৯

চড়িয়া ঘোড়ার পরে মারে কোড়ার বাড়ি ।
চলিলরে দেবের ঘোড়া মহাদর্প ছাড়ি ॥ ১১
নরবাড়ী বুলি চৌধ্রী টাঙ্গন ছাড়ি দিল ।
নরবাড়ী যাইয়া চৌধ্রী দরশন দিল ॥ ১৩
আম গাছের লগে ঘোড়া বন্ধন করিল ।
দুর্‌গা দাসী দুর্‌গা দাসী বোলাইতে লাগিল ॥ ১৫
আল্‌গে থাকি দাসী নজর করি চায় ।
বাইশ মুলুকের হাকিম দেখি বোলে হায়রে হায় ॥ ১৭

এক্কই দৌড়ে দাসী রঙ্গের কাছে গেল ।
রাজচন্দ্র চৌধ্রী আইছে রঙ্গের কাছে কইল ॥ ১৯
এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল ।
চালাকি করিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ২১
এউগা [১] ওগলাধাড়ী [২] জলতি করি তুমি নেও চাই ।
সুয়ারী বাগানের মধ্যে দেওনা বিছাই ॥ ২৩

এইকথা দুর্‌গা দাসী যখনে শুনিল ।
ওগলাধাড়ী নিয়া বিছাইয়া দিল ।
ওগলাধাড়ীর মধ্যে চৌধ্রী বসিয়া রহিল ॥ ২৬

---

[১] এউগা = একটা । [২] ওগলাধাড়ী = হোগ্‌লার চাটাই ।

আলগে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
ওগলাধাড়ী বিছাই দিছে এমন দেখা যায় ॥ ২৮
রামায় বোলে মহারাজ এইটা কর কি।
ওগলাধাড়ী বসাইছে তোমায় সইতে পারিনি ॥ ৩০
এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল।
রামারে আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩২

আমি বলি ওগলাধাড়ী পাইয়াছি ভাই।
আর কেহ হইলে যাইত মাইর খাই ॥ ৩৪
প্রেম করিতে আইলে দাদা সহ্য করতে হয়।
কেরমে কেরমে [১] হইলে প্রেম চিনা চিনি হয় ॥ ৩৬
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
মহারাজের একপাশে বসিয়া রহিল ॥ ৩৮
রাত্রি দ্বিপ্রহর যখন হইল।
মনে মনে রঙ্গমালায় ভাবিতে লাগিল।
দুরগা দাসী বোলাই কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪১

শুন চাইগো অগো দাসী কহি তোমার ঠাঁই।
মহারাজের আন্তর বাড়ীত জলতি আনা চাই ॥ ৪৩
এই কথা দুরগা যখনে শুনিল।
মহারাজের আগে আসি দরশন দিল ॥ ৪৫
পালঙ্গেতে রঙ্গমালায় চৌধ্রীরে বসাইল।
পান তামুক আপন হস্তে দিল ॥ ৪৭
পান তামুক খাইয়া দুইজনে খুসী হইল মনে।
কহিতে লাগিল কথা মধুর বচনে ॥ ৪৯

---

১ কেরমে কেরমে=ক্রমে ক্রমে।

ধূয়া—অলো সজনি নুতন পীরিতি।
ফুলপালঙ্গে কর বিছানা॥

রঙ্গমালায় আর মহারাজে আমোদে মাতিয়া।
তাসখেড়[১] রঙ্গমালায় লইল টান দিয়া॥ ৫১
আলগে থাকি মহারাজ নজর করি চায়।
তাসের ভাণ্ডি[২] হাতে রঙ্গের এমন দেখা যায়॥ ৫৩
পয়লা পীরিতের কালে যদি খেলাই তাস।
শূদ্রের বংশ নরের বংশ হইয়া যাবে নাশ॥ ৫৫
এইকথা সুন্দরায়ে যখন শুনিল।
তাস ফেলাই পাশা খেড়ুই টান দিয়া লইল॥ ৫৭
রঙ্গমালায় আর মহারাজে পাশা খেলান লইল।
হাইর জিত দোন জনের সমান হইল॥ ৫৯
পাশা খেলাই দোনজন বড় হরাণ[৩] হইল।
পাশা থুই দোনজন শয়ান করিল॥ ৬১

* * * *

রাত্রি পোহাইয়া যখন দিবা উদয় হইল।
রঙ্গমালা আর মহারাজ উঠিয়া বসিল॥ ৬৮
হেন কালে রামার কথা মনেতে পড়িল।
রাম ভাঁড়ালী রাম ভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল॥ ৭০

শুন চাইরে রাম দাদা কই তোমার ঠাঁই।
দরজা খুলি দেরে দাদা বাড়ীত চলি যাই॥ ৭২
এইকথা রাম ভাঁড়ালী যখন শুনিল।
কোরধ হইয়া কথা রামা কহিতে লাগিল॥ ৭৪

---

[১] তাসখেড়=তাসখেলার সরঞ্জাম। [২] ভাণ্ডি (Bundle)=তাড়া।
[৩] হয়াণ=হয়রাণ, শ্রান্ত।

শুনেন শুনেন মহারাজ কই আম্নের ঠাঁই।
আম্নে করেন রঙ্গ তামাসা আমি খোয়া যাই।
যায়গা না দিতে পাইল্যে এমন খেচরের বাড়ী আইল
কিসের লাই॥ ৭৭

এই কথা রাজচন্দ্র যখন শুনিল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল॥ ৭৯
আমি যদি রাজচন্দ্র পরাণে বাঁচিব।
সুন্দর তুন এউগা মাইয়া বিয়া করাই দিব॥ ৮১
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
মনে মনে রাম ভাঁড়ালী বড় খুসী হইল॥ ৮৩
কেবাড় খুলিয়া তারে ঘরে আনিল।
আপনার হাতে পান তামুক রামারে খাবাইল॥ ৮৫
পান তামুক খাইয়া রাম খুসী হইল মনে।
কহিতে লাগিল কথা চৌধ্রীর সাম্নে॥ ৮৭
শুনেন্ শুনেন্ মহারাজ কই আম্নের ঠাঁই।
বেলা অধিক হইল বাড়ীত চলেন যাই॥ ৮৯
এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল।
সুন্দরীর আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৯১

শুন শুন সুন্দরীগো কই তোমার ঠাঁই।
হাসি মুখে দেওনা বিদায় বাড়ীত চলি যাই॥ ৯৩

এই কথা সুন্দরীয়ে যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৯৫

শুনেন্ শুনেন্ মহারাজ কই আম্নের ঠাঁই।
আপনার ছাড়ান হইলে আমার ছাড়ান নাই॥ ৯৭

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল।

* * *

মধুর বচনে কথা কহিনে লাগিল॥ ১০০

বাড়ীত আছে কাজ কর্ম্ম কহিয়া বুঝাই।
হাসি মুখে সুন্দরীগো বিদায় দেওনা চাই॥ ১০২

ধূয়া—যাবে যদি প্রাণনাথ আসিবে কবে বলে যাও আসিবে
কবে বলে যাও।
খানিকক্ষণ বিলম্ব হইলে এই দুঃখিনীর মাথা খাও॥

এই মতে রঙ্গমালা কোন কাম করিল।
হাসি মুখে মহারাজেরে বিদায় করি দিল॥ ১০৪

টাঙ্গন চড়িয়া চৌধ্রী বাড়ীতে চলিল।
ছেয়ান সন্ধ্যা করি চৌধ্রী খানা আগে খাইল।
খানা খাইয়া মহারাজ দরবারে বসিল॥ ১০৭
আল্‌গে থাকি রাজিন্দ্র খুড়া নজর করি চায়।
সুন্দর শরীর তার মলিন দেখা যায়॥ ১০৯

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
খুড়ার আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ১১১
শুনেন্‌ শুনেন্‌ খুড়াঠাকুর কই আম্‌নের ঠাঁই।
ছদ্দি লইছে প্রাণের খুড়া শৈল্যে [১] আরাম নাই॥ ১১৩
এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল।
আন্‌তর [২] বাড়ী যাও বলি হুকুম করি দিল॥ ১১৫

পীরিতখণ্ড সমাপ্ত।

---

[১] শৈল্যে = শরীরে। [২] আন্‌তর = অন্দর।

তৃতীয় খণ্ড

চন্দ্রকলা

(১)

ভাত মাছ খাইয়া রাজিন্দ্র খুড়ায় মুখে দিল পান।
খবুরগায়[১] খবর কয় কালমে[২] খাইল ধান॥
মানইষ[৩] মইল[৪] ভাতে গরু খাইল জোঁকে।
কি বেচিয়া দিব খাজনা করিমপুরগা[৫] লোকে॥
এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্র বোলাই কথা কহিতে লাগিল॥

শুন শুন রাজচন্দ্র কই তোমার ঠাঁই।
ধান খাইল কালমে বাবু কি হইবে উপাই॥
এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
বাঁশমুড়ার ইলবিষ যেন ফড়কিয়া উঠিল।
রামভাঁড়ালী রামভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল॥

শুন চাই রামদাদা কই তোমার ঠাঁই।
জল্‌তি করি ধল্যা টাঙ্গন সাজাই আন চাই॥
এই কথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
ধল্যা টাঙ্গন রামায় সাজাইয়া আনিল॥
তারপরে মহারাজ কহে রামার তরে।
বন্দুকগুলি আমার সাজাইয়া দেওনা মোরে॥

---

১ খবুরগা=যাহারা সংবাদ বহন করে; চর, messenger।
২ কালম=পঙ্গপাল।
৩ মানইষ=মানুষ।
৪ মইল=মরিল।
৫ করিমপুরগা=করিমপুরের।

একনাইল্লা দোনাইল্লা [১] বন্দুক রামায় সাজাইয়া লইল।
ঘোড়ায় চড়িয়া চৌধ্রী শিকারে চলিল॥
এখানতুন মহারাজ টাঙ্গন ছাড়ি দিল।
করিমপুর জলাতে যাই দরশন দিল॥
আলগে থাকি রাজচন্দ্র নজর করি চায়।
কত কত পক্ষিগণ উড়া দিয়া যায়॥
দোনালী বন্দুক চৌধ্রী হাতে তুলি লইল।
আগে আগে মহারাজ শিকার করন লইল॥
আগে আগে রাজচন্দ্র শিকার করি যায়।
পিছে থাকি রামভাঁড়ালী টোগাই [২] টোগাই লয়॥
এইখানে এইকথা রহুক মঞ্জিয়া।
মাইজদিয়া গো মাইয়ার কথা শুন মন দিয়া॥

(২)

মাইজদিয়া গো এউগা মাইয়া লামছর [৩] দিছে বিয়া।
বাপের বাড়ীত চলছে মাইয়া নাউরের [৪] লাগিয়া॥
জয়ঢোল কাড়া কাঁশী বাজিতে লাগিল।
ঘরে ঘরে জয়ধ্বনি সকলে করিল॥
ঠাকুর ঠাকুরাণী সবে খুসী হইয়া মনে।
বিদায় করিল মাইয়া নাউরের কারণে॥
আটজন বেরা সোয়ারী কাঁধে লইল।
করিমপুর পাঁথরে [৫] যাই দরশন দিল॥
সেখানে আসিয়া বেরা বড় হয়রাণ হইল।
গাছের তলায় সোয়ারী নামাইল॥

---

[১] একনাইল্লা দোনাইল্লা=একনলা, দোনলা। [২] টোগাই=খুঁজিয়া কুড়ানো। [৩] লামছর=লামার চর। [৪] নাউরের=বিবাহের পর বাপের বাড়ীতে ভগিনী প্রভৃতির সঙ্গে একত্র বসিয়া খাওয়ার। [৫] পাঁথরে=প্রান্তরে, মাঠে।

জঙ্গলের তুন রাজচন্দ্র আচম্বিতে আইল।
কার সোয়ারী কার সোয়ারী ঘন ডাক দিল॥
আটজন বেরায় তখন উত্তর করিল॥ ১৩
মাইজদিয়া গো এউগা মাইয়া লামছর দিছে বিয়া।
বাপের বাড়িত চইলছে মাইয়া নাউয়রে লাগিয়া॥ ১৫

আবুদ্ধিয়া[১] রাজচন্দ্ররে কুবুদ্ধিয়া[২] পাইল।
বেরার সামনে কথা কহিতে লাগিল॥ ১৭
পালকির দরজা খোল কই তোমার ঠাঁই।
তোমার সঙ্গে একটু কথা কহিতাম চাই॥ ১৯
এই কথা অগো মাইয়ার যখনে শুনিল।
বেরা বোলাই চন্দ্রকলা হুকুম করি দিল॥ ২১

পালকি তোল পালকি তোল যখন কহিল।
অষ্টজন বেরা আসি পালকি কাঁধে লইল॥ ২৩
এই মতে রাজচন্দ্র কোন কাম করিল।
আষ্টজন বেরারে হুকুম করি দিল॥ ২৫
শুন শুন বেরাগণ কই তোমার ঠাঁই।
জলতি পালা তোরা সোয়ারী ফেলাই॥ ২৭
এই কথা বেরাগণ যখনে শুনিল।
তর্‌জিয়া গর্‌জিয়া কথা কহিতে লাগিল॥ ২৯
জঙ্গলের মধ্যে কেন হুলুস্থূলু কর।
আপনার মান লইয়া পথে পথ ধর॥ ৩১

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
বন্দুকের গোড়া দিয়া পিডা[৩] আরম্ভিল। ৩৩

---

১ আবুদ্ধিয়া=নির্বুদ্ধি। ২ কুবুদ্ধিয়া=দুষ্টবুদ্ধি।
৩ পিডা=পিটান, মারা।

অষ্টজন বেরা তারা মারি ধাবাই [১] দিল।
লাথি মারি পালকির কেবাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥
আল্‌গে থাকি রাজচন্দ্র নজর করি চায়।
সোণার পুতুলা যেন সাম্‌নে দেখা যায়॥

চন্দ্রকলা বোলে বাবু কই তোমার ঠাঁই।
সরল অন্তরে তুমি কথা শুন চাই॥
তুমি হইলা শূদ্রের বংশ আমি ঠাকুরঝি [২]।
অপমান কৈরল্যে তোমার লাভ হবে কি॥

*   *   *   *

জোর করিয়া চন্দ্রকলায় অপমান কৈরল্য।
অপমান হইয়া মাইয়ায় কান্দিয়া উঠিল॥
আমি যদি চন্দ্রকলা এই নাম রাখিব।
শূদ্রের বংশ যত আছ সমাজ বন্ধ করাইব॥

চন্দ্রকলা ছাড়ি চৌধ্রী চলিয়া সে গেল।
পাল্‌কির কাছে চন্দ্রকলা খাড়ইয়া রইল॥
পলাইয়াছিল বেরাগণ ডাক দিয়া লইল।
মাইরের ডরে বেরাগণ পলাইয়াছিল॥
অষ্টজন বেরা তখন হাজির হইল।
অষ্টজন বেরারে তখন হাজির করি দিল।
চৌধ্রী বাড়ীর দিগে পালকি তখন যাইতে কহিল॥
এখানতুন বেরাগন কৈরছে আগমন।
বাবুপুর চৌধ্রী বাড়ীত দিল দরশন॥

রাজিন্দ্র খুড়ায় বসি রৈছে রাজ্যসভা লইয়া
রাজকিশোর বুঝায় কাগজ দপ্তর খুলিয়া॥

---

১ ধাবাই=ধাওয়াইয়া। ২ ঠাকুরঝি=ব্রাহ্মণের মেয়ে।

হেনকালে চন্দ্রকলা সেইখানে গেল।
রাজিন্দ্র খুড়ার কাছে সম্বাদ পাঠাইল॥ ৫৮
নাম গেরাম রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল।
আনতর বাড়ীর দিগে পালকি পাঠাইয়া দিল॥ ৬০
আনতর বাড়ীত যাইয়া পালকি দরশন দিল।
পালকি হইতে চন্দ্রকলা বাহির হইল॥ ৬২
পালকি দেখি সকলে সেখানে আইল।
মাসমিত্রা আসি তখন জিজ্ঞাসা করিল॥ ৬৪
নাম গেরাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।
কান্দি কান্দি চন্দ্রকলায় কহিতে লাগিল॥ ৬৬

শুন শুন মাসমিত্রা কই তোমার ঠাঁই।
তোমার পুত্র কালীর পাডা [১] পাল কিয়ের লাই॥ ৬৮
তোমার দুয়ারে মাগো জয়কালী নাই।
জয়কালীর দুয়ারে পুত্র বলি দেও চাই॥ ৭০
শুন শুন মাসমিত্রা শুন দিয়া মন।
বাপের বাড়ীত চলছি আমি নাউরের কারণ॥ ৭২
জঙ্গলের তুন রাজচন্দ্র আচম্বিতে আইল।
হাতচাবি ধরিয়া মোরে অপমান করিল॥ ৭৪
অষ্টজন বেরা আমার মারি ধাবাই দিল।
কিবা দোষ পাইয়া আমার অপমান করিল॥ ৭৬

এই কথা মাসমিত্রা যখনে শুনিল।
সভার মধ্যে মাসমিত্রায় বড় সরম পাইল॥ ৭৮
টান দিয়া চন্দ্রকলায় কোলে তুলি লইল।
মুখে মুখ্য [২] দিয়া কথা কহিতে লাগিল॥ ৮০

---

১ পাডা = পাঁঠা। ২ মুখ্য = মুখ

শুন শুন চন্দ্রকলা কই তোমার তরে।
দোষ গুণা অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ ৮২
ছেয়ান সন্ধ্যা কর মাগো খানা কিছু খাও।
তারপর পালকিত করি বাপের বাড়ীত যাও ॥ ৮৪
আমার লোকজন দিয়া পাঠাইয়া দিব।
রাজচন্দ্র বাড়ীত আসিলে জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৮৬

এই কথা চন্দ্রকলা যখনে শুনিল।
মাসমিত্রার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮৮
শুন শুন মাসমিত্রা কথা কইছ দড়[১]।
নরের ঘরে খাইতাম ভাত গরজ পইড়ছে বড় ॥ ৯০
নর বাড়ীত যায় চৌধ্রী নরের খানা খায়।
সে খানা খাইতাম মাগো কহিলা আমায় ॥ ৯২
ভরণ সভায় মাসমিত্রায় আরো সরম পাইল।
চন্দ্রকলার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৯৪
যাও যাও অগো মা বাপের বাড়ীত যাও।
অষ্টজন বেরা বোলাই হুকুম করল্য নেও ॥ ৯৬
লোক জন দিয়া মাইয়া বিদায় করি দিল।
অষ্টজন বেরা সোয়ারী নামাইল ॥ ৯৮

(৩)

চন্দ্রকলার মায় আসি নজর করি চায়।
চন্দ্রকলা আইছে এমন দেখা যায় ॥ ২
আসিয়া সে মাসমিত্রা কোলে তুলি লইল।
চক্ষের জল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৪

কান্দ কেন চন্দ্রকলা কহিয়া বুঝাও মোরে।
তোমার চক্ষের জল দেখিয়া আমার পরাণ কেমন করে ॥ ৬

---

[১] দড়=বড়।

এই কথা চন্দ্রকলায় যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের কথা সব বুঝাইয়া কহিল ॥ ৮
এই কথা ঠাকুরাণী যখনে শুনিল।
ঠাকুরেরে বোলাই কথা শুনাইয়া দিল ॥ ১০

এই কথা ঠাকুর যখনে শুনিল।
অগ্নির হুলুকা যেন গরজিয়া উঠিল ॥ ১২
যত আছিল ঠাকুর বংশ ডাক দিয়া লইল।
শ'দুশ ঠাকুর আসি উপস্থিত হইল ॥ ১৪
কেহ লইল লাঠি সোটা কেহ রামদা লইল।
সকলে মিলিয়া তারা যুদ্ধেতে চলিল ॥ ১৬
বুদ্ধিমান একঠাকুর সেইখানে আইল।
সকলের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১৮

দুইশত ইন্দুর দেখি যুদ্ধে চইলাছে।
যুদ্ধ কইরবা সকলে, মেও ধইরবা কে ॥ ২০
মনে করিয়াছ বুঝি সেখানে যাইয়া।
পরাণ লইয়া ফিরি সবে আসিবা ফিরিয়া ॥ ২২
চাঁদা বড় বীর বাবু চাঁদা বড় বীর।
একলা চাঁদা কাডে নয়শ মাইনষের [১] শির ॥ ২৪
ছোট্ট মোট্ট চাঁদ ভাঁড়ালী লাল কোত্তা গায়।
আউড়্গা দিয়া [২] মারে গোলইন [৩] দেলান [৪] ফাডি যায় ॥ ২৬

এই কথা ঠাকুর বংশ যখনে শুনিল।
সকলে মিলিয়া তখন পরামর্শ করিল ॥ ২৮

---

১ মাইনষের = মানুষের। ২ আউড়্গা দিয়া = লাফ দিয়া।
৩ গোলইন = হাঁক। ৪ দেলান = দালান।

যুদ্ধের কাম নাই কই সভার ঠাঁই।
সমাজ বন্ধ কর অগো কহিয়া বুঝাই ॥
যত আছিল ঠাকুর বংশ জানাইয়া দিল।
অগো কোন কাম-কিরগায় [১] যাইতে নিষেধ করিল ॥
এই যুক্তি ঠিক করিয়া রহে ঘরে ঘরে।
দেখিনি তাগ [২] বংশ কেহ মরে ॥
এইরূপে ঠাকুরগণ সমাজ বন্ধ করিল।
গোপ্ত কথা কারে আর নাহিক কহিল ॥

চন্দ্রকলার পালা সমাপ্ত।

---

[১] কাম-কিরগায়=ক্রিয়া-কর্ম্মে। [২] তাগ=তাহার।

চতুর্থ খণ্ড

কালাযুগীর পালা

(১)

এই স্থানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া।
রাজচন্দ্রের কথা শুন মন দিয়া॥ ২
চন্দ্রকলা ছাড়ি চৌধ্রী শীকারে চলি গেল।
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মহারাজ শীকারে মন দিল॥ ৪
শীকার করি রাজচন্দ্র বড় হয়রাণ হইল।
রামারে বোলাই কথা কহিতে লাগিল॥ ৬

শুন চাই রামদাদা কই তোমার ঠাঁই।
জল তিরিষায় ধৈরছে দাদা কি হবে উপায়॥ ৮
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ১০
শুনেন শুনেন মহারাজ কই আম্নের ঠাঁই।
সায়র দীঘিত চলেন মোরা জল খাইতাম যাই॥ ১২
এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।
সায়র দীঘি বলি টাঙ্গন ছাড়ি দিল॥ ১৪

সায়র দীঘিত যাই চৌধ্রী দরশন দিল।
আম গাছের লগে ঘোড়া বন্ধন করিল॥ ১৬
কলাপাতায় কাড়ি রামায় তখন আনিল।
কলাপাতা করি জল চৌধ্রীরে খাবাইল॥ ১৮
জল খাইয়া মহারাজ শান্ত যে হইল।
দীঘির ঘাটে বৈঠন করিল॥ ২০
এই খানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া।
ছৈম্যা নাঠার কথা শুন মন দিয়া॥ ২২

ছৈম্যা নাঠা বলি একজন সে গেরামে ছিল।
রাজচন্দ্র শীকারে আইছে কর্ণেতে শুনিল॥
শুনছি রাজচন্দ্র চৌধ্রী প্রেমেতে মজিয়া।
কত টেকা পৈসা দেয় বকসীদ্ বলিয়া॥
আমি এক খবর লই সেইখানে যাইয়া।
টেকা পৈসা আইনব কিছু খবর কহিয়া॥
এইমতে ছমিরদ্দি কোন কাম করিল।
সায়র দীঘির ঘাণ্ডে [১] আসি দরশন দিল॥
আলগে থাকি ছমিরদ্দি নজর করি চায়।
বসি রইছে মহারাজ এমন দেখা যায়॥

হাত জোড় করি ছৈমিয়ায় করিল সেলাম।
আশীর্ব্বাদ দিল তারে পড়িয়া কলাম [২]॥
শুন চাই ছমিরদ্দি কই তোমার ঠাঁই।
কি মনে করি আইলা তুমি কহনা বুঝাই॥
এই কথা ছমিরদ্দি যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল॥

মহারাজ শিকারে আইছে কর্ণেতে শুনিয়া।
দেখিতে আইলাম আমি এখানে চলিয়া॥
কিন্তু একটা কথা কহিতে মনে বড় ডর পাই।
হুকুম হইলে মহারাজেরে কহিব বুঝাই॥
এমন সুন্দর আমনে সুন্দরের সীমা নাই।
সে কথা কইতে আমার অন্তরে ডর পাই॥
হাইসে করাইয়াছিল বিয়া ফুলেশ্বরী রাই।
যুগিনীগার ঠেঙ্গের যুগ্য তার তুলনা নাই॥

---

[১] ঘাণ্ডে = ঘাটে। [২] কলাম = ধর্ম্ম-মন্ত্র, শ্লোক-বিশেষ।

এই কথা রাজচন্দ্র চৌধ্রী যখনে শুনিল।
এড়াই বেড়াই [১] ছমিরদ্দিরে ঠাস্যাইয়া ধরিল॥ ৪৮
যদি রাজচন্দ্র চৌধ্রী প্রেমের কথা শুনে।
দুই চার দিন থাকে চৌধ্রা অন্নদানা বিনে॥ ৫০
শুন চাই ছমিরদ্দি কই তোমার ঠাঁই।
যুগী বাড়ীর পথগাছ [২] মোরে দেখাই দেওনা চাই॥ ৫২
এই কথা ছমিরদ্দি যখনে শুনিল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৫৪

শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই।
যুগী বাড়ীর পথ দেখাইলে কিবা বকসীদ্ পাই॥ ৫৬
এই কথা রাজচন্দ্র চৌধ্রী যখনে শুনিল।
টাকা পৈসা সঙ্গে নাই ভাবিতে লাগিল॥ ৫৮
ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে বুদ্ধি যে করিল।
কাঁধের তুন গোলাপী চাদর খুলিতে লাগিল॥ ৬০
পাঁচশ টেকার চাদর ছৈম্যার হাতে দিল।
মনে মনে ছমিরদ্দি বড় খুসী হইল॥ ৬২

কথা—চাদর পাইয়ারে ছৈম্যায় ভাবিতে লাগিল। এসব ভাবত বুঝতে পাইল্লাম না। পথ দেখাই দিলে ফিরি যদি চাদর লই যায় তয় [৩] কি করুম। চাদরের মধ্যখান দি ছিড়ি ফেলাইল। কিরে ছমিরদ্দি তুই আঁর চাদর ছিরি ফেলাইলি যে। মহারাজ আঁরে দিছেন আঁই ছিরি ফেলাই আমনের কিছু ক্ষেতি নাই। তোরে দিছি আঁই গায় দিবি দশজনে দেইখব, আমার নাম হইব। একজনে জিজ্ঞাসা কৈরল্যে কইবি যে অমুক দিছে। মহারাজ আমনে হে কথা [৪] জানেন না আঁর মনের ভাবে আঁই চাদর চিরছি [৫]।

---

[১] এড়াই বেড়াই = খুব ঘনিষ্ট ভাবে; জড়াইয়া। [২] পথগাছ = পথ-খানা পথটা।
[৩] তয় = তবে। [৪] হে কথা = সে কথা।
[৫] চিরছি = ছিঁড়িয়াছি।

আমার পোলা [১] আছে যদি লই বাড়ী যাই তবে পোলায় চাদর খান লই যাইব। এখন আর কি করি দুই খণ্ড করি লইলাম একখান পোলারে দিমু এক একখান আমি নিজে রাখমু। আচ্ছা ছমিরদ্দি তোরে দিছি তুই যে মনে ধরে হেই [২] করদে যুগীবাড়ীর পথ ঘাট আঁরে দেখাই দে। চলেন মহারাজ আঁর সঙ্গে চলেন।

(২)

এই কথা বলি ছমিরদ্দি কোন কাম করিল,
মহারাজেরে লই যুগী বাড়ীত গেল।
পথ দেখাই দি ছৈম্যা উডি [৩] চলি গেল ॥
বিধির মহিমা ধনী কে বুঝিতে পারে।
হুতার [৪] তানা [৫] লই যুগিনী নিকালে [৬] বাহিরে ॥
তেড়ী বেডার কাছে যাই গলায় খাওর দিল।
তানা ফেলাই যুগিনী উড়িয়া লড় দিল ॥
পিছে পিছে রাজচন্দ্র দৌড়াইতে লাগিল।
একই দৌড়ে সৈরপমালা বড় ঘরে সান্ধাইল ॥
বড় ঘরে সান্ধাই কাড়েতে [৭] উঠিল।
শালের পালা বাই চৌধ্রী কাড়েতে উঠিল ॥

আঁধারিয়া কোঁধারিয়া [৮] কেবল টোগাইতে লাগিল।
খুলুর করি সৈরপ মালায় এউগ্যা কাশ দিল ॥
রাজচন্দ্র চৌধ্রী তখন তাহারে ধরিল।
কাঁড়ের পড়ে দোনগায় [৯] হুড়া হুড়ি লইল ॥

---

[১] পোলা=ছেলে। [২] হেই=সেই। [৩] উডি=উঠিয়া।
[৪] হুতার=সুতার। [৫] তানা=টানা,—সুতার দীর্ঘ অংশ; warp। টানা-পোড়েন, warp and woof.
[৬] নিকালে=বাহিরে আসে। [৭] কাড়েতে=মাচায়।
[৮] আঁধারিয়া কোঁধারিয়া=অন্ধকারে। [৯] দোনগায়=দুইজনে।

কাঁড় ভাঙিয়া দোনাগায় মাটিতে পড়িল,
তাঁতের খাদে [1] পড়ি চৌধ্রীর আণ্ডুর [2] জরাপ [3] পাইল। ১৭
হাত্তুন [4] ছুড়ি [5] যুগিনী যে উইড্‌গা [6] লড় দিল ॥
দুখ পাইয়া রাজচন্দ্র কোন কাম করিল।
রাম ভাঁড়ালী রাম ভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল ॥ ২০

রামায় আছিল খাড়া বাহির কিনারে।
ডাক শুনি মহারাজের আইল বাড়ীর ভিতরে ॥ ২২
শুন চাইরে রাম ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
পায়ের গিরা ভাইঙ্গছি আমি কি হবে উপাই ॥ ২৪
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
যেমন মজা তেমন সাজা সৈরপমালায় দিল ॥ ২৬

হাসি হাসি রাম ভাঁড়ালী যখনে কহিল।
শুনিয়া রাজচন্দ্র চৌধ্রী কহিতে লাগিল ॥ ২৮
শুন শুন রামদাদা কই তোমার তরে।
কোন ঔষধ জাননি দাদা জলতি দেও ভৈরে ॥ ৩০
জানি, বলি ঔষধ কহিতে লাগিল,
তখনে রাম ভাঁড়ালী কোন কাম করিল।
যুগিনীর পাকঘরে যাই দরশন দিল ॥ ৩৩

পাক ঘরে যাইয়া রামায় কুলা একখান লইল।
উপরের চাল হইতে কালি যে লইল ॥ ৩৫
ঘরের পিছে যাই রামায় কচুর ডোগা আইনল।
পাক ঘরে যাই লবণ টোগান লইল [7] ॥ ৩৭

---

[1] তাঁতের খাদে = তাঁতের গর্ত্তে।
[2] আণ্ডুর = হাঁটুর।
[3] জরাপ = ব্যথা।
[4] হাত্তুন = হাত হইতে।
[5] ছুড়ি = ছুটিয়া।
[6] উইড্‌গা = উঠিয়া।
[7] টোগান লইল = খুঁজিতে লাগিল।

আন্ধাইরগা কোন্ধাইরগা লবণ টোগাইতে লাগিল।
গৈরের [১] ঢুসা [২] লাগি তার নাকটা ভাঙ্গি গেল ॥ ৩৯
নাক ধরিয়া রাম ভাঁড়ালী চৌধ্রীর কাছে আইল।
নাকে মাতি নাকে মাতি কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪১

শুন শুন মহারাজ তোমারে ভালবাসি।
লবণ টোগাইতে আমার ভাঙ্গিল নাকের বাঁশী ॥ ৪৩
দোনগায় রোগী হইল উপায় করে কি।
রামার নাক ফরসা কৈরল্য রুই [৩] ভরি দি ॥ ৪৫
তারপরে রাম ভাঁড়ালী কোন কাম করিল।
ঔষুধ তৈয়ার করি চৌধ্রীর আণ্ডুতে লাগাইল ॥ ৪৭
যখনে ঔষুধ তার পায়ে লাগাই দিল।
যন্ত্রণা কমিয়া কিছু হাটিতে লাগিল ॥ ৪৯

আবুদ্ধিয়া রাজচন্দ্রে কুবুদ্ধিয়া পাইল।
আবার ফিরি যুগিনীরে টোগাইতে লাগিল ॥ ৫১
বাইলের [৪] বেড়ার তলে যুগিনী পলাইয়াছিল।
বাইল হেরাইয়া [৫] মহারাজ হাত চাবি ধরিল ॥ ৫৩
একে তরে যুগিনীর গায়ে বল ছিল।
ঝাড়া মারি [৬] যুগিনী উড়িয়া লড় দিল ॥ ৫৫
বাড়ীর পশ্চিম দিগে যাই গড়ে ঝাপ দিল।
গড় পার হইয়া যুগিনী সেই পারে গেল ॥ ৫৭
পিছে পিছে রাজচন্দ্র সেই পারে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে তখন অপমান করিয়া।
দোন হস্ত সৈরপমালার বন্ধন করিয়া ॥ ৬০

---

১ গৈরে = ঘরে।
২ ঢুসা = ঢুস্, ঠেস।
৩ রুই = তুলা।
৪ বাইলের = বৃক্ষ-বিশেষের।
৫ হেরাইয়া = সরাইয়া।
৬ ঝাড়া মারি = ঝট্‌কা মারিয়া।

কহিতে লাগিল বাক্য তাহার সামনে।
আমার নাম বুঝি তুমি না শুনিছ কাণে ॥ ৬২
বাইশ মুল্লুকের হাকিম আমি কই তোমার ঠাঁই।
অপমান যেমন কৈরল্লি পাইবি যে সাজাই ॥ ৬৪
হাত বান্ধিয়া সৈরপমালার বাড়ীত আনিল।
তাঁতের খুণ্ডার [১] লগে কসিয়া বান্ধিল ॥
পায়ের তুন জুতা খুলি পিডিতে লাগিল। ৬৭

(৩)

এই স্থানে এই কথা রহুক মজ্ঞিয়া।
ছৈম্যা নাঠা লই কথা শুন মন দিয়া ॥ ২
বাড়ীর দক্ষিণ দিগে আসি ছৈম্যায় নজর করি চায়।
যুগিনীরে মারন লাইগছে এমন দেখা যায় ॥ ৪
যদি আমি ছৈম্যা পরাণে বাঁচিব।
এই কথা আমি যাই কালার কাছে কৈব ॥ ৬

এই খানতুন ছমিরদ্দি কৈরছে আগমন।
রাজগঞ্জের হাডে [২] যাই দিল দরশন ॥ ৮
কালাযুগী কালাযুগী কই তোমার ঠাঁই।
তোর হাতননাইয়া বউগা মারে হামাইলে [৩] লটকাই [৪] ॥ ১০
এই কথা কালাযুগী যখনে শুনিল।
কাপড় বেচা ফেলাই যুগ্যায় উড়্গা লড় দিল ॥ ১২

আপনার বাড়ীত আসি নজর করি চায়।
যুগিনীরে ধরি চৌধ্রী তখন ঠেঙ্গায় ॥ ১৪

---

[১] খুণ্ডার = খুঁটি। [২] হাডে = হাটে।
[৩] হামাইলে = তাঁতের খুঁটায়। [৪] লটকাই = ঝুলাইয়া।

ইহা দেখি কালাযুগী ভাবিতে লাগিল।
কি করিবে কালাযুগী বুদ্ধি করণ লইল॥ ১৬
সেখান যাইয়া যদি তাহারে ধরিব।
অনাহুত আমি কেন কিল কনি [১] খইব॥ ১৮
যা হউক সে হউক আমি তার খুড়ার কাছে যাইব।
খুড়ার কাছে যাইয়া আমি তার খুড়ার কাছে কইব॥ ২০
দৌড়া দৌড়ি কালাযুগী খুড়ার কাছে গেল।
খুড়ার কাছে যাইয়া কালায় কান্দিতে লাগিল॥ ২২

শুন শুন ওরে খুড়া কই তোমার ঠাঁই।
তোমার ভাতিজা কালীর পাডা পাল কিসের লাই॥ ২৪
তোমার দুয়ারে খুড়া জয়কালী নাই।
জয় কালীর দুয়ারে তোমার ভাতিজারে বলি দেও চাই॥ ২৬
শীকার কৈরতে গেল চৌধ্রী করিমপুর পাথারে।
আমি অধীনের বাড়ীত গেল কি প্রকারে॥ ২৮
গেল গেল অরে খুড়া তারে অধিক নাই।
আমার বউগারে মারে বল কিসের লাই॥ ৩০
এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল।
ভরণ সভার মধ্যে চৌধ্রী বড় সরম পাইল॥ ৩২

এমুসিং বেনুসিং মঙ্গলসিং দুরগাসিং ডাক দিয়া লইল।
যুগীবাড়ীর তুন রাজচন্দ্রেরে আইনতে বোলাই
হুকুম করি দিল॥ ৩৪
শুন শুন চাইর পেয়াদা কই তোগ ঠাঁই।
যুগী বাড়ীর তুন রাজচন্দ্রেরে বান্ধি আন যাই॥ ৩৬

---

[১] কনি=কনুইর আঘাত।

(৪)

খুড়ার হুকুম যখন পেয়াদারা পাইল।
লাডি হস্তে মোচ তাড়ানি যাত্রা করিল ॥ ২
ধীরে হাটে অনুগতে কৈরছে আগমন।
কালা যুগীর বাড়ীত যাই দিল দরশন ॥ ৪
ঘরের সামনে যাই চাইর পেয়াদা খাড়া যে হইল।
রাজচন্দ্র রাজচন্দ্র বলি বোলাইতে লাগিল ॥ ৬

যুগিনীরে ছাড়ি দি তাগো কাছে আইল ॥ ৭
শুন শুন মঙ্গলসিং কই তোরগো ঠাঁই।
তোরা যুগী বাড়ী আইলি কিসের লাই ॥ ৯
এই কথা চাইর পেয়াদা যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১১

শুন রাজচন্দ্র চৌধ্রী কই তোমার ঠাঁই।
তুমি আইছ পিয়ার [১] লাই আমি আইছি হিয়ার [২] লাই ॥ ১৩
ঠেসারার [৩] কথা যখন রাজচন্দ্র শুনিল।
তরজিয়া গরজিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ১৫

হারামজাদা গোলাম বাচ্চা হিরি [৪] কৈবি কথা।
জবর চোবাড় মারি ভাঙ্গি দিমু মাথা ॥ ১৭
এই কথা চাইর পেয়াদা যখনে শুনিল।
লাপ্‌দি পড়ি রাজচন্দ্র চুল চাবি ধরিল ॥ ১৯
চাইরগায় মিলি তারে বন্ধন করিল।
ধাক্কাইতে ধাক্কাইতে তারে আগদরজায় নিল ॥ ২১

---

[১] পিয়ার=পেয়ার বা প্রিয়ার। [২] হিয়ার=প্রাণের ; তুমি পিরীতের খোঁজে আসিয়াছ আর আমরা প্রাণের দায়ে, মনিবের হুকুম তামিলের জন্য আসিয়াছি।

[৩] ঠেসারা=ঠাট্টা-ইঙ্গিতের। [৪] হিরি=ফিরিয়া ; যদি ফের্ ঐরূপ কথা বলিস্।

ধূয়া—পীরিতের যেমনি মজা তেমনি সাজা মান অপমান নাই ।

এইখান তুন চাইর পেয়াদা কৈরছে আগমন ।
খুড়ার দরবারে যাই দিল দরশন ॥ ২৩
আলগে থাকি রাজিন্দ্র খুড়ার নজর করি চায় ।
রাজচন্দ্রেরে বান্ধি আইনছে এমন দেখা যায় ॥ ২৫
মনে মায়া মুখে রাগ কহিতে লাগিল,
শুন শুন রাজচন্দ্র কহি তোমার ঠাই ।
তুমি পোলাকালে বুড়া কারবার কর কিসের লাই ॥ ২৮
হাইসে করাইছে বিয়া ফুলেশ্বরী রাই ।
মনে না লাইগলে তোমার বিয়া কর চাই ॥ ৩০

কান্দন

শুন শুন অরে খুড়া কই তোমার ঠাঁই ।
এরই আসি কাছে বসি কথা শুনেন চাই ॥ ৩২
তজবিজ [১] করিয়া খুড়া কাট দুই কাণ ।
বেতজবিজে মাইরলে আমার ত্যজিব জীবন ॥ ৩৪
কালাযুগী বাড়ীত গেলাম ঘোড়া চাইবার লাই ।
কালাযুগীর ঘোড়ার মত আঙ্গো [২] ঘোড়া নাই ॥ ৩৬

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল ।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৮
সরকারতুন হাজার টাকা লই যাও গণিয়া ।
পূববাপুর তুন ধল্যা টাঙ্গন আনগৈ কিনিয়া ॥ ৪০
শুন শুন রাজচন্দ্র কই তোমার ঠাঁই ।
আগদরজায় দৌড়া ঘোড়া আমি দেইখতাম চাই ॥ ৪২

---

১ তজবিজ=খোঁজ খবর । ২ আঙ্গো=আমাগো, আমাদের ।

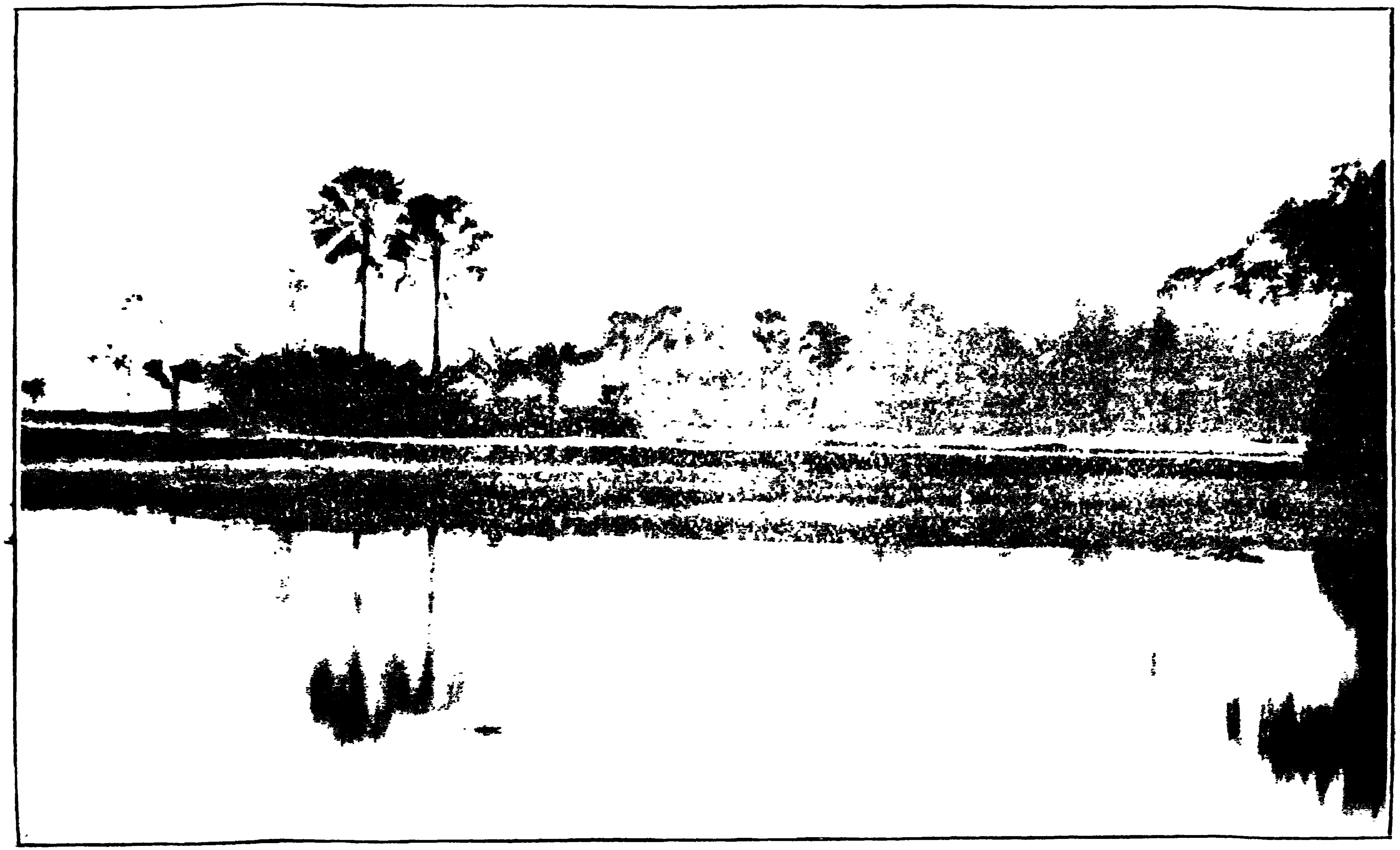

রঙ্গমালার দীঘি—৩৭৯ পৃঃ

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
পূববাপুর যাইয়া চৌধ্রী ঘোড়া কিনি আইনল।
দেখিয়া রাজিন্দ্র খুড়া বড় খুসী হইল॥ ৪৫

কালাযুগীর পালা সমাপ্ত।

পঞ্চম খণ্ড

রঙ্গমালার দীঘি কাড়ার[১] পালা

গান

এলনা এলনা বন্ধু আমার বন্ধু এলনা।
মরি মরি একি জ্বালা পরাণে আর সহেনা॥ ২

শুনেন শুনেন ইন্দ্রসভা কই সভার ঠাঁই।
রঙ্গমালার দীঘি কাড়ার পালা সভাতে শুনাই॥ ৪
রঙ্গমালায় বোলে দাসী কইগো তোমার ঠাঁই।
একখান পত্র লেখ কহিয়া বুঝাই॥ ৬

ধুয়া—অরে অ বন্ধু কোন দেশে গেলা এলানারে।
বিরহে বিরহে মোর পরাণ বাঁচেনা॥ ৮

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল॥ ১০
রাগেহসে[২] পত্র লিখিতে লাগিল,
পরথমে লিখিল জয়কালীর নাম।
তারপর লিখিল নিজ মনস্কাম॥ ১৩

---

১ কাড়া=কাটা। ২ রাগেহসে=রাগের ভাবে।

প্রেম করিতে আইলে দাদা কত কথা কয়।
সারিলে আপন কার্য্য কারো কেহ নয়॥ ১৫
আগে করে প্রেম ধরি হাতে পায়।
যাইবার কালে অরে দাদা ফিরে না চায়॥ ১৭
এই যদি মহারাজ ছিল তোমার মনে।
তবে প্রেম করিলা কেন অভাগিনীর সনে॥ ১৯
প্রেম করিয়া দুঃখ দিয়া দেখা না দেও কেন।
তুমি না আসিলে আমার ত্যজিব জীবন॥ ২১
বড়র সনে প্রেম করিলে বড় মান্য হয়।
তেমার সনে প্রেম করিয়া বুঝি দুরদশা ঘটয়॥ ২৩

লেখিয়া পড়িয়া পত্র করি দিলা খাম।
উপরে লিখিয়া দিলা রাজচন্দ্রের নাম॥ ২৫
শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
পত্র লইয়া কেবা যাইবা কহনা বুঝাই॥ ২৭
এই কথা দাসীয়ে যখনে শুনিল।
আমি যাইব বুলি তখন কহিতে লাগিল॥ ২৯
এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
গোপনে দিবা পত্র কহিতে লাগিল॥ ৩১

পত্র লইয়া দাসী কইরছে আগমন।
কত দূরা দাসী দিল দরশন॥ ৩৩
হেকমচ্চা নরের দাসী হেকমত করিল।
বৈষ্টবীর বেশ দাসী তখনে ধরিল॥ ৩৫
সেখান তুন অগো দাসী কৈরছে আগমন।
বাবুপুর চৌধ্রীবাড়ী দিল দরশন॥ ৩৭

জয় জয় বলি দাসী ধরিল ঝিকির।
সক্কলে বোলে আইল ঈশ্বরের ফকির॥ ৩৯

ভিক্ষা লয় আর বৈষ্টবীরে নজর করি চায়।
চাচা ভাতিজা দুইজনে দরবারে দেখা যায়॥ ৪১
সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইল।
পত্র দিব কি প্রকারে ভাবিতে লাগিল॥ ৪৩
ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধি যে করিল।
হাতের মধ্যে পত্র তখন বাহির করি লইল॥ ৪৫
পত্র হাতে লইয়া দাসী লাড়ে আর চাড়ে।
দরবারে থাকি রাজচন্দ্র দেখিল নজরে॥ ৪৭

রাজচন্দ্রে বলে খুড়া কই আমনের ঠাঁই।
অন্দরে যাইমু আমি কহিয়া বুঝাই॥ ৪৯
এই কথা বলি চৌধ্রী হাটিয়া মেলা দিল।
বৈষ্টবীরে ঠার মারিয়া বাড়ীর দক্ষিণ দিকে গেল॥ ৫১
ঠার বুঝিয়া বৈষ্টবী সেইখানে গেল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৫৩
শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই।
রঙ্গমালার কথা বুঝি আমনের মনে নাই॥ ৫৫
ইহা বলি পত্র খুলি রাজচন্দ্রেরে দিল।
পত্র পাই রাজচন্দ্র বড় খুসী হইল॥ ৫৭

(২)

যাও যাও করি তখন দাসীরে বিদায় দিল।
পত্র হাতে করি চৌধ্রী রামার কাছে গেল॥ ২
শুন চাই রাম ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
কিবা বুদ্ধি দিবা আমার বুদ্ধি ধড়ে [১] নাই॥ ৪

---

[১] ধড়ে=দেহে; বুদ্ধির স্থান দেহে নয় মস্তিষ্কে। এই ভুলটি গ্রাম্য কবির অজ্ঞতা-প্রসূত।

হাতের পত্রখানি রামারে শুনাইল।
মহারাজের আগে রামায় কহিতে লাগিল॥

শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই।
বুদ্ধি বাতাইব আমি কহিয়া বুঝাই॥
শীঘ্র করি খুড়ার আগে যাওনা চলিয়া।
নর বাড়ীর খাজনার কথা দেও উল্লেখ করিয়া॥
তোমার হাতে আদাই খাজনা খুড়ায় জানে না।
তিনচাইর বছরের খাজনা বাকী দেখাওনা॥
এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখন শুনিব।
তদ্দণ্ডে তোমারে পাঠাইয়া দিব॥
এই কথা রাজচন্দ্রে যখন শুনিল।
খুড়ার কাছে নর বাড়ীর খাজনা বাকী দেখাইল॥

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল।
খাজনা আদায় করিবারে হুকুম করি দিল॥
হুকুম পাই রাজচন্দ্র কোন কাম করিল।
রামারে বোলাই কথা কহিতে লাগিল॥
শুন শুন রামদাদা তুমি আমার ভাই।
চল এখন আমরা নর বাড়ীতে যাই॥

রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন।
দেখিয়া মহারাজের খুসী হইল মন॥
এই খানতুন মহারাজ টাঙ্গন দিল ছাড়ি।
এক দৌড়ে চলি গেল রঙ্গমালার বাড়ী॥
রঙ্গমালা রঙ্গমালা বোলাইতে লাগিল।
গোস্সা হইয়া রঙ্গমালা জবাব নাহি দিল॥
ঘরে যাই মহারাজ নজর করি চায়।
পালঙ্গেতে রইছে শুইয়া এমন দেখা যায়॥

আস্তে আস্তে রঙ্গমালার গায়ে হাত দিল।
ছাড়ামারি হাত তখন ফালাইয়া দিল ॥ ৩২

রাজচন্দ্র বোলে সুন্দরী কই তোমার তরে।
দোষগুণা অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ ৩৪
কোন কাজেতে আমি গিয়াছিলাম বাড়ী।
এইবার তোমারে আর না যাইব ছাড়ি ॥ ৩৬
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৮

পুরুষের কথা যে জন বিশ্বাস করয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুই কুল হারায় ॥ ৪০
তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিয়া।
জীবন যৌবন ধন দিয়াছি সঁপিয়া ॥ ৪২
এই কথা রাজচন্দ্র চৌধ্রী যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪৪

শুন শুন সুন্দরীগো কই তোমার ঠাঁই।
অপরাধ মাপ কর কহিয়া বুঝাই ॥ ৪৬
কিবা আপত্তি তোমার কহনা বুঝাই।
এখন সে আপত্তি আমি দিমুগো পূরাই ॥ ৪৮

এই কথা সুন্দরীয়ে যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫০

কি কথা কইছিলা বন্ধু সায়নবাঁধা [১] ঘাটে।
আমার বাপের নামে দীঘি দিতা আগদরজার পরে।
নবদখানা উডাই দিবা আশী হাতের পরে ॥ ৫৩

---

[১] সায়নবাঁধা=শানবাঁধান।

এই কথা রাজচন্দ্র চৌধ্রী যখনে শুনিল।
দিমু দিমু বলি তখন কহিতে লাগিল ॥ ৫৫

হাত মাপা রসি যদি থাকে তোমার ঘরে।
শীঘ্র করি রসি তুমি আনি দেগো মোরে ॥ ৫৭
কত হাত দিবা দীঘি তুমি লৈবা মাপিয়া।
সেইমতে দীঘি আমি দিমু কাটাইয়া ॥ ৫৯
এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
আপ্‌তারামের কাছে যাই কহিতে লাগিল ॥ ৬১
শুনেন শুনেন পিতা ঠাকুর কই আপনারে।
হাত মাপা রসি গাছ আস্গো জলতি দেননা মোরে ॥ ৬৩

এই কথা আপ্‌তারাম যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৬৫
কি করিবা রসি তুমি কহনা আমারে।
আপনার নামে দিমু দীঘি আগদরজার পরে ॥ ৬৭
এই কথা আপ্‌তা নর যখনে শুনিল।
মনে মনে আপ্‌তা নর বড় খুসী হইল ॥ ৬৯
কারো পুত্র হইয়া সৎকার্য্য করিতে না পারে।
আমার নামে দীঘি দিব রঙ্গে আগদরজার পরে ॥ ৭১

খুসী হইয়া আপতা নরে রসি আনি দিল।
রসি হাতে লইয়া চৌধ্রীর কাছে গেল ॥ ৭৩
দেও দেও বলি চৌধ্রী রসি হাতে লইল।
রঙ্গমালারে সঙ্গে লইয়া তখনে চলিল ॥ ৭৫
কোন খানে দিবা দীঘি দেখাই দেও আগে।
এই কথা শুনি গেল বাড়ীর পশ্চিম ভাগে ॥ ৭৭

শুন শুন সুন্দরীগো কইয়া বুঝাই তোরে।
কত হাতে দিবা দীঘি মাপি দেওনা মোরে ॥ ৭৯

আপন হস্তে রঙ্গ মাপিয়া সে দিল।
এই মাথায় সেই মাথায় রসি ফালাইয়া দিল॥ ৮১
এই মাথায় সেই মাথায় যখন কালিক [১] করিল।
সাড়ে বাইশ দোরণ [২] জমী কালিকের মধ্যে হইল॥ ৮৩

শুন চাইরে রামদাদা কই তোমার ঠাঁই।
এইবার কি বুদ্ধি দিবি আমার ধড়ে বুদ্ধি নাই॥ ৮৫
এতদূরা জমিন আমি ফালাইমু কাটিয়া।
শুনিলে খুড়ায় মোরে ফালাইবে মারিয়া॥ ৮৭
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
বুদ্ধি করিয়া কথা কহিতে লাগিল॥ ৮৯

শুন শুন রঙ্গমালা কই তোমার ঠাঁই।
বেজুইতে [৩] দাঘি দিলে কোন লভ্য নাই॥ ৯১
চৌখুট [৪] করিয়া দীঘি দিলে সুন্দর হইব।
আমার হাতে দেও রসি মাপিয়া যে দিব॥ ৯৩

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
মাইয়া পোলা মানুষ রঙ্গ বুঝিতে নারিল॥ ৯৫
রামার হাতে রসি মাপিয়া সে লইল।
এই মাথায় হেই মাথায় তখন রসি ফেলাইয়া দিল॥ ৯৭
এই সে দিক তখন কালিক করিল।
আড়াই দোরণ জমীন কালিকেতে পাইল॥ ৯৯

চাইর কোণায় চাইর রাম কলাগাছ তখনই গাড়াইল [৫],
এই মতে রাজচন্দ্র রঙ্গের আগে কইতে লাগিল।
মগের জন্য যামু আমি শীঘ্র বাড়ীত চল॥ ১০২

---

[১] কালিক=কোন একটা পরিমাণ হিসাব করাকে "কালী" করা বলে।
[২] দোরণ=দ্রোণ।
[৩] বেজুইতে=অযথাস্থানে।
[৪] চৌখুট=চতুষ্কোণ।
[৫] গাড়াইল=রোপণ করাইল।

বাড়ীত যাইয়া সুন্দরীয়ে দিল দরশন।
ছেন[১] সন্ধ্যা খানা আদি করিল তখন॥ ১০৪
রাজচন্দ্র বোলে সুন্দরী কই তোমার ঠাঁই।
শীঘ্র করি দেও বিদায় মগ আইনতাম যাই॥ ১০৬

এই কথা সুন্দরীয়ে যখনে শুনিল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ১০৮

ধূয়া—যাবে যদি প্রাণনাথ আসিবে কবে বলে যাও।
খানিকক্ষণ বিলম্ব হইলে সে দুঃখিনীর মাথা খাও॥ ১১০

(৩)

হাসি মুখে রাজচন্দ্রেরে বিদায় করি দিল।
রামারে লইয়া চৌধ্রী তখন চলিল॥ ২
এইখানতুন মহারাজ টাঙ্গন দিল ছাড়ি।
সেইখানতুন চলি গেল রাম্যা মগের বাড়ী॥ ৪
গাছের লগেতে ঘোড়া বন্ধন করিল।
রাম্যা মগ রাম্যা মগ বোলাইতে লাগিল॥ ৬

সোণার খাড়ে[২] হোচ্চে[৩] মৈগ্যা রূপার খাড়ে পাও।
পঞ্চ দাসীয়ে দাবে[৪] মগ্যার হস্ত পাও॥ ৮
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
ঘরে থাকি রাম্যা মগ স্বর কাণে শুনিল॥ ১০

শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
খাণ্ডার[৫] আগে কেবা ডাকে কহনা বুঝাই॥ ১২

---

[১] ছেন=স্নান। [২] খাড়ে=খাটে।
[৩] হোচ্চে=শুইয়াছে। [৪] দাবে=টিপিয়া দেয়।
[৫] খাণ্ডার=খাঁড়া। কাহার এমন বুকের পাটা যে খাঁড়ার আগে আসিয়া পড়ে

এক নাম দরিয়া [1] ডাইকতে পারে আমার মায়ে আর বাপে।
যৎকিঞ্চিৎ বোলাইতে পারে বাবুচাঁদের পুতে॥ ১৪
বুড়া যদি হয় তবে দেও শালে উঠাইয়া,
পোলা পাইন [2] হলে তারে দেও বান্ধি থানায় পাঠাইয়া।
যোয়ান জান [3] হলে তারে ফেলাইবা কাটিয়া॥ ১৭
এই কথা মগের দাসী যখনে শুনিল।
ধামা হাতে করি তখন রাগেতে চলিল॥ ১৯
কতদূর যাই দাসী নজর করি চায়।
বাবুচাঁদেরে দেখি বোলে হায়রে হায়॥ ২১

একই দৌড়ে অগো দাসী মগ্যার কাছে গেল।
এই সমাচার তখন মগ্যারে কহিল॥ ২৩
সোণার খাড়ে শুইতছ তুমি রূপার খাড়ে পাও।
তোমার দেশের মধ্যে হুলুস্থূলি বাত্তা [4] নাহি পাও॥ ২৫
বাবুচাঁদের পুত্রের কথা যখনে শুনিল।
হোতাতুন উডি মগ্যায় আগদরজায় গেল॥ ২৭

গলাতে কাপড় বাঁধি নমস্কার দিল।
মহরাজের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ২৯
হাজার টেকা দিয়া কর্ত্তা না পাই দরশন।
আমনে আমনে আইলেন কর্ত্তা ভাগ্যের কারণ॥ ৩১
এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।
রাম্যা মগের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৩৩

শুন রাম সর্দ্দার তুমি আমার ভাই।
তোমার কাছে আইছি আমি এউগ্যা দীঘি কাডাইতাম চাই॥ ৩৫

---

[1] দরিয়া = ধরিয়া। [2] পোলা পাইন = ছোট ছেলেপিলে।
[3] যোয়ান জান = বলশালী যুবক। [4] বাত্তা = বার্ত্তা।

এই কথা রাম্যা ম খনে শুনিল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৭

বাড়ীত থাকি মহারাজ দিতেন হুকুম করিয়া।
দুই চাইর হাজার মগ আমি দিতাম পাঠাইয়া ॥ ৩৯
এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।
গোপ্ত ভাবে দিমু দীঘি কহিতে লাগিল ॥ ৪১
রাম্যা মগে বোলে আমি বুঝিরে ভাবিয়া।
গোপ্ত ভাবে দীঘি আমি দিমু কাটাইয়া ॥ ৪৩
বারশত নাতি আমার তেরশত পন্তি [১]।
কেহ পাইব তোলা তোলা কেহ রত্তি রত্তি [২] ॥ ৪৫

এই কথা বলি মগ্যায় কোন কাম করিল।
পিতলা নাগরার মধ্যে দমদম বাড়ি দিল ॥ ৪৭
যত আছিল মগের সৈন্য লইল দৌড়াদৌড়ি।
* * * * *
একে একে রাম্যা মগে নাম ধরিয়া ডাকে।
ওড়া [৩] কোদাল লইয়া মগ চলে লাখে লাখে ॥ ৫০

মগ লইয়া মহারাজ কইরছে আগমন।
তালেবপুর নরবাড়ীতে দিল দরশন ॥ ৫২
এইদিগে সুন্দরীয়ে নজর করি চায়।
মহারাজ আসিয়াছে এমন দেখা যায় ॥ ৫৪
রন্ধন করিয়া অন্ন তৈয়ার করিল।
দাসীর আগে তখন হুকুম করি দিল ॥ ৫৬

---

১ পন্তি = পুতি, নাতি-পুতি।

২ কেহ পাইব......রত্তি রত্তি = কেউ এক এক তোলা, কেউ বা এক এক রতি পাইবে।

৩ ওড়া = ঝোড়া, মাটী খনন করিয়া তুলিবার পাত্র-বিশেষ।

খাওয়া লাওয়া শেষ করিয়া আগ দরজায় গেল।
যত আছিল মগের সৈন্য দেখাইয়া দিল॥ ৫৮
তোলা জল আনি চৌধ্রেরে ছেয়ান করাইল।
পাক ঘরে আনি তারে ভোজন করাইল॥ ৬০
সুন্দরীয়ে বলে চৌধ্রী কই তোমার ঠাঁই।
রাম্যা মগের নাম শুইনছি দেখিবারে চাই॥ ৬২

(৪)

রামসর্দ্দার রামসর্দ্দার যখন ডাক দিল।
মহারাজের সাম্‌নে আসি খাড়া যে হইল॥ ২
আল্‌গে থাকি সুন্দরীয়ে নজর করি চায়।
পাহারের মত মগ্যা এমন দেখা যায়॥ ৪
রাম্যা মগেরে দেখি সুন্দরী ভাবিতে লাগিল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৬

দীঘির কায্য নাই মহারাজ দীঘির কায্য নাই।
তুমি থাইকলে বাঁচি কত দীঘি পাই॥ ৮
আইজগা রামা মগে আমারে যাইবগো দেখিয়া,
কাইলগা আসি তোমার মুণ্ড ফালাইব কাটিয়া।
পরশু আমি দুঃখিনীরে লই যাইব বাঁধিয়া॥ ১১

এই কথা মহারাজ কাণেতে শুনিয়া।
রঙ্গমালার আগে কথা কহিল ভাঙ্গিয়া॥ ১৩
মগ পাড়ায় গেছি আমি খাজনার লাগিয়া।
কত মগ আইনছি আমি কাণচাবি ধরিয়া॥ ১৫

সুন্দরী তোমার কোন ভাবনা নাই। এই সব মগ আমার পরজা। আঁর সঙ্গে বেয়াদপি কথা কখনও কইত নয়।

মহারাজ আমি বিশ্বাস করি না। যদি আমনে এক কায করেন তা হইলে বিশ্বাস করি যদি রাম্যামগের পায়ের মধ্যে বেড়ী লাগাই দেন।

রাজচন্দ্রে বোলে রাম তুমি আইও কাছে। রঙ্গমালার লগে আমি ঠেকলাম মহা পেঁচে [১]। রঙ্গমালায় কয় রাম্যা মগের পায় বেড়ী লাগাইতাম। আঁই কি পরকারে [২] বেড়ী লাগাই। যদি বেড়ী লাগাইতাম যাই যদি রাম্যামগে কয় মহারাজ আঁই কি অপরাধ করল্যাম আমার পায়ে বেড়ী দিবেন তখন আমি কি উত্তুর কইরব।

রামায় বোলে মহারাজ বুদ্ধি আছে। মাইয়া পোলার পীরিতে মইজলে ঠেকতে হয় পেঁচে। যখন আম্নে বেড়ী লই যাইবেন রাম্যা মগের কাছে, যদি রাম্যা মগে আমনেরে জিজ্ঞাসা করে আমনে উত্তুর করবেন এই দেখ রামসর্দ্দার, আমি তোমার পার মধ্যে বেড়ী লাগামু কি জানি যদি আঁর দীঘি কাডা ফেলাই পলাই টলাই যাও। তা হইলে ত আঁর সরম হইব। এইজন্যে আমি তোমার পার মধ্যে বেড়ী দিউম।

এই কথা রাম্যা মগ যখন শুনিল।
হাসি হাসি কয় মগ্যায় বেড়ী লাগাইল ॥ ১৭
অইয়ারা, কইয়ারা, ইরুসিং বিরুসিং, দীঘি।
খোয়াসাগর, জগন্নাথ, কমলার দীঘি ॥ ১৯
কমলার দীঘি সক্কল কাটাইছি।
দমদম্য কাটিতে আঁড়ুর [৩] জরাপ পাইছি ॥ ২১

এই কথা কই মহারাজ বড় দিলেন লাজ।
এই দীঘি কাইটে আমার কতক্ষণের কাজ ॥ ২৩
এই বোলি মগের সৈন্য হুকুম করি দিল।
ফারাফারা [৪] বোলি মগে দীঘির কোব ধরিল ॥ ২৫

---

[১] পেঁচে=গোলমালে। [২] পরকারে=প্রকারে।
[৩] আঁড়ুর=হাঁটুর। [৪] ফারাফারা=ঈশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক উল্লাসসূচক শব্দ।

(৫)

মহারাজ খাড়াত থাইকতে দল চড়ি [১] করিল
ইহা দেখি মহারাজ বড় খুসী হইল ॥ ২
রঙ্গমালার কাছে যাই দরশন দিল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪
শুন শুন সুন্দরী কই তোমার ঠাঁই,
আর কিছু আপত্তি আছেনা কহনা বুঝাই ॥ ৬

সুন্দরীয়ে বোলে চৌধ্রী কই আমনের ঠাঁই।
নবদখানা তোলাই দিবেন কহিলাম বুঝাই ॥ ৮
শুনি মহারাজ তখন কোন কাম করিল।
নন্দ ছৈয়াল বোলাই তখন হুকুম করি দিল ॥ ১০

বাড়ীর কায্য ফেলাই এখন নবদ খানার কায্য কর।
আশী হাতের পরে নবদ শীঘ্র তৈয়ার কর ॥ ১২
আর কি আবিত্তি [২] আছে সুন্দরী কহনা বুঝাই।
দিনে দিনে আবিত্তি তোমার দিমুগো মিটাই [৩] ॥ ১৪

আর একটি আবিত্তি চৌধ্রী আমার মনে আছে।
সেই আবিত্তিটা কই আমনের কাছে ॥ ১৬
মগে দীঘি কাডে, নবদিয়ে নবদ বাজায় কই আমনের ঠাঁই।
ছোট বড় সকলেরই একটু জল পান করাইতাম চাই ॥ ১৮

ধূয়া—পীরিতে মজিলে মন দুখ সুখ সইতে হয়।
পীরিতে মজিলে মন অর্থ দণ্ড কইরতে হয় ॥

---

[১] দল চড়ি=সীমাবদ্ধ করা। [২] আবিত্তি=আপত্তি, সখ।
[৩] মিটাই=মিটাইয়া।

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল।
তখন মহারাজ রাজি যে হইল॥ ২০
কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল।
দেশ বিদেশ পত্র লিখিতে লাগিল॥ ২২
একখানা পত্র শিমলা পাঠাই দিল।
শিমল্লাগো (?) হাজার টাকা নজর ধরিল॥ ২৪

গোলাপ রাইয়া দেয় দীঘি অমূল্য রতন।
বুধ বাইরগা [১] তারিখে হইল চিড়ার নিমন্ত্রণ॥ ২৬
ছোট বড় সকলে এইখানে আসিবা।
পেট ভরিয়া চিড়া খাই জলতোলা চাইবা [২]॥ ২৮
দেশে বিদেশে পত্র পাঠাইয়া দিল।
বুধ বাইরগা তারিখে সবায় নিমন্ত্রণ পাইল॥ ৩০
যার যে রকম অবস্থা হবে নজর ধরিল।
গোলাপ রাইয়া দীঘি দেয় পত্রেতে লিখিল॥ ৩২

•

সুন্দরী তোমার যা চাইবার তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আঁর একখান কথা কইবা। সক্কলেরে নিমন্ত্রণ দিলাম তোমার একালা। আমার এই কথায় তুমি না কইরবানা। আমার খুড়া খুড়ীরে নিমন্ত্রণ দিতাম চাই তুমি কি কও। রঙ্গমালায় বোলে চৌধ্রী তোমারে আমি মানা করি। তুমি একাজ কৈরল্যে ভালা হইত না। তুমি ত গোপ্তে [৩] কাজ কর খুড়ায় জানে না খুড়ায়রে জানাইলে তোমার ভালা হইত না।

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
মনে মনে রাজচন্দ্রে বড় রাগ করিল॥ ৩৪

---

[১] বুধ বাইরগা = বুধ বারে। [২] জলতোলা চাইবা = জলপানি চাহিবে।
[৩] গোপ্তে = গোপনে।

রাগ হইয়া রাজচন্দ্র কোন কাম করিল,
কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল।
সোণালী কলমে পত্র লিখিতে লাগিল ॥ ৩৭

গোলাপরাইয়া দেয় দীঘি অমূল্য রতন।
বুধ বাইরগা তারিখে হইল চিড়ার নিমন্ত্রণ ॥ ৩৯
খুড়া খুড়ী দুইজন একত্রে আসিবা।
পেট ভরিয়া চিড়া খাই জলতোলা চাইবা ॥ ৪১

রাম ভাঁড়ালী রাম ভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল ;
হাতের পত্র তখন রামার হাতে দিল ॥ ৪৩
পাইরতাম নয় বুলি রামায় বার বার কহিল।
এই কথা শুনিয়া চৌধ্রী বড় রাগ হইল ॥ ৪৫
পাইরতাম নয় বলিয়া যদি ফিরি কও কথা।
জব্বর চোয়াড় মারি ভাঙ্গি দিমু মাথা ॥ ৪৭

এই কথা শুনিয়া রামায় বেজায় করে মুখ।
পত্র হাতে করি চলে মনে হইল দুখ ॥ ৪৯
আল্‌গে থাকি রঙ্গমালায় নজর করি চায়।
পত্র লইয়া বুঝি রামায় খুড়ার কাছে যায় ॥ ৫১

কান্দন

এই পত্র নয়রে পত্র বিষম কাল।
এই পত্র হইতে আমার ঘটিবে জঞ্জাল ॥ ৫৩
শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই।
দিবেন না দিবেন না পত্র কহিয়া বুঝাই ॥ ৫৫
চাঁদা বড় বীর মহারাজ চাঁদা বড় বীর।
একলা চাঁদায় কাডে নয়শ মাইনষের [১] শির ॥ ৫৭

---

১ মাইনষের=মানুষের।

ছোট্ট মোট্ট চাঁদভাঁড়ালী লাল কোত্তা গায়।
আউড়্গা দিয়া মারে গোলাইন দেলান ফাড়ি যায়॥ ৫৯
এই পত্র খুড়ায় যখন পাইব।
চাঁদারে বোলাই তখন হুকুম করি দিব॥ ৬১
তোমার আমার মুণ্ডু একত্রে কাটিয়া।
খুড়ার দরবারে চাঁদায় যাইব লইয়া॥ ৬৩

(৬)

এই কথা রাজচন্দ্রে কিছুনা শুনিল।
পত্র লইয়া রামারে পাঠাইয়া দিল॥ ২
পত্র লইয়া রাম ভাঁড়ালী কইরছে আগমন।
চৌধ্রীবাড়ীর দরজায় যাইয়া দিল দরশন॥ ৪
কিরূপে দিব পত্র ভাবিতে লাগিল।
চাঁদার ডরে রাম ভাঁড়ালী কাঁপিতে লাগিল॥ ৬
ভাবি চিন্তি রাম ভাঁড়ালী বুদ্ধি করি সার।
পত্র হাতে লই গেল রামায় দরবার মাঝার॥ ৮

এক পা আউগায়[১] রামায় আরক পা পাছে।
সেলাম জানাইল যাই রাজিন্দ্র খুড়ার কাছে॥ ১০
হেকমচ্যা রাম ভাঁড়ালী হেকমত করিল।
খুড়ার গায় পত্র ফালাই উড্‌গা[২] লড়[৩] দিল॥ ১২
ধায় আর রাম ভাঁড়ালী পিছের দিগে চায়।
আর নিরে চাঁদা গোলমায় আমার লাউগ[৪] পায়॥ ১৪
পত্র ফালাইয়া রামায় যখন উঠিয়া দৌড় দিল।
খাম খোঁয়াইয়া রাজিন্দ্র খুড়ায় পত্র পড়িতে লাগিল॥ ১৬

---

১ আউগায়=অগ্রসর হয়। ২ উড্‌গা=উড়িয়া, উর্দ্ধশ্বাসে।
৩ লড়=দৌড়। ৪ লাউগ=নাগাল।

পত্র পড়ি রাজিন্দ্র খুড়ায় ওয়াকিব [১] হইল্‌।
গেছি গেছি করি খুড়ায় মাথায় মারিল ॥
গেল তার জাইত আমার জাইত মারিল।
চিড়া খাইবার নিমন্ত্রণ নর বাড়ীতে দিল॥

ধূয়া—কোথায় রইলি রে চাঁদা বুদ্ধির পাথর [২]।

চান্দভাঁড়ালী চান্দভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল।
সামনে আসি চান্দভাঁড়ালী হাজির হইল॥
শুন শুন চান্দাবাবু কই তোমার ঠাঁই।
কুল গেল মান গেল কলকেঁর [৩] সীমা নাই॥
কিবা বুদ্ধি দিবা আমার বুদ্ধি ধড়ে নাই।
চিড়া খাইতাম পত্র দিল নর বাড়ীতে যাই॥

চান্দায় বোলে শুনেন শুনেন রাজিন্দ্র খুড়া কই আম্‌নের ঠাঁই।
আমি চান্দা বাঁচি থাইক্‌লে কোন চিন্তা নাই॥
একবার যদি ওরে খুড়া তোমার হুকুম পাই।
নরের বংশ কাড়ি আমি সায়রে ভাসাই॥
কচু খেলানি খেলাই [৪] দুর্গারে ধেয়াই [৫]।
যদি রাজিন্দ্র খুড়া তোমার হুকুম পাই॥

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল।
চান্দভাঁড়ালীর আগে কথা কহিতে লাগিল॥
ভাইর ঘরের ভাতিজা আমার ফেলাইবি কাটিয়া।
আমি মইলে কাষ্ঠ কইরব কোন পুতে আসিয়া॥

---

১ ওয়াকিব=অবগত।
২ পাথর=পান্থর, প্রান্তর, মাঠ।
৩ কলকেঁর=কলঙ্কের।
৪ কচু খেলানি খেলাই=কচুকাটা করি
৫ দুর্গারে ধেয়াই=দুর্গার ধ্যান করিয়া।

যাও যাও চান্দভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
তির গুল্লি [১] না লাগে ভাতিজার গায় কহিয়া বুঝাই ॥ ৩৮

(৭)

এই হুকুম চান্দভাঁড়ালী যখন পাইল।
আশী হাত কাপড় দি [২] কোমর বাঁধিল ॥ ২
দুই হাতে দুই কিরিচ টান দিয়া লইল।
আপনার সাজে চান্দায় সাজিতে লাগিল ॥ ৪
সাজি পড়ি চান্দভাঁড়ালী কপালে দিল ফোঁটা।
আচম্বিতে খাড়া হইল জয়কালীর বেটা ॥ ৬
জয় কালী জয় কালী বোলাইতে লাগিল।
জয়কালীর দুয়ারে পাড়া বলিদান করিল ॥ ৮
বলিদান করি চান্দায় আগ দরজায় গেল।
গায়ের জোরে চান্দভাঁড়ালী পলট দেওন [৩] লইল ॥ ১০

আলগে থাকি রাজিন্দ্র খুড়ায় নজর করি চায়।
বাঘের মতন চান্দ্রভাঁড়ালী এমন দেখা যায় ॥ ১২
যদি এই বাঘ নর বাড়ীতে যায়।
আমার মনে বিশ্বাস না হয় বাছি বাছি খায় ॥ ১৪
নিশ্চয় ভাতিজা আমার ফালাইব মারিয়া।
সামুনে পড়িলে চান্দায় না দিবে ছাড়িয়া ॥ ১৬

এই মতে চান্দভাঁড়ালী কোন কাম করিল।
ঘোড়ার পরে চান্দায় শোয়ার হইল ॥ ১৮

---

১ তির গুল্লি = তীর অথবা বন্দুকের গুলি।
২ দি = দিয়া। ৩ পলট দেওন = লাফান।

সাওরাম নামে ঘোড়া চান্দার আছিল।
কতদূরা যাইয়া ঘোড়া মাজা ভাঙ্গি গেল॥
আরবারে ঘোড়ার পরে সোয়ার হইল।
সেই ঘোড়া সেই রকম আউড়্‌গা [১] দিয়া গেল॥
গায়ের রাগে চান্দভাঁড়ালী হাটিয়া চলিল।
আইডগা বাড়ীর পোল চান্দায় পার হইয়া গেল॥
সেইখানে যাই চান্দভাঁড়ালী কোন কাম করিল।
গায়ের পোষাক খুলি চান্দায় বৈষ্টব হইল॥

ধীরে ধীরে চান্দভাঁড়ালী কৈরছে আগমন।
তালেবপুর গেরামে যাই দিল দরশন॥
নর বাড়ীর পশ্চিমদিগে নজর করি চায়।
মগেরা কাড়ে দীঘি এমন দেখা যায়॥
আর কদ্দূর যাইয়া চান্দায় করিল নজর।
নবদিয়ে নবদ বাজায় আশী হাতের পর॥
এইখান তুন চান্দভাঁড়ালী কৈরছে আগমন।
নরবাড়ী যাই চান্দায় দিল দরশন॥

আউগ দেউড়ি মাইজ [২] দেউড়ি দেউড়ি সারি সারি।
হাইস করি তোলাইছে রাজচন্দ্রে এক কাছারি॥
কতদ্দূর যাই চান্দায় করিয়া নজর।
পশু পক্ষী করে খেলা গাছের উপর॥
ফুলের উপর বসি ভোমরা মধু খায়।
নটুয়া নাটুনী কত খেমটা নাচায়॥
বাজীকরে বাজী করে দেখিতে সুন্দর।
হংসা হংসী খেলা করে জলের উপর॥

---

১ আউড়্‌গা=হোঁচট্‌ খাইয়া মরিয়া গেল। ২ মাইজ=মধ্যম।

ইহা দেখি চান্দভাঁড়ালী তাজ্জুব হইল।
অপূর্ব্ব তামাসা বুঝি নরবাড়ীতে আইল ॥ ৪৪
যদি আমি চান্দভাঁড়ালী এই নাম রাখিব।
নরের বংশ কাড়ি আমি সায়রে ভাসাইব ॥ ৪৬
হেকমতে রাজচন্দ্রেরে বাড়ীত লইয়া যাইব।
অপরে [১] আসিয়া আমি কায সমাধা দিব ॥ ৪৮
সেই খানতুন চান্দভাঁড়ালী কৈরছে আগমন।
আন্তর বাড়ীর কাছে যাই দিল দরশন ॥ ৫০

জয় জয় বলি চান্দায় ধরিল ঝিকির।
রঙ্গমালায় বোলে আইল কোথাকার ফকির ॥ ৫২
চৌধ্রীরে লইয়া রঙ্গ শোয়ইয়া রহিল।
বৈরাগীর তরে রঙ্গে ভিক্ষা না যে দিল ॥ ৫৪
আবার ফিরি বৈষ্ণবে ভিক্ষা যে খুঁজিল।
টেন্ টেনাইছনা বৈরাগীর জাত ধাবাইয়া দিল ॥ ৫৬

দিলানা দিলানা ভিক্ষা চলিলাম আমি।
আশীর্ব্বাদ করি যাই সুখে থাইক্বা তুমি ॥ ৫৮

ইহা কহি চান্দভাঁড়ালী কৈরছে আগমন।
আইড্গা বাড়ী আসি দিল দরশন ॥ ৬০
আপনা পোষাক চান্দায় পরিধান করিল।
চৌধ্রী বাড়ীত আসি চান্দায় দরশন দিল ॥ ৬২

(৮)

চান্দায় বোলে খুড়াঠাকুর না ভাবিও তুমি।
কাজের সুসার করি আইছি আমি ॥ ২

---

[১] অপরে = পরে, অন্য সময়ে।

শুনেন শুনেন খুড়াঠাকুর কই আমনের ঠাঁই।
একখান পত্র আম্‌নে শীঘ্র লেখেন চাই॥
এই কথা খুড়াঠাকুর যখনে শুনিল।
কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল॥

শুন শুন রাজচন্দ্র কই তোমার ঠাঁই।
কি কায করিলে তুমি আমারে না জানাই॥
কৈরল্যা কৈরল্যা এই কায্য মনে ভালবাসি।
কিছু পরামিশ কর তুমি আমার সঙ্গে আসি॥
তোমার টেকা না কুলাইলে আমার টেকা দিব।
নতুবা সভার মাঝে বড় লজ্জা পাইব॥
পত্র পাইয়া জলতি আইবা কই তোমার ঠাঁই।
কায্য সমাধা কইরব তুমি আমি যাই॥

লেখিয়া পড়িয়া পত্র করি দিল খাম।
উপরে লিখিয়া দিল রাজচন্দ্রের নাম॥
মঙ্গলসিং বোলাই তারে পত্র হাতে তুলি দিল।
নরবাড়ীতে রাজচন্দ্রের কাছে যাইতে কহিল॥
পত্র হাতে করি মঙ্গলসিং কৈরছে আগমন।
নরবাড়ীত যাই মঙ্গল দিল দরশন॥
দাসী দাসী বলি মঙ্গল যখন ডাক দিল।
সামনে আসি দাসী তখন হাজির হইল॥
দাসীর হাতে পত্রখান দিল যে ঠেলিয়া।
রাজচন্দ্রের হাতে দিবা পত্র কহিলাম ভাঙ্গিয়া॥

এই কথা বলি মঙ্গল বাড়ীত চলি আইল।
খুড়ার কাছে আসি তখন জানাইল॥
এইখানে পত্র দাসী রাজচন্দ্রেরে দিল,
পত্র খুলি রাজচন্দ্র পড়িতে লাগিল।
রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল॥

শুন শুন সুন্দরীগো কই তোমার ঠাঁই।
তুমি মানা কইরছ মোরে পত্র দিবার লাই॥ ৩১
পত্র পড়ি খুড়া আমার বড় খুসী হইল।
আমারে যাইতে বুলি পত্রেতে লিখিল॥ ৩৩
আমার টেকায় না কুলাইলে খুড়ায় দিব টেকা।
আনন্দে আসিয়া এথায় নিমন্ত্রণ খাইব॥ ৩৫

রঙ্গমালায় বোলে চৌধ্রী কই তোমার তরে।
পত্রের কথা শুনি আমার কলিজা বিদরে॥ ৩৭
এই পত্র পত্র নয় পত্র বিষম কাল।
এই হইতে আমার ঘটিবে জঞ্জাল॥ ৩৯
নিমন্ত্রণার কায্য নাই খাবার কায্য নাই কই তোমার ঠাঁই।
তুমি আমি থাইকলে বাঁচি কোন চিন্তা নাই॥ ৪১
যাইওনা যাইওনা তুমি মানা করি আমি।
বাড়ীত গেলে মহারাজ ফিরি আইসবানা তুমি॥ ৪৩

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।
নিশ্চয় যাইব আমি রঙ্গেরে কহিল॥ ৪৫
ইহা বলি মহারাজ বিদায় হইতে চায়।
রঙ্গমালা উঠি চৌধ্রীর ধরে দোন পায়॥ ৪৭

যাইওনা মহারাজ আমারে ছাড়িয়া।
বড় খুসী হইছি তোমারে পাইয়া॥ ৪৯
এই কথা রাজচন্দ্রে কিছু না শুনিল।
রঙ্গমালার হাত তখন ঠেলিয়া ফেলিল॥ ৫১
আলগে থাকি রাজচন্দ্রে নজর করি চায়।
মজবুতে বাইনছে [১] কেবাড় এমন দেখা যায়॥ ৫৩

---

[১] বাইনছে=বাঁধিছে।

লাথি মারি আনার [১] কেবাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
রামারে বোলাই তখন হুকুম করিল॥ ৫৫
জলতি করি ধল্যা টাঙ্গন সাজাই আন চাই।
সাজইয়া আনিল টাঙ্গন রামায় হুকুম পাই॥ ৫৭
টাঙ্গনে চড়িয়া চৌধ্রী যখন দিল বাড়ি।
চলিল দেবের ঘোড়া [২] মহাদর্প ছাড়ি॥ ৫৯
এই খানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া।
চান্দভাঁড়ালীর কথা শুনেন মন দিয়া॥ ৬১

(৯)

হেকমত্যা [৩] চান্দভাঁড়ালী হেকমত [৪] করিল।
রাজচন্দ্রের ভৈনের কাছে দরশন দিল॥ ২
শুন শুন দুরগামালা কই তোমার ঠাঁই।
একখান কথা তোমারে আমি কহিয়া বুঝাই॥ ৪
তোমার ভাই রাজচন্দ্র নরবাড়ীতে গেল।
নরের হাতে খাইয়া ভাত জাতি ডুবাল॥ ৬
টাকা পৈসা যায়গা জমি দিল নরিনীরে।
এই ঘোষণা শূদ্রের বংশ করে ঘরে ঘরে॥ ৮
তুমি একটি কায্য যদি পার করিবারে।
ইহার কিছু অনুসন্ধান করি দি তোমারে॥ ১০
একটা সরবৎ পড়া শিখিয়াছি আমি।
যদি তারে খাবাইতে পারগো তুমি॥ ১২
নরবাড়ীর কথা চৌধ্রী মুখে না লইব।
যত দিছে টেকাকড়ি লইয়া আসিব॥ ১৪

---

১ আনার=আয়নার, (Glass doors) প্রাচীন গাথায় আয়নার কপাটের অনেক স্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ২ দেবের ঘোড়া=দৈবীশক্তি-সম্পন্ন (পক্ষিরাজ) ঘোড়া। ৩ হেকমত্যা=চতুর। ৪ হেকমত=চাতুরী।

আর কারো হাতে খাইত নয় মনে হইয়া খুসী।
তোমার হাতে খাইব সরবৎ মনে ভালবাসি॥
এই কথা দুরগামালায় যখনে শুনিল।
পারিব পারিব বুলি দুরগায় কহিতে লাগিল॥
এই কথা চান্দভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
এক গেলাস ভাঙ্গের সরবৎ তৈয়ার কারল॥
সরবৎ তৈয়ার করি দুরগার হাতে দিল।
দুরগামালা লইয়া সরবৎ পরীক্ষা করিল॥
হাতের অঙ্গুলীদ্বারা মুখে তুলি দিল।
মিঠা বুলি দুরগামালায় ঢোকতল [১] করিল॥
কতক্ষণ পরে দেখে পরীক্ষা করিয়া।
কিছু না হইল তার সরবৎ মুখে দিয়া॥
মনের চিন্তা দুরগামালার দূর হইয়া গেল।
খাবাইব সরবৎ আমি চান্দারে কহিল॥
এই সরবৎ দিয়া চান্দায় গেল পলাইয়া।
এই দিগে মহারাজ আইল হয়রাণ হইয়া॥

টাঙ্গন ছাড়ি দিয়া চৌধ্রী বাড়ীত আসিল।
চুপে চুপে রাজচন্দ্র আন্তর বাড়ী গেল॥
আন্তর বাড়ী যাই চৌধ্রী নজর করি চায়।
দুরগামালা খাড়ই রইছে এমন দেখা যায়॥
দুরগারে দেখিয়া চৌধ্রী জিজ্ঞাসা করিল।
কবে আইছ তুমি আছত ভাল॥
*　　*　　*　　*
মধুর বচনে কথা দুরগারে বোলে॥
শুন চাইগো দুরগামালা কই তোমার ঠাঁই।
কার লাগি রাইখছ সরবৎ সত্য বল চাই॥

[১] ঢোকতল করিল = গিলিয়া ফেলিল।

এই কথা তুরগামালা যখনে শুনিল।
ভাইর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪২
সরবৎ বানাইছি আমি আপনার লাই।
শুনি চৌধ্রী বোলে তবে দেও নাগো খাই ॥ ৪৪
দেও দেও বলি সরবৎ বাড়াইয়া লইল।
একদমে সরবৎ সব খাইয়া ফেলিল ॥ ৪৬
ভাঙ্গের সরবৎ চৌধ্রী যখনে খাইল।
ঢুলু মুলু কেবল ঢুলিতে লাগিল ॥ ৪৮
শুন চাইগো তুরগামালা কই তোমার ঠাঁই।
তোমার সরবতে আমায় ঘুরায় কিসের লাই ॥ ৫০
এই কথা তুরগামালায় যখনে শুনিল।
আমারে বুঝি আপনার অবিশ্বাস হইল ॥ ৫২
রৌদ্রমধ্যে আসিয়াছেন হয়রাণ হইয়া।
সেই জন্যে ঘুরায় দাদা কহিলাম ভাঙ্গিয়া ॥ ৫৪
কহিতে বুলিতে কথা ঢুলিয়া পড়িল।
সকলে ধরিয়া তারে পালঙ্কে শোয়াইল ॥ ৫৬

(১০)

আল্‌গে থাকি চান্দভাঁড়ালী নজর করি চায়।
ভাঙ্গের নিশায় ধৈরছে তারে এমন দেখা যায় ॥ ২
আপনার সাজে চান্দায় তখন সাজিল।
জয়কালী বোলি চান্দায় তখনে চলিল ॥ ৪
এখান তুন চান্দভাঁড়ালী কৈরছে আগমন।
আইডা বাড়ীর পোলের কাছে দিল দরশন ॥ ৬
সেইখানে যাইয়া চান্দায় তৈয়ার হইল।
(যেইখানে) রাম্যা মগে দীঘি কাডে সেইখানে গেল ॥ ৮
আচম্বিতে চান্দভাড়ালী যুদ্ধ আরম্ভিল।
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সৈন্য কাডিতে লাগিল ॥ ১০

ধূয়া—অসখের বলে যুদ্ধ লাগিলরে।

দুই হাতে দুই কিরিচ [১] মারিয়া যে যায়।
ছাগলের পালে যেন বাঘ সান্ধায় [২]॥
সৈন্য কাটিতে চান্দায় না ভাবিল মনে।
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কাটে যত সৈন্য গণে॥

আল্‌গে থাকি রাম্যা মগে নজর করি চায়।
চান্দভাঁড়ালী কাডে সৈন্য এমন দেখা যায়॥
পায়ের মধ্যে লোহার বেড়ী ভাবিতে লাগিল।
কিরূপে ছিড়িবে বেড়ী যুক্তি যে করিল॥

হারা তারা বলি মগ্যায় যখন দিল টান।
ছিড়িয়া লোহার বেড়ী হইল খান খান॥
কোদাইল [৩] হাতে করি মগ্যায় রণখেড়ে [৪] নামিল।
চান্দভাড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল॥
চান্দভাড়ালী মারে কোব রাম্যা মগের গায়।
কোদাইলের বাড়ীয়ে মগ্যায় ফিরাইয়া ফেলায়॥
রাম্যা মগে মারে বাড়ি চান্দভাঁড়ালীর গায়।
লোহার জামা কাটি চান্দার চাইর আঙ্গুল বসায়॥
রাম্যা মগের লগে চান্দায় কিছুতে না পারে।
হাতের কিরিচ ফেলাই চান্দায় কিলা কিলি করে॥
রাম্যা মগে চান্দভাঁড়ালীয়ে করে কিলা কিলি।
তারপরে দোনগায় করে ঠেলা ঠেলি॥
একবার আছাড়ে চান্দায় আরবার মগ্যায়।
এইরূপ দোনগায় যুদ্ধ যে করয়॥

---

১ কিরিচ=তলোয়ার। ২ সান্ধায়=প্রবেশ করে।
৩ কোদাইল=কোদাল। ৪ রণখেড়ে=যুদ্ধে।

চান্দভাঁড়ালী বলে আমি কি উপায় করি।
এইবারকার যুদ্ধে বুঝি মগ্যার হাতে মরি॥ ৩৪
হেকমত্যা চান্দভাঁড়ালী হেকমত করিল।
মগ্যার হাত তুন ছুডি [১] চান্দায় উড়্গান লড় দিল॥ ৩৬
বনের ভিতরে যাইয়া উপস্থিত হইল।
জয় কালী জয় কালী বোলাইতে লাগিল॥ ৩৮

এইবারকার সমরে মাগো উদ্ধার কর মোরে।
জোরের পাডা বলি দিমু তোমার দুয়ারে॥ ৪০
এইকথা জয়কালী যখনে শুনিল।
চান্দার অগ্রেতে কথা কহিতে লাগিল॥ ৪২
দুই দিগে সমান শিষ্য কারে দিমু বল।
কাহারে করিব আমি একেবারে তল॥ ৪৪
এই কথা চান্দভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
কান্দি কান্দি চান্দভাঁড়ালী জয়কালীরে কইল॥ ৪৬
যদি মাগো মগের হাতে মুণ্ড হারাইব।
তোমার সাক্ষাতে এখন পরাণ ত্যাজিব॥ ৪৮
এই বলিয়া চান্দভাঁড়ালী কিরিচ লইল হাতে।
আপনি মারিতে চায় আপনার মাথে॥ ৫০
জয়কালী বোলে চান্দ কই তোমার তরে।
জিতিবি আজিকার সমর রাম্যা মগের লগে॥ ৫২
এই বলিয়া জয়কালী চান্দার গায়ে সোয়ার হইল।
আবার ফিরি চান্দভাঁড়ালী যুদ্ধেতে চলিল॥ ৫৪

রাম্যা মগের লগে যুদ্ধ আরম্ভ করিল।
কোদাইল হাতে লইয়া মগ্যায় যুদ্ধেতে নামিল॥ ৫৬

---

[১] ছুডি=ছুটিয়া।

রাম্যা মগ মারে কোচ চান্দভাঁড়ালীর গায়।
কিরিচের আগে চান্দায় ঠেলিয়া ফেলায়॥ ৫৮
ডাইনে বায়ে চান্দভাঁড়ালী পল্‌টন[১] দেওন লইল।
রাম্যা মগের পরে চান্দায় কিরিচ মারিল॥ ৬০
এক কোবে রাম্যা মগের মুণ্ড যে কাটিল।
হাতীর কল্যা[২] যেন জমিনে পড়িল॥ ৬২

(১১)

যুদ্ধ জিনি চান্দভাঁড়ালী বড় খুসী হইল।
একদমে কালীর নাম হাজার বার লইল॥ ২
শান্ত হইয়া চান্দভাঁড়ালী কোন কাম করিল।
নরবাড়ীর দিগে চান্দায় যাত্রা করিল॥ ৪
আউগ দেউড়ী মাইজ দেউড়ী সক্কল ভাঙ্গিল।
ষোল দুয়ারী টঙ্গির[৩] ঘরে উপস্থিত হইল॥ ৬
লাথি মারি ঘরের কেবাট ভাঙ্গিয়া ফেলাইল।
রঙ্গমালা কই রঙ্গমালা কই টোগাইতে লাগিল॥ ৮
আল্‌গে থাকি চান্দভাঁড়ালী নজর করি চায়।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন পালঙ্কে দেখা যায়॥ ১০

ধূয়া—অ দারুণ বিধিরে লাহোরে[৪] নিঠুর কালের ঘুম নাইরে।

ঘুমে আছিল রঙ্গমালা কইব কার ঠাঁই।
চান্দভাঁড়ালী বলে তার পালঙ্কেতে যাই॥ ১২
ঘুরাই ঘুরাই রূপ তার হেরিতে লাগিল।
নিদারুণ চান্দভাঁড়ালীর দয়া না হইল॥ ১৪
জব্বর চোয়ার তার গালেতে মারিল।
বিগ্‌বিগাইয়া রঙ্গমালা কান্দিয়া উঠিল॥ ১৬

---

১ পল্‌টন=পালটিয়া লম্ফ।
২ কল্যা=গলা, মুণ্ড।
৩ টঙ্গি=জল-টুঙ্গির ঘর, বিলাস-কক্ষ।
৪ লাহোরে=রাখো রে।

চাঁদ ভাণ্ডারী ও রঙ্গমালা—৪০৭ পৃঃ

চক্ষু মেলি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
চান্দভাঁড়ালী মাইর‍্ছে চোয়ার এমন দেখা যায়॥

আমি এই কথা দিব চৌধ্রীরে লাগাইয়া।
তোমার মুণ্ড মহারাজ ফেলাইব কাটিয়া॥
এই কথা চান্দভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার দোন হস্ত তখনই বাঁধিল॥
রঙ্গমালায় বোলে চান্দা এই কি তোর মনে।
এত জোরা জোরি কেন কর আমার সনে॥

চান্দায় বোলে সুন্দরী কই তোমার ঠাঁই।
আমার হস্তে তোমার মরণ কহিলাম বুঝাই॥
দোন হস্ত রঙ্গের যখন বন্ধন করিল।
ইহা দেখি রঙ্গমালায় কান্দিতে লাগিল॥

রঙ্গে বলে চান্দ ভাই ধরি তোমার পায়।
আমারে মারিলে আমার মা দুঃখিনীর না থাকিবে উপায়॥
চৌধ্রীরে কৈরাছে প্রেম শুন আমার কথা।
তার জন্য কেন চান্দ কাট আমার মাথা॥
রাজচন্দ্রে কৈরাছে প্রেম ধরি হাতে পায়।
আমারে কাট তুমি কাহার কথায়॥
এই সময়ে যদি দেইখতাম রাজচন্দ্রের মুখ।
তুই চান্দা কাইটতি কল্লা [১] না পাইতাম দুখ॥
এই সময় শুইনতাম যদি রাজচন্দ্রের কথা।
তুই চান্দ কাটতি কল্লা না পাইতাম ব্যথা॥
মাইর না মাইর না চান্দা তোমায় ভালবাসি।
খুসী থাক মোরে লই হই তোমার দাসী॥

---

১ কল্লা=গলা।

এই কথা চান্দভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥
নিদয়া নিঠুর আমি কই তোমার ঠাঁই।
তোমারে রাইখ্‌তাম আমার খুড়ার হুকুম নাই ॥

ধাক্কা মারি রঙ্গমালারে বাহির করিল।
উঠানে আনিয়া তারে খাড়া যে হইল ॥
আল্‌গে থাকি গোলাপ রাইয়া নজর করি চায়।
ভৈনেরে মারে চান্দায় এমন দেখা যায় ॥
ছিলা ডাকে গোলাপ রাইয়া রণ খেউরে [১] নামিল।
চান্দভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥

চান্দভাঁড়ালী গোলাপ রাইয়া করে কিলা কিলি।
এউগ্যার [২] উপরে আর এউগ্যা করে ঠেলা ঠেলি ॥
চান্দারে গোলাপ রাইয়া আছাড়ি ফেলাইল।
নীচে পড়ি চান্দভাঁড়ালী ধড় ফড় লইল ॥
জয়কালীর নাম লইয়া লাথি মারিল।
পোনর হাতের পরে যাইয়া গোলাপ রাইয়া পড়িল ॥
লাথি খাইয়া গোলাপ রাইয়া নরম হইল।
নরম শরীর পোলামাইনষ [৩] কান্দিয়া উঠিল ॥
ভাই ভৈইন দোনগার হস্ত একত্রে বান্ধিল।
কেলা গাছ কাডিয়া চান্দায় যন্তর [৪] বানাইল ॥

ইহা দেখি রঙ্গমালায় কান্দিতে লাগিল।
চান্দভাঁড়ালীর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥
শুন শুন চান্দভাঁড়ালী কই তোমার তরে।
ছোট্ট ভাই আমার মার কি প্রকারে ॥

---

১ খেউরে = ক্ষেত্রে। ২ এউগ্যার = একের।
৩ পোলামাইনষ = ছেলে মানুষ। ৪ যন্তর = ফাঁসির যন্ত্র।

আমি কইয়াছি দোষ মারিবা আমারে।
আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া কোন দোষ না করে ॥ ৬৬
ইহার তুন অধিক দুঃখ আর কিছু নাই।
তার তুনও অধিক দুঃখ মা'র গোদর ভাই ॥ ৬৮
তার তুন অধিক দুঃখ মা'র মনে হয়।
যাহার সাম্‌নে এমন ভাজন বেটা[1] মারা যায় ॥ ৭০
বিদেশে বিঘাটে যাব বেটা মরি যায়।
পশু পক্ষী না জানিতে আগে জানে মায় ॥* ৭২
মায় সে কেমনে জানে গৃহেতে বসিয়া।
দিবানিশি আঙ্গুন[2] জ্বলে পুত্রের লাগিয়া ॥ ৭৪
দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় খণ্ডন।
কাটা ঘায়ের মধ্যে যেন মাখিল লবণ ॥ ৭৬

কান্দা কাটি চান্দ ভাঁড়ালী কিছু না শুনিল।
ভাই বৈন দোনগারে[3] যন্তরেতে দিল ॥ ৭৮

ধূয়া—ভাবে বুঝি দুঃখের কপাল আমার রে।
যে গাছ ধরি আমি সে গাছ ভাঙ্গেরে ॥ ৮০

আল্‌গে আল্‌গে চান্দ ভাঁড়ালী কিরিচ ভাজন লইল।[4]
ভাই বৈন দোনগার মুণ্ড একত্রে কাটিল ॥ ৮২
গোলাপ রাইয়ার মুণ্ড চান্দায় শালে উঠাই দিল।
রঙ্গমালার মুণ্ড চান্দায় চাদরে বাঁধিল ॥ ৮৪
এখান তুন চান্দ ভাঁড়ালী ঘোড়া ছাড়ি দিল।
বাবুপুর চৌধ্রী বাড়ীত দরশন দিল ॥ ৮৬

---

[1] ভাজন বেটা=স্নেহভাজন পুত্র। [2] আঙ্গুন=আগুন।
[3] দোনগারে=দুইজনকেই। [4] কিরিচ ভাজন লইল=খড়্গটা ভাঁজিতে (উর্দ্ধে দোলাইতে) লাগিল।

* বিদেশে......মায় ॥*—এই ছত্র দুইটি আমরা বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, 'মহুয়া' গীতিকায় এবং অন্য দু'একটি স্থানে প্রায়ই একই রকমে পাইতেছি।

রাজিন্দ্র খুড়ার কাছে যাই দরশন দিল।
সেলাম করিয়া চান্দায় রঙ্গের মুণ্ড নজর ধরিল ॥ ৮৮
চাদর খুলিয়া খুড়ায় যখনে দেখিল।
দরবারেতে রাজিন্দ্র খুড়ায় ঢুলিয়া পড়িল ॥ ৯০

ধুয়া—হায়রে দারুণ বিধি লাগিল কাল গুণে।

কি করিছ চান্দ ভাঁড়ালী না জানাইয়া মোরে।
এমন সুন্দর রঙ্গ কাইট্‌লা কি প্রকারে ॥ ৯২
রঙ্গের মুণ্ড কাটিয়াছ তাতে ক্ষতি নাই।
ভাতিজা হইব পাগল রঙ্গমালার লাই ॥ ৯৪
এই মাইয়া হইত যদি শূদ্রের বংশের ঘরে।
লক্ষ টাকা দান করিতাম কালী নামের পরে ॥ ৯৬
আগে যদি জাইন্‌তাম আমি সুন্দর রঙ্গমালা।
সহ্য করিতাম ভাতিজার জ্বালা ॥ ৯৮
যত টাকা লাইগত আমার সমাজে লাগাইতাম।
পরাচিত্ত [১] করাইয়া বিয়া করাইতাম ॥ ১০০
শুন শুন চান্দ ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
ভাতিজা হইব পাগল রঙ্গমালার লাই ॥ ১০২
এই খানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া।
রাজচন্দ্র লই কথা শুন মন দিয়া ॥ ১০৪

(১২)

ভাঙ্গের নিশা ছাড়ি চৌধ্রী উঠিয়া বসিল।
লোটা হাতে করি * * * চলিল ॥ ২

---

[১] পরাচিত্ত=প্রায়শ্চিত্ত।

আগ দরজার পরে চান্দায় ঘোড়া দৌড়ায়।
রক্ত বৃষ্টি দেখে চান্দার গায়॥ ৪
রাজচন্দ্রে বলে চান্দা কই তোমার ঠাঁই।
রক্ত কেন তোমার গায় কহনা বুঝাই॥ ৬
এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
হরিণের মাংস খাইত তোমার খুড়ায় কহিল॥ ৮
হরিণের রক্ত লাগিয়াছে গায়।
ইহা শুনি রাজচন্দ্র মনেতে ভাবয়॥ ১০
* * * *।[১]
নরবাড়ীর দিগে চৌধ্রী নজর করিল॥ ১২
নরবাড়ীর দিগে চৌধ্রী নজর করি চায়।
হুহু শব্দে আগুন জ্বলে এমন দেখা যায়॥ ১৪
* * রাজচন্দ্র চৌধ্রী দৌড় ভালা দিল।
নরবাড়ী যাই চৌধ্রী দরশন দিল॥ ১৬

ষোল দুয়ারগা টঙ্গীর ঘরে আগুন দেখা যায়।
ইহা দেখি রাজচন্দ্র বোলে হায়রে হায়॥ ১৮
অগ্নি মধ্যে চৌধ্রী ঝাঁপ দিয়া পড়িল।
রঙ্গমালা কই রঙ্গমালা কই টোগাইতে লাগিল॥ ২০
রঙ্গ রঙ্গ করি চৌধ্রী কান্দিতে লাগিল।
চান্দার কাণ্ড এই মনেতে ভাবিল॥ ২২
রঙ্গমালা কই রঙ্গমালা কই টোগাইতে লাগিল।
উঠানের মধ্যখানে ধড়খানি পাইল॥ ২৪
রঙ্গমালার ধড় লই বাহির হইল।
বহুত বিচারি[২] মুণ্ড নাহিক পাইল॥ ২৬
যদি আমি রাজচন্দ্র এই নাম রাখিব।
বাবুপুর মধ্যে আমি আগুন লাগাই দিব॥ ২৮

---

১ একটি পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায় নাই। ২ বিচারি=বিছরাইয়া, খুঁজিয়া।

খুড়ার মুণ্ড আমি ফেলাইব কাঁটিয়া।
চান্দার মুণ্ড আমি দিব শালে উঠাইয়া॥
পাগলের মত চৌধ্রী পাগল হইল।
রঙ্গ রঙ্গ করি চৌধ্রী কান্দিতে লাগিল॥

(১৩)

এইখানে এই কথা রহুক মজ্জিয়া।
রাজিন্দ্র খুড়ার কথা শুন মন দিয়া॥
রাজিন্দ্র বোলে চান্দা কই তোমার ঠাঁই।
বাড়ীঘর ছাড়ি মোরা পলাই চল যাই।

এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
খুড়ারে লইয়া চান্দায় পলাইয়া গেল॥
ছোড খুড়ী বোলে আমার কোন দোষ নাই।
রাজচন্দ্রের ডরে কেন যামুগৈ পলাই॥
এই কথা বলিয়া খুড়ী রহিল।
ছোট্ট এউগা দুধের পোলা কোলেতে লইল॥

এইখানে রাজচন্দ্র বাড়ীত আসিল।
পাগলের মতন কেবল টোগাইতে লাগিল॥
খুড়া কই চান্দা কই মুখেতে ফুকারে।
অগ্নির হুলুকা যেন জ্বলয়ে অন্তরে॥
চাইর দিগে টোগাইল নাহিক পাইল।
আন্তর বাড়ীত যাই চৌধ্রী দরশন দিল॥

আল্‌গে থাকি রাজচন্দ্রে নজর করি চায়।
ঘরে বসি ছোড খুড়ী পোলারে দুধ খাবায়॥
উড়িয়া মারি কোলের পোলা টান দিয়া লইল।
আছাড়িয়া মাইরত বলি উপরে তুলিল॥

ইহা দেখি ছোড খুড়ী বেড়াইয়া ধরিল।
বাবু বাবু করি কান্দিতে লাগিল॥ ২২
দুগ্ধের ছাবাল[১] আমার কোন দোষ নাই।
এই কথা বলিয়া খুড়ী যখন ধরিল।
আতাইল্যা পাতাইল্যা[২] কেবল কিলাইতে লাগিল॥ ২৫
কিল খাইয়া ছোড খুড়ী দিশা নাইরে পায়।
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধরে রাজচন্দ্রের পায়॥ ২৭
হস্তের বালক তার ফেলাইয়া দিল।
আবার ফিরি খুড়ারে টোগাইতে লাগিল॥ ২৯

না পাইয়া মনের মধ্যে গোস্সা যে হইয়া।
বড় বড় আটচালাতে অগ্নি দিল লাগাইয়া॥ ৩১
জঙ্গলে থাকিয়া চান্দায় নজর করি চায়।
বড় ঘরে আগুন দেয় চৌধ্রী এমন দেখা যায়॥ ৩৩
চান্দায় বোলে খুড়াঠাকুর হুকুম দেও মোরে।
দেখি রাজচন্দ্র কি করিতে পারে॥ ৩৫

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল।
চান্দার আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৩৭
শুন শুন চান্দ ভাঁড়ালী কই তেমার ঠাঁই।
আমিত এই অগ্নি দিয়াছি লাগাই॥ ৩৯
ভাতিজার মনের কষ্ট যাউক পানি হইয়া।
জায়গা জমিন না থাকিলে খাইব ভিক্ষা করিয়া॥ ৪১
যদি পার সকেঁপেতে[৩] কায করিবার।
মারামারির কিছু আর নাহিক দরকার॥ ৪৩

---

[১] ছাবাল=ছাওয়াল, ছেলে। [২] আতাইল্যা পাতাইল্যা=আথালি-পাথালি, এলোমেলো ভাবে। [৩] সকেঁপেতে=সংক্ষেপে।

এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
লুকির [১] তাবিজ চান্দা মস্তকে বান্ধিল ॥
লুকি ধরি রাজচন্দ্রের পিছেতে আসিল।
দুই চাইর কিল ঘেণ্ডির [২] পরে দিল ॥
কিল খাইয়া রাজচন্দ্র পিছের দিগে চায়।
মানুষ গরু না দেখিয়া মনেতে ভাবয় ॥
ছাড়ার [৩] মধ্যে আসি বুঝি ভূতে কিলায়।
মনের ডর পাইয়া চৌধ্রী সেখান থেকে যায় ॥
রাম ভাঁড়ালীর কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল।
দুইজনে বসি কথা কহিতে লাগিল ॥

ঝগড়া ফাছাদের [৪] আর কোন কায্য নাই।
সকেঁপে করিব কায্য কহিয়া বুঝাই ॥
চুপ করিয়া কতদিন থাক বসিয়া।
রাজিন্দ্র খুড়ায় বসুক দরবারে আসিয়া ॥
এইকথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
রামার কথা প্রবোধ মানিল ॥

রঙ্গমালার দীঘি কাটার পালা সমাপ্ত।

---

১ লুকির = (?)
২ ঘেণ্ডি = ঘাড়।
৩ ছাড়া = জনশূন্য স্থান।
৪ ফাছাদের = ফ্যাসাদের।

ইঙ্গা চৌধ্রীর পালা

(১)

রাজচন্দ্রে বলে রাম কহি যে তোমারে।
আর কিবা পরামিশ দিবা কহনা আমারে॥ ২
রামায় বোলে রাজচন্দ্র কই আম্নের ঠাঁই।
ইঙ্গা চৌধ্রীর বাড়ী চলেন পরামিশের লাই॥ ৪
খুড়ার তুন ও বড় জমিদার ইঙ্গা চৌধ্রী হয়।
পরামিশের লাই চল যদি মনে লয়॥ ৬
চাইর আনি হিস্যা [১] তারে দিবা ছাড়িয়া।
তোমার বাপের বাড়ীর জমিদারী লই দিব আনিয়া॥ ৮

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
রামার আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ১০
রাজচন্দ্রে শুনি কথা বলে হয় রে হয়।
তুমি যে কইছ কথা আমার মনে লয়॥ ১২
এইখান তুন দোনজনে কইরছে আগমন।
বৈঠকখানা ঘরে যাই দিল দরশন॥ ১৪

রাজচন্দ্র বোলে রাম কহিয়া বুঝাই তোরে।
রঙ্গমালার কিরগা [২] আছে আমার উপরে॥ ১৬
আমার আগেতে যদি রঙ্গমালা মরে।
করালে [৩] আবদ্ধ আছি কাষ্ঠ কইরতাম তারে॥ ১৮
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার ধড় যেইখানে দোনজনে সেইখানে উপস্থিত হইল॥ ২০

---

১ হিস্যা = অংশ। ২ কিরগা = শপথ। ৩ করালে = শপথে।

রাজচন্দ্রে বোলে রাম ঠাকুর আন তুমি।
কাষ্ঠের আয়োজন করিতেছি আমি॥ ২২
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
মাইজ দি ঠাকুরবাড়ী রওনা হইল॥ ২৪
ধীরে হাটে অনুগতে কইরছে আগমন।
চন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী দিল দরশন॥ ২৬
ঠাকুর বোলি রামায় যখন ডাক দিল।
ঘরে থাকি চন্দ্রনাথ স্বর কাণে শুনিল॥ ২৮

তেড়ী বেড়ার কাছে আসি নজর করি চায়।
রাজচন্দ্রের পেয়াদা রাম দেখিবারে পায়॥ ৩০
পূর্ব্বের কথা তার স্মরণ পড়িল।
মনে মনে ঠাকুর ভাবিতে লাগিল॥ ৩২
বাড়ীর পশ্চিম দিগ দিয়া ধাইবার চেষ্টা করিল্য।
বাড়ীত নাই বলিয়া ঠাকুরাণীরে কৈল॥ ৩৪

আবার ফিরি রাম্যায় যখন ডাক তারে দিল।
বাড়ীত নাই ঠাকুরাণীয়ে মানা করিল॥ ৩৬
শুনি রাম ভাঁড়ালী বুঝিতে পারিল।
বাড়ীর পশ্চিম দিগ দিয়া ঘুরিতে লাগিল॥ ৩৮
এইখানে ঠাকুর কোন্ কাম করিল।
রামারে দেখিয়া ঠাকুর লুকাইয়া গেল॥ ৪০
রামায় দেখিয়া তারে চিনিতে পারিল।
পথ আগুলি রাম ভাঁড়ালী খাড়া যে হইল॥ ৪২
এই ভাবে দুইজনে কতক্ষণ রইল।
রামায় বলে ঠাকুর তোমার দশা [১] যে ঘনাইল॥ ৪৪

---

১ দশা=শেষ দশা।

কাছে যাইয়া রাম ভাঁড়ালী ডাক দিয়া কয়।
ভেঙ্গচা ধৈরাছ [১] ঠাকুর আমার মনে লয়॥ ৪৬
যাইবা কিনা যাইবা সত্য করি বল।
যাইতে যদি হয় শীঘ্র করি চল॥ ৪৮
সে কথা শুনিয়া ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইল।
যাইতাম নয় বলিয়া ঠাকুর কহিতে লাগিল॥ ৫০
যেই কামে আইসাছ মাপ কর মোরে।
সমাজীরা ধৈরব মোরে প্রতি ঘরে ঘরে॥ ৫২

এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
লাপ দি পড়ি চন্দ্রনাথের গলায় কাপড় দিল॥ ৫৪
গুড়ুম গুড়ুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল।
চাইর কিলে ঠাকুরেরে হোতাইয়া ফেলিল [২]॥ ৫৬
যামু যামু বাপের ঠাকুর কই যে তোমারে।
পায়ে ধরি তোমার মারিওনা মোরে॥ ৫৮
এই কথা বলিয়া ঠাকুর রওনা হইল।
আপনা বাড়ীতে আসি দরশন দিল॥ ৬০
পাঁজি পাতা লইয়া ঠাকুর কৈরছে আগমন।
রামার সঙ্গে বাবুপুরে দিল দরশন॥ ৬২
এই খানে আসিয়া কোন্ কাম করিল।
কাষ্ট কিরগার মন্ত্র ঠাকুর পড়াইয়া দিল॥ ৬৪

(২)

কাষ্ট সমাধা করি আদায় হইল।
রাজচন্দ্র রামার আগে কহিতে লাগিল॥ ২

---

১ ভেঙ্গচা ধৈরাছ = ভাণ করিতেছ।

২ হোতাইয়া ফেলিল = 'শোতাইয়া', 'শুতিয়া' ইত্যাদি শোয়ান বা শোয়ার স্থলে প্রাচীন সাহিত্যে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। শোয়াইয়া ফেলিল।

শুন শুন রাজচন্দ্র তুমি আমার ভাই।
ইঙ্গা চৌধ্রীর বাড়ীত চল পরামিশের লাই॥
যুক্তি করি দুইজনে কৈরছে আগমন।
মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন॥

ধূয়া—যবুনা[1] পার করি দেরে মাধব।

মাধব পাটনীর ঘাট তারা পার হইয়া গেল।
ইঙ্গা চৌধ্রীর দরবারে যাই উপস্থিত হইল॥
আলূগে থাকি ইঙ্গা চৌধ্রী নজর করি চায়।
বাবুচান্দের পুত্র দেখি কাছেতে বসায়॥
কি জন্যে আসিয়াছ জিজ্ঞাসা করিল।
খুড়ার হাল সমাচার[2] সকলি কহিল॥

এই কথা ইঙ্গা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল॥

চাইর আনি হিস্যা মোরে দিবা লেখিয়া পড়িয়া।
তোমার বাপের জমিদারি দিমু যে লইয়া॥
আলগে থাকি ভেলুচন্দ্র নজর করি চায়।
রাজচন্দ্রেরে পরামিশ দেয় এমন দেখা যায়॥
দাদা বুলি ভেলু কাছেতে আসিল।
পরামিশ দিবার লাই মানা যে করিল॥

ইঙ্গায় বলে ভেলু তুমি জান না।
রাজিন্দ্র খুড়ার ভাতিজা এই তুমি চিন না॥

---

[1] যবুনা=যমুনা।
[2] হাল সমাচার=বর্ত্তমানের সংবাদ।

চাইর আনি হিস্যা লইব লেখিয়া পড়িয়া।
তার বাপের জমিদারি দিমু যে লইয়া ॥ ২৪
হিস্যার কায্য নাই দাদা হিস্যার কায্য নাই।
আমরা বাঁচি থাইকলে বহুত যায়গা পাই ॥ ২৬
চান্দা বড় বীর দাদা চান্দা বড় বীর।
একলা চান্দায় কাডে নয়শ মাইনষের শির ॥ ২৮

ইঙ্গা চৌধ্রী বলে ভেলু হয় রে হয়।
আমার কথা হুইনলে [1] মাথা তুইলত নয় ॥ ৩০
এই কথা ভেলু চৌধ্রী যখনে শুনিল।
ইঙ্গার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩২
এক দিন পাঠাইছিলা মোরে টেকা কর্জ্জের লাই।
লাডির [2] গুতা গড়ের পানি দিছেরে খাবাই ॥ ৩২
যত মাইর মাইরছে মোরে কমু কার ঠাঁই।
মারি ধরি আমারে দিছেরে ধাবাই ॥ ৩৬
এই কথা ইঙ্গা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
অগ্নির হুলুকা যেন গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ ৩৮

আম্না ইচ্ছায় জমিদারি না দিলে ছাড়িয়া।
বাবুপুরের মধ্যে অগ্নি দিমুরে লাগাইয়া ॥ ৪০
রাজচন্দ্রেরে তখন হুকুম করি দিল।
খুড়ার কাছে যাইবারে কহিতে লাগিল ॥ ৪২
আমার কাযে আমি আছি তুমি যাও চলি।
আমার বাপের জমিদারি দেও খুড়ার কাছে বলি ॥ ৪২
এই কথার উত্তুর জানাইবা আমারে।
বুঝিয়া করিবা কাম জানাইবা অন্তরে [3] ॥ ৪৬

---

[1] হুইনলে = শুনিলে। [2] লাডির = লাঠির।
[3] অন্তরে = পরে।

(৭)

ইহা শুনি রাজচন্দ্র রামারে লইয়া ।
আপনা বাড়ীর দিগে আসিল চলিয়া ॥ ২
এই খানে রাজিন্দ্র খুড়া কোন্ কাম করিল ।
চান্দার পরামিশ মত দরবারে বসিল ॥ ৪
আল্‌গে থাকি রাজচন্দ্রে নজর করি চায় ।
খুড়া চান্দায় দরবারে দেখা যায় ॥ ৬
দরবারে যাইয়া রাজচন্দ্রে দরশন দিল ।
খুড়ার সাম্‌নে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮

শুন শুন রাজিন্দ্র খুড়া কই তোমার ঠাঁই ।
আমার বাপের জমিদারি দেওনা বুঝাই ॥ ১০
পাশা খেলাই আমার বাপে জমিদারি পাইল ।
সেই কালে রাজিন্দ্র খুড়ায় কোথায় আছিল ॥ ১২
উদয়চন্দ্র রাজকমল তাগরে [১] নিল যমে ।
ষোল আনা জমিদারি তুমি খুড়ার নামে ॥ ১৪
এত দিন খাইচ খুড়া পোলারে ভাড়াইয়া ।
এখন কালে লইব আমি মোগরে [২] ঠেঙ্গাইয়া ॥ ১৬
তুমি কর জমিদারি আমি মাগি খাই ।
বুঝি চাইলাম রাজিন্দ্র খুড়ায় দয়া ধর্ম্ম নাই ॥ ১৮

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল ।
সাননের [৩] কাগজ তখন বাহির করি লইল ॥ ২০
ষোল আনা জমিদারি হিসাব করিল ।
সাত আনি অংশ সাননেতে পাইল ॥ ২২

---

১ তাগরে = তাহাদিগকে । ২ মোগ্‌রে = মুগুর, মুদ্গর, গদার ন্যায় ।
৩ সানন = সনন্দ ।

তারপর সানন এক লিখিতে লাগিল।
সাত আনি হিস্যা পিরথেক করিল॥ ২৪
আল্‌গে থাকি চান্দ ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
রাজচন্দ্রেরে দেয় হিস্যা এমন দেখা যায়॥ ২৬
কাছে আসি চান্দ ভাঁড়ালী সানন হাতে লইল।
মধ্যখান দি সানন চিরিয়া ফেলিল॥ ২৮

শুন শুন রাজিন্দ্র খুড়া কই তোমার ঠাঁই।
দম থাকিতে রাজচন্দ্রেরে হিস্যা দিব নাই॥ ৩০
আইজ দিবা জমিদারি লিখিয়া পড়িয়া।
কাইল হারাইব চৌধ্রী পীরিতে মজিয়া॥ ৩২
* * * * ।
* * * * ॥ ৩৪

সাননের কাগজ যখন ছিরিয়া ফেলাইল।
ঝাপ দি পড়ি চান্দ ভাঁড়ালীর চুল চাবি ধরিল॥ ৩৬
আমার বাপের জমিদারি দিব আমারে লিখিয়া।
তুই কারে হারামজাদা ফেলাইলি চিরিয়া॥ ৩৮
তিন চাইর কিল মারে তারে ঘেণ্ডির [১] উপর।
খাড়াই রইছে চান্দ ভাঁড়ালী যেমন পাথর॥ ৪০
খুড়ার ডরে রাজচন্দ্রেরে কিছু না কহিল।
কিল খাইয়া চান্দ ভাঁড়ালী চুপ করিয়া রইল॥ ৪২
মার ধর রাজচন্দ্র মনে পাইয়া দুঃখ।
আমার কথা মজা লাইগব যখন পাইব সুখ॥ ৪৪

(৪)

এই কথা এইখানে রহুক মজিয়া।
ইঙ্গা চৌধ্রীর কথা শুন মন দিয়া॥ ২

১ ঘেণ্ডির=ঘাড়ের।

এইখানে ইঙ্গা চৌধ্রী কোন্ কাম করিল।
ইঙ্গা চৌধ্রী যুদ্ধের সাজসজ্জা করিল॥
এইখানে রাজচন্দ্র মনে রাগ পাইয়া।
ইঙ্গা চৌধ্রীর কাছে পত্র দিল পাঠাইয়া॥
পত্র পাইয়া ইঙ্গা চৌধ্রী কোন্ কাম করিল।
রাজচন্দ্রেরে যাইবারে চিঠিতে লিখিল॥
চিঠি পাইয়া রাজচন্দ্র সেইখানে গেল।
সামনে বসাইয়া কথা কহিতে লাগিল॥

চাইর আনি হিস্যা দিব বলি যে কাগজ হইল।
রাজচন্দ্রের নিজের হাতের দস্তখত লইল॥
কাছে আছিল চনের কাগজ টান দিয়া লইল।
রাজেন্দ্রের আগে পত্র লিখিতে লাগিল॥
রাজকমল উদয়চন্দ্র তাগরে নিল যমে।
ষোল আনা জমিদারি রাজিন্দ্রের নামে॥
তুমি কর জমিদারি ভাতিজা মাগে।
এই কীর্ত্তি গেছে তোমার দেশে আর বৈদেশে॥
তার বাপের জমিদারি তারে না দেও কেন।
পাইয়া পরের মাল বাপের তালুক জান॥

তার্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া পত্র দিল যে লিখিয়া।
অনেক রকম তার অসন্মান[১] করিয়া॥
যদি তার জমিদারি না দেও ছাড়িয়া।
বাবুপুরের জঙ্গলা কাড়ি দিমু ভাসাইয়া॥
লেখিয়া পড়িয়া পত্র ভরি দিল খাম।
নীচে লিখিল ইঙ্গা চৌধ্রীর নাম॥

---

১ অসন্মান = অসম্মান।

পেয়াদা ডাকিয়া দিল হুকুম করিয়া।
বাবুপুরে যাও তুমি পত্র লইয়া॥ ২৮
পত্র লইয়া পেয়াদায় কৈরছে আগমন।
সিন্দুরকাইত বাবুপুরে দিল দরশন॥ ৩০
আল্‌গে থাকি জান মহাম্মদ নজর করি চায়।
চান্দা খুড়া দুইজনে দরবারে দেখা যায়॥ ৩২
পত্র নিয়া জান মহাম্মদ খুড়ার হাতে দিল।
কুলুপ [১] খুলিয়া পত্র পড়িতে লাগিল॥ ৩৪
পত্র পড়িয়া খুড়া ওয়াকিব [২] হইল।
চান্দারে ডাকিয়া খুড়া কহিতে লাগিল॥ ৩৬

ধুয়া—কোথায় গেলিরে চান্দা বুদ্ধির পাথর।

শুন শুন চান্দ ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
আগুন লাগাইছে পাগলায় সদর ঘরে যাই॥ ৩৮
এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
খুড়ার আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৪০
যদি রাজিন্দ্র খুড়া হুকুম কর মোরে।
ইহার কিছু অনুসন্ধান পারি করিবারে॥ ৪২
এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল।
চান্দ ভাঁড়ালীর পরে সব ভার পোঝা [৩] দিল॥ ৪৪
তুমি জান তোমার কায্য আমি জানি না।
আর এসব জ্বালা যন্ত্রনা সহ্য হয় না॥ ৪৬
তার বাপের জমিদারি তারে দিতাম ছাড়িয়া।
পারিনা আমি কেবল তোমার লাগিয়া॥ ৪৮

---

[১] কুলুপ=Seal, খামের উপরকার মোহর। [২] ওয়াকিব=অবগত

[৩] পোঝা=বোঝা।

শুন শুন অ খুড়া দোষ দিওনা মোরে।
দেখ কিবা হয় প্রভুয়ে কি করে॥
পত্র দিছে ইঙ্গা চৌধ্রী যুদ্ধের লাগিয়া।
বাঘের সামনে পানি যেমন যাইমু হইয়া॥
তুমি একখান পত্র লিখ খুড়া ইঙ্গা চৌধ্রীর কাছে।
তোমার আমার মনোবাদের কি আবশ্যক আছে॥
তুমি মোছলমানের পুত্র আমি হিন্দুর ছেলে।
বড় খুসী হই আমি দোস্তী মায়া হইলে॥
তার বাপের জমিদারি সে যাইব লইয়া।
তোমার আমার যুদ্ধ হইব কিসের লাগিয়া॥
তোমার আমার মনোবাদে কোন কায্য নাই।
দোস্ত বলি মনে করি তোমারে কহিলাম বুঝাই॥
আমি আসিব কই তোমার ঠাঁই।
পরামিশ করিব দোন দোস্তে তোমার বাড়া যাই॥

দোস্তীর কারণ পত্র দিল যে লেখিয়া।
মঙ্গল সিং বোলাই পত্র দিল পাঠাইয়া॥
পত্র লইয়া মঙ্গল সিং কৈরছে আগমন।
মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন॥
ঘাট পার হই মঙ্গল হাটিয়া মেলা দিল।
ইঙ্গা চৌধ্রীর বাড়ী যাই দরশন দিল॥
পত্র নিয়া ইঙ্গা চৌধ্রীর নিজ হাতে দিল।
পত্র খুলি ইঙ্গা চৌধ্রী পড়িতে লাগিল॥

ধূয়া—অরে লিখন এসাছেরে ভেলু লিখন এসাছে।

পত্র পড়ি ইঙ্গা চৌধ্রী ওয়াকিব হইল।
ভেলু চৌধ্রী বোলাই কথা কহিতে লাগিল॥
শুন চাই ভেলু চৌধ্রী কই তোমার ঠাঁই।
দোস্তীর কারণে পত্র দিয়াছে পাঠাই॥

আমি হেন জমিদার ভাটীর বাঙ্গালায় নাই।
কত জন আছে চলে আমারে ডরাই ॥ ৭৬
পত্র দিছি আমি যুদ্ধের লাগিয়া।
(সে) দিন তারিখ করি দিছে দোস্তীর লাগিয়া ॥ ৭৮
দিন তারিখ করি দিছে আসিবারে লাই।
এইখানে আসিয়া হিস্যা দিবরে বুঝাই ॥ ৮০

এই কথা ভেলু চৌধ্রী যখনে শুনিল।
কচর করি ভেলু চৌধ্রীর পেডে কামড় দিল ॥ ৮২

শুন শুন বড় দাদা কই তোমার ঠাঁই।
আগে দোস্তী পাছে কোস্তী[১] দিবরে লাগাই ॥ ৮৪

ইঙ্গায় বোলে ভেলু কই তোমার ঠাঁই।
সেই কারণে তোমার কোন চিন্তা নাই ॥ ৮৬
এইখানে ইঙ্গা চৌধ্রী কোন্ কাম করিল।
খানার সামগ্রী তৈয়ার করিতে লাগিল ॥ ৮৮
আসিবার দিন তারিখ মত তৈয়ার করিল।
স্থানে স্থানে পাডা খাঁসী বান্ধিয়া রাখিল ॥ ৯০

(৫)

এইখানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া।
চান্দা খুড়ার কথা শুন মন দিয়া ॥ ২
শুনেন্ শুনেন্ রাজিন্দ্র খুড়া কই আম্‌নের ঠাঁই।
তারিখ উপস্থিত হইল চলেন মোরা ইঙ্গার বাড়ীত যাই ॥ ৪

লোকজন লইয়া খুড়ায় তৈয়ার হইল।
বন্ধু তরে সামগ্রী সঙ্গেতে লইল ॥ ৬

---

[১] কোস্তী=লড়াই।

পাল্‌কিত চড়ি রাজিন্দ্র খুড়া বন্ধুর বাড়ীত চৈল্য।
অষ্টজন বেরা আসি পাল্‌কি কান্ধে লইল ॥ ৮
এইখান তুন রাজিন্দ্র খুড়ায় কৈরছে আগমন।
মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন ॥ ১০

ধূয়া—যমুনা পার করি দেরে মাধব, যমুনা পার করি দে।

মাধব পাটনী মাধব পাটনী বোল্লাইতে লাগিল।
নৌকায় থাকি মাধব পাটনী নজর করিল ॥ ১২
পাল্‌কির কাছে আসি মাধব বক্‌সীষ চাহিল।
পাঁচশ টেকা রাজিন্দ্র খুড়া পাটনীর হাতে দিল ॥ ১৪
বক্‌সীষ পাইয়া মাধব পাটনী বড় খুসী হইল।
পাল্‌কি সহ রাজিন্দ্র খুড়ায় নৌকাতে তুলিল ॥ ১৬
বাও বাও করি ডিঙ্গা বাইতে লাগিল।
নদীর মধ্যখানে যাই উপস্থিত হইল ॥ ১৮
বালুচরে যাইয়া নৌকা আট্‌কিয়া রইল।
তা দেখি মাধব পাটনী ভাবিতে লাগিল ॥ ২০

কি করিবে মাধব পাটনী মনে ভাবি সার।
নৌকা চলিব ফিরি আসিলে জোয়ার ॥ ২২
চান্দায় বোলে মাধব পাটনী কি ভাবিতেছ তুমি।
ইহার অনুসন্ধান[১] কিছু করি দিব আমি ॥ ২৪

এই কথা মাধব পাটনী যখনে শুনিল।
বিনয় বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৬
কি করিব নৌকা চরেতে আট্‌কিল।
এই কথা চাঁদ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ॥ ২৮

---

১ অনুসন্ধান=সন্ধান, ফন্দী, উপায়।

জয়কালীর নাম লইয়া নদীতে নামিল।
নৌকার গোলইর [১] কিনার ধরি এক ঠেলা দিল॥
একই ঠেলায় নৌকা সেই পারে গেল।
ইহা দেখি মাধব পাটনী তাজ্জব হইল॥

দেওর [২] মতন চান্দায় যখন ঠেলা দিল
পানিতে নামাইবার নৌকা যো না রহিল॥
সেখান তুন বেরাগণে সোয়ারী কান্দে লইল।
মাধব পাটনী আসি চান্দার পায়েতে পড়িল॥
তোমরা যাইবা নিমন্ত্রণায় আমার উপায় কি।
শুকুনা'তে রইল নৌকা নামাই দিবা নি॥

এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
গোলই ধরি নৌকাখান জলে নামাই দিল॥
এইখান তুন লোকজন লই কৈরছে আগমন।
ইন্সা চৌধ্রীর আগ-দরজায় দিল দরশন॥

একখান পাল্‌কিতে ইন্সা চৌধ্রী উঠিল।
অষ্টজন বেরা আসি সোয়ারী কান্ধে লইল॥
বন্ধুরে আউগাইত বুলি [৩] আগবাড়ানী দিল [৪]।
দোন বন্ধু দেখাশুনা ছেলাম আদাব হইল॥
পাল্‌কি লইয়া বন্ধুরে বাড়ীত আনিল।
বসিবার তরে ভাল জায়গা দিল॥
যার যেমন নিয়মমত বসিবারে দিল।
তার বাদে খানার আয়োজন করিতে লাগিল॥

---

১ গোলইর=গোলুইয়ের, নৌকার অগ্রভাগকে গোলুই বলে।
২ দেও=দৈত্য।
৩ আউগাইত বুলি=আগাইতে বলিয়া।
৪ আগবাড়ানী দিল=অগ্রসর হইবার পথ ছাড়িয়া দিল।

পোলাউ কোরমা তৈয়ার করিল।
পাঠাখাঁসী বহুত মারিল ॥ ৫২

(৬)

এইখানে এই কথা রহুক মজ্জিয়া।
চান্দ ভাঁড়ালী লই কথা শুন মন দিয়া ॥ ২
চান্দায় বলে আমি বসি রইলাম কেন।
এমন সময় আমি করি অনুসন্ধান ॥ ৪
এই মতে চান্দ ভাঁড়ালী কোন্ কাম করিল।
বাড়ীর চৌতুরদিগে [১] হাটিতে লাগিল ॥ ৬

চারিদিগে ছাদ দেওয়াল ঢুকবার সাধ্য নাই।
এক দুয়ারী পথ রাইখছে দেখিবারে পাই ॥ ৮
চৌতুরদিগে রণগড় দেখিবারে পায়।
কার বাপের সাধ্য আছে রণগড় পারই [২] যায় ॥ ১০

হেকমচ্যা [৩] চান্দ ভাঁড়ালী হেকমত করিল।
কান্ধে আছিল জল গামছা পরিধান করিল ॥ ১২
গামছা পিন্ধি চান্দ ভাঁড়ালী রণগড়ে নামিল।
এই পারে হেই [৪] পারে মাপ দিয়া চাইল [৫] ॥ ১৪
মাপিয়া চান্দ ভাঁড়ালী যখন চাইল।
ষাইট্ হাত লম্পা [৬] গড় মনেতে রাখিল ॥ ১৬
এইখান তুন চান্দ ভাঁড়ালী কৈরছে আগমন।
খুড়ার কাছে যাই দিল দরশন ॥ ১৮

খানাপিনা যাই সমাধা করিল।
ইঙ্গা চৌধ্রী বোলাই খুড়া যুক্তিকরণ লইল ॥ ২০

---

[১] চৌতুরদিগে = চতুর্দ্দিকে।
[২] পারই = পার হইয়া।
[৩] হেকমচ্যা = ধূর্ত্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্।
[৪] হেই = সেই।
[৫] মাপ দিয়া চাইল = মাপিয়া দেখিল।
[৬] লম্পা = লম্বা।

কি জন্যেতে রাগ হইয়াছেন আমার উপরে।
তার বাপের জমিদারি দি ফালামু[১] তারে ॥ ২২
এই কথা ইন্সা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
'বাড়ীত যাইয়া সানন খুলি, দিমু হিস্যা' বুঝাইয়া দিল ॥* ২৪
(আচ্ছা) আমি আপনার বাড়ীত গেলাম যে বেড়াই
আম্নে কবে যাইবেন আমার বাড়ী কহেন না বুঝাই ॥ ২৬

এই কথা ইন্সা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৮
এক মাসের পরে আমি যাইব চলিয়া।
কিন্তু জমিদারি আম্নে দিবেন হিস্যা যে করিয়া ॥ ৩০

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় স্বীকার করিল।
দেশে যাইবার তরে বিদায় চাইল ॥ ৩২
শুনিয়া ইন্সা চৌধ্রী বিদায় করি দিল।
কায্য সাধন হইছে বুলি মনেতে জানিল ॥ ৩৪
এইখান তুন রাজিন্দ্র খুড়ায় কৈরছে আগমন।
মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন ॥ ৩৬
ঘাট পার হই খুড়া বাড়ীত চলি গেল।
চান্দ ভাঁড়ালীর কথা তখন স্মরণ পড়িল ॥ ৩৮

হেকমচ্যা চান্দ ভাঁড়ালী কোন্ কাম করিল।
বাঞ্ছারাম বাড়ইর বাড়ীত যাই দরশন দিল ॥ ৪০
বাঞ্ছারাম বাঞ্ছারাম যখন ডাক দিল।
চান্দ ভাঁড়ালীর কাছে আসি হাজির হইল ॥ ৪২

---

১ দি ফালামু=দিয়া দিব।

* রাজেন্দ্রখুড়া ইন্সা চৌধ্রীকে বুঝাইয়া দিল, "আমি বাড়ী গিয়া রাজচন্দ্রকে সনন্দ খুলিয়া তাহার ভাগের সম্পত্তি দিয়া দিব।"

শুন শুন চান্দ ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
আমার কাছে আইছ তুমি কিয়ের লাই ॥
তোমার কাছে আইছি আমি একটা চঙ্গা[১] বানাইতাম চাই।
ষাইট্-হাতী[২] একখান চঙ্গা দিবা বানাই।
উচিতমত পুরস্কার দিমু কহিলাম বুঝাই ॥

এই কথা বাঞ্ছারাম যখনে শুনিল।
চান্দ ভাঁড়ালীর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥
ষাইট্-হাতী চঙ্গা দিয়া কি কাম করিবা।
নাকি দাদা তুমি হাতীর হাল যোড়াইবা ॥
মাতিচ্ না[৩] মাতিচ্ না বাঞ্ছা কই তোমার ঠাঁই।
গোপ্ত কথা আছে আমার কহিলাম বুঝাই ॥
বাঞ্ছায় বোলে দাদা ঠাকুর কই আম্নের ঠাঁই।
কিবা গোপ্ত কথা আমি শুনিবারে চাই ॥

এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
বাঞ্ছারামের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥
যদি কারো কাছে তুমি গোপ্ত কথা না কইবা।
তবে গোপ্ত কথা আমার শুইনতে না পাইবা ॥
যদি বাবু কারো কাছে এই কথা কইবা।
স্ত্রীপুত্র সবার পরাণ হারাইবা ॥

কৈতাম নয় কৈতাম নয় বুলি বাঞ্ছায় কিরগা যে কাড়িল।
তবে বাঞ্ছারামের আগে কথা ভাঙ্গিয়া কহিল ॥
ইঙ্গা চৌধ্রীর লগে যুদ্ধ দিমু যে লাগাইয়া।
এই চঙ্গা দিয়া পথ করুম বাড়ীর পিছন দিয়া ॥

---

১ চঙ্গা=চোঙ্গা, নল। ২ ষাইট্-হাতী=ষাঠ হাত লম্বা।
৩ মাতিচ্না=কথা বলিস্ না,—এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিস্ না।

যদি বাড়ীর মধ্যে যুদ্ধ দি লাগাইয়া।
এক দুয়ারগা পঁথ তার দিমু দুই পঁথ করিয়া॥ ৬৭
এইদিগে মাইর লাইগলে ঐদিগে দি যাইব।
ঐদিগে দি মাইর লাইগলে এই দিগে দি ধাইব॥ ৬৯

এই কথা বাঙ্গারামে যখনে শুনিল।
চান্দারে লইয়া তখন বাঁশ মুড়াতে গেল॥ ৭১
মধ্যখানের বাঁশ ধরিয়া কাটিতে লাগিল।
বাঁশ ধরিয়া বাঙ্গারাম টানাটানি লইল॥ ৭৩

আল্‌গে থাকি চান্দ ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
টানাটানি করে বাঙ্গায় এমন দেখা যায়॥ ৭৫
আঁজা [১] করি বাঁশের মুড়া একত্রে ধরিল।
গোড়াসহ মুড়াসহ উপাড়িয়া দিল॥ ৭৭
আল্‌গে থাকি বাঙ্গারাম নজর করি চায়।
মুড়াসহ তুইল্‌ছে বাঁশ এমন দেখা যায়॥ ৭৯

কি করিলা দাদাঠাকুর কই তোমার ঠাঁই।
এই বাঁশ-মুড়ার গতিকে [২] মোরা বাল-বাচ্চা বাঁচাই॥ ৮১
মুড়াসহ তুইল্যে বাঁশ যাইব শুখাইয়া।
ক্রমে ক্রমে কাইট্‌তাম বাঁশ খাইতাম বসিয়া॥ ৮৩

এইকথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
বাঙ্গারামের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৮৫
ইঙ্গা চৌধ্রীর বাড়ীত হইতে যামু যেদিন যুদ্ধ জিনিয়া।
ধন কড়ি দিয়া যামু বক্‌সীষ বলিয়া॥ ৮৭
শুনি বাঙ্গারাম বড় খুসী হইল।
ষাইট্ হাত মাপি বাঁশ বাড়ীত লইয়া গেল।
ঘরের পিছে নিয়া চঙ্গায় কুন্দিতে লাগিল॥ ৯০

---

১ আঁজা = অঞ্জলি, মুঠা। ২ গতিকে = জন্যে।

(৭)

এই স্থানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া।
রামধনার কথা কিছু শুন মন দিয়া ॥ ২
বাঞ্ছারামের ছোট ভাই রামধনা হয়।
ইঙ্গা চৌধ্রীর বাড়ীত সে চাকরী করয় ॥ ৪
সেই রাত্রে রামধনা বাড়ীত আইল।
খানা খাই রামধনা শুইয়া রহিল ॥ ৬
ঘরের পিছে বাঞ্ছারাম চঙ্গা কুন্দন[১] লইল।
রামধনার কাণেতে আবাজ[২] শুনিল ॥ ৮

রামধনায় বলে বড় বিবি কই তোমার ঠাঁই।
ঘরের পিছে বাঁশের কোব শুনি কিসের লাই ॥ ১০
এই কথা বোউ ঠাকুরাণ যখনে শুনিল।
রামধনার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১২
ঘরের পিছে আমগাছ গেছে শুকাইয়া।
কুড়াইল্যা[৩] পৈখে[৪] মারে ঠোকর কহিলাম বুঝাইয়া ॥ ১৪

এই কথা রামধনায় যখনে শুনিল।
বাড়ইয়ার[৫] পুত্র ধনা বুঝিতে পারিল ॥ ১৬
বাইশের কোব আর পৈখের কোব বুঝিতে পারিয়া।
* * যাইব আমি কহিলাম বুঝাইয়া ॥ ১৮
গড়ু[৬] হস্তে রামধনা বাহির হইল।
আস্তে আস্তে রামধনা ঘরের পিছে গেল ॥ ২০
আল্‌গে থাকি রামধনায় নজর করি চায়।
চঙ্গা কুন্দে বাঞ্ছারাম এমন দেখা যায় ॥ ২

---

[১] চঙ্গা কুন্দন=মই তৈয়ারী করিতে। [২] আবাজ=আওয়াজ, শব্দ।
[৩] কুড়াইল্যা=কোড়া, কাঠ-ঠোক্‌রা [৪] পৈখে=পাখীতে।
[৫] বাড়ইয়ার=বারুইয়ের। [৬] গড়ু=গাড়ু।

পিছের কিনারা দি' রামধনায় যাইয়া খাড়া হইল।
আস্তে আস্তে রামধনা ঘরের পিছে গেল॥ ২৪
আলুগে থাকি রামধনায় নজর করি চায়।
চঙ্গা কুন্দে বাঙ্গারাম এমন দেখা যায়॥ ২৬
পিছের কিনার দি রামধনায় যাইয়া খাড়া হইল।
দাদা বুলি বাঙ্গারামে জিজ্ঞাসা করিল॥ ২৮
রাত্রে বসি চঙ্গা কুন্দ বল কিসের লাই।
এত বড় চঙ্গা তুমি বানাও কার লাই॥ ৩০

এই কথা বাঙ্গারাম যখনে শুনিল।
মাতিচ্না মাতিচ্না [১] রামধনা কহিতে লাগিল॥ ৩২
তুমি যাও তোমার কাজে ঘরেতে চলিয়া।
কি লাভ হইবে তোমার এই কথা শুনিয়া॥ ৩৪
এই কথা রামধনায় যখনে শুনিল।
এড়াই বেড়াই বাঙ্গারামেরে ঠাইস্যায়া ধরিল॥ ৩৬
কহ কহ বড় দাদা আমারে ভাঙ্গিয়া।
এই চঙ্গা কুন্দ তুমি কিসের লাগিয়া॥ ৩৮

শুন শুন রামধনা কইয়া বুঝাই তোরে।
এই কথা যে কহিব সেইজন মরে॥ ৪০
তুইও মৈরবি আমারে মাইরবি কই তোমার ঠাঁই।
সেই কথার প্রয়োজন তোমার কিছু নাই॥ ৪২

এই কথা রামধনায় যখন শুনিল।
বাঙ্গারামের আগে কথা কহিতে লাগিল॥ ৪৪
হেকমচ্যা রামধন্যা হেকমতে কহিল।
চঙ্গার কথা কইলে মানুষ মরে, কোন যাগায় কহিল। ৪৬

---

১ মাতিচ্না মাতিচ্না = বকিস্ না, বকিস্ না।

রামধনায় বলে আমি এই নাম রাখিব।
চঙ্গার কথা আমি বাঙ্গার তুন লইব॥
আচ্ছা আমি শুইন্‌লে আমি সে মরিব।
আমার মরণের পর আর না শুনিব॥

এই কথা বাঙ্গারামে যখনে শুনিল।
ঠেকাঠেকি [১] লাইগছে কথা কহিতে লাগিল॥
রাজিন্দ্রের লগে যুদ্ধ ইঙ্গা চৌধ্রীর হইব।
এই চঙ্গা দিয়া গড় পার হইব॥
এই কথা কারো কাছে না কহিবা তুমি।
কিন্তু কইলে কথা মারা যাইব আমি॥

এই কথা রামধনায় যখনে শুনিল।
ঘরেতে আসিয়া ধনায় বুদ্ধি-করণ লইল॥
যার নুণ খাই আমি তার গুণ গাই।
এই কথা কমু আমি ইঙ্গার বাড়ীত যাই॥
রাত্রি পোসা রাত্রি পোসা ঘন ডাক দিল।
হেনকালে কাইলানী রাত্রি প্রভাত হইল॥

খানা পিনা না খাইয়া হাডিয়া মেলা দিল।
ইঙ্গা চৌধ্রীর কাছে যাই দরশন দিল॥
শুনেন শুনেন চৌধ্রী সাহেব কই আম্‌নের ঠাঁই।
একখান কথা কইতে আমার পরাণে ডরাই॥
সুখের খানা খাও চৌধ্রী সুখের নিদ্রা যাও।
রাজ্যের মধ্যে হুলুস্থুলী বার্ত্তা নাহি পাও॥

ধূয়া—তোমার মুল্লুকে লাগিল আবাজ, রাজ্য ছাড়া হইলরে মহারাজ

রাজিন্দ্র খুড়ার সনে দোস্তী দিছ লাগাইয়া।
দোস্তীর মধ্যে কোস্তী লাইগব কহিলাম ভাঙ্গিয়া॥

---

১ ঠেকাঠেকি = যুদ্ধ।

ইহার কিছু অনুসন্ধান পাইয়াছি আমি।
আঁধাইরগা গুঁতা দিব [1] চৌধ্রী হুসিয়ার হইও তুমি ॥ ৭২

এই কথা ইঙ্গা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
রামধনীর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৭৪
ছোটমুখে বড় কথা কইলি কিসের লাই।
তুই শালা আইছত [2] বন্ধের [3] দোস্তী ভাইঙ্গবার লাই ॥ ৭৬

পা'রতুন [4] জুতা খুলি মারিতে লাগিল।
মাইর খাইয়া রামধনী কাঁদিতে লাগিল ॥ ৭৮
রাজা হইয়া রাজ্যের বিচার যে না করে।
তাহার রাজ্য যায় ছাড়েখাড়ে [5] ॥ ৮০
আমি আইলাম সম্বাদ দিতাম, মাইর খাইলাম, মনে হইল দুখ।
আচ্ছা ইঙ্গা চৌধ্রী তোমার হউক মনে সুখ ॥ ৮২
হিতে বিপরীত বুঝে যেই জন।
তাহার মঙ্গল নাই হয় কদাচন ॥ ৮৪

কান্দি কাডি রামধনা চুপ করিয়া লইল।
আপনা কাজেতে যাই মকরা হইল ॥ ৮৬

(৮)

এইস্থানে এই কথা রহুক মজ্ঞিয়া।
চান্দ ভাঁড়ালী কথা লই শুন মন দিয়া ॥ ২

সাতদিন পরে চান্দায় বাঞ্ছারামের বাড়ীত আইল।
হইছেনি চঙ্গা বানান জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৪

---

[1] আঁধাইরগা গুঁতা দিব=অন্ধকারে আক্রমণ করিবে।
[2] আইছত=আসিয়াছিস।
[3] বন্ধের=বন্ধুর।
[4] পা'রতুন=পা' হইতে।
[5] ছাড়েখাড়ে=সর্বনাশে।

হইছে বুলি বাঙ্গারামে চঙ্গা দেখাই দিল।
কান্দের পর চান্দ ভাঁড়ালী চঙ্গা তুলি লইল॥ ৬
চঙ্গা লইয়া চান্দ ভাঁড়ালী কৈরছে আগমন।
আপনা বাড়ীত যাই দিল দরশন॥ ৮
আপনা সাজনে চান্দা সাজিতে লাগিল।
যত ছিল ঢাল তরোয়াল পৃষ্ঠেতে বাঁধিল॥ ১০
রাজিন্দ্র খুড়ার আগে যাই বিদায় লইল।
দোয়া কর চান্দা যুদ্ধেতে চলিল॥ ১২

যখনে চান্দ ভাঁড়ালী জানাইল ছেলাম।
আশীর্ব্বাদ করিল খুড়া পড়িয়া কলাম[১]॥ ১৪
সাজি পড়ি চান্দ ভাঁড়ালী কপালে দিল ফোঁটা।
আচম্বিতে খাড়া হইল জয়কালীর বেটা॥ ১৬
একদমে কালীর নাম হাজার বার লইল।
চঙ্গা কান্ধে করি চান্দায় যাত্রা করিল॥ ১৮

এখান তুন চান্দ ভাঁড়ালী কৈরছে আগমন।
মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন॥ ২০
রাত্রি নিশিকালে সেইখানে গেল।
ঘাটে নাই মাধব পাটনী দেখিতে পাইল॥ ২২
কি করিব চান্দ ভাঁড়ালী মনেতে ভাবিল।
কালীর নাম লইয়া চান্দায় নদীতে নামিল॥ ২৪
জলহাচুরী[২] সেই পারে গেল।
নিশিরাত্রে যাইয়া ইস্পার বাড়ীতে উঠিল॥ ২৬
এক দুই সাত দেউড়ী মারিয়া ফালাইল।
বাড়ীর মধ্যে বড় গণ্ডগোল হইল॥ ২৮

---

১ কলাম=কোরানের প্রার্থনা,—লা ইলাহা ইল্ ইল্লা...।
২ জলহাচুরী=জলে সাঁতরাইয়া।

ঘরের বাহির হইয়া ইঙ্গায় নজর করি চায়।
চান্দ ভাঁড়ালী কাডে সৈন্য এমন দেখা যায়॥
সাজিয়া ইঙ্গা চৌধ্রী বাহির হইল।
মনে ভাবি চান্দ ভাঁড়ালী ফালাইয়া গেল॥
দরজায় আসিয়া চান্দায় বুদ্ধি করিল।
চঙ্গাখান লইয়া চান্দায় পিছন দিয়া গেল॥
এই পারে সেই পারে গড়ের চঙ্গা ফেলাই দিল।
দুই দিগে দুই পথ করিয়া লইল॥
আচম্বিতে রণ খেউড়ে আসিয়া পড়িল।
ইঙ্গা চৌধ্রীর লগে যুদ্ধ লাগাই দিল॥

সিংহে আর বাঘে যেন করে গড়াগড়ি।
চারিদিগে সৈন্য সেনা করে দৌড়াদৌড়ি॥
এমন যুদ্ধ কভু আর শুনি নাই।
আঁধাইরগা রাইত, করে কাডাকাডি, চিন পরিচয় নাই॥
এউগারে তুলি মারে অরে এউগার গায়।
ছোট্ট মোট্ট পাইলে চান্দায় হাল্লাইয়া[1] ফেলায়॥
কিরিচে কিরিচে করে খান খান।
কিরিচ হইল যেন করাতের সমান॥
কিরিচ এড়িয়া দোন বাহুযুদ্ধ করে।
দুইদিগে সমান সমান কেহ নাহি হারে॥
ছাড়ি দিয়া চান্দ ভাঁড়ালী তীর হাতে লইল।
তীরে তীরে দুইজনে লড়িতে লাগিল॥
বাঁ দিগ দিয়া চান্দ ভাঁড়ালী ডাইন দিগে যায়।
এমন সময় মারে তীর ইঙ্গা চৌধ্রীর গায়॥

---

১ হাল্লাইয়া=খুব জোরে নিক্ষেপ করিয়া।

বুকেতে লাগিয়া তীর পৃষ্ঠে পার হইল।
গোছ করি [১] ইঙ্গায় ঢুলিয়া পড়িল ॥ ৫৪

আল্‌গে থাকি ভেলু চৌধ্রী নজর করি চায়।
বড় ভাই মারা যায় এমন দেখা যায় ॥ ৫৬
ছিলা ডাকে [২] ভেলু চৌধ্রী রণ খেড়ে [৩] নামিল।
চান্দ ভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥ ৫৮
পোলা মইনষ ভেলু চৌধ্রী যুদ্ধ জানে কি।
হোতাইয়া ফেলাইল চান্দায় তিন কান [৪] দি ॥ ৬০
আল্‌গে আল্‌গে চান্দ ভাঁড়ালী কিরিচ ভাজন লইল।
ভেলু চৌধ্রীর মাথা কাডি দুই খান করিল ॥ ৬২
ঘরে ছিল মহাম্মদ রাজা নজর করি চায়।
দুই ভাই মারা গেছে এমন দেখা যায় ॥ ৬৪
ধনের ডরে মহাম্মদ রাজা পলাইয়া গেল।
ঘরে থাকি তিন বিবি যুদ্ধ করন লইল ॥ ৬৬

(৯)

হিরা বিবি মুছা বিবি তিন বিবি আর।
তারা তিনজনে যুক্তি করি বুদ্ধি কইরলেন সার ॥ ২
তিনজনে তিন কিরিচ টান দিয়া লইল।
চান্দ ভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥ ৪
হিরা বিবি মারে কিরিচ চান্দ ভাঁড়ালীর গায়।
লোহার জামা কাডি চান্দরে চাইর আঙ্গুল বসায় ॥ ৬
তিন দিগে তিনজন যুদ্ধ করণ লইল।
মধ্যে পড়ি চান্দ ভাঁড়ালী ভাবিতে লাগিল ॥ ৮

---

১ গোছ করি = (?)   ২ ছিলা ডাকে = (?)
৩ খেড়ে = ক্ষেত্রে।   ৪ কান = কনুই ; কনুইয়ের আঘাতে।

মহম্মদ রেজা ও সৈন্যদল—৪৩৮ পৃঃ

রণে ভঙ্গ দিয়া চান্দায় উড়গা লড় দিল।
আগ দরজার পরে যাই দরশন দিল ॥ ১০
জয় কালী জয় কালী বোলাইতে লাগিল।
হেনকালে জয়কালী সাক্ষাতে আসিল ॥ ১২

অধর্ম্ম চান্দা তোর ধর্ম্ম নাই মনে।
কেন যুদ্ধ কর তুমি নারীদের সনে॥ ১৪
আইজগের যুদ্ধে তুমি পরাজয় হইবা।
নারীদের সঙ্গে যুদ্ধ আর না করিবা॥ ১৬
অবলা নারীগণ পড়িয়া পেচেতে [১]।
জব্দ হইব কেন তোমার হাতেতে॥ ১৮
ধর্ম্মেতে কর্ম্ম হয় জানে সর্ব্বলোকে।
অধর্ম্ম করিলে সে যাইব নরকে॥ ২০
আইজগার রণে তুমি যাও ক্ষেমা দিয়া।
যদি নাহি যাও তুমি আমার কথা শুনিয়া॥ ২২
এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
বিনয় বচনে কথা কহিতে লাগিল॥ ২৪

মায়ালোকের হাতে মাগো লজ্জা পাইলাম আমি।
আইজগার সমরে মাগো উদ্ধার কর তুমি॥ ২৬
এই কথা জয়কালী যখনে শুনিল।
তেক্ত [২] হইয়া জয়কালী চলিয়া গেল॥ ২৮
এইখানে তিন বিবি কোন কাম করিল।
চান্দা কই চান্দা কই টোগাইতে লাগিল॥ ৩০

বেধর্ম্মিয়া চান্দ ভাঁড়ালী ধর্ম্ম নাহি তার মনে।
আবার ফিরি যুদ্ধ কর নারীগণের সনে॥ ৩২

পেচেতে = প্যাচে, বিপদে। [২] তেক্ত = বিরক্ত।

আল্‌গে থাকি চান্দ ভঁড়ালী তীর মারণ লইল।
এক তীর হীরা বিবির ঘেণ্ডিতে লাগিল ॥ ৩৪
বিষাক্ত তীর যখন গায়েতে লাগিল।
গেছি গেছি করি হীরা ঢুলিয়া পড়িল ॥ ৩৬
ইগাতে ছোট্ট বিবি কোন্ কাম করিল।
আল্লার নাম লইয়া বিবি রণ-খেউড়ে নামিল ॥ ৩৮
বড় ভাসুর ছোট ভাসুর গেছে মারা, মারা গেছে জাল [1] ।
নুর বিবি বোলে আল্লা ঘটাইলে জঞ্জাল ॥ ৪০
জীবনের নাই সাধ বাঁচিয়া যে আমি।
মারা গেল তিন জন পলাই গেল স্বামী ॥ ৪২
দুইহাতে দুই কিরিচ টান দিয়া লইল।
চান্দ ভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥ ৪৪

ডান হাতে বাম হাতে মারিতে লাগিল।
যুদ্ধ দেখি চান্দ ভাঁড়ালী মনে ডর পাইল ॥ ৪৬
মনে মনে চান্দ ভাঁড়ালী ভাবিতে লাগিল।
বিপক্ষে বুঝি মোর জয়কালী আইল। ৪৮
এইকথা বলিয়া চান্দায় পলাইয়া গেল।
কতদূরা আসি চান্দায় দরশন দিল ॥ ৫০
আর না যাইব আমি নারীদের কাছে।
মনের সাধনত আমার পূর্ণ হইয়াছে ॥ ৫২

সমাপ্ত

---

[1] জাল=ঝা।

গোপিনী-কীর্ত্তন

ভূমিকা

মৈমনসিংহ নেত্রকোণার অন্তঃপাতি ঠাকুরকোণা গ্রামবাসিনী সুলা নাম্নী মহিলা কবি কর্ত্তৃক গোপিনী-কীর্ত্তন রচিত। 'সুলা' শব্দটি সুলক্ষণার অপভ্রংশ। এই রমণী আনুমানিক ইংরাজি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নমঃশূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন; পিতার নাম রামদেব ও মাতার নাম জয়তারা। রবা এবং দুখিয়া নামক সুলার দুইটি ভ্রাতা ছিল।

বিবিধ কারণে হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণী হইতে নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যার চর্চ্চা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কোকিলের পক্ষে গান যেরূপ স্বাভাবিক, নারীদিগের পক্ষে নৃত্যগীতও সেইরূপই অপরিহার্য্য স্বাভাবিক গুণ। সর্ব্বদেশেরই মহিলারা কলাবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে পাহাড়ীয়া জাতিদের মধ্যে এখনও নৃত্যগীতের চর্চ্চা বিশেষরূপে বিদ্যমান। শুধু নিতান্ত দৈববিপর্য্যয়ে আমাদের মহিলা-সমাজ হইতে এই শোভন কলাবিদ্যার অনুশীলন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুরাজত্বকালে রমণীদের নৃত্যগীতাদি শিক্ষা অপরিহার্য্য ছিল। 'পদ্মিনী' শ্রেণীর নারীদিগের 'নৃত্য-গীতানুরক্তি' একটি সর্ব্বপ্রধান গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে রাজকুমারী উত্তরা অর্জ্জুনের নিকট নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে এই বিদ্যার চর্চ্চা যে এক সময়ে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহার উদাহরণস্বরূপ বেহুলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেহুলাকে সকলে "বেহুলা নাচুনী" বলিয়া ডাকিত। কৈশোর অতিক্রম করিবার পরও তিনি নৃত্যদ্বারা বাটীর সকলের মনোরঞ্জন করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কেতকাদাস লিখিয়াছিলেন "বেহুলার নৃত্য দেখি অমলা মোহ যায়।" অমলা, বেহুলার মাতা। সমস্ত 'পদ্মাপুরাণে'ই দৃষ্ট হয়,—বেহুলা স্বর্গে যাইয়া দেবসভায় নৃত্যদ্বারা সমস্ত দেবতাদের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় মনসাদেবীর নিকট স্বামীর প্রাণভিক্ষা লাভ

করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবপদে রাধার নৃত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে। একটিতে লিখিত আছে, একটি ধনুকের মত স্থানে গণ্ডী নির্দ্দেশপূর্ব্বক কৃষ্ণ রাধাকে নাচিতে অনুরোধ করিতেছেন। এত দ্রুতগতিতে নাচিতে হইবে যে নূপুর-গুঞ্জন স্থির হইয়া যাইবে, শাড়ীর আঁচল দুলিতেছে এরূপ বোধ হইবে না,—অতিগতিতে স্থৈর্য্যের বিভ্রম জন্মাইবে। কি তালে নাচিতে হইবে, কবি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সখীরা বাজীর সর্ত্ত ঠিক করিয়া দিয়াছেন,—যদি রাধা হারেন, তবে কৃষ্ণ তাঁহার বেশর ও কাঁচলী লইবেন, এবং জয়ী হইলে কৃষ্ণকে তাঁহার বড় সাধের মুরলীটি রাধাকে দিতে হইবে। বঙ্গদেশের গীতিকথায় কোন রাজকন্যার বা সদাগরের কন্যার কৌশলপূর্ব্বক দেবসভায় যাইয়া নৃত্য করিবার প্রসঙ্গ অনেকগুলিতেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ইতিহাস নাই। এই সমস্ত উপাখ্যান অলীক হইলেও ইহাতে চিরন্তন কোন প্রাচীন প্রথার আভাস পাওয়া যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের গীতিকাগুলি পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে হিন্দুরমণীরা মধ্যযুগে কিরূপ ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। একদিকে পর্ত্তুগীজ জলদস্যু, অপরদিকে দুর্দ্দান্ত মগ তস্কর এবং মুসলমান গুণ্ডারা তাঁহাদের প্রতি অবধিশূন্য অত্যাচার করিয়াছে। কোন হিন্দুরমণীর নৃত্যগীতাদি গুণের সংবাদ পাইলে ঐ সকল দস্যুরা লোলুপদৃষ্টিতে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিত। মলুয়া, শোনাই প্রভৃতি পল্লী-নায়িকাদের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এখন পুনরায় সেইরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, ইহার শেষ কোথায় জানি না। তবে মুসলমান নবাব ও আমিরদিগের নিযুক্ত "সিন্দুকী" নামক গুপ্তচরেদের দ্বারা সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ভয়ে স্ত্রীলোকেরা কলাবিদ্যার চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যদিও সমাজের উচ্চস্তর হইতে উক্ত বিদ্যার অনুশীলন তিরোহিত হইয়াছিল, তথাপি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল। সাবেকী কবিগানের আসরে আমরা নৃত্যপরায়ণা রমণীগণের নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর ও তান-লয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে এ কথাটি মনে রাখা উচিত যে, যদিও গণিকাদিগের মধ্যেই এই

প্রথার বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে, কুললনারাও যে সময়ে সময়ে এই বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। নিম্নশ্রেণীর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মধু কাণের পরিবারের মধ্যে এখনও স্বামী, স্ত্রী ও দুহিতারা একত্র হইয়া আসরে গান করিয়া থাকে।

সুলা কবি মৈমনসিংহ জেলায় প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। ঐ জেলার ভদ্রপরিবারের মধ্যে যত উৎসব হইত, সুলার গান না হইলে তাহা জমিত না। আমরা নিম্নে তাহার জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শিশুকাল হইতেই সুলা তাহার মধুরকণ্ঠের পরিচয় দিয়াছিল। বালক-বালিকাদিগকে লইয়া সে সেই বয়সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গানের দল বাঁধিত এবং সে স্বয়ং মূল গায়েনের ভূমিকার অভিনয় করিত। তাহার পিতা রামদেব কন্যার গানে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বদা তাহাকে কাছে-কাছে রাখিত। সুলার চেহারা খুব সুন্দর ছিল না; কিন্তু “কোকিল যে কালো তা'তে কিবা আসে যায়?” যখন এই বালিকা মধুর কণ্ঠে গান করিত, তখন ঠাকুরকোণা গ্রামের লোকেরা মুগ্ধ হইয়া শুনিত। রামদেব সুলার কৈশোরেই জয়হরি নামক একটি সুদর্শন বালকের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিল। এই বালক দেখিতে যেরূপ সুশ্রী ছিল সেইরূপই নানাবিধ গুণে বিভূষিত ছিল। রামদেবের ইচ্ছা ছিল তাহাকে ঘর-জামাই করিয়া রাখা। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে দৈববিধান অনেক সময়ে তাহার প্রতিকূল হয়। অতি অল্পবয়সেই জয়হরি সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হইল এবং একদিন সে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার সন্ধান আর জীবনে মিলিল না। সুলা চিরদিন স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় পথের পানে চাহিয়াছিল। তাহার দীর্ঘ জীবনের মধ্যে একদিনও সে আশা ত্যাগ করে নাই; তাহার সীঁথিতে আজীবন সিন্দূর-লেখা চিহ্নিত ছিল; তাহার হাতের শাঁখা সে ভাঙ্গে নাই এবং যদিও সমস্ত বিষয়ে সে জীবনে বৈরাগ্যের সাধনা করিয়াছিল তথাপি তাহার স্বামীর আগমনের জন্য সে যেন নিত্য নিত্য নবভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিত। এই গোপিনী-কীর্ত্তনে প্রথমাংশে (২, ২৯-৩৪ ছত্রে) যেরূপ করুণ ভাবে সুলা তাহার স্বামীর উল্লেখ করিয়াছে তাহাতে একদিকে তাহার নিদারুণ

মনস্তাপ যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে সে যে কত আগ্রহে তাহার স্বামীকে পুনরায় দেখিতে আশা করিয়াছিল তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। স্তোত্রের শেষাংশে সে প্রার্থনা করিতেছে, যেন অন্ততঃ মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে তাহার স্বামীর পদারবিন্দ দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারে। কিন্তু এত আকাঙ্ক্ষা, এত সাধনা ব্যর্থ হইল, যে গিয়াছে সে আর আসিল না। মাতাপিতার জীবিতকাল পর্য্যন্ত সুলা তাহার ভ্রাতা রবা এবং দুখিয়ার সঙ্গে ঠাকুরকোণার বাড়ীতে বাস করিয়াছিল। মাতাপিতার মৃত্যুর পর সে ছত্রশাল গ্রামে তাহার ভগিনীপুত্রের বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। এইখানে লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাহার মনে একটা আগ্রহ জন্মিল। নমঃশূদ্রের মেয়েকে কে পড়াইবে? এ যেন বামনের চাঁদ ধরিবার ইচ্ছার মত। কিন্তু মানুষের অন্তরের নিভৃতকোণের তপস্যার সন্ধান যিনি রাখেন তিনি সে বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। ছত্রশাল গ্রামে ছন্নুনাথ নামক পাঠশালার শিক্ষক অতি দয়ার্দ্র-চিত্ত ছিলেন। তিনি সুলার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। স্তোত্রের একাংশে (২, ৩৯-৪০ ছত্রে), সুলা ছন্নুনাথকে যে প্রণিপাত জানাইয়াছে তাহা কৃতজ্ঞতায় ভরপূর। একবার বেড়া ভাঙ্গিতে পারিলে জীব-বিশেষের পক্ষে বাগানের শাক-সব্জী ও ফলমূলাদি যেরূপ সহজলভ্য হইয়া পড়ে, অক্ষর-পরিচয়ের পরে বাঙ্গলা-সাহিত্যের ক্ষেত্র সুলার তদ্রূপই অধিগম্য হইল। বিশেষ করিয়া সে পড়িতে লাগিল—ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অনুবাদ। সংসারের সর্ব্বপ্রধান সুখে বঞ্চিত হইয়া সুলা কৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত-মনা ও নির্ভরশীলা হইয়াছিল। এখন স্বয়ং সে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে গান বাঁধিতে লাগিল। তাহার গানগুলি তাহার মুখে যে শুনিত, সে আর ভুলিতে পারিত না। গোপিনী-কীর্ত্তন পড়িয়া পাঠকবর্গ অবশ্য আনন্দলাভ করিবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ইহার ভাষা যেরূপ সরলতাপূর্ণ তেমনি নির্ঝরের মত নির্ম্মল ও অনবদ্য ভক্তির প্রবাহ-স্বরূপ। এই লেখা একান্ত অনাড়ম্বর। কবি তাঁহার নিজের হৃদয়পটে তাঁহার দেবতাকে অঙ্কিত করিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীর যে কাব্য-সৌন্দর্য্য, যে গূঢ় আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রবাহ এবং উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের যেরূপ অজস্র সাজ-সজ্জা, পাঠক গোপী-

কীর্ত্তনে তাহার প্রত্যাশা করিবেন না। কবির সারল্য ও অকপট ভক্তিই এই কবিতাগুলির প্রাণ। পল্লীর প্রান্তে যে সকল ফুল অনাড়ম্বরে ফুটিয়া থাকে, তাহা পদ্মও নহে, গোলাপও নহে, অথচ তাহাদের স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তির অভাব নাই; গোপিনী-কীর্ত্তন তাহাদের মতই একটি। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সুলার নাম মৈমনসিংহ জেলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল। এই জেলা ধনী ব্রাহ্মণ জমিদারদের আবাসভূমি। তাঁহাদের সমস্ত পার্ব্বণ ও উৎসবে সুলা আহূত হইত। যে আসরে সুলা নাই, সে আসর জমিত না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুলা প্রচুর অর্থলাভ করিয়াছিল। প্রতিটি পালাগানের জন্য এক রাত্রে সুলা দশ হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক পাইত। ইহা ছাড়া সমৃদ্ধ ঘরের মহিলারা সুলাকে মুক্তহস্তে বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দান করিতেন। ঘাগ্‌রার রাণী সুলাকে ছত্রশাল গ্রামে অনেক নিষ্কর জমি প্রদান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, বৃদ্ধবয়সে সুলার ভবলীলার অবসান হয়। বিদেশীয় পাঠকেরা ইহার কবিতার মূল্য কতটা দিবেন তাহা জানি না। সুলা নিজে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী ছিল এবং তাহার কবিতা হিন্দুদের চিরন্তন সংস্কারের বিশেষরূপ অনুকূল। অপরের পক্ষে তাহা কতটা উপযোগী হইবে তাহা বলা যায় না। ইংরাজি কবি মিসেস্ হিমান্সের লেখায় যেরূপ অনাড়ম্বর সারল্য দৃষ্ট হয়, সুলা গায়েনের কবিতাতেও সেইরূপ একটা সরলতা আছে। সে স্বীয় বিশ্বাসের উন্মাদনায় যখন নিজের গানগুলি গাহিত তখন তাহা শ্রোতৃবর্গের যেরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত, এখন কবিতা হিসাবে পাঠ করিয়া আমাদের পক্ষে ততটা আনন্দলাভ করা সম্ভব নয়। তথাপি ইহাদের একটা নিবিড় ভক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাস আছে, যাহা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করিবেই করিবে। আমরা শিক্ষার অভিমানে আমাদের হৃদয় যতই অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখি না কেন, কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য তাহাতে প্রবেশ করিবার অবকাশ করিয়া লইবে। যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী তাঁহারা এই কীর্ত্তনগুলির মধ্যে বাইবেলের একটা সাদৃশ্য অনুভব করিবেন। খৃষ্টীয় এবং কৃষ্ণসম্বন্ধীয় লীলার স্থানে স্থানে একটা অজ্ঞাত সাম্য ও ঐক্যরেখার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বাইবেলের স্তোত্রগুলির (Psalms) ২৫, ১১; ৩১, ৩;

৩৪, ৩ ; ৬৬, ২ ; ৬৯, ৩০ ; ৭২, ১৭ ; ১৪৫, ১ ; ১৪৮, ৫ ; ১৪৮, ১৩ ; ১৪৯, ৩ ; ১৫০, ৪—সংখ্যার প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বৈষ্ণব-পদে ও কীর্ত্তনে ইহাদের অনুরূপ বহু পদ পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া ‘সোলেমানের গানের’ অনেক কথা বৈষ্ণব-পদাবলীর, এমন কি এই গোপিনী-কীর্ত্তনেও পাওয়া যাইবে। সুধী পাঠকের এই সমস্যার সমাধান করা একটা গুরুতর কর্ত্তব্য। অবশ্য ‘গ্রাউজ’ (Growse) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই বিষয় লইয়া সামান্যরূপ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও কোন পূর্ণাঙ্গ বিচার হইয়া যায় নাই।

সুলার কলঙ্কভঞ্জনের অধ্যায়টি বিশেষরূপ উপাদেয়। ভগবানকে যে প্রাণ দিয়া ভালবাসে অথচ মুখে কথাটি নাই—অপরদিকে যে আচার-বিচার লইয়া চীৎকার-ফুৎকার পূর্ব্বক ধর্ম্মের মূল সূত্রটি ভুলিয়া যায়, এই উভয় শ্রেণীর প্রকৃত বিচার ভগবান্ নীরবে করিয়া থাকেন। দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত কলঙ্কভঞ্জনের আখ্যায়িকার রূপকে এই তত্ত্বটি বঙ্গীয় বৈষ্ণব-কবিরা উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সব পৌরাণিক গল্পকে অলৌকিক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না ; ইহার ভিতরে একটা গূঢ় মর্ম্মকথা আছে ; সেটি কি, বুঝিতে হইবে। অলৌকিক গল্পে ত চক্ষু অশ্রুতে আর্দ্র হয় না, মন এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠে না। আরব্যোপন্যাস পাঠ করিলে বালকদের মনে উৎসাহ, কৌতুক ও স্ফূর্ত্তি বাড়িতে পারে, কিন্তু কলঙ্কভঞ্জন পড়িয়া মন করুণায় ভাসিয়া যায়। সুলা গায়েনের কবিতাটি পাঠ করিলে পাঠক এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

‘গোপিনী-কীর্ত্তন’ পালাটি মৈমনসিংহের জমিদার, বিজয়নারায়ণ আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি সুলা গায়েনের জীবনীর উপকরণ দিয়াছিলেন ; চন্দ্রকুমার দে মহাশয় এই সংগ্রহ আমাকে পাঠাইয়াছেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শ্রীশ্রীগোপিনী-কীর্ত্তন

বন্দনা

দিশা—আমি প্রথমে বন্দনা করি শ্রীগুরু চরণ।
কৃপা করি দিল গুরু মন্ত্র মহাধন॥

এই দেহ ছিল আমার পাষাণ সমান।
মন্ত্র দিয়া কৈলা গুরু ফুলের বাগান॥ ২
আমি লোহা, গুরু আমার পরশ-রতন।
পরশে করিলা গুরু আমাকে কাঞ্চন॥ ৪

দ্বিতীয়ে বন্দনা করি শিক্ষাগুরু পায়।
কৃপা করি জ্ঞান দান যে কৈলা আমায়॥ ৬
অজ্ঞানেতে ছিলাম আমি অন্ধের সমান।
দয়া করি দিলা গুরু মেলিয়া নয়ান॥ ৮

তৃতীয়ে বন্দনা করি দেব নারায়ণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী যার ভার্য্যা দুইজন॥ ১০
হরগৌরী বন্দিলাম কৈলাস পর্ব্বতে।
মহাবিষ্ণু বন্দিলাম ক্ষীরোদের জলেতে॥ ১২
ব্রহ্মাঠাকুর বন্দিলাম সৃষ্টি অধিপতি।
পালনের কর্ত্তা বন্দি বিষ্ণু মহামতি॥ ১৪
সংহারের কর্ত্তা বন্দি দেব পশুপতি।
তান ভার্য্যা বন্দিলাম গঙ্গা আর পার্ব্বতী॥ ১৬
দশদিক্ বন্দিলাম দশদিকে পাল।
আনন্দে বন্দনা করি নন্দের গোপাল॥ ১৮

করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর ব্রাহ্মণ।
যাহার চরণ গুণে তরে ত্রিভুবন॥
পিতামাতা বন্দিলাম সংসারের সার।
যাহার প্রসাদে আমি দেখিলাম সংসার॥
সরস্বতী মাও বন্দি যুড়ি দুই হাত।
যাহার প্রসাদে আইলাম সভার সাক্ষাৎ॥

সভার চরণ বন্দি গলে দিয়া বাস।
পদভঙ্গে কেহ না করিবেন উপহাস॥
করিবেন সকলে মিলিয়া আশীর্ব্বাদ।
পদভঙ্গে কেহ না লইবেন অপরাধ॥

স্বামীর চরণ বন্দি ভক্তিযুক্ত হইয়া।
বিদেশে গেলা আর না আইল ফিরিয়া॥
যেখানে সেখানে থাক মোর প্রাণপতি।
তোমার চরণে যেন থাকে মোর মতি॥
যা হবার হইয়াছে কপালের লেখা।
মরণের দিনে দিও এ দাসীরে দেখা॥

রাধাকৃষ্ণ বন্দিলাম মধুর বৃন্দাবনে।
যার নামে কীর্ত্তন করিব এইখানে॥
বৈষ্ণব ঠাকুর বন্দি, দয়ার সাগর।
কৃপা কর প্রভু মোরে আমি যে পামর॥
ছাড়ু নাগের পায় বন্দি লুটাইয়া ধরা।
হাতে ধরি যে মোরে শিখাইলা লেখাপড়া॥
কি জানি বন্দনা আমি কিবা জানি গান।
কৃপা করি মান রক্ষা কর ভগবান্॥
চণ্ডালিনী বলে প্রভু না করহ ঘৃণা।
শ্রীচরণে দিও স্থান, সুলার প্রার্থনা॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

দিশা—জন্মিলা অনাদি কৃষ্ণ শুভলগ্ন পাইয়া।

কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী।
শুভদিনে জনমিলা কৃষ্ণ গুণমণি॥ ২
ভাদ্রমাসে নিশা কালে কংস কারাগারে।
হইল কৃষ্ণের জন্ম দৈবকীর উদরে॥ ৪
দেবগণ করে তখন পুষ্প বরিষণ।
ত্রিশ কোটি দেব-দেবীর আনন্দিত মন॥ ৬
ছাওয়ালের রূপ যেন কোটি কোটি চান।
শুভক্ষণে জনমিলা পূর্ণ ভগবান্॥ ৮

অপরূপ রূপ দেখি দৈবকিনী কয়।
কেন বিধি দিল মোরে এ হেন তনয়॥ ১০
বসুদেব বলে পুত্র দেব অবতার।
মনুষ্য বলিয়া মনে না হয় আমার॥ ১২
আসিয়া দেখিলে কংস লইবে কাড়িয়া।
পাষাণে আছাড় দিয়া ফেলিবে মারিয়া॥ ১৪
এই পুত্র রাখি আসি নন্দ ঘোষের ঘরে।
যেমতে দুরন্ত কংস জানিতে না পারে॥ ১৬
পুত্র কোলে করি বসু হইল বাহির।
ঘোর অন্ধকার নিশি চিত্ত নাহি স্থির॥ ১৮

ফুটি ফুটি বৃষ্টি পড়ে পিছলয়ে পাও।
শোকে ভয়ে সাধুর কম্পিত হইল গাও॥ ২০
সাবধানে চলে বসু অতি ধীরে ধীরে।
কতক্ষণে উপনীত যমুনার তীরে॥ ২২
কণা কণা বৃষ্টি পড়ে ছাওয়ালের শিরে।
ফণা ফেলি অনন্ত শিরেতে ছত্র ধরে॥ ২৪

যমুনার তরঙ্গ দেখি বসু পাইল ভয়।
অকূল অগাধ নদী কেমনে পার হয় ॥ ২৬
ভবপারের কর্ত্তা হরি কোলেতে করিয়া।
চিন্তাযুক্ত হইল বসু পারের লাগিয়া ॥ ২৮

অগাধ গম্ভীর কাল যমুনার মাঝে।
ঘোরে অন্ধকার নিশি কালো মেঘের সাজে ॥ ৩০
চিন্তাযুক্ত বসুদেব পড়িল বসিয়া।
উপরেতে কালো মেঘ উঠিল গর্জ্জিয়া ॥ ৩২
বসুদেবের দুঃখে কান্দে দেবতা সকল।
ছুটিছে পবন অতি হইয়া প্রবল ॥ ৩৪

বিজুলীর ছটা হইল বসুর সহায়।
বিজুলী পশরে বসু দেখিবারে পায় ॥ ৩৬
এক শৃগালিনী সেই যমুনার জলে।
হাঁটিয়া যমুনা পার হয় অবহেলে ॥ ৩৮
দেখিয়াত বসুদেবের সাহস বাড়িল।
জলধর কোলে করি জলেতে নামিল ॥ ৪০
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা দেব অগোচর।
জানিয়া দেবের কার্য্য গাঙ্গে দিল চর ॥ ৪২
হেন কালে চক্রধারী কি কার্য্য করিল।
মধ্য যমুনার জলে পড়িয়া যে গেল ॥ ৪৪

শিরে করাঘাত করি বসুদেব কান্দে।
বসুর কান্দনে কান্দে সূর্য্য আর চান্দে ॥ ৪৬
পাইয়া নিধি হারাইলাম আমি অভাগিয়া।
পুত্র হেন ধন দিলাম জলে ডুবাইয়া ॥ ৪৮

জলমধ্যে বসুদেব করে অন্বেষণ।
খুঁজিতে খুঁজিতে পায় আপন নন্দন॥ ৫০
পুত্র কোলে করি বসু তীরেতে উঠিল।
দরিদ্র হঠাতে যেন মহারত্ন পাইল॥ ৫২
অন্ধ যেন চক্ষু পাইয়া আনন্দিত মন।
পুত্র পাইয়া বসুদেবের হইল তেমন॥ ৫৪
মৃত্যুদেহে প্রাণ পাইল বসুদেব ঠাকুর।
দেখিয়া পুত্রের মুখ আনন্দে বিভোর॥ ৫৬
পুত্র কোলে করি বসু তীরেতে উঠিল।
ধীরে ধীরে নন্দ-গৃহে উপনীত হইল॥ ৫৮

যশোদার ঘরে যাইয়া করে দরশন।
কন্যা এক কোলে রাণী ঘুমে অচেতন॥ ৬০
পুত্র থৈয়া কন্যা লৈয়া বসু গেল ঘরে।
দিল নিয়া সেই কন্যা দুষ্ট কংসাসুরে॥ ৬২
বসু বলে কংস রাজ কর অবধান।
এই কন্যা হইয়াছে নাহি সুসন্তান॥ ৬৪
এত শুনি কন্যা লইয়া বসুদেব যায়।
পাষাণে আছাড় দিয়া মারিবারে চায়॥ ৬৬
শূন্যে উড়ি যায় কন্যা দেবী রূপ ধরি।
কংসেরে বলয়ে কিছু তিরস্কার করি॥ ৬৮
ওরে দুষ্ট কংসাসুর তোরে নাহি ভয়।
তোরে যে বধিবে সে আছে নন্দালয়॥ ৭০
আমারে বধিতে তোর কিছু সাধ্য নাই।
হের দেখ শূন্যপথে আমি চলি যাই॥ ৭২
এত কহি মহামায়া হইল অন্তর্ধান।
সুলা বলে অন্তকালে পদে দিও স্থান॥ ৭৪

গোষ্ঠ

দিশা—আয়রে গোপাল যাই ধেনু চরাইতে।

প্রভাতে উঠিয়া যত ব্রজের রাখাল।
নন্দ ঘোষের দ্বারে আইল লৈয়া ধেনুর পাল॥
"আবা আবা" ধ্বনি করে যত রাখুয়াল।
শ্রীদাম সুদাম ডাকে আয়রে গোপাল॥
বলরাম শিঙ্গা ধরি ঘন ডাক ছাড়ে।
আয়রে কানাই ভাই আয় শীঘ্র করে॥
নিত্য নিত্য তোরে কেবা সাথে নিবে ভাই।
আইসরে গোপাল শীঘ্র গোচারণে চাই॥
তুই না গেলে কানন-মাঝে যায় না ধেনু।
কাণ পাতিয়া আছেরে শুনিতে তোর বেণু॥

শুনিয়া বাঁশীর গান ধেনু চলে বনে।
*   *   *   *॥
রাখালের আবাধ্বনি শুনি নন্দরাণী।
কোলেতে তুলিয়া লইল কৃষ্ণ গুণমণি॥
গোপালেরে কোলে করি নন্দরাণী কয়।
বনেতে দিব না আজি দুখিনীর তনয়॥

শুনরে শ্রীদাম সুদাম শুন হলধর।
আজি গোষ্ঠে নাহি দিব পুত্র জলধর॥
সাত নাই পাঁচ নাই একটি ছাওয়াল।
পাছে আছে শত্রু আমার কংস রাজা কাল॥

শ্রীদাম সুদাম বলে কি বল জননী।
না দিলে গোপাল মোরা ত্যজিব পরাণী॥
সাধে কি গোপাল তোর বনে নিতে চাই।
রাখালের জীবন ধন তোমার কানাই॥

মরিলে পরাণ পাই গোপালের গুণে।
জানি না গোপাল তোর কিবা মন্ত্র জানে ॥ ২৬
সাবধানে রাখিব, না যাব দূর বনে।
সকালে সাজায়ে দে মা তোর কৃষ্ণধনে ॥ ২৮

এত শুনি নন্দরাণী সাজায়ে গোপালে।
বয়ান ভাসিল রাণীর নয়ানের জলে ॥ ৩০

গোপালের সাজন

দিশা—আয়রে গোপাল তোরে দেই সাজাইয়া।
গোষ্ঠেতে যাইবে যদি মায়েরে কান্দাইয়া ॥

আঙ্গিনার মাঝে গোপাল ধূলা খেলায় ছিল।
লক্ষ চুম্ব দিয়া মায় কোলে তুল্যা লৈল ॥ ২
মুছাইয়া সর্ব্ব অঙ্গ পরাইল ধড়া।
গলায়ে তুলিয়া দিল নবগুঞ্জা ছড়া ॥ ৪
মন্ত্র পড়ি চূড়া বান্ধে মউর পাখা দিয়া।
বান্ধিল মোহন চূড়া বামে হেলাইয়া ॥ ৬
অলকা তিলকা দিল করিয়া উজ্জ্বল।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল নয়ানে কাজল ॥ ৮
নূপুর পরায়ে দিল যুগল রাঙ্গা পায়।
কটিতে কিঙ্কিণী দিল পীতাম্বর গায় ॥ ১০
করেতে তুলিয়া দিল পাঁচনী আর বাঁশী।
বাছুরি বান্ধিতে দিল এক গাছি রশী ॥ ১২
সুবর্ণের খাড়ু দিল কৃষ্ণের দুই করে।
তার বাজু বান্ধি দিল বাহুর উপরে ॥ ১৪
গলায় বান্ধিয়া দিল স্বর্ণের পাটা।
সোণায় বান্ধা বাঘের নউখ[১] কাঁচ কড়ি কয়টা ॥ ১৬

---

[১] নউখ=নখ

সাজাইয়া কাচাইয়া রাণী গোপাল লৈয়া কোলে।
অঝোরে ঝুরিছে রাণী নয়ানের জলে॥ ১৮
গোপালের বাম হস্তের কাণি আঙ্গুলখানি।
দশনে দংশন তবে কৈলা নন্দরাণী॥ ২০
মায়ে দংশন কল্লে তারে অন্যে না দংশয়।
এতেকে দংশিল রাণী আপন তনয়॥ ২২

ধড়ার অঞ্চলে বান্ধি ক্ষীর ছানা ননী।
কাননে খাইবে বলি দিল নন্দরাণী॥ ২৪
বামপদের ধূলা দিল গোপালের শিরে।
শিরে থুথু দিয়া কত রক্ষামন্ত্র পড়ে॥ ২৬
হেনকালে সাজি আইল ব্রজের রাখাল।
সুলা বলে গোপাল গোষ্ঠে দেও মা সকাল॥ ২৮

রাখালগণের প্রতি যশোদার উক্তি

দিশা—আমার গোপালরে না নিয়ো দূর বনে।
রে রাখুয়াল, আমার হরিরে না নিও দূর বনে॥

নিকটে থাকিয়া সবে চরাইও ধেনু।
ঘরে থাকি আমি যেন শুনি কানুর বেণু॥ ২
সঙ্গে সঙ্গে থাক্য তুমি বাছা হলধর।
তোমা সবা ছাড়ি যেন না যায় স্থানান্তর॥ ৪
দুধের ছাওয়াল মোর কিছু নাহি বুঝে।
আসা যাওয়া কালে তারে সবে রাখ্যো মাঝে॥ ৬
দুরন্ত কংসের চর ফিরে বনে বনে।
সর্ব্বনাশ জানি বা ঘটায় কোন্ দিনে॥ ৮
সাত নাই পাঁচ নাই একমাত্র কানু।
তোমরা তাহারে নেও চরাইতে ধেনু॥ ১০

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে ক্ষুধা লাগে তার।
ক্ষীর সর ননী বিনে না করে আহার ॥
ধর বাপু হলধর এই নেও ননী।
ক্ষুধায় যেন কষ্ট নাহি পায় নীলমণি ॥
দারুণ ভানুর তাপে কানু যে না ঘামে।
শীতল বটের তলে রাখিও আরামে ॥
চঞ্চল বাছুরি পাছে, যেন নাহি ধায়।
দেখিও কুশের কাঁটা না ফুটে যে পায় ॥
দুষ্ট গরু যে সকল যারে তারে মারে।
সাবধান! কানু যে না যায় তার ধারে ॥
হাঁটিতে না পারে যদি কোলে তুল্যা লৈও।
করিলে অন্যায় কিছু দোষ ক্ষমা দিও ॥
খেলিবার কালে কেহ না করিও দ্বন্দ্ব।
বাড়ী আসি বরঞ্চ আমারে কৈও মন্দ ॥
দুঃখিনীর ধন আমার কানু গুণনিধি।
কত না ভাগ্যের বলে মিলাইল বিধি ॥
গোকুলে নন্দের ধেনু হইয়াছে কাল।
কে দেয় গোষ্ঠেতে হেন দুধের ছাওয়াল ॥
আমার মনের দুঃখ কহিবাম কারে।
এই পুত্র পাইয়াছি শিবদুর্গার বরে ॥
বনে দিতে মনে কয় আমি যাই মরি।
নতুবা মরিয়া যাউক নন্দের বাছুরি ॥
যত দুঃখের গোপাল আমার রোহিণী সে জানে।
তোমারা দুধের শিশু জানিবা কেমনে ॥
সকালে আসিও বাপ গোপালেরে লইয়া।
সুলা বলে পন্থপানে রহিবাম চাইয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা ও বনে রাখাল সহ খেলা

দিশা—গোষ্ঠে যায়রে নন্দের কানু বেনু বাজাইয়া।

গোষ্ঠে যায় নন্দলাল, লৈয়া ধেনুর পাল।
হৈ হৈ করি চলে যত রাখুয়াল ॥ ২
আগে চলে হলধর শিঙ্গা বাজাইয়া।
শ্রীদাম সুদাম চলে নাচিয়া নাচিয়া ॥ ৪
আগে পাছে সখাগণ চলে সারি সারি।
শুনিয়া কৃষ্ণের সেই মোহন মুরলী ॥ ৬
ব্রজ মাইয়া সবে উলু উলু ধ্বনি।
আনন্দে গোষ্ঠে যায় গোপাল গুণমণি ॥ ৮

লীলায় চলিয়া গেল যমুনার কোলে।
বসিল সকলে কেলিকদম্বের তলে ॥ ১০
খেলিছে বিবিধ খেলা যত রাখুয়াল।
না জিতিলেও সবে বলে জিতেছে গোপাল ॥ ১২
দুই চারি বালক বলে নয়, নয়, নয়, নয়।
এইবারি গোপালের হইল পরাজয় ॥ ১৪
কেহ বলে রাগ করি, শুনরে শ্রীদাম।
গোপালের সঙ্গে মোরা আর না খেলিবাম ॥ ১৬
না জিতিলেও সবে বলে জিতেছে গোপাল।
কেন বা ব্রজেতে তার এত ঠাকুরাল[১] ॥ ১৮

হেন মতে নানা খেলে খেলে রাখুয়াল।
দৈবে কালিদহের তীরে আইল ধেনুর পাল ॥ ২০

---

১ ঠাকুরাল=আধিপত্য।

শ্রীকৃষ্ণের কালিদহে ঝাঁপ

দিশা—ওরে ডুবিল নন্দের কানু কালিদয় সাগরে ॥

কালিদহে কালনাগ, সদা করে বাস।
পর্ব্বত পুড়িয়া যায়, যদি লাগে শ্বাস ॥ ২
তাহার বিষের তেজে বিষময় জল।
সবে জানে এই হ্রদের জলেতে গরল ॥ ৪
কালিদহের উপর দিয়া পাখী উড়্যা গেলে।
বিষের তেজে ঢল্যা পড়ে সেই বিষ-জলে ॥ ৬
তৃষ্ণায় কাতর হৈয়া ধেনু বৎসগণ।
কালিদহের জল খাই ত্যজিল জীবন ॥ ৮
খেলা ভাঙ্গি রাখুয়াল ধেনু অন্বেষণে।
কানুরে লইয়া সঙ্গে ফিরে বনে বনে ॥ ১০
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল কালিদহের কূলে।
দেখে সব ধেনু বৎস পড়িয়াছে ঢইলে ॥ ১২

অন্তর্য্যামী ভগবান্ অন্তরে জানিল।
কালিদহের জল খাই ধেনু বৎস মৈল ॥ ১৪
এত ভাবি ভগবান্ কদম্বে উঠিল।
কালিদহের জলে তার ছায়া যে পড়িল ॥ ১৬
ছায়া দেখি দূর হৈতে পাইয়া অতি রাগ।
ধাইয়া আইল দংশিবারে দুষ্ট কালিনাগ ॥ ১৮
কালিনাগ আইল দেখি কৃষ্ণ কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন কালিদহের জলে ॥ ২০
কালির মস্তকে চড়ি কৃষ্ণ জলধর।
নৃত্য করেন মহানন্দে হরিষ অন্তর ॥ ২২

কত জন্মের পুণ্যফল কালির জানি ছিল।
ব্রহ্মাদির আরাধ্য পদ অনায়াসে পাইল ॥ ২৪

কালির ফণাতে চড়ি নাচে কালাচান।
সংবাদ পঁউছিল কালির পত্নী বিদ্যমান॥ ২৬
সংবাদ পাইয়া তবে নাগ-পত্নীগণ।
ধাইয়া আইল সবে পতির সদন॥ ২৮
স্বামীর মস্তকে নাচে ভবারাধ্য ধন।
দেখি নাগ-পত্নীগণে বন্দিল চরণ॥ ৩০
যোড় হাতে স্তব করে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
দেখিছে কৃষ্ণের রূপ নয়ান ভরিয়া॥ ৩২
ফণি-শিরে নীলমণি খেলে কত খেলা।
আনন্দে মোহিত যত নাগ নাগবালা॥ ৩৪

নাগের আলয় হৈল দিব্য গোলোকধাম।
তীরে বসি কৃষ্ণশোকে কান্দে বলরাম॥ ৩৬
সুলা বলে না কান্দিও শ্রীদাম সুদাম।
এখনি উঠিবেন তীরে নব ঘনশ্যাম॥ ৩৮

রাখালগণের খেদ

দিশা—কান্দেরে রাখালগণ বলিয়া কানাই।
কই থইয়া গেলে তোর শ্রীদাম সুদাম ভাই॥

কই গেলে কানাই ভাই শীঘ্র দেরে দেখা।
তোর মার কেউ নাই তুই বিনে একা॥ ২
শ্রীদাম সুদাম কান্দে ভূমে দিয়া গড়ি।
সুদাম সখা কান্দে কোথা গেলেরে শ্রীহরি॥ ৪
কালিদহের বিষ-জলে ঝাঁপ দিলে কেনে।
তোরে বিনে আমরা কি বাঁচিব পরাণে॥ ৬
শ্রীদাম কহিছে আর সহেনা সন্তাপ।
আইস সবে মিলি দেই বিষ-জলে ঝাঁপ॥ ৮

নাগ-রমনীগণ ও কৃষ্ণ—৪৬০ পৃঃ

কেমনে এ পোড়ামুখ দেখাইব যাইয়া।
পথ পানে চাহি আছে নন্দরাণী মাইয়া[1] ॥
কিবা ধন লইয়া যাইব নন্দরাণী ঠাঁই।
এক কৃষ্ণ বিনে মায়ের অন্য লক্ষ্য নাই ॥
যখনে শুনিবে ইহা নন্দরাণী মাতা।
ত্যজিবে পরাণ ভাঙ্গি পাষাণেতে মাথা ॥
যত সব আছে এই গোকুলে গোয়াল।
সকলি পাগল হবে বলিয়া গোপাল ॥
শীঘ্র উঠ কানাই ভাই বলে কোন জন।
কেহ বলে এখনো কি আছেরে জীবন ॥

হেনমতে সবে মিলি করে হায় হায়।
জল হইতে তখনি উঠিলা শ্যামরায় ॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া তখন যত সখাগণ।
মরণ শরীরে যেন পাইলা জীবন ॥
দূরে গেল শোক তাপ আনন্দিত মন।
একে একে সকলে করিল আলিঙ্গন ॥
তবে কৃষ্ণ এক অঞ্জলি জল হাতে লৈয়া।
মৃত গরুর উপরেতে দিল ছিটাইয়া ॥
জলে ছিটা পাইয়া ধেনু পূর্ব্বমত হৈয়া।
বৎস সহ উঠিলেক গা ঝাড়া দিয়া ॥
আনন্দে রাখালগণ ধেনু বৎস সঙ্গে।
বনে প্রবেশিল, খেলা আরম্ভিল রঙ্গে ॥
সুবলা বলে এইবার খেলিবাম আমি।
চরণের দাসী হৈয়া কৃষ্ণ করি স্বামী ॥

---

১ মাইয়া=মা।

ফিরা গোষ্ঠ

দিশা—চলেরে ব্রজের রাখুয়াল।
হৈ হৈ করি চলে লয়ে ধেনুর পাল॥

বেলা অবসান হইল দেখিয়া বলাই।
বলে এখন গৃহে চল ভাইরে কানাই॥
এত বলি হলধর শিঙ্গা ফুকারিল।
বৎস সহ ধেনু সব এক ঠাঁই হৈল॥
শ্যামলী ধবলী আইল হাম্বা হাম্বা করি।
উচ্চ পুচ্ছ করি নাচে যতেক বাছুরি॥
আগে চলে হলধর শিঙ্গা বাজাইয়া।
তার পাছে ধেনু সব যায় ধাইয়া ধাইয়া॥
তার পাছে আনন্দিত চলিয়াছে আনন্দেতে কানু।
নাচিয়া নাচিয়া যায় বাজাইয়া বেণু॥
তার পাছে চলে যত রাখালের দল।
'আবা আবা' হৈ হৈ করি কোলাহল॥

যশোদা রোহিণী আদি যত ব্রজ মাইয়া।
আগুবাড়ি [১] দাঁড়াইল ধান্য দূর্ব্বা লৈয়া॥
উলু উলু ধ্বনি করে যত নারীগণ।
ব্রজের গোওয়ালে কত বাজায় বাজন॥
আগুবাড়ি আইলা কৃষ্ণ লৈয়া ধেনুপাল।
নন্দরাণী কোলে তুল্যা লইলা গোপাল॥
অঞ্চলে মুছাইয়া তার চান মুখখান।
লক্ষ চুম্বা দিয়া কৈলা আশীর্ব্বাদ কল্যাণ॥

---

[১] আগুবাড়ি=অগ্রসর হইয়া।

যার তরে মরে গেল যত রাখুয়াল ।
যশোমতী নিজগৃহে লইলা গোপাল ॥ ২২
মধুময় কৃষ্ণলীলা কি তার তুলনা ।
তাহে ডুব মন মোর কহে সুলক্ষণা[১] ॥ ২৪

কৃষ্ণ নাবিক-বেশে ব্রজগোপীগণকে পার করিতেছেন

গোপীদের উক্তি

দিশা—পার করহে ওহে নুতন নাইয়া ।
মথুরায় বেচা কিনার সময় গেল বইয়া ॥
শীঘ্র পার করহে !

কৃষ্ণ-লীলাসিন্ধু তার কূল কিনারা নাই ।
খেয়ানীর বেশে একদিন সাজিলা কানাই ॥ ২
ভাঙ্গা নৌকা রাঙ্গা বৈঠা পাছার মাঝে বসি ।
কত লীলা খেলা করে কৃষ্ণ কালোশশী ॥ ৪
মধ্যি গাঙ্গে নৌকা লৈয়া করে আনাগুনা ।
কে বুঝিতে পারে তান মনে কি বাসনা ॥ ৬
গোপিকার সঙ্গে রঙ্গ করিবে বলিয়া ।
পার ঘাটের মাঝি হৈলা শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গিয়া ॥ ৮

হেন কালে ঘাটে আইলা ভূষভানুর ঝি[২] ।
আসি দেখে ভাঙ্গা নায়ে শ্যামনাগর মাঝি ॥ ১০
ললিতা বিশাখা সঙ্গে রাই কমলিনী ।
হাসিতে লাগিলা দেখি নুতন খেয়ানী ॥ ১২
বিশাখা ডাকিয়া বলে ওহে নূতন নাইয়া ।
মথুরাতে যাব শীঘ্র দেও পার করিয়া ॥ ১৪

---

১ সুলক্ষণা=সুনা শব্দ "সুলক্ষণ."র অপভ্রংশ ।
২ বৃষভানুর ঝি=বৃষভানুর কন্যা শ্রীরাধা ।

পার কর পার কর নাইয়া তীরে ভিড়াও তরী।
আমাদের সঙ্গে আছেন রাধিকা সুন্দরী ॥ ১৬
নাবিক বেশে নায়ে আছেন কৃষ্ণ কালশশী।
তা দেখিয়া শ্রীরাধিকার মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি ॥ ১৮
ঘুম্‌টা খুলে বারে বারে দেখিবারে চায়।
বৈঠা হাতে শ্যাম নাগরে কেমন দেখা যায় ॥ ২০

ললিতা বলয়ে যাব দধি বেচিবারে।
শীঘ্র করি পার কর আমরা সবাকারে ॥ ২২
দধির পসার মাথে, মোদের তপ্ত হৈল তনু।
আর কত দাঁড়াইয়া রব মাথায় উঠ্‌ল ভানু ॥ ২৪

নাইয়া বলে ভাঙ্গা নৌকায় কেম্‌নে করি পার।
শুনিয়াছি গোয়ালিনীর গায়ে বড় ভার ॥ ২৬
আরো ভারি হইয়াছে দধির পসারে।
আরো ভারি করিয়াছে যুগ্ম পয়োধরে ॥ ২৮
দৈবে আমার ভাঙ্গা নৌকা ভাঙ্গ্যা যদি যায়।
কেমনে ভরিব পেট কি হবে উপায় ॥ ৩০

সখীগণ বলে তুমি বড়ই নিলাজ।
করিতে আইলে কেন খেওয়ানীর কাজ ॥ ৩২
আসা যাওয়া করে লোক কেমনে কর পার।
ভাঙ্গা নৌকা লৈয়া কেনে হৈলে কর্ণধার ॥ ৩৪

কৃষ্ণ কহেন মর্ম্মকথা জান না ত তুমি।
এক এক জন করি পার করি আমি ॥ ৩৬
পার হইবারে যদি ইচ্ছা থাকে তোমরার।
আগে আন শ্রীরাধারে করে দেই পার ॥ ৩৮

সখী বলে আমরা সব কুলের যুবতী।
একা গেলে তব নায় কেম্‌নে থাকে জাতি ॥ ৪০

নব নারী হব মোরা একবারে পার।
তীরেতে লাগাও তরী শীঘ্র কর্ণধার ॥ ৪২

এক কথা কহি আমি, তোমাদের ঠাঁই।
তোমাদের ইচ্ছাতে অনিচ্ছা মোর নাই ॥ ৪৪
পাছের কথা আগে কিছু কইয়া রাখি তাই ;
নৌকা যদি ডুবে তবে মোর দোষ নাই ॥ ৪৬
তোমরা মরিলা প্রাণে আমার ডুব্‌বে নাও।
এমত কর্ম্মেতে সাহস কেনবা দেখাও ॥ ৪৮
সখী বলে তরী ডুব্‌লে অখ্যাতি তোমার।
ডুবিল তরণী থাক্‌তে কৃষ্ণ কর্ণধার ॥ ৫০
ভাঙ্গা নাও বাইতে জানে মাঝি কই তারে।
নূতন তরণী বাইতে সকলেই পারে ॥ ৫২
নৌকারে না দিও দোষ ছিঃ ছিঃ লাজে মরি।
বুঝিয়াছি মাঝি তুমি আসলে আনারি ॥ ৫৪

মাঝি বলে কিবা দিব আগে দেহ দান।
তার পাছে বুঝা যাবে পারের বিধান ॥ ৫৬
বিনা দানে কেহ নাহি পার হইতে পারে।
কেবা কিবা দান দিবা আগে কহ মোরে ॥ ৫৮

সখা বলে পার কর নবীন কাণ্ডারী।
ফিরিয়া যাইবার কালে দিব পারের কড়ি ॥ ৬০
এখন মোদের সঙ্গে কিছুমাত্র নাই।
সঙ্গে আছে যা তোমাদের তাহা আমি চাই ॥ ৬২

সখী বলে সঙ্গে আছে বেচিবার দই।
কৃষ্ণ বলে স্বপনেও তাহা নাহি চাই ॥ ৬৪

সঙ্গে আছে তোমাদের নওয়ালী [১] যৌবন।
তাহা যদি দান দিবা তুষ্ট হয় মন॥ ৬৬
সখী কহে কথা কহ মুখ সামালিয়া।
দেওয়াব উচিত শাস্তি কংস রাজায় কৈয়া॥ ৬৮
ছোট মুখে বড় কথা শোভা নাহি পায়।
দেবতার ভোগ কি কাউয়ায় কভু খায়॥ ৭০

কৃষ্ণ কহে গোয়ালিনী নাহি কর চোট।
মধ্যে মধ্যে দেব-ভোগে কাউয়ায় দেয় ঠোট্॥ ৭২
সখী কহে সাবধান না বল বেজায়।
পাটুনীর মুখে কি এ কথা শোভা পায়॥ ৭৪

লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ কন আর বার।
বান্ধা দিয়া যাও তবে অঙ্গের অলঙ্কার॥ ৭৬
অন্য জনে পার করি লৈয়া আনা আনা।
গোপিনী করিতে পার চাই কাণের সোণা॥ ৭৮
হাসি বলে গোপীগণ শোন নূতন নাইয়া।
যাহা দিবার দিব পরে দেও পার করিয়া॥ ৮০

তবে কৃষ্ণ নৌকা নিয়া ভিড়াইল [২] তীরে।
একে একে গোপীগণ নৌকামধ্যে চড়ে॥ ৮২
কৃষ্ণ কহেন সাবধান ধর্ম্মের দোহাই।
নৌকা যদি ডুবে তবে মোর দোষ নাই॥ ৮৪
আগার দিকে পসার থুইয়া গোড়ার উপর বইও।
ভাঙ্গা নৌকায় পানি চুয়ায় সেঁওতে সিঁচিও॥ ৮৬
এত বলি নৌকা ছাড়ি দিল কর্ণধার।
গোপিকা সকলে দিল মঙ্গল জুকার [৩]॥ ৮৮

---

[১] নওয়ালী = নূতন। [২] ভিড়াইল = লাগাইল।
[৩] মঙ্গল জুকার = শুভ উলুধ্বনি।

আধাআধি গাঙ্গে[১] গিয়া নায় দিল লাছা[২]।
কাঁপিল গোপিকার গাও নায়ের ভাঙ্গল পাছা॥ ৯০
হাহাকার করে তত গোপিনী সকল।
থৈ থৈ করে যত যমুনার জল॥ ৯২
তরঙ্গে পড়িয়া তরী হেলি ডুলি যায়।
ভয় পাইয়া গোপীগণ কৃষ্ণ মুখ চায়॥ ৯৪
ললিতা বিশাখা বলে শুন কর্ণধার।
তরী যদি ডুবে তবে কলঙ্ক তোমার॥ ৯৬
কিছু কিছু করি তরী পাইল কিনারা।
তীরেতে উঠিল রাধা সহ গোপিনীরা॥ ৯৮

কৃষ্ণ কহেন শুন শুন রাধা চন্দ্রমুখী।
যাবার কালে দিও দান নাহি দিও ফাঁকি॥ ১০০
এই আমি ঘাট কূলে বান্ধিলাম তরী।
আবার করিব পার আইস শীঘ্র করি॥ ১০২
সুলা বলে শুন মাঝি প্রার্থনা আমার।
তুমি যদি কর অন্তে ভবনদী পার॥ ১০৪

শ্রীকৃষ্ণের ননী চুরি

দিশা—রাধার মনচোর চুরি করে ননী—
খায় রাধারসে ভোর[৩]॥

শ্রীরাধিকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে।
ননী চুরি করেন কৃষ্ণ আয়ান ঘোষের ঘরে॥ ২
নিত্য নিত্য কমলিনী জলের ঘাটে যায়।
গোপনে লইয়া ননী কৃষ্ণেরে খাওয়ায়॥ ৪

---

১ গাঙ্গে = নদীতে। ২ লাছা = নাচা, নাচন, দোল, নাড়া।
৩ রধারসে ভোর = রাধার ভাবে বিভোর হইয়া।

আর দিন কুটিলায় জানিয়া সে সব।
রাধিকারে গালি দেয় বড় অসম্ভব॥
সেই হইতে ননী দিতে পারে না কৃষ্ণেরে।
মনোদুঃখে শ্রীরাধিকা দিবা নিশি ঝুরে॥
লুকাইয়া রাখে ননী আয়ান ঘোষের মায়।
বৌয়ে পাছে চুরি করি কৃষ্ণেরে খাওয়ায়॥
চাঙ্গের [১] উপর রাখে ছিক্যা [২] টাঙ্গাইয়া [৩]।
অন্তরে জানিলা সব নন্দের কালিয়া॥
আর দিন শ্রীরাধারে কহিলেন হরি।
তব বাঞ্ছা পূরাইতে ননী কর্ব্বো চুরি॥
কেন তুমি মনে এত দুঃখ ভাব রাই।
ঘুচাব তোমার দুঃখ আমি ননী খাই॥

এত বলি রাধিকারে শান্ত করি হরি।
নিত্য নিত্য জটিলার ঘরে করেন চুরি॥
ভাণ্ড ভাঙ্গেন ছিক্যা ছিঁড়েন খান ননী ছানা।
জটিলা কুটিলা চোর ধরিতে পারে না॥
আর দিন দেখে কৃষ্ণ ননী খাইয়া যায়।
ধরিতে না পারে বুড়ী করে হায় হায়॥
সহিতে না পারে আর কৃষ্ণের উৎপাত।
দুঃখে করে করাঘাত নিজের মাথাত॥
আঙ্গুল ফুটাইয়া কয় সর্ব্বনাশ্যা মর।
কোন কালে ভাল আর না হইবে তোর॥
অল্প আয়ু হউক তোর মোরে দিস্ দুখ।
ধরিতে পারিলে তোর চিবিয়া দিব মুখ॥

---

১ চাঙ্গের = মাচার ২ ছিক্যা = শিকা।
৩ টাঙ্গাইয়া = ঝুলাইয়া।

জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে জটিলা কুটিলা।
দরমের আড়ালে হাসে ভৃষভানু বালা ॥ ৩
আর দিন নড়ী হাতে সে জটিলা বুড়ী।
কাঁপিতে কাঁপিতে গেল নন্দ ঘোষের বাড়ী ॥ ৩২
যশোদার ঠাঁই কয় দিয়া ওলাহন [১]।
সুলা বলে আর নাগো! পোড়ে মোর মন ॥ ৩৪

যশোদার প্রতি জটিলার ওলাহন বাক্য

দিশা—রাণী গোপালকে সাম্‌লাইও।
নিত্য নিত্য পরের ঘরে যায় না যে অরে কৈও ॥

ঘরে গিয়া প্রতিদিন তোমার গোপাল।
তঞ্চ লঞ্চ করে যত ঘরের মালামাল ॥ ২
গৃহকৰ্ম্মে থাকি মোরা আন্‌মনা হৈয়া।
ভাণ্ড ভাঙ্গে ছিক্যা ছিঁড়ে তোর গোপাল গিয়া ॥ ৪
বৌকে লৈয়া ঘাটে যাই দোয়ারে দিয়া বান্ [২]।
কেম্‌নে জানি ঘরে যায় তোমার কালাচান ॥ ৬
ধর্ত্তে নারি [৩] এম্‌নি সয়তান থাকে লুকাইয়া।
সর্ব্বনাশ করে আমার খালি ঘর পাইয়া ॥ ৮
দৈবে যদি দেখি তারে মাখন খাইয়া যায়।
গালি দিলে ঘাড় বাঁকাইয়া হাসি মুখে চায় ॥ ১০
কত মতে পোড়ামুখা আমারে জ্বালায়।
হাত নাচাইয়া ননীর দলা আমারে দেখায় ॥ ১২
কালী করে কোন দিন লাগাল পাই তারে।
দুই হাতে মুচ্‌রাইয়া ঘাড় ভাঙ্গিব ভাল করে ॥ ১৪

---

১ ওলাহন=অভিযোগ, দোষ। ২ বান্=বন্ধ, বাঁধ।
৩ ধর্ত্তে নারি=ধরিতে পারি না।

এমন নিলাজ পুলা[১] জন্মিল তোর পেটে।
না লয় ঘর না লয় বাড়ী থাকে পথে মাটে॥ ১৬
পরের ঘরে চুরি করে ছি ছি লাজে মরি।
হেন পুত[২] পেটে সয় কোন আভাগ্যা[৩] নারী॥ ১৮
এমন ছৈলে যমের মুখে ডাক দিয়া দেই তারে।
এমন পুত মরে না কেন? যদি চুরি করে॥ ২০
আরো কয় দিন কইচি তোমায় গোপাল করে চুরি।
আজও কিছু কইয়া গেলাম দুই হাত যুড়ি॥ ২২
আর কোন দিন যায় না যে গো মানা[৪] কৈর তারে।
দধি দুগ্ধ মাখন ছানা নাই কি তোমার ঘরে॥ ২৪
বারে বারে কহিলাম সহ্য কত করি।
আর কোন দিন গেলে কিন্তু হাতে দিব দড়ি॥ ২৬
ভাগ্যে পাইলে একটি পুত দুর্গার ছিল বর।
পাঁচ সাতটা হৈলে ভাঙ্গত গোকুল নগর॥ ২৮
ঠোট রাঙ্গা তার বর্ণ কালা কোন্ বা ঢকের[৫] পুত।
সদায় থাকে কদম গাছে আম্‌লা[৬] গাছের ভূত॥ ৩০
তিনের মাঝে বড় গুণ জানে কেবল চুরি।
গোপের কূলে খোটা[৭] হৈল ছি ছি লাজে মরি॥ ৩২
জটিলাকে যোড়হাতে জানায় তখন সুলা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বাঞ্ছা করে এই চোরের ধূলা॥ ৩৪

যশোদা কর্ত্তৃক গোপাল-বন্ধন

দিশা—আয়রে হা পুত বান্ধিবাম আজ তোরে।

শুনিয়া জটিলার গালি কটু কর্ক্কশ রাও[৮]।
আগুন জ্বালাইয়া দিল নন্দরাণীর গাও॥ ২

---

১ পুলা = ছেলে। ২ পুত = পুত্র। ৩ আভাগ্যা = অভাগী।
৪ মানা = নিষেধ। ৫ ঢকের = শ্রী, রূপ। ৬ আম্‌লা = আমলকী।
৭ খোটা = দোষ। ৮ রাও = শব্দ।

ক্রোধে রাণী নড়ি[১] হাতে ধাইয়া ধাইয়া যায়।
দেখিয়া মায়ের ক্রোধ গোপাল পলায়॥ ৪
গোপালে ধরিতে রাণী পাছে পাছে ধায়।
কাছে কাছে থাকে গোপাল ধরিতে না পায়॥ ৬

কে তারে ধরিতে পারে ধরা নাহি দিলে।
যশোদা পাইয়াছে কোলে কোটি পুণ্য-ফলে॥ ৮
কে বুঝে কৃষ্ণের লীলা ভক্তজন বিনে।
অন্ধে কি বুঝিতে পারে কি গুণ দর্শনে॥ ১০
যার নামে শমন পলায়, দুঃখ যায় দূরে।
সে পুত্র পলায় আজ গোয়ালিনীর ডরে॥ ১২
কি লীলা করিলা হরি মধুর বৃন্দাবনে।
কি তপস্যা কর্য়াছিল ব্রজের গোপীগণে॥ ১৪
পুত্র রূপে পালন করে ভবারাধ্য ধন।
গোপালে দেখিলে নারীর আপনে ঝরে স্তন॥ ১৬

এমন বাৎসল্যের ধনে আপনে রাণী কয়।
আজ তোরে বান্ধিবাম নিশ্চয় নিশ্চয়॥ ১৮
পরের ঘরে চুরি করে লোকে বলে মন্দ।
আমাকেই বা কি বলিবে যদি শুনে নন্দ॥ ২০
ঘরে কি মোর মাখনের আছেরে অভাব।
এত খাইয়াও গোপাল তোর এমন স্বভাব॥ ২২
যেখানেতে পাই তোরে নিশ্চয় ধরিয়া।
হাতে পায় দড়ি দিয়া রাখিব বাঁধিয়া॥ ২৪

এত বলি নন্দরাণী পাছে পাছে ধায়।
অতিশ্রমে যশোদার ঘর্ম্ম বহে গায়॥ ২৬

---

১ নড়ি=লাঠি।

দেখিয়া মায়ের কষ্ট কৃষ্ণ চূড়ামণি।
মনে ভাবেন বড় দুঃখ পাইল জননী॥
দেখিয়া মায়ের দুঃখ দয়ার ঠাকুর।
পড়িলা মায়ের পদে ধরা পৈল চোর॥
ধরিয়া আনিয়া রাণী দড়ি লইলা হাতে।
গোপালের দুই হাতে বান্ধে ভাল মতে॥
শক্ত করি বান্ধিতেও প্রাণে কষ্ট পায়।
তবু শক্ত করি বান্ধে প্রাণের জ্বালায়॥

মায়া করি বলেন হরি নন্দরাণীর ঠাঁই।
দিব্য করি আর যদি চুরি করি খাই॥
বেন্ধো না বেন্ধো না মাগো ধরি তোমার পায়।
পাইব বড়ই দুঃখ বান্ধের জ্বালায়॥
রাগে রাণী নাহি শুনে গোপালে যা বলে।
পলাইবে বলি বান্ধি থৈল [১] উদখলে॥
পায়ে পড়ি সুলা বলে যশোমতি মাও।
বন্ধন খুলিয়া দেও মোর মাথা খাও॥

গোপাল-বন্ধনে ব্রজবালকের খেদ

দিশা—ওগো ছেড়ে দে মা নন্দরাণী গোপালের বন্ধন।

শুনিয়া রাখাল সবে কৃষ্ণের বন্ধন।
দৌড়া দৌড়ি আসি সবে জুড়িল ক্রন্দন॥
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবল বসুদাম।
সিঙ্গা হাতে ধাইয়া আইল বলরাম॥
আসিয়া দেখিল কৃষ্ণ বান্ধা উদুখলে।
দেখিয়া ভাইয়ের দশা ভাসে নয়ান-জলে॥

---

১ থৈল=থুইল, রাখিল

নন্দরাণীর পদে পড়ি সকল রাখাল।
বলে মাগো গোপালেরে ছাইড়া দে সকাল ॥ ৮
মায়া করি কান্দে কৃষ্ণ বন্ধন জ্বালায়।
দেখিয়া রাখাল সবে করে হায় হায় ॥ ১০
কোন রাখুয়াল বলে হের দেখ রাণী।
দুই চক্ষে গোপালের ঝরিতেছে পানি ॥ ১২
পাষাণ মিলায়ে যায় দেখি চান্দমুখ।
কি দিয়া বান্ধিছ রাণী আইজ তোমার বুক ॥ ১৪
কোন রাখাল ক্রোধে বলে রাণী যাশোদায়।
এমন করিয়া বান্ধে কার মায় ॥ ১৬
কেহ বলে ছেড়ে দে মা আর কর্ব্বে না চুরি।
আমরা সকলে ইহা কহি দিব্য করি ॥ ১৮
কেহ বলে শীঘ্র করি ছাড়িয়া গোপালে।
আমারে বান্ধিয়া রাখ তাহার বদলে ॥ ২০
কেহ বলে গোপালেরে নাহি দিলে ছাড়িয়া।
মরিব আমরা সবে জলে ঝাঁপ দিয়া ॥ ২২
কেহ বলে আমরা আর না খাইব ননী।
আমাদের ননী খাবে তোর নীলমণি ॥ ২৪
বলাই কহিছে তখন শিঙ্গা ফুকারিয়া।
সকালে গোপালে রাণী দেওগো ছাড়িয়া ॥ ২৬
নতুবা লাঙ্গল লই বিনাশিব সৃষ্টি।
এত কহি হলধর করে কোপ দৃষ্টি ॥ ২৮
মাটিতে লুটাইয়া কান্দে কত শতজন।
কতজন ধরে নন্দরাণীর চরণ ॥ ৩০

দেখিয়া শুনিয়া তবে রাখালের দুখ।
বাৎসল্য ভরিয়া উঠ্‌লো নন্দরাণীর বুক ॥ ৩২

দূরে গেল ক্রোধ রাণীর শান্ত হৈল মন।
তখনি খুলিয়া দিল কৃষ্ণের বন্ধন ॥ ৩৪
বন্ধন মোচন কথা শুনে যেইজন।
তাহার না থাকে কভু ভবের বন্ধন ॥ ৩৬
যোড়হাতে জানাই আমি কর্ম্মকর্ত্তার পায় [১]।
এ হেন সময়ে তবে গাইনে কাপড় পায় ॥ ৩৮

লক্ষ চুম্ব দিয়া রাণী গোপাল কোলে লয়।
মুছাইয়া চক্ষের জল কত কথা কয় ॥ ৪০
ধূলা ঝাড়ি কোলে লৈল গোপালেরে রাণী।
আনন্দে রাখাল করে আবা আবা ধ্বনি ॥ ৪
বুকে মুখে চক্ষুর জল তায় ফুটিল হাঁসি।
শিশিরেতে ভিজা যেমন ফুল রাশি রাশি ॥ ৪৪
দেখি দেখি করি যত রাখালে প্রত্যেকে।
পুনঃ পুনঃ গোপালের হাতখানি দেখে ॥ ৪৬
বন্ধনের দাগ দেখি কেহ বলে উঃ।
জ্বালা জুড়াইবে বলি কেহ দেয় ফুঁ ॥ ৪৮
কৃষ্ণের বন্ধন মুক্তি শুনে যেই জনে।
ভবের বন্ধন তার নাই কোন দিনে ॥ ৫০
আনন্দে পূর্ণিত হৈল নন্দের ভবন।
সুলা বলে কৃষ্ণ-রসে মজে মোর মন ॥ ৫২

---

[১] গোপিনী-কীর্ত্তনে গোপাল-বন্ধনের সময় গাইনেরা সভাসমক্ষে এক সুন্দর ব্রজভাবের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। গাইন অর্থাৎ কীর্ত্তন-গায়িকা একটি বালককে গোপাল সাজাইয়া কোলে করিয়া বসেন। গোপালের হাতে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন দেওয়া হয়। বাটীস্থ স্ত্রীলোকেরা গোপালের বন্ধন মোচন করিতে আসেন এবং গোপালকে গাইনের কোল হইতে ছাড়াইয়া লইতে চাহেন। গাইন, ভালরকম একখানা নূতন কাপড় না পাইলে গোপালকে ছাড়িয়া দেন না।

শ্রীমতীর কলঙ্ক-ভঞ্জন

দিশা—হরি বলরে পামর মন দিন বইয়া যায়।

অনন্ত কৃষ্ণের লীলা কেবা জানে সীমা।
বেদাগমে নাহি জানে তাহান মহিমা॥ ২
একদিন রাধা সহ কৃষ্ণের মিলন।
হইল নিকুঞ্জ বনে সহ সখীগণ॥ ৪
রাধা কহে কৃষ্ণ তুমি জগতের স্বামী।
তোমারে ভজনা করি কলঙ্কিনী আমি॥ ৬
ঘরে পরে কত জ্বালা প্রাণে কত সয়।
কৃষ্ণ কলঙ্কিনী বলি সবে মোরে কয়॥ ৮
শুনিয়া রাধার কথা কৃষ্ণ গুণধাম।
কহিলেন প্রিয়া আমি সব বুঝিলাম॥ ১০
কলঙ্ক-ভঞ্জন তব করিব সকালে।
শুনি হরষিত হইলা সখীরা সকলে॥ ১২

তারপর কতদিন গত হৈয়া যায়।
কৃষ্ণ কোলে নন্দরাণী আঙ্গিনা বেড়ায়॥ ১৪
হেনকালে ব্রজ মাইয়া আইল কতজন।
দেখিবারে গোপালের মধুর নাচন॥ ১৬
রাণী বলে বাছা কৃষ্ণ নাচ দেখি চাই[১]।
নাচন দেখিতে আইল যত ব্রজ মাই॥ ১৮
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী ছানা।
না নাচিলে ক্ষীর সর কিছুই দিব না॥ ২০
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র লাগিলা নাচিতে।
করতালি দেয় রাণী আনন্দিত চিতে॥ ২২

---

১ চাই=এই শব্দটির বিশেষ কোন অর্থ নাই। কোন কোন কথার পরে ঠেকার মত ইহা এখনও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কঙ্কণের কিনি কিনি নূপুর ঝঙ্কার।
মিশিয়া হইল ধ্বনি বড় চমৎকার ॥ ২৪
গোপালের পায় বাজে সোণার নূপুর।
জিতং জিতং শব্দ করে অতি সুমধুর ॥ ২৬
নাচিছে গোপাল দেখি যত ব্রজমাই।
বলে হেন নাচনিয়া সংসারেতে নাই ॥ ২৮
হেলিয়া দুলিয়া তবে নাচে পীতবাস।
নারীগণে বলে ধন্য সাবাস্ সাবাস্ ॥ ৩০
সবে মিলি করতালি দেয় চারিভিতে।
মধ্যে নাচে কালোমাণিক ননীর দলা হাতে ॥ ৩২
নাচিতে নাচিতে পরে হইল স্মরণ।
করিবারে রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন ॥ ৩৪
কপটে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ভূতলে।
কি হৈল! কি হৈল! বলি রাণী লৈল কোলে ॥ ৩৬

দেখে কৃষ্ণের শ্বাস বন্ধ কণ্ঠাগত প্রাণ।
মুখেতে ঝরিছে ফেণা ঊর্দ্ধে দুই নয়ান ॥ ৩৮
সর্ব্বাঙ্গ তিতিয়া গেল শরীরের ঘামে।
লাগিয়া রহিছে হায় দশনে দশনে ॥ ৪০
দেখিয়াত নন্দরাণীর উড়িল পরাণ।
কাঁদিতে লাগিল রাণী ভাবি অকল্যাণ ॥ ৪২
ব্রজমাই সবে কান্দে সঙ্গেতে রোহিণী।
শিরে করাঘাত করি কান্দে নন্দরাণী ॥ ৪৪

শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছায় সকলের খেদ

দিশা—কোথায় যাওরে দুঃখিনীর ধন জননী ছাড়িয়া।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়িল যৈমন।
যশোদার কান্দনে কান্দে গোপগোপীগণ ॥ ২

আছাড় খাইয়া ভূমে পড়ে নন্দ ঘোষ।
উপানন্দ[১] বলে হায় কপালের দোষ॥ ৪
ব্রজবাসী সবে কান্দে শিরে হানে কর।
কানাইরে কানাইরে বলি কান্দে হলধর॥ ৬
শ্রীদাম সুদাম কান্দে ভূমে গাড় দিয়া।
বলে কোথা যাও ওরে ভাইরে কানাইয়া॥ ৮
আমরা মরিব সবে জলে ঝাঁপ দিয়া।
নতুবা বিরহে তোর মরিব জ্বলিয়া॥ ১০
বনফল তুলি আর দিব কার মুখে।
এ বড় দারুণ দুঃখ রহিলরে বুকে॥ ১২
বনফুল তুলি আর দিব কার গলে।
রাজা সাজাইব কারে কদম্বের মূলে॥ ১৪
কার সঙ্গে কানন-মাঝে চরাইব ধেনু।
কে আর বাজাবে তোর সুমধুর বেণু॥ ১৬
মনের আনন্দে আর কারে লব কাঁধে।
কে আর করিবে রক্ষা পড়িলে বিপদে॥ ১৮
নন্দরাণী বলে বাপ হের দেখ চাইয়া।
শ্রীদাম সুদাম কান্দে তোমার লাগিয়া॥ ২০
হেন মতে কান্দিতেছে ব্রজবাসী জন।
কান্দিছে সুলার প্রাণ, ঝরিছে নয়ন॥ ২২

নন্দালয়ে বৈদ্যের প্রবেশ

দিশা—আমার গোপালের প্রাণ দান কর বৈদ্য তুমি।

নন্দের ভবন হৈল নিরানন্দময়।
কৃষ্ণ-শোকে কান্দে সবে পাগলের প্রায়॥ ২

---

১ উপানন্দ=নন্দের ভ্রাতা।

লীলাময় ভগবান্ কত লীলা জানে।
চিনা নাহি দিলে আর কে চিনিবে তানে॥ ৪
মায়া করি ভগবান্ বৈদ্যরূপ ধরি।
হেনকালে আইলেন নন্দ ঘোষের বাড়ী॥ ৬
এক মূর্ত্তি মূর্চ্ছিত হৈয়া রৈলা মায়ের কোলে।
আর মূর্ত্তি বৈদ্য হৈয়া আইলা সেকালে॥ ৮
হাতে লাঠি ভাঙ্গা ছাতি ঔষধের পুটলী।
আইলেন বৈদ্যবর হরি হরি বলি॥ ১০
বৈদ্যেরে দেখিয়া রাণী করযোড়ে কয়।
মোর ভাগ্যে তুমি আসি হইলা উদয়॥ ১২
বাঁচে না গোপাল মোর কি হইল তার।
দয়া করি বৈদ্যরাজ দেখ একবার॥ ১৪
তোমার ঔষধে মোর বাঁচুক বাছাই।
তোমারে ধরিয়া দিব নয় লক্ষ গাই॥ ১৬
আর দিব যত মোর অঙ্গের অলঙ্কার।
নন্দ উপনন্দ করিবেন পুরস্কার॥ ১৮
কবিরাজের পায় পড়ি বলিছে বলাই।
আমি এই শিঙ্গা দিব বাঁচউক কানাই॥ ২০
শ্রীদাম সুদাম বলে কবিরাজ ভাই।
আন্যা দিব বনফল যেখানে যা পাই॥ ২২
গাব গোটা বেত গোটা ভাল ভাল ফল।
যতনে খাওয়াব ভাই তোমারে সকল॥ ২৪
গোপালেরে ভাল করি ভাল ঔষধ দিয়া।
থাকউক তোমার যশ সংসার জুড়িয়া॥ ২৬

এতেক শুনিয়া বৈদ্য ধীরে ধীরে গিয়া।
ধরিলা কৃষ্ণের নাড়ী পরীক্ষা লাগিয়া॥ ২৮

নাড়ী ধরি বৈদ্য বলে শুন বলি মাই।
হইয়াছে কঠিন রোগ তোমাকে জানাই ॥ ৩০
এই রোগ হৈলে মানুষ বাঁচে না ত প্রায়।
বড়ই শঙ্কট রাণী ভাবে বুঝা যায় ॥ ৩২
শুনিয়া বৈদ্যের বাক্য নন্দরাণী মায়।
দুই হাতে সাপুটি ধরে সেই বৈদ্যের পায় ॥ ৩৪
বৈদ্য বলে চিন্তা নাই স্থির কর মন।
আগে কিছু করগো ঔষধের আয়োজন ॥ ৩৬

রাণী বলে কিবা চাহ বল মোর ঠাঁই।
তোমার আশীর্ব্বাদে নন্দর কোন অভাব নাই ॥ ৩৮
বৈদ্য বলে শুন আগে এক নিবেদন।
নূতন কলসী এক কর আনয়ন ॥ ৪০
করিব সহস্র ছিদ্র কলসী ভিতরে।
এক জন সতী চাই জল আনিবারে ॥ ৪২
ছিদ্র কুম্ভে সতী নারী আনি দিবে জল।
সেই জলে ঝাড়া দিলে বাঁচিবে গোপাল ॥ ৪৪
নতুবা এ রোগের আর অন্য ঔষধ নাই।
অতএব শীঘ্র একটি সতীনারী চাই ॥ ৪৬

এত শুনি নন্দরাণী কলসী আনিল।
কলসী তলাতে ছিদ্র সহস্র করিল ॥ ৪৮
যশোদা কহিল শুন রমণী সকল।
তোমরা কেহ আনি দেও ছিদ্র কুম্ভে জল ॥ ৫০
এত শুনি চিন্তাযুক্ত যত নারীগণ।
পরস্পর চাওয়া চাওয়ি করিল তখন ॥ ৫২

কিছু কিছু করি নারী সকলি পিছায়।
এমন সঙ্কট্যা [১] কামে বল কেবা যায় ॥ ৫৪

---

[১] সঙ্কট্যা = সঙ্কটাপন্ন।

দৈবে যদি কলসীর পড়ি যায় জল।
লাভ হবে গোকুলেতে কলঙ্ক কেবল ॥ ৫৬
না পারিব আমরা শুন নন্দরাণী মাই।
সতীর পরীক্ষা দিতে কেন মোরা যাই ॥ ৫৮

এত শুনি নন্দরাণী হইলা আকুল।
মনে ভাবে সতীশূন্য হইলা গোকুল ॥ ৬০
বৈদ্য বলে একি লজ্জা গোয়ালের কূলে।
একটিও নাই সতী এই যে গোকুলে ॥ ৬২
শুনিয়া বৈদ্যের কথা আয়ানের মায়।
শক্ত শক্ত দুইটা কথা বৈদ্যেরে শুনায় ॥ ৬৪
কি বলিলা বৈদ্য তুমি বাড়ী কোন্ দেশে।
গোকুলেতে সতী নাই বলে কাপুরুষে ॥ ৬৬
অসম্ভব কথা তুমি শুনাইলে বৈদ্য।
আছে কি না আছে সতী দেখাইব অদ্য ॥ ৬৮
শুনিয়া জটিলা মুখে এতেক বয়ান।
যশোদার দেহে যেন আইল পরাণ ॥ ৭০
যশোমতী বলে মাও ধরি তব পাও।
ছিদ্র কুম্ভে জল আনি কৃষ্ণেরে বাঁচাও ॥ ৭২
বাঁচাব বাঁচাব আমি দিব জল ভরি।
আর যেন মোর ঘরে নাহি করে চুরি ॥ ৭৪
আরো কথা আছে কব গোপনে বসিয়া।
ঘর ভাঙ্গাইল মোর তোর গোপালিয়া ॥ ৭৬
দিন রাইতে ফিরে কেবল বাজাইয়া বাঁশী।
শুনিয়া পাগল হয় বৌ সর্ব্বনাশী ॥ ৭৮

রাণী বলে বাঁশী দিব জলে ভাসাইয়া।
কেমনে করিবে চুরি রাখিব বান্ধিয়া ॥ ৮০

এত শুনি ছিদ্র কুম্ভ কাঁখে করি বুড়ী।
নড়ী হাতে জল আনিতে যায় ঘুড়ি ঘুড়ি॥ ৮২
তা দেখিয়া কুটিলায় গর্ব্ব করি যায়।
ঝি থাকিতে জল আনিতে যাবে কেন মায়॥ ৮৪
এই আমি জল আনি থাকহ বসিয়া।
এত কহি কলসীটা লইল কাড়িয়া॥ ৮৬
ছিদ্র কুম্ভে জল আনিতে কুটিলা চলিল।
রঙ্গ দেখিবারে লোক সহস্রেক গেল॥ ৮৮
সারি সারি সকলে দাঁড়াইয়া রঙ্গ চায়।
দপ করি কুটিলা সে কলসী বুড়ায়[১]॥ ৯০
কলসী বুড়াইয়া যখন কাঁখে তুল্যা লৈল।
ঝর ঝর করি জল সকলি পড়িল॥ ৯২
চারিদিকে সব লোকে দেয় টিট্‌কারী।
বেশ বেশ ধন্য ধন্য বেশ সতী নারী॥ ৯৪
হাসি বলে বৈদ্যরাজ এবে গেল জানা।
তোমার মনের পাপ তুমি কি জান না॥ ৯৬
লাজে অপমানে সে কুটিলা মৃত্যুপ্রায়।
যশোদা বলিছে হায় কি হবে উপায়॥ ৯৮

ঝিয়ে পাইল অপমান দেখিয়া জটিলা।
জল আনিতে নড়ী হাতে আপনি উঠিলা॥ ১০০
ছিদ্র কুম্ভ কাঁখে ক'রে বুড়ী যায় জলে।
তামাসা দেখিতে লোক চলে দলে দলে॥ ০২
কলসী বুড়াইয়া বুড়ী কাঁকেতে লইল।
ঝর ঝর করি জল সকলি পড়িল॥ ১০৪

---

১ বুড়ায়=ডুবায়।

হাসিতে লাগিল সবে দিয়া টিট্‌কারী।
অধোমুখ শিরে কর ভূমে বৈল[১] বুড়ী॥ ১০৬
মায়ে ঝিয়ে লজ্জা পাইল যারা ছিল সতী।
ভয়ে কেহ নাহি চায় কলসীর প্রতি॥ ১০৮

বৈদ্য বলে যশোদাগো সতী শীঘ্র চাই।
বিলম্ব হইলে তবে মরিবে কানাই॥ ১১০
যশোমতী বলে বাপ শুন কবিরাজ।
জল আনিতে জটিলা কুটিলা পাইল লাজ॥ ১১২
এবে আর কেহ না যাইবে জল আনিতে।
আমার গোপাল তবে বাঁচিবে কিমতে॥ ১১৪
আমি যাই জল আনিব শুন বাপ বলি।
এত বলি ছিদ্র কুম্ভ কক্ষে লৈল তুলি। ১১৬

বৈদ্যরূপী ভগবান্ ভাবিলেন মনে।
রাধার কলঙ্কভঞ্জন হইবে কেমনে॥ ১১৮
মায় যদি আনে জল পারিবে আনিতে।
মায়েরে অসতী আর করিব কিমতে॥ ১২০
এত ভাবি বৈদ্য বলে যশোদার ঠাঁই।
শুনগো মা নন্দরাণী তোমাকে জানাই॥ ১২২
মায়ের ঔষধে নাই সন্তানের উপকার।
বরঞ্চ বাড়িয়া উঠে রোগের বিকার॥ ১২৪
মায় যদি সন্তানেরে ঔষধ খাওয়ায়।
নিজ হাতে বাটিয়া, সন্তান মরি যায়॥ ১২৬
অতএব জল আনিতে তুমি না যাইয়া।
ভাল এক সতী শীঘ্র ডাকহ আনিয়া॥ ১২৮

---

১ বৈল = বসিল।

যশোমতী বলে বাপ সবে পাইল ভয়।
কে আনিবে জল তবে কি উপায় হয়॥ ১৩০
বৈদ্য বলে সাক্ষী দেয় আমার অন্তরে।
অবশ্যই আছে সতী গোকুল নগরে॥ ১৩২
ঠিক ধরি দেখিয়াছি কৈতে নাহি বাধা।
গোকুলেতে আছে সতী নাম তার রাধা॥ ১৩৪
তার মত সতী এই ত্রিজগতে নাই।
শীঘ্র তানে ডাকি আন নন্দরাণী মাই॥ ১৩৬

রাধারে আনিতে যদি নন্দরাণী যায়।
জটিলা কুটিলা উঠে বামুনীর প্রায়॥ ১৩৮
যাইও না যাইও না রাণী আনিতে বউয়েরে।
আমরাই লজ্জা পাইলাম সভার মাঝারে॥ ১৪০
বাকী আছে বৌ এখন আন্‌তে যাও তারে।
কলঙ্কিনী নাম যার গোকুল নগরে॥ ১৪২
আমরা পুরাণা সতী জানে ভগবান্।
কুচক্রিয়া[১] বৈদ্য বেটা কৈল অপমান॥ ১৪৪
এখন আছে বৌ বাকী তারে আন্‌তে কয়।
জাত মারা বেটা এই কবিরাজকে কয়॥ ১৪৬
দিনান্তে দুইদিনে বুঝি নাহি মিলে ভাত।
আসিয়াছে মারিবারে গোপ গোষ্ঠীর জাত॥ ১৪৮

জটিলার পায় ধরি বলে নন্দরাণী।
তুমি যদি বল তবে শ্রীরাধারে আনি॥ ১৫০
বাঁচউক গোপাল আমার সবে দেও বর।
বিলম্ব না সহে মাগো শীঘ্র আজ্ঞা কর॥ ১৫২

---

১ কুচক্রিয়া=দুরভিসন্ধিপূর্ণ।

যশোদার স্তুতিবাক্যে জটিলা পড়িল।
হয় নয় ভাল মন্দ কিছু না কহিল ॥ ১৫৪
তবে রাণী শ্রীরাধারে আনিতে চলিলা।
সকল বৃত্তান্ত যাই রাধারে কহিলা ॥ ১৫৬

রাধা বলে গোকুলেতে কলঙ্কিনী আমি।
আমারে আনিতে জল কেন কহ তুমি ॥ ১৫৮
রাণী বলে সে কথায় নাহি কিছু কায।
মরিবে গোপাল মোর হইলে বিয়াজ[১] ॥ ১৬০
তবে রাণী হাতে ধরি রাধারে লইয়া।
ক্ষণকাল মধ্যে তেই আসিলা চলিয়া ॥ ১৬২
আসিয়া বৈদ্যের কাছে নন্দরাণী কয়।
এই রাধা সতী দেখ হয় নাকি হয় ॥ ১৬৪

বৈদ্য বলে এই নারী সতী-শিরোমণি।
এঁ পারিবে ছিদ্র কুম্ভে ভরিবারে পানি ॥ ১৬৬
ছিদ্র কুম্ভ দেখাইয়া দিল নন্দরাণী।
কলসী তুলিয়া লৈল রাধা ঠাকুরাণী ॥ ১৬৮
বৈদ্য বলে যশোদা রে ক্ষণেক দাঁড়াও।
আরো কিছু কার্য্য আছে শুন বলি মাও ॥ ১৭০
করিব কেশের সাকু[২] যমুনা উপরে।
তাহাতে হাঁটিয়া পার যে হইতে পারে ॥ ১৭২
সেই সে ভরিতে পার্ব্বে ছিদ্র কুম্ভে জল।
নতুবা হইবে সার কলঙ্ক কেবল ॥ ১৭৪
এত বলি বৈদ্যবর কেশ কিছু লইয়া।
বান্ধিল কেশের সাকু কেশে জুড়া দিয়া ॥ ১৭৬

---

১ বিয়াজ = ব্যাজ, বিলম্ব। ২ সাকু = সেতু।

কেশ-সেতু নির্ম্মাইয়া তবে বৈষ্ণবরে।
হাটিয়া হইতে পার বলে শ্রীরাধারে ॥ ১৭৮
ধর এই ছিদ্র কুম্ভ কাঁখে করি লও।
দেখ্‌উক সকল লোকে হাঁটি পার হও ॥ ১৮০

রাধিকা আনিবে জল এ বড় কৌতুক।
দেখিতে আসিল কত লক্ষ লক্ষ লোক ॥ ১৮২
নগর ভাঙ্গিয়া আইল তামাসা দেখিতে।
কলঙ্কিনী আনিবে জল ছিদ্র কুম্ভেতে ॥ ১৮৪
সুলা বলে সাবধান না ভুলিও তাঁরে।
জীবন যৌবন ধন সঁপিয়াছ যাঁরে ॥ ১৮৬

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার স্বগত আত্মনিবেদন

দিশ—দাসীর মান রাখহে ভগবান্
লজ্জা দিও না দাসীরে।

কলসী লইয়া কাঁখে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে
মনে মনে জপে কৃষ্ণ নাম।
দুইখান হস্ত যুড়ি, ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করি
উদ্দেশেতে করিল প্রণাম ॥ ২
বলে প্রভু রক্ষা কর, দাসীর এ বিপদ্ হর
মান রাখ দেব দয়াময়।
ছিদ্র কুম্ভ কাঁখে করি, বিপদে পড়েছি হরি
তব পদে মাগিহে আশ্রয় ॥ ৪
তুমি বিনে কেবা আছে, কব দুঃখ কার কাছে
আজি যদি আমি লজ্জা পাই।
নামেতে কলঙ্ক হবে, জগতে অখ্যাতি রবে
এই ডর মনেতে ডরাই ॥ ৬

কলঙ্কিনী বলি' মোরে, ঘরে পরে নিন্দা করে
আমি কিন্তু নাহি জানি আর।
রমণী-জনম পাইয়া, সর্ব্ব ধর্ম্ম তেয়াগিয়া
তোমার চরণ কৈলাম সার॥ ৮
বিপদ্-সাগরে পড়ি, তোমাকে স্মরণ করি
বিপদ্-ভঞ্জন দয়াময়।
তোমার করুণা হৈলে, পার হব অবহেলে
তবে আর আছে কিবা ভয়॥ ১০
একবার নিজ গুণে, কালী হৈলে নিধুবনে
এ দাসীরে করিবারে রক্ষা।
তুমি যে আমার নাথ, তখনি বুঝেছি তা' ত
পাইয়াছি দয়ার পরীক্ষা॥ ১২
সেই বলে করি বল, আন্তে ছিদ্র কুম্ভে জল
নির্ভয়ে চলিয়াছি হরি।
এই মোর নিবেদন, রাধিকা-জীবন-ধন
এ ঘোর বিপদে যেন তরি॥ ১৪
জগতের পতি হরি, তোমারে ভজনা করি
অসতী হইছি লোক মাঝে।
যাই না কাহার কাছে, শত্রু আছে পাছে পাছে
বদন ঢাকিয়া রাখি লাজে॥ ১৬
ছিদ্র কুম্ভে আন্তে বারি, যদি আমি নাহি পারি
উলটিয়া না আসিব ঘরে।
ত্যজিব এই ছার প্রাণ, শুন ওহে ভগবান্
ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে॥ ১৮
মরিনু মরিনু তাই, ইতে কিছু চিন্তা নাই
যাহা থাকে হইবে করমে।
এই দুঃখ মনে হয়, কি করিব দয়াময়
কলঙ্ক রহিবে কৃষ্ণ নামে॥ ২০

সতী কি অসতী যাহা, তুমিই ত জান তাহা
তুমি বিনে আমি নাহি জানি।
তোমারে ভজিয়া কালা, মুই অভাগী কুলবালা
নাম হইল কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী॥ ২২

কলঙ্ক তার অলঙ্কার, ইহাই ভাবিছি সার
স্বামী যার শ্যাম চিন্তামণি।
লোক-লাজ ঘৃণা ভয়, ছাড়িয়াছি সমুদয়
ভাবি তব চরণ দুইখানি॥ ২৪

দেখি কেশের সাকুখান, আগেই কাঁপিছে প্রাণ
প্রাণনাথ কি উপায় করি।
পড়িছি বিপদ্ ঘোরে, রক্ষা কর এ দাসীরে
ভকত-বৎসল বংশীধারী॥ ২৬

গুরুজনের পায়ে পড়ি, সবারে প্রণাম করি
এত বলি চলিলেন রাই।
করিলেন আশীর্ব্বাদ, পুরউক মনের সাধ
যশোমতী আদি ব্রজরাই॥ ২৮

সুলা বলে সাবধান, না ভুলিও কৃষ্ণ নাম
না করিও অন্তরে বড়াই।
ছিদ্র কুম্ভে ভরি জল, দেখাও সতীত্বের বল
শত্রুর মুখেতে পড়উক্ ছাই॥ ৩০

শ্রীমতীর কেশ-সেতু পার হওন ও ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়ন

দিশা—তোরা দেখ্‌রে নাগরিয়া লোক
জল ভরে রাধা কলঙ্কিনী।

সাকুতে তুলিতে পাও, কাঁপিল রাধার গাও
কৃষ্ণ রূপ ভাবিয়া অন্তরে।
শ্রীহরি স্মরণ করি, ভৃষভানু কুমারী
উঠিলেন সাকুর উপরে॥ ২
চারি দিকে জয় জয়, হরি হরি সবে কয়
নারীগণে দেয় উলুধ্বনি।
জয় রাধা রাধা বলি, কেহ দেয় করতালি
আনন্দে বিভোর নন্দরাণী॥ ৪
সবে বসি রঙ্গ চায়, লীলায় হাঁটিয়া যায়
অবহেলে হইলেন পার।
কেহ কেহ ডাকি কয়, দেখি দেখি কিবা হয়
সাকু পার হও পুনর্ব্বার॥ ৬
বৈদ্য বলে হয় হয়, তবে সে হইবে প্রত্যয়
ক্রমে পার হও সাতবার।
তবে ভৃষভানু সুতা, শুনিয়া বৈদ্যের কথা
সাতবার হইলেন পার॥ ৮
ছিদ্র কুম্ভ কাঁখে লইয়া, সাতবার পার হৈয়া
কলসীতে ভরিলেন জল।
এক বিন্দু না পড়িল, দেখিয়া অবাক্ হৈল
গোকুলের গোপিনী সকল॥ ১০
সবে বলে ধন্য ধন্য, ভৃষভানু রাজা ধন্য
কন্যা যার সতী-শিরোমণি।
রাধিকারে সঙ্গে কইরে, বৈদ্যসহ নিজ ঘরে
আনন্দে চলিলা নন্দরাণী॥ ১২

গোকুলে হইল খ্যাতি রাধা সম নাহি সতী
কলঙ্কিনী নাম হইল দূর।
কৃষ্ণনাম যাঁর অন্তরে লোকে কি করিতে পারে
যার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর॥ ১৪

কলঙ্কভঞ্জন হায় যেবা শুনে যেবা গায়
রাধাকৃষ্ণ-পদে রাখে মন :
স্নুলা বলে শত বার কলঙ্ক নাহিক তার
অন্তে পায় নিত্য বৃন্দাবন॥ ১৬

কলঙ্ক-ভঞ্জন হৈল সবে হরি হরি বল
হরিনাম শেষের সম্বল।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি বৃষভানু-কুমারী
ছিদ্র কুম্ভে ভরিলেন জল॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণকে ঔষধপ্রয়োগ এবং বৈদ্যবিদায়

দিশা—উঠ হরি নন্দের কুমার।

তবে কৃষ্ণ ছিদ্র কুম্ভের জল কিছু লৈয়া।
মন্ত্র পড়ি কৃষ্ণের গায় দিল ছিটাইয়া। ২
জল-ছিটা পাইয়া কৃষ্ণ মেলিলা নয়ান।
নন্দরাণীর দেহে তবে আইল পরাণ॥ ৪
আনন্দে শ্রীনন্দ বলে উঠ বাপধন।
উঠিয়া বসিলা কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন॥ ৬
আনন্দিত হৈল যত গোপগোপীগণ।
জটিলা কুটিলা মাত্র বাকী দুইজন॥ ৮

চৈতন্য হইলা যদি চেতনার সার।
বৈদ্য বলে নন্দরাণী বিদায় আমার ॥
কিবা দ্রব্য দিবা মোরে আন দেখি চাই।
বর্ত্তিল [১] তোমার কৃষ্ণ আমি ঘরে যাই ॥
রাণী বলে কি বিদায় দিব বাপু আর।
আমার যতেক ধন সকলি তোমার ॥
যাহা চাহ তুমি বাপু তাহা দিব আমি।
আমার গোপাল ধন বর্ত্তাইলা তুমি ॥
বৈদ্য বলে ধনে মোর নাহি প্রয়োজন।
বিদায়ের কালে করি এক নিবেদন ॥
গোপালের মত তুমি আমারে দেখিও।
জন্মে জন্মে তুমি মোর জননী হইও ॥
কোলে করি যত্নে মোরে পিয়াইও স্তন।
অপরাধ পাইলে কৈর স্নেহেতে বন্ধন ॥
অভেদ ভাবিও গোপালের সঙ্গে মোরে।
আমার বাসনা সদা থাকি গোপ-ঘরে ॥

এত বলি বৈদ্যবর হইল বিদায়।
সম্ভ্রমে প্রণাম করি নন্দরাণী-পায় ॥
কে বুঝে কৃষ্ণের খেলা কিবা লীলা তান।
দেখিতে দেখিতে বৈদ্য হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
করযোড়ে সুলা বলে কর্ম্মকর্ত্তার পায়।
বৈদ্যের বিদায় কালে গাইনে কলসী পায় ॥
শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন হইল এতক্ষণে।
আনন্দেতে হরি হরি বল সর্ব্বজনে ॥

---

[১] বর্ত্তিল=বাঁচিয়া উঠিল

কর্ম্মকর্ত্তাকে জয়দান

দিশা—হরি জয় হরি জয় মঙ্গল রে।

তানে দেও দয়াল হরি ধনপুত্রের বর।
চিরকাল লক্ষ্মী বান্ধা থাকউক তান[1] ঘর॥ ২
আপদ্ বালাই তান সব যাউক দূরে।
সকল কল্যাণ হউক শিবদুর্গার বরে॥ ৪
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক ভাণ্ডারের ধন।
দিনে রাইতে সেবা হউক লক্ষ্মীনারায়ণ॥ ৬
গোয়াইল ভরিয়া থাউক গাভী দুগ্ধবতী।
এই ঘরে থাকে যেন লক্ষ্মীর বসতি॥ ৮
অন্তকালে স্বর্গপুরে হউক তান স্থান।
তেত্রিশ কোটি দেবগণে করাইল কল্যাণ॥ ১০
যক্ষ-দানব ভূত-প্রেতের ভয় যাউক দূরে।
নরসিংহ রক্ষা করইন[2] তাহান[3] কুমারে॥ ১২
সাপে বাঘের ভয় যেন কিছু নাহি হয়।
শ্রীহরি নামেতে সব রিষ্টি হউক ক্ষয়॥ ১৪
সুলা বলে হরি হরি বল সর্ব্বজন।
সমাপন হৈল এই গোপিনী-কীর্ত্তন॥ ১৬

---

[1] তান = তাঁহার। [2] করইন = করুন। [3] তাহান = তাঁহার।

সুজা-তনয়ার বিলাপ

ভূমিকা

এই পালা গানটী-সম্বন্ধে, ইহার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠাইয়া দিয়াছেন ঃ—

"সাহ সুজার জীবনেতিহাসের শেষ অধ্যায় তিমিরাচ্ছন্ন। মুসুলমান ঐতিহাসিকগণ এবং মোগল আমলের সমসাময়িক সেই ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার এই হতভাগ্যের পরিণাম-সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুজা আপন অশুভ অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বিতাড়িত হইয়া ঢাকায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এই পর্য্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রায় ঐক্যভাব দৃষ্ট হয়। বার্ণিয়ারের মতে তৎপরে তিনি পর্ত্তুগীজ পরিচালিত জাহাজে চড়িয়া ঢাকা হইতে আরাকানে গমন করেন। চার্ল্‌স ষ্টুয়ার্ট নানাবিধ পারসী গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিবার পর মুসুলমান ঐতিহাসিকগণের সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন যে, 'ঢাকা হইতে সুজা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন মৌসুমবায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। এইখানে তাঁহার মক্কা যাওয়ার আশা বিলীন হয়। উল্টা বাতাসে কোন জাহাজ বা সুলুপের অধিকারী সমুদ্রপথে মক্কা যাইবার সাহস করিল না। মীরজুম্লার সৈন্যদল পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, এই আশঙ্কা তাঁহাকে পদে পদে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। তিনি দ্রুত-গতিতে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য ভূমি অতিক্রম করিয়া আরাকানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।'

"ভারতব্যাপী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের যুগে তখন ত্রিপুরার রাজপরিবারের মধ্যেও এই রকমের একটী বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তদীয় বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হইয়া চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিশনার লেউইন (Lewin)

সাহেব এই বাসভূমির অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থানে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে বিতাড়িত সম অবস্থাপন্ন মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সুলতান সুজার সাক্ষাৎ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের এত প্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল যে বিদায়কালে সুজা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বহুমূল্য "নেম্‌চা" হার ও একটী হীরকাঙ্গুরীয় মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে উপহার প্রদান করেন। সুজার শোচনীয় পরিণামের পর গোবিন্দমাণিক্য গোমতী নদীর তীরে একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া বন্ধুর স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন। কুমিল্লা সহরের অনতিদূরে ঐ সুজা মস্‌জিদ এখনও অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কুমিল্লার অন্তর্গত "সুজানগর" গ্রামটী এক সময়ে এই মস্‌জিদের ওয়াক্‌ফ্‌ (wakf) সম্পত্তি ছিল বলিয়া "রাজমালায়" উল্লেখ আছে।

"সুলতান সুজা কিছুকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। সহরের বক্ষঃস্থলে আন্দরকিল্লার অনুচ্চ পাহাড়ের উপর যে সুবৃহৎ মস্‌জিদ দৃষ্টি-গোচর হয়, অনেকেই ইহাকে সুজা মস্‌জিদ নামে অভিহিত করেন। চট্টগ্রাম সহরে "সুজা কাট্‌গর" নামে একটী মহল্লা আছে। এই সকল প্রামাণিক তথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বার্ণিয়ারের উক্তি খণ্ডন করিবার সাহস হয়। বিশেষতঃ তখন সমুদ্রপথ নিরাপদ্‌ ছিল না। অপরিমিত ধনরত্ন লইয়া পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর সঙ্গে ঢাকা হইতে সমুদ্রপথে সুজা যে আরাকান রওনা হইয়াছিলেন এইরূপ বর্ণনা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আমরা এখানে বার্ণিয়ারের সহিত এক মত না হইয়া স্থিরভাবে বিশ্বাস করি যে সুজা মেঘনা নদী পার হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য ভূমি অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমায় নাফ্‌ নদীর তীরে উপনীত হন। চার্ল্‌স ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন, 'সুজা নাফ্‌নদীর পরপারে উপস্থিত হইলে আরাকানের রাজপ্রতিনিধি তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সুজার প্রতি আরাকানরাজের সহৃদয়তার কথা সমস্ত ঐতিহাসিকের মুখে শুনা যায়, সুজা ও তাহার পরিজনবর্গের বাস করিবার জন্য আরাকানরাজ একটী রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া-ছিলেন। কিন্তু এই বন্ধুত্ব অধিকদিন স্থায়ী হইল না। সুজার কন্যার

রূপে বিমোহিত হইয়া আরাকানরাজ যখন তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন তখন বন্ধুত্বের ভিতর মতলবের চালবাজি চলিতে লাগিল। এইখানে একটী খণ্ডযুদ্ধের উল্লেখ আছে। বার্ণিয়ার বলেন—সুজা একজন খোজা, একজন স্ত্রীলোক ও দুইজন শরীর-রক্ষীর সমভিব্যাহারে আরাকানের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। এমন কি আগ্রায় পর্য্যন্ত এই জনশ্রুতি পৌঁছিয়াছিল। আরঙ্গজীব একদিন পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'সুজা মক্কায় গমন করিয়া হাজি হইয়াছেন।' তখনও আগ্রার লোকের বিশ্বাস ছিল যে সুজা কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং বিপুল বাহিনী সহ ভারতাক্রমণে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সময় এইরূপ আর একটি জনশ্রুতি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত হইয়াছিল যে, পেগু ও শ্যামের রাজা কর্ত্তৃক উপহৃত রক্তবর্ণের পতাকা-সুশোভিত দুইখানি জাহাজ সহ সুজা সুরাট বন্দরের নিকট দিয়া গমন করিয়াছেন। এই সমস্ত আখ্যানের কোন ভিত্তি না থাকিলেও সতত সশঙ্ক আরঙ্গজীবের অন্তঃকরণে তখন ভীতির সঞ্চার হইতেছিল। ষ্টুয়ার্টের মতে খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সুজাকে বন্দী করা হয় এবং বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ-বিক্ষোভিত সুনীল জলধি-গর্ভে তাঁহার সমাধি রচিত হইয়াছিল।

"আরাকানের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার আশা করা যায়। আশ্রয়দাতৃস্বরূপ আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া যে আরাকানরাজ হতভাগ্য সুজাকে বঙ্গোপসাগরের লবণ-সলিলে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'সন্দ-সু-ধম্ম' বলিয়া রাজমালায় উল্লেখ আছে। আরাকানের এই সুধর্ম্ম নরপতির কথা সম-সমায়িক মুসলমান কবি আলওয়াল ও দৌলত কাজির বর্ণনায় মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। "ছয় ফলমুল্লুক" নামক অতিশয় প্রাচীন এক কাব্যগ্রন্থে সুধর্ম্ম নরপতির প্রশংসার বাণী আছে। যথা—

"ক্ষিতিতলে অনুপাম রোসাং সহর নাম
শ্রীমন্ত সুধর্ম্ম নরপতি।"

এই গ্রন্থে সুজার আরাকান-বাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

"পরদেশী আইসে শুনি হরষিত নৃপমণি
স্নেহ করি সাদরে আনন্ত।"

পরদেশীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে—

"পশ্চিমে মুল্লুকভার চিন না পায় তার
ভুবনে নাইক সম বীর।
দক্ষিণে সাগর-সীমা উত্তরে পর্ব্বত হিমা
মধ্যে যত পর্ব্বত কানন।
* * *
নৃপতি মহত্ত্ব শুনি ভক্তি ভাবে মনে গণি
সুখে থাকে দিয়া রাজকর।"

"রাজমালার গ্রন্থকার কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, 'সুজার পত্নী পরিভানুর রূপ ও গুণগাথা এক সময় বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। সেই সকল গ্রাম্যগীতি এখন বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়াছে।' সুজা-পুত্রীর এই বিলাপোক্তির ক্ষুদ্র গীতিকাটীও এই জাতীয়। ইহা একটী বৃহৎ পালাগানের ভগ্নাংশ বলিয়া আমার মনে হয়। রচনাভঙ্গী ও গ্রাম্য শব্দের বহুলতা দেখিলে বুঝা যায় যে সমসাময়িক কোন অজ্ঞাতনামা চাষা-কবির দ্বারা এই গীতিকাটি বিরচিত হইয়াছিল। সুজার পরিবারবর্গের শোচনীয় পরিণাম এবং বঙ্গোপসাগরে সেই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যপট এই অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রদান করিয়াছিল। তখন চট্টগ্রামে দলে দলে মুসুলমানগণ উপনিবিষ্ট হইতেছিল। ইতিহাসের দিক্ হইতে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় তখন এই অঞ্চলের মুসুলমানগণ আরাকানের মগের উপর অতিশয় ঈর্ষার ভাব পোষণ করিত। হয় ত আরাকানের সভাসদ মুসুলমান কবি রাখিয়া-ঢাকিয়া সসঙ্কোচে যে বর্ণনাটুকু করিয়াছেন সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিরক্ষর নির্ভীক চাষা-কবি সতেজ ভাষায় সহজ সুরে গান গাহিয়া মনের আগুন নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন।

এই গীতিকাটী বাড়বানলের মত—ইহার একদিকে তরঙ্গায়িত নয়নবারি এবং অন্যদিকে ধূমায়মান বহ্নি! শোকে মুহ্যমানা সুজাপুত্রী এক সময়ে বলিতেছেন—

"দুরগত্যা পরাণ আমার ন যায় নিকলি।
তুইষর আইল্যা হৈয়েরে বুগ উডেব জ্বলি জ্বলি॥"

আবার অন্য সময় রোষকষায়িত চক্ষু এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত গালিবর্ষণ। এখনও এই অঞ্চলের নীচজাতীয়া মুসুলমান রমণীর মুখে "হতীনর পুত" (সপত্নীপুত্র) সম্বোধনে গালাগালি করিতে শুনা যায়। সুজা-পুত্রীর মুখেও সেই সুর শুনা যাইতেছে--

"কন সতীনর পুতর সঙ্গে করিলি ছুল্লুক॥"

এইরূপ গালাগালি ঐতিহাসিকের চোখে বিসদৃশ মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা চাষা-কবির ভাবপ্রবণতার একটা নিদর্শন।

"বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় 'নাইয়র' শব্দটীর প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই দুষ্কর। কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা কিছুদিনের জন্য গমন করিলে তাহাকে 'নাইয়র করা' বলা হয়। সুজাপুত্রীকে আরাকান-রাজ-অন্তঃপুরে নাইয়র দেওয়া হইয়াছিল। এই গীতিকার প্রথম ছত্রের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে হয় ত প্রথমেই উভয়ের বন্ধুত্ব অতিশয় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। আরাকানরাজের উপর এতদূর প্রত্যয়স্থাপন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু নানাদেশ হইতে বিতাড়িত ও বিড়ম্বিত সুজার পক্ষে এই কার্য্য একবারেই অসম্ভব বলিয়া ধারণা হয় না। ঘটনার পর ঘটনার আঘাত তাঁহার মনকে ভগ্নপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময়ে আরাকানরাজের আশ্বাসবাণীতে ও আশ্রয়দানে সুজার মন গলিয়া পড়া অসম্ভব নহে। কিন্তু পরে যখন আরাকানরাজ এই কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করেন, তখন সুজা শিহরিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার বংশ-মর্য্যাদার কথা মনে হইল এবং শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত উছলিয়া উঠিল।

"এই গীতিকার কোন কোন ছত্রে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, যথা—

"সাইগরের তলে মা-বাপ করিলি কয়বর।
হাম্মাম্বার মুল্লুকে আমার কে লৈব খবর॥"

'হার্ম্মাদ' শব্দে জলদস্যু বুঝায়। এই শব্দটী স্পেনিস্ আর্ম্মাডা শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু ইহা জলদস্যুর অর্থজ্ঞাপক-স্বরূপে, প্রবাদ-বাক্যরূপে এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। সেই সময় আরাকানরাজ পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর আশ্রয়দাতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "মগের মুল্লুক" কথাটী তখন সমগ্র বঙ্গদেশে ভীতি সঞ্চার করিত। আরাকানের মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচার-কাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে।

"এই ক্ষুদ্র গীতিকাটী আমি চারিজন গায়কের মুখে শুনিয়াছি। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একজন বেদে-জাতীয় গায়ক আমাকে ইহার আভাস দিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহা সংগ্রহোপযোগী ছিল না। তৎপরে আমি চরচাকতাই-নিবাসী আঁধা মকবুল নামক একজন গায়কের নিকট হইতে গত মাসে এই গানটীর অনেকাংশ উদ্ধার করি। বেলায়ৎ আলী নামক একজন সংসার-বিরাগী মুসলমান এই গানটী গাহিতে পারে। চট্টগ্রাম সহরের মধ্যে একটি দরগাহে তাহাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় কিন্তু তাহার মাথায় এক রকম রোগ আছে। আমার নিকট এই গানটী কিছুদূর গাহিয়াই সে থামিয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক কাতরোক্তিতেও ইহার মুখ হইতে আর শব্দ বাহির হইল না। এমন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক আমি আর দেখি নাই। গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি পালা-গান-সংগ্রহকার্য্যে আমি সুদূর পল্লীগ্রামে গমন করিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে একটী ছোট খালের মধ্য দিয়া সাম্পান-যোগে আসিতেছিলাম। সাতকানিয়ার একখানি বৃহৎ সারঙ্গা নৌকা আমাদের অগ্রগামী ছিল। রাত্রির অন্ধকারে সেই সারঙ্গার মাঝি উচ্চকণ্ঠে এই গানটী গাহিয়াছিল।"

এই পালা-গানটী-সম্বন্ধে মোটামুটী সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই আশুবাবুর উদ্ধৃত লেখায় পাওয়া যাইবে। ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে

আরাকানাধিপতি রাজা সুধর্ম্মের সভায় সাহ সুজার যে সাক্ষাৎকার হয় তৎ-সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে যে, ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আরাকানে আগমন করেন। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট সাহ সুজাও আরাকানে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্য আরাকান রাজসভায় একটী সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সাহ সুজা এই সময় সভায় উপস্থিত হইলে ত্রিপুররাজ সসম্মানে সিংহাসন হইতে উঠিয়া সাহ সুজাকে তথায় বসিতে অনুরোধ করেন। গোবিন্দমাণিক্যের এই ব্যবহারে আরাকানরাজ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি একজন ম্লেচ্ছকে এত সম্মান দেখাইয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন কেন?" উত্তরে গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "মহারাজ, এই সাহ সুজা অতি প্রবল সম্রাট্, আমার ও আপনার ন্যায় অনেক রাজা ইঁহার অধীন; এমন অনেক প্রবল নরপতি আছেন, যাঁহারা সাহ সুজার মন্ত্রীর নিকটেও সিংহাসনে বসিতে সাহসী হইবেন না।"

সুজা বাদশাহকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া গোবিন্দমাণিক্য অপর এক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সভা শেষ হইলে ত্রিপুররাজ সুজার সঙ্গে একত্র বাহির হইয়া গেলেন। পথে উভয়ের মধ্যে আলাপ-সালাপ চলিল। সাহ সুজা বলিলেন, "আপনি আজ মগরাজার সভায় আমাকে বিশেষ সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। আপনি আমার বর্ত্তমান অবস্থা সকলই অবগত আছেন। আমি আপনাকে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় কি আর পুরস্কার দিতে পারি?" এই বলিয়া সাহ সুজা তাঁহার বক্ষোবিলম্বিত বহুমূল্য "নিম্চা"-খানি রাজাকে উপহার দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটী মূল্যবান্ হীরার আংটিও প্রদান করিলেন।

রাজমালা-বর্ণিত এই বৃত্তান্তের উল্লেখ, আশুবাবু অতি সংক্ষেপে করিয়াছেন।

পালা-গানটী ক্ষুদ্র হইলেও আমরা ইহা হইতে স্পষ্টরূপে জানিতে পাই যে, রাজা সুধর্ম্ম সাহ সুজাকে, তাঁহার পত্নী পরিভানু ও একটী কন্যাসহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করেন। আরাকানের সর্ব্বত্র এই প্রবাদ

আছে। তাঁহাদের জীবন নাশ করিয়া মগরাজা সুজার অপ্রমেয় ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এক কন্যাকে বলপূর্ব্বক তাঁহার অন্তঃপুরে বন্দী করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কন্যাকে লইয়াই সাহ সুজার সহিত আরাকানাধিপতির মনোমালিন্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। জগজ্জয়ী মোগল সম্রাট্ সাজাহানের পৌত্রী "নাপ্পী" খাইতে, "কালো থামী" পরিতে এবং কর্ণে সোণার "নাধং" ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ইহা যে তাঁহার পক্ষে কত বড় দুঃখের কথা ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা ফুট্নোটে 'নাপ্পী' প্রস্তুত করিবার উপকরণের তালিকা দিয়াছি। তাহা হইতেই পাঠক রাজকুমারীর দুর্দ্দশার কতকটা আভাস পাইবেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, সাহ সুজার পত্নী পরিভানু সম্বন্ধেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক পালা-গান বিদ্যমান আছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পালা-গানগুলি উদ্ধার করিতে পারিলে হতভাগ্য সাহ সুজা ও তাঁহার স্বজনবর্গের শেষ-জীবনী-সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া মনে করি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সুজা-তনয়ার বিলাপ

ধূয়া—নছিব একি ছিলরে।

কি নাইয়র [১] করালি মা বাপ ঠেইক্‌লাম মঘ্যার হাতে।
এত দুখখ খোদা মোর লেখিলা বরাতে [২] ॥ ২
মা ভৈনরে হারাইলাম—হারাইলাম বাপ তোরে।
মঘ্যা রাজা ছল করিয়া লুইট্যা লৈল মোরে ॥ ৪
হায় লুইট্যা লৈল মোরে—

নছিব একি ছিলরে—

কুছাহাতে [৩] আইলিরে বাপ মঘ্যা রাজার দেশে।
কুলও দিলি মানও দিলি জানও দিলি শেষে ॥ ৬
ধন দৌলত লৈয়ারে তুই পোলালি [৪] কার ডরে।
সোনার জেয়র [৫] হীরা মোতি রাখিলি কার ঘরে ॥ ৮
হায় রাখিলি কার ঘরে—

নছিব একি ছিলরে—

দেশে দেশে ঘুরিলামরে মুল্লুকে মুল্লুক।
কন [৬] সতীনর [৭] পুতর [৮] সঙ্গে করিলি ছুল্লুক [৯] ॥ ১০

---

১ নাইয়র=কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে স্ত্রীলোকের অবস্থিতি করার নাম নাইয়র

২ বরাতে=কপালে।

৩ কুছাহাতে=কুক্ষণে।

৪ পোলালি=পলায়ন করিলি।

৫ জেয়র=অলঙ্কার, জহরত।

৬ কন=কোন।

৭ সতীনর=সপত্নীর।

৮ পুতর=পুত্রের।

৯ ছুল্লুক=পরামর্শ

কি লালছে [১] আইলি [২] শেষে রসাং সহরে।
মা ভৈনরে ডুপালিরে [৩] ডুপিলি [৪] সাইগরে [৫] ॥ ১২
হায় ডুপিলি সাইগরে—

নছিব একি ছিলরে—

দুরগত্যা [৬] পরাণ আমার ন যায় নিকলি [৭]।
তুইষর [৮] আইল্যা [৯] হৈয়েরে বুগ [১০] উডের [১১] জ্বলি জ্বলি॥ ১৪
বারে বারে কৈলামরে [১২] বাপ নাইয়র নদিছ্ [১৩] মোরে।
জীঁয়তা [১৪] রাখিয়া কেন মেডি [১৫] দিলি গোরে [১৬] ॥ ১৬
হায় মেডি দিলি গোরে—

নছিব একি ছিলরে—

ক্ষুধা তিষ্টা [১৭] মালুম নাইরে কাঁদির [১৮] রাইত দিন।
মঘ্যা রাজার খানা [১৯] খাইতে মনত [২০] আইয়ে [২১] ঘিন [২২] ॥ ১৮

---

১ লালছে=লালসায়। ২ আইলি=আসিলি।
৩ ডুপালিরে=ডুবাইলিরে। ৪ ডুপিলি=ডুবিলি।
৫ সাইগরে=সাগরে। ৬ দুরগত্যা=দুর্দ্দশাগ্রস্ত।
৭ ন যায় নিকলি=বাহির হইয়া যাইতেছে না।
৮ তুইষর=তুষের।
৯ আইল্যা=আগুন রাখিবার মৃন্ময় পাত্র। কৃষকেরা ঐ মৃন্ময় পাত্রে তুষ পরিপূর্ণ করিয়া আগুন রাখিয়া থাকে।
১০ বুগ=বুক। ১১ উডের=উঠিতেছে।
১২ কৈলামরে=কহিলামরে ১৩ নদিছ্=দিস্ না।
১৪ জীঁয়তা=জীবিত। ১৫ মেডি=মাটি।
১৬ গোরে=কবর স্থানে। ১৭ তিষ্টা=তৃষ্ণা।
১৮ কাঁদির=কাঁদিতেছি। ১৯ খানা=খাদ্য।
২০ মনত=মনে। ২১ আইয়ে=আসে।
২২ ঘিন=ঘৃণা।

এক সোনাই [১] রাধেরে ভাত বাড়ীহুদ্দা [২] খায়।
বাছন [৩] ভরা নাপ্‌ফি-পোঁচা [৪] গিলা যে ন যায় [৫] ॥ ২০
আমার গিলা যে ন যায়রে –

নছিব একি ছিলরে—

রাইতে দিনে চোগর জলে [৬] বালুশ [৭] ভিজাই আমি ;
পিন্‌বার [৮] লাগি মঘ্যা রাজা দিয়ে কালা থামি [৯] ॥ ২২

---

[১] সোনাই = পাচিকা বিশেষ। [২] বাড়ীহুদ্দা = বাড়ীশুদ্ধ সকলেই।

[৩] বাছন = বাসন, পাত্র।

[৪] নাপ্‌ফি-পোঁচা = আরাকানিজেরা মৎস্যকে "ঙা" বলে। "নাপফি-পোঁচা" শব্দে পচা মৎস্যের খাদ্য বুঝায়। মগেরা বঙ্গোপসাগরে জাল পাতিয়া প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মৎস্য ধৃত করে। বড় বড় মাছগুলি তুলিয়া লইয়া ছোট ছোট মাছগুলি তাহারা সমুদ্রতীরে রাখিয়া আসে। তন্মধ্যে অধিকাংশ চিংড়ি, কাঁকড়া, চেঁউয়া (ইহা কেঁচো জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য), কুকুর জিহ্বা (ইহা দেখিতে কুকুরের জিহ্বার ন্যায়) ভাটসোকা, লইট্যা ও ফাইস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের মৎস্যাদি থাকে। সাত কি আট দিন ঐ মাছগুলি সমুদ্রতীরে স্তূপাকারে রাখিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে পচিয়া বিকট গন্ধ বাহির হইলে দুইজন মগ কাষ্ঠনির্ম্মিত একরকম গদা লইয়া দুইদিক্ হইতে ঐ পচা মাছ পিটাইতে আরম্ভ করে। তখন সকল রকমের পচা মাছগুলি মিশিয়া এটেল পদার্থের মত হয়। এই পদার্থগুলি পিণ্ডাকার করিলেই "নাপ্‌ফি" প্রস্তুত হয়। এখনও আরাকানে এই "নাপ্‌ফি" আট আনা এবং সময় সময় দশ কি বার আনা সের দরে বিক্রয় হয়। ইহা মগেদের বড় প্রিয় খাদ্য। সকল রকমের তরকারীতে ইহারা একটুকু "নাপ্‌ফি" দিয়া থাকে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে জুমিয়া ও চাক্‌মা প্রভৃতি জাতিরাও "নাপ্‌ফি"কে উপাদেয় খাদ্য স্বরূপ মনে করে।

[৫] গিলা যে ন যায় = গিলা যাইতেছে না। [৬] চোগর জলে = চক্ষুজলে।

[৭] বালুশ = বালিশ। [৮] পিন্‌বার = পরিধান করিবার।

[৯] থামি = মগরমণীর পরিধেয় লুঙ্গির মত বস্ত্র বিশেষ। লুঙ্গি ও থামির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। লুঙ্গি পুরুষেরা ব্যবহার করে, আর থামি স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য্য।

দশ মঘিনী আইসা আমার বসে গায়র [১] কাছে।
কানত [২] দিতাম কহি মোরে সোনার নাধং [৩] যাচে ॥ ২৪
হায় সোনার নাধং যাচেরে—

নছিব একি ছিলরে—

আচ্‌মানেরি [৪] ফুলরে ছিলাম আচ্‌মানেরি ফুল।
মঘ্যা রাজার হাতত [৫] পড়ি দিলাম জাতি কুল ॥ ২৬
সাইগরের তলে মা-বাপ করিলি কয়বর [৬]।
হার্ম্মাত্তার [৭] মুল্লুকে আমার কে লৈব খবর ॥ ২৮
মা-বাপ কে লৈব খবররে—
(নছিব একি ছিলরে)

---

১ গায়র=গায়ের। ২ কানত=কানে।
৩ নাধং=মগরমণীর কর্ণাভরণ। ৪ আচ্‌মান=আস্‌মান।
৫ হাতত=হাতে। ৬ কয়বর=কবর।
৭ হার্ম্মাত্তার=স্পেনিস্ "আর্ম্মাডা" হইতে 'হার্ম্মাদ' শব্দের উৎপত্তি। এখানে জলদস্যুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বারতীর্থের গান

ভূমিকা

মধুপুরের জঙ্গলে এই বারতীর্থ এখনো বিদ্যমান। ইহা মৈমনসিংহ পরগণার জোয়ানসাহীর অন্তর্গত। মধুপুর জঙ্গল এক সময়ে কামরূপের রাজগণের বিবিধ কীর্ত্তিরাজী বহন করিত। এখনও এই বিস্তৃত আরণ্য ভূমিতে সেই সকল কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কামরূপ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সৌভাগ্যের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই কীর্ত্তিসমূহ উক্ত সময়ে কিংবা তাহারও পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই গীতিকায় যে ভগদত্তের নাম উল্লিখিত আছে তৎসম্বন্ধে এবং মধুপুর জঙ্গলের ইতিহাস কীর্ত্তন উপলক্ষে মৈমনসিংহ গেজেটীয়ারে কিছু বিবরণ আছে। আমরা তাহা হইতে নিম্নে প্রদত্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"মধুপুর জঙ্গলের কঠিন রক্তবর্ণ ভূমি ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জামালপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই জঙ্গল মৈমনসিংহ জেলার স্বাভাবিক একটি সীমানা। ডাক্তার টেলার লিখিয়াছেন, পূর্ব্বকালে মধুপুর জঙ্গল এবং টাঙ্গাইল কামরূপের রাজগণের অধিকৃত ছিল। কামরূপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবরণী আমরা সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত ও চীনদেশের পরিব্রাজক-দিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে পাইয়াছি। ঐ সময় মৈমনসিংহ সমধিক পরিমাণে বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত ছিল। হিন্দুরা সে স্থানে কতকটা হীনবল ছিলেন। যে সব প্রাচীন কীর্ত্তি মধুপুরের এই জঙ্গলে দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বড় বড় দীর্ঘিকা-গুলি বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের অনেকগুলি ভগদত্ত নামক রাজার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ভগদত্তকে অনেকে কামরূপের বিখ্যাত ভগদত্তের সঙ্গে গোল করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কামরূপ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সৌভাগ্যের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল।"

এই গানে পরগণা জোয়ানসাহীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পরগণাটি কস্তাহলের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের জনৈক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী বংশধর কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইঁহার নাম সাধারণতঃ মন্সুরখান্ বলিয়া

পরিচিত। হিন্দুরা ইহা মনোহরখাঁতে রূপান্তরিত করিয়াছে। মৈমনসিংহ গেজেটীয়ার ভ্রমক্রমে মনোহরখাঁকে ইশাখাঁর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। এ কথা অবশ্যই সত্য যে ইশাখাঁ এক ক্ষত্রিয় হিন্দুরাজার সন্তান কিন্তু কস্তাইলের দত্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। আর একটি প্রবাদ এই যে, এই পরগণার যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি ফতেখাঁর বংশসম্ভূত। ত্রিপুরার রাজমালায় উল্লিখিত আছে যে, ইশাখাঁ ত্রিপুরা রাজার সেনাপতি-স্বরূপ শ্রীহট্টের নবাব ফতেখাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত ইশাখাঁর গানের ভূমিকায় দিয়াছি। জনপ্রবাদ এই যে, নূর হায়দার চৌধুরী, যাঁহার নামে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এই পরগণার জরীপ ও পুনরায় স্বত্ব সাব্যস্ত হয়, তিনি ফতেখাঁর বংশধর। কিন্তু কস্তাইলের দত্ত পরিবারের সঙ্গে মনুরখাঁনের কি সংস্রব তাহা ভাল করিয়া বোঝা গেল না। ফতেখাঁর সঙ্গে শেরসাহের কোন সম্পর্ক ছিল, ইহা আমরা সেই ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি। ইশাখাঁর পৌত্র বিখ্যাত মনুরখাঁর সঙ্গে জোয়ানসাহীর প্রতিষ্ঠাতা মনুরখাঁর কোন সংস্রব ছিল না।

এই গীতের নায়ক ভগদত্তের সঙ্গে মহাভারতের প্রসিদ্ধ ভগদত্তের কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক যুগের কোন কীর্ত্তিমান্ পুরুষের নাম পাইলেই সাধারণে তাহার পৌরাণিক যুগের জগদ্বিখ্যাত বীরগণের নামের সঙ্গে এক করিয়া ফেলে এবং ইতিহাসচর্চ্চার দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ততা লাভ করে। এই ভাবে ভীম কৈবর্ত্তের জাঙ্গাল পাণ্ডুপুত্রের রচিত এই বিশ্বাস এতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, এবং সাভারের দ্বাদশশতাব্দীর রাজা, ওডুনা-পডুনার পিতা হরিশ্চন্দ্র এতদিন পর্য্যন্ত লোককল্পনায় স্বর্গমর্ত্ত্যের সন্ধিস্থলেস্থিত হরিশ্চন্দ্র হইয়াছিলেন। সুতরাং ভগদত্তকে টানিয়া লইয়া পৌরাণিক যুগে প্রতিষ্ঠিত করাতে আমরা বিস্ময়ান্বিত হই নাই। ইনি সম্ভবতঃ ৯ম খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা এই গীতিকার শুধু এই অংশটি বিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি যে, ভগদত্ত নামক কোন রাজা তাঁহার মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অতি বৃহৎ একটি দীর্ঘিকা খনন করেন এবং সেই দীর্ঘিকায় ভারতীয় দ্বাদশতীর্থের জল ঢালিয়া উহা পবিত্র করেন। এ কথার মধ্যেও কতকটা

ঐতিহাসিকতত্ত্ব থাকিতে পারে যে তদ্দেশীয় প্রজারা ভগদত্তের ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি কতকটা দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। আর সমস্ত কথাই লোক-কল্পনাসৃষ্ট অবান্তর কাহিনী।

এই গানে কথিত হইয়াছে যে রাজমাতা এক তাড়া চরকার সূতা ভগদত্তকে দিয়া বলিয়াছিলেন তুমি আমার প্রীতির জন্য এমন একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দাও, যাহা এই সূতার পরিমাণানুযায়ী হইবে। একথাও লিখিত হইয়াছে যে এই নলি সূতা খুলিতে চারদণ্ড বেলা হইয়াছিল। সুতরাং সূত্রটি যে অতি দীর্ঘ ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাজা মাতার নিকট প্রতিশ্রুতি দান করার পর মন্ত্রীরা তাঁহাকে বলিয়াছিল এরূপ বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিতে যে অর্থের দরকার তাহা রাজকোষে নাই। কিন্তু রাজা উত্তরে বলিলেন—ইহা মাতৃআজ্ঞা, আমার রাজত্বের মূল্য এক কড়া। মাতৃআজ্ঞার ন্যায় জগতে আমি কিছু মূল্যবান্ মনে করি না। ভারতের দ্বাদশতীর্থে স্বয়ং যাইয়া তিনি নিজে তীর্থসলিল-সংগ্রহ করিবেন, ইহাই তাহার সঙ্কল্প হইল। যেহেতু অপর কেহ যদি তীর্থোদক সম্বন্ধে তাঁহাকে ফাঁকি দেয়, তাহা হইলে ধরিবার উপায় থাকিবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের উপর রাজ্যভার দিয়া এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রবাসী হইলেন। রামচন্দ্র সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, দাদা, তুমি বনে জঙ্গলে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরিয়া বেড়াইবে আর আমি স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিব, এ কখনই হইতে পারে না। তথাপি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নানারূপ প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাকে অবশেষে স্বীকৃত হইতে হইল। রামচন্দ্র প্রকৃতই অযোধ্যার রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন। ধানের বদলে তিনি তুষ লইয়া রাজকর গ্রহণ করিতেন। কোন প্রজাকে রাজসভায় ডাকিতে হইলে পাছে পথশ্রম হয় এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদিগের জন্য হাতী পাঠাইয়া দিতেন। গরীব দুঃখীদের তিনি মা-বাপ হইলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন রাজা ভগদত্ত ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রজারা তাঁহার নিকট রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা বলিল। মর্ম্মাহত হইয়া রামচন্দ্র নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে প্রজাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তাহারা কখনই সুখী হইবে না এবং এই বৃহৎ সাম্রাজ্যটি জঙ্গলে পরিণত হইবে। এই স্বল্পায়তন

পালাগানটির ইহাই বিষয়। খুব সরল উত্তেজনার সঙ্গে কৃষক-কবি তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়টি রচনা করিয়াছেন, এবং প্রতি দুই ছত্রের পরে পরে 'হে, হে, হে' এইরূপ পরিসমাপ্তি পদ প্রদান করিয়া গায়কদের সুরটি পর্য্যন্ত আমাদের কাণে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। মুসলমান কবির বেশ একটু পরিহাসপ্রিয়তাও ছিল। সেই পরিহাসে কোন বিদ্বেষের চিহ্ন নাই, অথচ একটু আমোদ আছে। পাঠক তাহা উপভোগ করিবেন। কবি এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে কর্দ্দমাক্ত বিষবীজাণুপূর্ণ এই সব তীর্থের জল খাইলে পরকালে কি হইবে তাহা স্মৃতিকারই জানেন, কিন্তু ইহকালে তাহার ফল কলেরা। আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন অল্পবয়স্ক সুন্দরীরা বিশেষ তরুণী বৈষ্ণবললনারা খুব আগ্রহ সহকারে তীর্থদর্শণের পুণ্য সঞ্চয় করিতে আসিয়া গুণ্ডাদিগকে তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইতে বেশ সুবিধা দেন।

এই পালা গানটির গায়ক বাসুইরাগার সজুবয়াতি মধ্যে মধ্যে পদ সংযোজনা করিয়া গান গাওয়ার পক্ষে ইহা বেশী উপযোগী করিয়া দিয়াছেন এ কথা ভণিতায় আছে। রামচন্দ্রের অভিশাপ হয়ত ফলিয়াছিল। অন্ততঃ এখন এই লোক-বিরল ইষ্টকস্তূপ-সঙ্কুল এবং জলীয় লতায় পরিপূর্ণ দীঘি-পূর্ণ বৃহৎ বন্যভূমি দর্শন করিলে সহজেই মনে হয় যেন মর্ম্মাহত ব্যক্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস এই দেশের উপর এক সময় বহিয়া গিয়া লোকালয়কে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। পালার শেষে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া যাইতেছে—

"রাজা গেছে প্রজা গেছে গেছেরে ভাই ঠাট ঠমক।
উজাড় ভিটা পইরা রইছে এ্যাহন শিয়ালের বৈঠক॥
হে-হে-হে
গাড়া রইছে দালান কোঠা মালবেসাতি কত যে ভাই।
লোকে বলে বহুৎ মালের লেহা জোহা নাই॥
হে-হে-হে
কত জোনে দেইখ্যাছেরে ভাই কত জোনে মাল নিছে।
আবার কত জোনে মাটি খুইড্যা জিহ্বা চট্‌কাইছে॥
হে-হে-হে"

এই ক্ষুদ্রপালাটি পড়িয়া আমাদের সেই চিরপরিচিত "যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী" প্রভৃতি শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ মনে পড়িয়াছে।

বারতীর্থের পালাটি স্বর্গীয় বেহারীলাল রায় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই পালা সংগ্রহের হয়ত সপ্তাহকালের মধ্যেই তিনি সহসা প্রাণত্যাগ করেন।

পালাটি ১২৮০ বাং সনে সজুবয়াতি নামক এক কৃষক-কবি রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা খুব প্রাচীন নহে—কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বারতীর্থের গান

বোঙ্গদেশে [১] জোঙ্গলরে ভাই নইস্‌রাবাজের জেলা।
জয়ানসাইয়ের গড়ে বইস্যাছে বারতীথ্যের মেলা॥

হে-হে হে ২

বৈশাখ মাসের আমাবৈস্যা ভাইরে রৈদে [২] চান্দি [৩] ফাটে।
ছাতি মুরায় দিয়া [৪] গেলাম সেই বারতীথ্যের ঘাটে॥

হে-হে-হে ৪

চাইরদিকে তার শাল গজারা মদ্যে [৫] আছে পুস্কুনী [৬]।
(ওরে) সেই পুস্কুনীর মত্থে আছে বারতীথ্যের পানি॥

হে-হে-হে ৬

এই খানেতে চান করিলে হিন্দু লোকেরা ভেস্তে যায়।
প্যাকের পানি খাইয়া তারা ওলাটা নাগায়॥

হে-হে-হে ৮

কাছে বিতে নাইঙ্কা পানি নাইঙ্কা নদীর নাম গোন্দ [৭]।
পানির তিলাস [৮] নাইগো লোকের হয় যে দোম বোন্দ॥

হে-হে-হে ১০

---

১ বোঙ্গদেশ = বঙ্গদেশ।
২ রৈদে = রৌদ্রে।
৩ চান্দি = মাথার খুলি।
৪ মুরায় দিয়া = ঢাকিয়া।
৫ মত্থে = মধ্যে।
৬ পুস্কুনী = পুষ্করিণী।
৭ গোন্দ = গন্ধ।
৮ তিলাস = তিয়াস, পিপাসা।

বৈষ্টমী [১] আর এব্যা সেবা (?) মাইয়া লোকেরা চান করে।
দুষ্ট লোকের হস্তে পৈরা জাইত বদল করে॥

হে-হে-হে ১২

বারতীথ্যের পুষ্কুনী ভাই যে কারাণে নাম হৈল।
সেই কথাটী বৈলব আমি মুরুব্বিরা যা কৈল॥

হে-হে-হে ১৪

পুষ্কুনীর কাছে পাইবা ইট পাইটখালের চিন [২] কিছু।
সূতানড়ার দীঘিরে ভাই আছে তার পিছু॥

হে-হে-হে ১৬

বড় কোদাইলা ছোট কোদাইলা দুই পুষ্কুনী তার কাছে।
আম কাঠালের বাগ্‌বাগিচার চিন কিছু আছে॥

হে-হে-হে ১৮

কামার গোরে [৩] আঙ্গরা মিলে কামারের বাগ কয় তারে।
দুগ্‌গা ঠাইরাণ [৪] বুরাইত [৫] যে দুগ্‌গাদ'য়ের পারে॥

হে-হে-হে ২০

বারতীথ্য বানাইয়াছিল ওযে ভগদত্ত নাম রাজা।
তার ছোট ভাই রামচোন্দ্র যে ও তার মোন বড় সোজা॥

হে-হে-হে ২২

ভগদত্ত রাজ্য করে প্রেজা [৬] লইয়া মোন সুকে [৭]।
রামচোন্দ্র তার রাজ্য ছ্যাহে [৮] হাইতার বাইন্দা বুকে॥

হে-হে-হে ২৪

---

১ বৈষ্টমী = বৈষ্ণবী। ২ চিন = চিহ্ন।

৩ কামার গোরে = কামার গোর নামক স্থানে (কামার গোর = কামার-গৃহ)

৪ দুগ্‌গা ঠাইরাণ = দুর্গা ঠাকুরাণী। ৫ বুরাইত = ডুবাইত।

৬ প্রেজা = প্রজা। ৭ সুকে = সুখে।

৮ ছ্যাহে = দেখে।

ঘরে আছে বির্দ্দি [১] মাতা গাও চালনা খুন্‌খুনা।
রাজাক কৈল তরাও বাবা আমার যত গুণা ॥

হে-হে-হে ২৬

হস্ত জুইরা [২] রাজা কৈল মস্ত গুরু তুমি মাও।
তোমার গুণা ক্যাম্‌নে [৩] ছাড়াই কিবার তুমি চাও ॥

হে-হে-হে ২৮

মাও কৈল শোন বাবা বারতীথ্যে কৈরব চান।
ঘাটে বৈয়া [৪] পিণ্ডি দিমু সোনা কর্‌মু দান ॥

হে-হে-হে ৩০

মায়ের বচন শুনি রাজা চৈম্‌কা [৫] উইঠা কয় কথা।
(মাগো) কন্যে [৬] শুইন্যা তোমার কথা মোনে পাই ব্রেথা [৭] ॥

হে-হে-হে ৩২

তোমার শরীল ভাইঙ্গা গেছে রক্ত হইচে য্যান [৮] পানি।
থর্‌থরাইয়া মাথা কাঁপে (আর) পা-ও যে দুইখানি ॥

হে-হে-হে ৩৪

চোক্কে [৯] দেহ [১০] না মাগো কথা শোন না দুই কানে।
তোমাকে নিয়া তীথ্যে যাওয়া হয়বা ক্যাম্‌নে ॥

হে-হে-হে ৩৬

---

১ বির্দ্দি = বৃদ্ধ।
২ জুইরা = জুড়িয়া।
৩ ক্যামনে = কিরূপে।
৪ বৈয়া = বসিয়া।
৫ চৈম্‌কা = চমকিয়া।
৬ কন্যে = কর্ণে।
৭ ব্রেথা = ব্যথা।
৮ য্যান = যেন।
৯ চোক্কে = চক্ষুতে।
১০ দেহ = দেখ।

চরণ ধরি মা জননী আমার কথায় দেও মা কান।
(এই) বারতীথ্যের পানি আইনা ১ করামু তোমাক্ ২ চান ৩ ॥
হে-হে-হে ৩৮

বেবাক ৪ তীথ্য ঘুইরা আন্‌মু বার তীথ্যের পাক পানি।
সেই পানি মা ঢাইলা ৫ দিমু বানাইয়া পুষ্কুনী ॥
হে-হে-হে ৪০

বারতীথ্যের সেই জলে মা নিত্যি তুমি কইর্‌বা চান।
অন্ত্রিম ৬ কালে ভেস্তে ৭ যাবা ঠাণ্ডা হবো জান ৮ ॥
হে-হে-হে ৪২

এই তীথ্যে চান করিলে তইরা যাবো ত্মাশের লোক।
পুণ্যি কইরা ধৈন্ন ৯ হবো ভুইলবো ১০ মনের শোক ॥
হে-হে-হে ৪৪

পুতের কথা শুইন্যা কৈল আইচ্ছা আইচ্ছা ভালোই বাপ।
তোমার কথা বজায় থাইক বাপ ঘুচাও মনের তাপ ॥
হে-হে-হে ৪৬

এই কথা শুনিয়া রাজা রামচোন্দ্রকে ডাক দিল।
ভাইয়ের হস্ত ধইরা রাজা বুজাইয়া ১১ যে কৈল ॥
হে-হে-হে ৪৮

---

১ আইনা = আনিয়া। ২ তোমাক্ = তোমাকে।
৩ চান = স্নান। ৪ বেবাক = সমস্ত।
৫ ঢাইলা = ঢালিয়া। ৬ অন্ত্রিম = অন্তিম।
৭ ভেস্তে = বেহেস্তে, স্বর্গে। ৮ জান = জীবন, দেহ।
৯ ধৈন্ন = ধন্য। ১০ ভুইলবো = ভুলিব।
১১ বুজাইয়া = বুঝাইয়া।

পাঞ্জি খুইলা দিন পাইয়া [illegible]
তীথ্যে যাইয়া জল [illegible]রে ॥

হে-হে-হে ৫০

যাইতে যাইতে দেরীর কায্য থাইকবা তুমি রাজপাটে।
প্রেজাগোরে স্থকে রাইখ কোলঙ্ক য্যান না ঘটে ॥

হে-হে-হে ৫২

ভাইয়ের কথা শুইনা তহন[১] রামচোন্দ্র কয় কৈ[illegible] তা।
তোমাক ছাড়া যে ক্যাম্‌নে থাক্‌মু তা ভাইবা[২] বাচিনা ॥

হে-হে-হে ৫৪

হ্যাশ বিদাশে[৩] ঘুইর্‌বা তুমি কষ্টে যাইব দিন তোমার।
ঘরে বইয়া স্থকে খামু সেই দুঃখু আমার ॥

হে-হে-হে ৫৬

তহন ভগদত্ত বলছে ভাইরে দুঃখু কইর না।
এই না দেহ পয়দা করচে আমার সোনার মা ॥

হে-হে-হে ৫৮

সেইত মায়ের মোন বাসনা মিটাইবার যদি না পারি।
ধন বেসাতি বেবাক মিথ্যা দালান কোঠাবাড়ী ॥

হে-হে-হে ৬০

তাইত বলি রামচোন্দ্র ভাই মিষ্ট মুখে দেও বিদায়।
রাজ্য দেইখ প্রেজা লইয়া আর দেইখরে মায় ॥

হে-হে-হে ৬২

---

১ তহন=তখন। ২ ভাইবা=ভাবিয়া।
৩ হ্যাশ বিদাশে=দেশ-বিদেশে।

আর এ্যাক[১] কাম্য কইরোরে ভাই মানুষ জোন[২] দিয়া।
(এই) বাড়ীর ছাম্‌নে[৩] তৈয়র রাইখো পুস্কুনী কাটিয়া ॥

হে-হে-হে ৬৪

এই কথা বলিয়া রাজা তীথ্য কইর্‌বার যায় চইলা।
বাড়ীত বইয়া রামচোন্দ্র ভাই পুস্কুনী কাটিলা ॥

হে-হে-হে ৬৬

দুষ্টী প্রেজারে ক্ষেমা করে যত আইসে তার কাছে।
প্রেজাগোরে সুখে রাইখো ভাই যে বইলাছে ॥

হে-হে-হে ৬৮

সেই কথা মানিয়া চলে রামচোন্দ্র তার গুণের ভাই।
তূষ নিয়া নেয় খাজনা সাইরা[৪] গোটা ধানের ঠাঁই ॥

হে-হে-হে ৭০

প্রেজাগোরে তলপ দিলে প্যায়দাগোরে ডাইকা কয়।
হাইটা আইলে কষ্ট হবে পথে কত ভয় ॥

হে-হে-হে ৭২

হাত্যির[৫] পিস্টে আইনবা প্রেজা হয়না জানি কষ্ট তার।
মিস্ট কথায় আইনবা ডাইকা প্রেজা যে আমার ॥

হে-হে-হে ৭৪

হাত্যি নিয়া প্যায়দা চলে প্রেজার ঘরে ডাক দিয়া।
যত্ন কইরা তুইলা আনে হাত্যিতে বসাইয়া ॥

হে-হে-হে ৭৬

---

১ এ্যাক=এক। ২ জোন=জন।
৩ ছামনে=সাম্‌নে। ৪ সাইরা=শোধ করিয়া।
৫ হাত্যির=হস্তীর।

মিষ্ট কথা কইয়া বুঝায়ে তুষ্ট প্রেজার মোন গলে।
এই রকমে রামচোন্দ্র তার ভাইয়ের কথায় চলে॥

হে-হে-হে ৭৮

তীথ্য কইরা আইল রাজা মায়েরে কৈল সব কুশল।
পুষ্কুনীতে ঢাইলা দিল বারতীথ্যের জল॥

হে-হে-হে ৮০

সেই জলেতে রাজার মাও যে মোনের সুখে কৈল্ল চান।
ঘাটে বৈয়া সোনা রূপা গরু কৈল্ল দান॥

হে-হে-হে ৮২

বাওনেরা [১] খাইল লইল বস্ত্র কড়ি দান পাইল।
মোনের সুকে রাজার বাড়ী মজার ফলার খাইল॥

হে-হে-হে ৮৪

মায়র যে আশা পূন্ন [২] হৈল তীথ্য হৈল বাড়ীর ঘাটে।
রাজা আবার রাজ্য করে বৈসা রাজপাটে॥

হে-হে-হে ৮৬

প্রেজাগোরে ডাইকা বোলে মোনেত কোন দুঃখু নাই।
ক্যামন সুখে রাইখছে আমার রামচোন্দ্র ভাই॥

হে-হে-হে ৮৮

প্রেজারা কৈল রাজামশয় আর কমু [৩] সেই কথা।
দুঃখের কথা মোনে হৈলে মোনে পাই ব্যেথা॥

হে-হে-হে ৯০

১ বাওনেরা = ব্রাহ্মণেরা। ২ পূন্ন = পূর্ণ।
৩ কমু = কহিব।

রাজা হৈয়ে রামচোন্দ্রে যে নিচে ধানের তুষ তরি।
মাইয়া ছাওয়াল [1] কষ্টে পইরা কুড়াইচে যে খড়ি॥
হে-হে-হে ৯২

সেপাই দিয়া বাঁইধা পিঠে প্রেজাগো ধইরা নিছে।
আছ্রাইতে আছ্রাইতে হায়গো শরীলের হাড্ডি [2] ভাইঙ্গা দিছে॥
হে-হে-হে ৯৪

কথা শুইনা রামচোন্দ্র যে ব্রেথা পাইল নিজ মোনে।
নিরাবিলা [3] দাদার কাছে বৈল্ল কানে কানে॥
হে-হে-হে ৯৬

টাহা [4] কড়ি মাপ কইরাছি ক্ষ্যামা [5] দিচি [6] ক্ষ্যাতের [7] ধান।
হস্তীর পিষ্টে আন্‌চি প্রেজা বাড়াইচি যে মান॥
হে-হে-হে ৯৮

প্রেজাগোরে সাপ দিল যে দুঃখে পইড়া রামচোন্দ্র।
তোমাগোরে কপাল পুইড়বো ভাগ্য হবো মোন্দ॥
হে-হে-হে ১০০

ভাত বেগারে [8] মরবি তরা ঘরে থাইক পোনা বেড়া ছোন।
খাওয়ার দোস্তে [9] ঘুইরা মর্‌বি ভাইঙ্গা কাটাবোন [10]॥
হে-হে-হে ১০২

---

[1] মাইয়া ছাওয়াল=মেয়েছেলে।
[2] হাড্ডি=হাড়।
[3] নিরাবিলা=নিরিবিলি।
[4] টাহা=টাকা।
[5] ক্ষ্যামা=ক্ষমা।
[6] দিচি=দিয়াছি।
[7] ক্ষ্যাতের=ক্ষেতের।
[8] ভাত বেগারে=ভাতের অভাবে।
[9] দোস্তে=জন্য।
[10] কাটাবোন=কাঁটা বন।

(ওরে) সেই হইতে প্রেজার ঘরে ভাতের দুঃখু নাইগ্‌লো ভাই।
রাজার শাপে প্রেজাগো মুখে পইড়া গেল ছাই ॥

হে-হে-হে ১০৪

তার পোরে ভাই মোনে হইল শোন শোন সর্ব্বজন।
সূতানাড়ার দীঘির কথা বৈল্‌ব বিবোরণ [1] ॥

হে-হে-হে ১০৬

ভগদত্ত রাজার মাও যে দুই পুতেরে ডাইকা কয়।
মরণ কালে আমার মোনে আর এক বাঞ্ছা হয় ॥

হে-হে-হে ১০৮

পুণ্যি যদি কর বাবা প্রেয়াশ [2] কইরা বল্‌মু তা।
টাহার যদি মোনতা কর তা অইলে কমু না ॥

হে-হে-হে ১১০

রাজা কৈল ক্যান্‌গো মাতা টাকা কড়ির নাইক্কা ভয়।
তোমার নিগা [3] কৈরতে পারি রাজিত্যি খয় [4] ॥

হে-হে-হে ১১২

মাও কৈল বুইজা [5] দেইখ হ্যাসে [6] দিওনা ভোগা [7]।
কথা কৈয়া না কৈল্লে বাপ দোজকে [8] হবো জাগা ॥

হে-হে-হে ১১৪

ভগদত্ত কৈল মাগো পিরতিজ্ঞা [9] যে কইরা কই।
তোমার কথা না রাইখা মাও অন্য কাজ নাই ॥

হে-হে-হে ১১৬

---

১ বিবোরণ = বিবরণ।
২ প্রেয়াশ = প্রকাশ।
৩ নিগা = জন্য।
৪ খয় = ক্ষয়।
৫ বুইজা = বুঝিয়া।
৬ হ্যাসে = শেষে।
৭ ভোগা = ফাঁকি।
৮ দোজকে = নরকে।
৯ পিরতিজ্ঞা = প্রতিজ্ঞা।

তহন মাতা কৈল শোন্‌রে বাবা সূতা কাট্‌বি এক নড়া।
চর্‌কা গোণে তুইলা আইনা কাটিতে থুইচি ভইরা॥

হে-হে-হে ১১৮

সেই যে সূতার সোমান সোমান দেখি কাইটা দিবারে বাপ।
তেইসে বুঝি রাজার বেটা ঘুচাইলি মোনের তাপ॥

হে-হে-হে ১২০

এই কথা শুনিয়া রাজা শুনিয়া লইল নিজের হাতে।
মুন্সী গোরে হুকুম দিল নাও আমার সাতে॥

হে-হে-হে ১২২

কোনায় গাইল্লা একটা খোটা দীঘির যাগা ঠিক কইরা।
(ওরে) তারি মধ্যে বাইন্দলো রাজা সূতার মাথা ধইরা॥

হে-হে-হে ১২৪

ধীরে ধীরে সূতা ছাইড়া ভগদত্ত যায় চইলা।
সূতা ছাইড়্‌তেই নাইগলো রাজার দোণ্ড চাইরেক বেলা॥

হে-হে-হে ১২৬

মুন্সীরা কয় রাজামশয় কথা বইল্‌তে হয় যে ভয়।
এই দীঘি কাটিতে হৈলে রাজ্য হবো ক্ষয়॥

হে-হে-হে ১২৮

রাজা কৈল মায়ের হুকুম পিরতিজ্ঞা কইরাছি যা।
রাজিত্বি আর পরাণ গেলেও কৈরব আমি তা॥

হে-হে-হে ১৩০

জাঙ্গালে জাঙ্গালে আইল কোদাল লইয়া লোক যত।
মাটি চৈল্ল মাথায় চৈরা টুপরী শতে শত॥

হে-হে-হে ১৩২

জুয়ানে মারে মস্ত কোদাল কুইদা কাটে তার মাটি।
নিম্পি মারে ছোট কোদাল মুখেই মালশাটি ॥

হে-হে-হে ১৩৪

দীঘির কাছে আর এক জাগ'য় বাইজা আছাল পুটি পানি।
সেই পানিতে কোদাল ধোয় যে ন'ইগলে জিরানি ॥

হে-হে-হে ১৩৬

পিরতি জোনে এ্যাক কোপ মাটি তুইলা ফালায় পিরতি দিন।
কোদাল ধুইতে হৈয়া গেল এই রহমের [1] দিন।

হে-হে-হে ১৩৮

বড় কোদাইলা ছোট কোদাইলা নাম যে হৈল সেই কারোণ।
পয়সা ছাড়া দুই পুস্কুনা হৈল যে তখন ॥

হে-হে-হে ১৪০

সূতা নড়ার দাঘিরে ভাই দেইখ্‌তে হইল চোমৎকার।
এ্যাপার গোনে নজর চলেনা কচ্ছে যে ও'পার ॥

হে-হে-হে ১৪২

ফটিকের মত পানি জুটি তার মদ্ধে হেল গম্ভীরা।
মানুষ গরু পোক পাকালী পানি খায়া যায় ফিরা ॥

হে-হে-হে ১৪৪

কীর্ত্তি থুইয়া মইরা গেছে ভগদত্ত রাজার মাও।
(ওরে) দিনে দিনে জোঙ্গলা হৈল পায়না বাতাস বাও ॥

হে-হে-হে ১৪৬

রাজা গেছে প্রেজা গেছে গেছেরে ভাই ঠাট ঠমক।
উজাড় ভিটা পইরা রইছে এ্যাহন শিয়ালের বৈঠক ॥

হে-হে-হে ১৪৮

---

১ রহমের=রকমের।

গাড়া রইছে দালান কোঠা মালবেসাতি কত যে ভাই।
লোকে বলে বহুৎ মালের লেহা জোহা নাই॥
হে-হে-হে ১৫০

কত জোনে দেইখ্যাছেরে ভাই কত জোনে মাল নিছে।
আবার কত জোনে মাটি খুইন্তা জিহ্বা চট্‌কাইছে॥
হে-হে-হে ১৫২

বারতাথ্যের কবিতা ভাই সাঙ্গ হইল এইখানে।
এই কবিতার জন্ম হইল বারশ আশী সোনে॥
হে-হে-হে ২৫৪

বাস্তুইর্‌গার সজুবয়াতি ধূয়া বাইন্দা যে গান করে।
রহম কর দুনিয়ার মালিক আল্লা বলরে॥
হে-হে-হে। ২৫৬

সমাপ্ত

শব্দ-সূচি

অ

অছি মিঞা—১৪৯

অদেলা দাস—২৬৯

অমর সাগর দোয়াল—১৪৯

অলিয়র রহমান—৩৮, ৪০

আ

আইন-ই-আকবরী—১৪৩

আউল কাউল—১৩৫

আওরেঙ্গজেব—৪৯৭

আজিম—৫৫, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬

আম্মানর—৩০৩

আদিশূর—২৯৮, ২৯৯

আঁধা মকবুল—৫০০

আমোয়ারা—৭৭

আপ্তারাম—৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩৩০

আবুল ফজল—১৪৩

আমির—৭৭, ৭৮, ৮৯, ৮১, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৫, ১৩০, ১৩৭, ১৩৮

আয়না—১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৮, ২০০, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১৩, ২১৪, ২১৫

আয়রা—৫৫, ৫৬, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬

আয়ান—৪৮০

আশুতোষ চৌধুরী—৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৭৫, ৭৬, ১৬০, ২২১, ২২২, ৪৯৫

আসমান তারা শাড়ী—২০৩

আসদিয়া—২৯৭

আসাম—১৪৫

(কবি) আলোয়াল—৪৯৭

আড়াই চাঁদ—৮০

ই

ইসা চৌধুরী—৩০৫, ৪১৫, ৪১৮, ৪১৯, ৪২১, ৪২২, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৭

ইচ্ছামতী—১২৫

ইটগড়—১৬৬

ইশা খাঁ—৫১০

ইয়নস মিঞা—২৯৭, ২৯৮

ইয়াকুব আলি—২৯৭

ইয়াশিন আলি—৭৬

উ

উইচারলি—৩০০

উজ্জ্বল সদাগর—১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২১২

উজানি নগর—১০২, ১২১

উজির আলি—৭৭

উত্তরা—৪৪২

উলুছস—৪৯

এ

এজে খাঁ—২৯৮

ঐ

ঐরাবতী—১৫৫

ও

ওজু পাগলা—৩৮
ওমর বৈদ্য—৭৬
ওছুনা পদুনা—৫১০

ক

কঙ্ক—১৯০
কনষ্টাণ্টিনোপল্—৪৯৭
কমল খাঁ দোয়াল—১৪৯
কমল সদাগর—২২১, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৫,
২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩
কমল দাস—২৭০
কর্ণফুলী—৩৭, ৪২, ৭৭
করম ফুল—৫৫
কল্ডওয়েল—১৪৪
কত্তাইলের দত্ত—৫১০
কংস—৪৫১, ৪৫৩, ৪৬৬
কাউখালির পাক—৭৮, ১২৫
কাগজজার—১৫৯
কাঙ্গাল হরিনাথ—২১৯
কাছাল—৫৪, ১৫৯
কাজীর পাড়া—৭৭
কাঞ্চনমালা—১৩৫, ১৮২
কাড়ুলী—৭৭, ১১৭, ১২৬, ১৩৪, ১৩৭
কামরূপ—৫০৯
কালাধর—৮৪, ৮৫, ৯২, ১৩৫
কালাবারই—৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭
কালাযুগী—৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮
কাঁইচা—৪৪, ৪৭, ৬৮, ২২৩, ২২৭
কাঁইচনীর মা—১৫৭
কালীদহ—৪৫৮, ৪৫৯
কুকীজাতি—৩৭, ৫৪
কুকীমুড়ুং—১৫৪, ১৫৫
কুনকী—১৭৮
কুন্দনন্দিনী—২২০
কুটালা—৪৬৮, ৪৮১
কুমিল্লা—৪৯৬
কুর্শ্মাই—৪২, ৫৮, ৬১, ৬৩, ৬৪
কুরুঙ্গিয়া—১৮৬, ১৮৮, ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৫
কুড়া—৬৭
কুড়ালমুরা—৭৭
কৃষ্ণ—৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৭২, ৪৭৫,
৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮৪
কেনারাম—৪০
কৈলাসচন্দ্র সিংহ—৪৯৮, ৫০২
কৈলাসচন্দ্র সোম—২৬৯
কৈল্যাণ—১০৫
কোত্তোয়ালী—৩৮
ক্যামস্কাটকা—১৪৪

খ

খামি—৪৫
খামাং—১৬৯
খিরসা—১৫০
খুন্তাখালি—১৪৯, ১৭০
খেদা—১৪৮, ১৭৩, ১৭৪, ২১৮
খৈয়াপটী—১৩৫

গ

গয়াল—৩৭, ৪৪
গর্জ্জন—২৬০
গর্জ্জানিয়ার পাহাড়—১৪৯, ১৬১, ১৬৮, ১৭০
গল্লাক—৪৯
গল্লাক বেত—১৫৯
গাজীর গীত—৩৯
গাজীর পালা—৪০
গাবুরিয়া—২৮৬, ২৮৭, ২৮৮
গায়েন—১৮৬

গুজরা—৭৪

গুয়াধর—১৩৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২১৯

গুঁইয়া—১০

গোপাল—৪৫৬, ৪৬৯, ৪৭৬

গোপিনী কীর্ত্তন—৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮

গোবর্দ্ধন—২২১, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৫১, ২৬১, ২৬২, ২৬৩

গোবিন্দ মাণিক্য—১৪৬, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০০

গোলবদন—১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৯

গোলমামুদ—৩

গোলাপ—৩০২, ৩০৫, ৩১৫, ৩১৯, ৩২০, ৩২৪, ৩৩০, ৩৫৪, ৩৯২, ৩৯৩, ৪০৮, ৪০৯

গৌরপদ তরঙ্গিণী—৩

গৌরলধর—৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০২, ১২২, ১৩৪, ১৩৮

গৌরেশ্বর—১৪৫

গ্রাউজ—৪৪৮

ঘ

ঘাঘরার রাণী—৪৪৭

চ

চট্টগ্রাম—৩৭, ৭৩, ৭৪, ৮০, ১৪৫, ১৫৭, ২২৭, ৩১৩

চণ্ডীকাব্য—২২০

চণ্ডীদাস—৪, ২৬১, ২৭০

চন্দ্রকলা—৩৫৪, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯

চন্দ্রকুমার—২৬৯

চন্দ্রনাথ—৪১৭

চর চাকতাই—৩৮, ৫০০

চাউন্মার কূল—১৬৩

চাকমা জাতি—১৭, ১৮, ১৫৮

চাডেশ্বরী রাই—৩১৩

চার্লস্‌ ষ্টুয়ার্ট—৪৯৫, ৪৯৬

চাঁদবিনোদ—১৮৯

চাঁদ ভাণ্ডারী—৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩৬৭, ৩৬০, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৬, ৪০৮, ৪০৯, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৯, ৪২৩, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩২, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৫০

চাঁদের ভিটা—১৮৬, ১৯১, ২১০, ২১৪

চাঁদমনি— ১২৬, ২২৯ ২৩১, ২৩৭, ২৩৮, ২৪২, ২৪৭, ২৫২, ২৫৫, ২৫৯, ২৬০, ২৬৩, ২৬৪

চাঁদরায়—২৮৫

চাঁদ সদাগর—৮০, ১৮০

চিন্তাপুর—৪২, ৫৮, ৬৩

চিনার—৪৪

চুনতার পাহাড়—১৪৯

চেউয়া পরী—৩৮

চৈউয়া—৪৭

চৈকাল—১৭০, ১৭৪, ১৭৭

চৌধুরীর লড়াই—২৯৭, ২৯৮

ছ

ছত্র মাণিক্য—৪৯৫, ৫০১

ছত্রশাল—৪৭৭

ছমু নাথ—৪৪৬

ছমিরদ্দি—৩৭০, ৩৭২

ছয়ফল মুল্লুক—৪৯৭

ছাইমা দোয়াল—১৪৯

ছুয়ালী—২৩৬

ছৈমান খার—৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৫

জ

জমকুচি—৪৪

জমাদার—১৭৮

জটীলা—৪৬৯, ৪৭০, ৪৮০, ৪৮৩

জয়হরি—৪৪৫

জান মহম্মদ—৪২৩

জামালদি ফকির—১৩
জায়েদ পাথারী—১৬৯
জিয়ালনী—২২০
জুম্মা—৪৪, ১৫৮
জুম্মা চোম্মোয়া—৫৪
জুমিয়া—১৪৫
জেয়দ হোসেন—৭৫
জোয়ান শাহী—৫০৯

ট

টেনিসন—৯
টেণ্ডেল—২৩৬
টোনাবারুই—৭৮, ১২৫

ঠ

ঠেগার খাল—৪৬

ড

ডবল মুরিং—৭৭
ডালা শিকারী—১৪৬
ডাঃ টেলার—৫০৯
ডুলা হাজরা—১৪৯, ১৫৮

ত

তারিখী হামিদ—৭৯, ৮০
তেল দ্বীপ—৭৭
তেলাঙ্গা—৯০, ৯৩, ৯৪
ত্রিপুরা—১৭৫

থ

থমু ফালুম—১৪৮, ১৫৫
থামি—১৬৩

দ

দরাফ খাঁ—৩
দশভূজা—৩২
দহিনালী—৫১
দাম—৪৭২
দামোদর দেব—২২১
দুখিয়া—৪৪২, ৪৪৬
দুর্গাদাস—৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩৩৯, ৩৪৫, ৩৬৭, ৪০২, ৪০৩
দুর্ব্বলা দাসী—২১০
দুমছুম্যা পাড়া—৪২,৪৬
দেওগী দোয়াল—১৪৯
দেয়র—৫০
দেলাই সাবের—৩১১
দৈবকী—৪৫১
দোজক্—৫০
দৌলত—১৫

ধ

ধলাই দোয়াল—১৪৮
ধর্ম্মপুর—২৩১
ধোপার পাট—৪, ১০, ২৭০, ২৭১
ধোমরা—৩৮

ন

নইসরারাজ—৫১৫
নগেন্দ্রচন্দ্র দে—১০
নছিরাম—৩১৬, ৩১৭
নন্দ—৪৫৩, ৪৫৭, ৪৭৪, ৪৭৭, ৪৭৯
নন্দরাণী—৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৭৭
নয়াপাড়া—৭৪
নলুয়াছড়া—১৪৯, ১৫৮
নাগেয়া—৮৬
নাফ—৪৯৬
নাধম্—৪৬
নারাইন থল্যা—১৯১
নিচিন্তপুর—৪২
নিজাম ডাকাইত—৪০
নিতাই চাঁদ—২৭৬, ২৯৪, ৩৮৪

নিবারণচন্দ্র সূত্রধর—৩৯
নীলকৃষ্ণ রায়—১৪৯
নুর বিবি—৪৪০
নূর হায়দার চৌধুরী—৫১০
নৈদে (নদীয়া)—২২৩
নোয়াখালী—৭৩, ২৯৭, ৩০৬
নোয়াখালী গেজেটিয়ার—২৯৮

প

পটিয়া থানা—৩৯
পদ্মপুরাণ—৪৪২
পপোক্যাটি পেটেল—১৪৪
পরতালা শীকার—১৪৮
পর্ত্তুগীজ—৭৭, ৩০৪, ৪৪৪, ৪৯৬
পরিভাসু—৪৯৮, ৫০১, ৫০২
পাঙ্গালী—১৫৯, ১৭০, ১৭১
পালকাপ্য—১৪৩
পাহাড়তলি—৭৫
পীর গোরাচাঁদ—৩১২
পীর মাদার—১৯৪
পোসরা—৬৭
পোহানাপরী—১৪৮, ১৫৫

ফ

ফতে খা—৫১৩
'ফরা'—১৭৭
ফাঁসি শীকার—১৪৮
ফুলেশ্বরী—৩৭০, ৩৭৮
ফোরকান—১৩৪
ফৈত্যাবাদ—১২৬

ব

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৭৩
বছ মিঞা—৩১৩
বছনিয়া—২৯৭
বদর—৮৬, ১৩৬
বল্লাল সেন—২৯৯
বলাই—৪৬৮, ৪৭৩
বসুদেব—৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩
বাইবেল—৪৪৭
বাগোয়ান—৭৫
বাঘখালী—১৫১
বাঙ্গাল হালিষ্যা—১৪৯
বাঞ্ছারাম বারুই—৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬
বারতীর্থ—৫০৯, ৫১৩, ৫১৫, ৫১৬
বার্ণিয়ার—৪১৭, ৪৯৮, ৪৯৬
বারাণসী—৩২
বাবু খাঁ—৩০০
বাবু চাঁদ—৩৮৭, ৪১৮
বাবুপুর—৩০০, ৪১১
বাবুরাম—৩০০
বাসন্তী নগর—২২৩, ২৬১
বাসুই রাগার—৫১২
বিছমিল্লা—৪৩
বিজয়-বসন্ত—১১৯
বিদ্যাসুন্দর—২২০
বিভলা—১২২, ১২৩, ১২৯, ১৩০
বিশ্বম্ভর সুর—২৯৮, ২৯৯
বিশাখা—৪৬৩, ৪৬৭
বৃষভানু—৪৬৩, ৪৮৮
বেগমগঞ্জ—৩০০
বেলায়াত আলি—৬০০
বেহারীলাল রায়—৫১৩
বেহুলা—৮০, ৪৪২
বেহেস্ত—৩২
বৈষ্ণব পদাবলী—৪৪৬
বৈষ্ণব সাহিত্য—২২০
বৈরাতী—৫১
বোয়াল হালি থানা—৩৮
ব্রহ্মপুত্র—১৪৩
ব্রহ্মদেশ—১৪৫, ১৫৫

ভ

ভগদত্ত—৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১৬, ৫১৯, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫
ভারতচন্দ্র—২৯৭
ভীম কৈবর্ত্ত—৫১০
ভুলুয়া—৩১৩
ভেলুয়া—৭৩, ৭৪, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৯০, ৯৮, ১০৫, ১০৩, ১১০, ১১৩, ১১৫, ১১৮, ১২২, ১২৭, ১২৮, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯
ভেলু চৌধুরী—৪১৮, ৪২৪, ৪২৫, ৪৩৮
ভেরামনা—১১১, ১১৩, ১৮৩
ভোলা—৬৯, ৭৭, ৭৮, ১১৫, ১১৯, ১২৭, ১৩১, ১৩৮

ম

মইফুলা—২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩২, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৬৫
মকবুল মহম্মদ—৭৪, ১৪৯
মঘা—১৬৩, ৪৪৪
মঙ্গল সিং—৩০১, ৩৭৭, ৪২৪
মধুপুর—৫০৯
মনপবন—১২৬
মনসুর—৩৭, ৪০, ৪১, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৮, ৬১, ৬৩, ৬৬, ৬৮, ৭০
মনাই—৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৮
মনাই সদাগর—৩১১
মনিপুর—১৪৫
মণির—৬, ৯, ২৬
মনুদোয়াল—১৪৯
মনুর খাঁ—৫০৯
মনুহর—৯০
মনোমোহন সাধু—২৬৯
মনোরঞ্জন চৌধুরী—৩০৭
মনোহর খাঁ—৫১০
মনোহর গাজি—৩০৬
মন্থরা—২২০
মলুয়া—১৮৯, ৪৪৪
মহাম্মদ রাজা—৪৩৮
মহিষখালি—৭৭
মহুয়া—৪, ১০, ২৭০, ২৭১, ৪৮৫
মংলা—১৪৪, ১৬৪, ১৭৯
মাইজদিয়া—৩৬৩
মাইয়নীতে—৫৪
মাইয়নি—১৫৯
মাইয়নির মুখ—১৪৯
মাঞ্জুর মা—৪, ৬, ১৮, ৬২, ২৭, ২৯, ২২০, ২৭১
মাছিলি বদর—১১৫, ১১৭, ১২১
মাধব পাটনী—৪২৬, ৪২৭
মাণিক—৮২, ৮৫, ৯৩, ৯৪, ১৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫
মারকা—৪৪
মিথিলার রাজা—২৯৮
মিসেস্ হিমাঙ্গ—৪৪৭
মীর্জ্জা হোসেন—৩
মীরজুমলা—৪৯৫
মুছা বিবি—৩৪৮
মুনাপগাজী—৭৭, ১৩১, ১৩২, ১৩৩
মুন্সী মোহাম্মদী—৭৩
মুরঙ্গ জাতি—৩৭
মুরুদ—১৪৫
মুড়ার—৪৪
মুর্শিদাবাদের নবাব—৩৭
মেন্দি—২১২
মৈমনসিং গেজেটিয়ার—৫০৮
মৈশাল বন্ধু—৪

য

যশোদ—৪৫৩, ৪৬২, ৪৭১, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৪

র

রঙ্গমালা—২৯৮, ৩০২, ৩০৫, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩০, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ১৪৬, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৭৯, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪১০ ৪১১, ৪১৫

রত্নকা—১৪৬

রত্নমাণিক্য—১৪৮

রহিম বক্সী—২৯৮

রংমালা—১৩৫

রাগন্যা—১২৫

রাঙ্গুনিয়া—৪২, ৭৬

রাজকিশোর—৩৬৪

রাজগঞ্জের হাট—৩৩১

রাজচন্দ্র—২৯৮, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৬, ৩১৩, ৩১৪, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৪২, ৩৪৭, ৪৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০ ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৮, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৮, ৪০০, ৪০২, ৪০৭, ৪১০, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২২

রাজমালা—৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০১

রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩১৪, ৩২৮, ৩৬০, ৩৬১· ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮২, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪১০, ৪১২, ৪১৪, ৪১৮, ৪২০, ৪২১, ৪২৩, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৬

রাধা—৪৪৪, ৪৬৪, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫

রামগতি নর—৩০২, ৩০৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৭

রামচন্দ্র—৫১১, ৫১২, ৫১৬, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২

রামদেব—৪৫৩

রাম ভাণ্ডারী—৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৬, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৮১, ৩৯৩, ৩৯৭ ৪১৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪২১

রামধনা—৩৩২, ৪৩৩, ৪৩৫

রামায়ণ—২২০

রামামগ—৩০৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪১৫

রোসঙ্গা—১৫৯

রোহিণী—২২০, ৪৬২

ল

ললিতা—৪৬৩, ৪৬৪, ৫৬৭

লাম্বুর ঘাট—৭৫

লালপরী—৭

লীলা—১৯০

লুধাগাজী—৩৭,

লেউইন—৪৯৫

লেগুা ভেগুা—৪৪

লেণ্ডি—৪৯

লোহিত নদ—১৪৩

শ

শঙ্খ নদী—৭৭, ১২৪

শচিনা সোম—২৬৯

শাফলা—৮১, ৯৪, ১০৫, ১১৫, ১২১, ১৩৪, ১৩৮

শাকলর পুষ্পর—৬৭

শান্তিপুর—২২৩

শিলক্—৬৮

শিবার বাঁক—১৯৬

শীত বসন্ত—১১৯
শীতলা—১৩১
শুভলং—১৫৯
শ্যাম গায়ন—১৪৩, ১৪৪
শ্যাম—৩১৬, ৪১৭
শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী—৩০১, ৩০২, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩২৪, ৩২৮, ৪২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৩
শ্যামরায়—১০, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৭, ১৮৫, ১৮৭, ১৯১
শ্যামলসুন্দর—১৩৫
শ্রীদাম—৪৫৪, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৭২, ৪৭৭, ৪৭৮
শ্রীমাই—৭৮, ১২৪

স

সজুবয়তি—৫১২
সত্য সুধর্ম্ম—৪৯৭, ৫০১
সরেঙা—৫৪, ৫৬
সরস্বতী প্রেস—১৪৯
সহজিয়া—২৭০, ২৭১
সহালা—৮০
সাবিত্রী—১৮১
সাভার—৫১০
সায়ের—১৯৮
সারিন্দা—১২৬
সালথারা—৫৪
সাহসুজা—৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০১, ৫০২
সিন্ধুকী—৪৪৪
সীতা—১৮২
সুজা কাটগর—৪৯৬
সুদাম—৪৫৪, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৭২, ৪৭৭, ৪৭৮
সুবল—৪৭২
সুরঙ্গিণী—২২৪, ২২৬, ২২৮
সুলুপ—২৩২
সুতানড়া—৫১৬, ৫২৩, ৫২৫
সুনা—৪৪২, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮
সূর্য্যমণি—১২৫, ২২৬, ২২৯, ২৩১, ২৩৬, ২৩৮, ২৪২, ২৪৭, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০ ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫
সেকেন্দর গাইন—৩৮, ৩৯
সেখ মণির—৫
সৈদনগর—১২৫
সৈরপমালা—৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫
সৈয়দ জাফর খাঁ—৩
সোণাই—২২১, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৪, ২৪৫, ২৫১, ২৫২, ২৬১, ২৬৩, ৪৪৪
সোলেমান—৪৪৮
স্পেনিস আর্ম্মাডা—৫০০
ষ্টেটস্‌ম্যান—১৪৪

হ

হকচুর—১৩৫
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ডাঃ)—১৪৩
হরিশ্চন্দ্র—৫১০
হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ—১৪৩
হংসমাল—১৩৫
হাইদা গাঁও—৩৮
হাজরা—১৩৫
হাঁচুলি—৫২
হাজারী—৩৭
হাতি-খেদা—১৪৪, ১৫৩
হামিদুল্লা—৭৩, ৭৯
হার্ম্মাদ—৫০০
হাসেন—৭, ২২
হাঁইলা—৮০, ১৩৮
হীরা বিবি—৪৩৮, ৪৪০

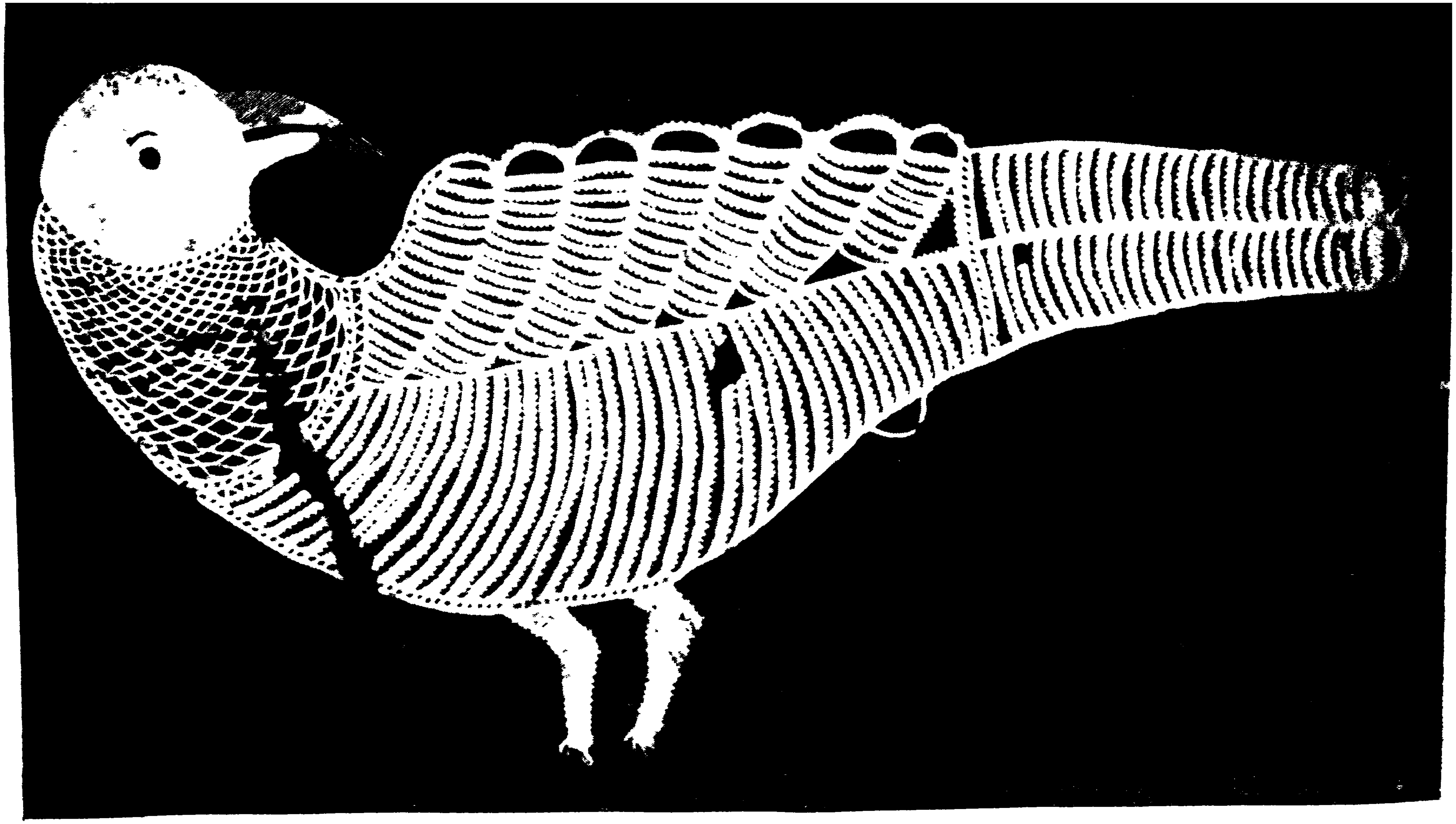

স্ত্রীলোকের শিল্প-নমুনা—১নং

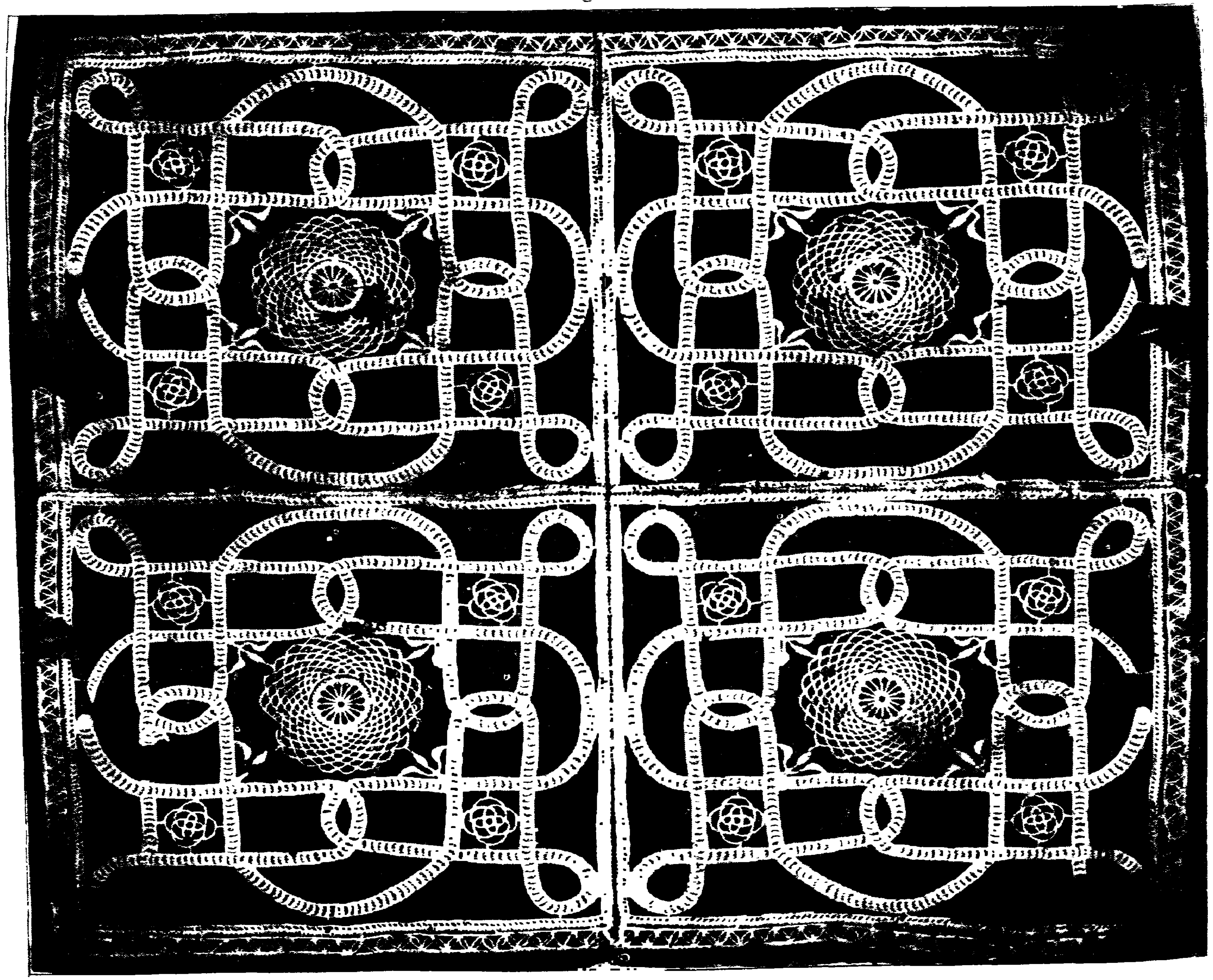

স্ত্রীলোকের শিল্প-নমুনা—২নং

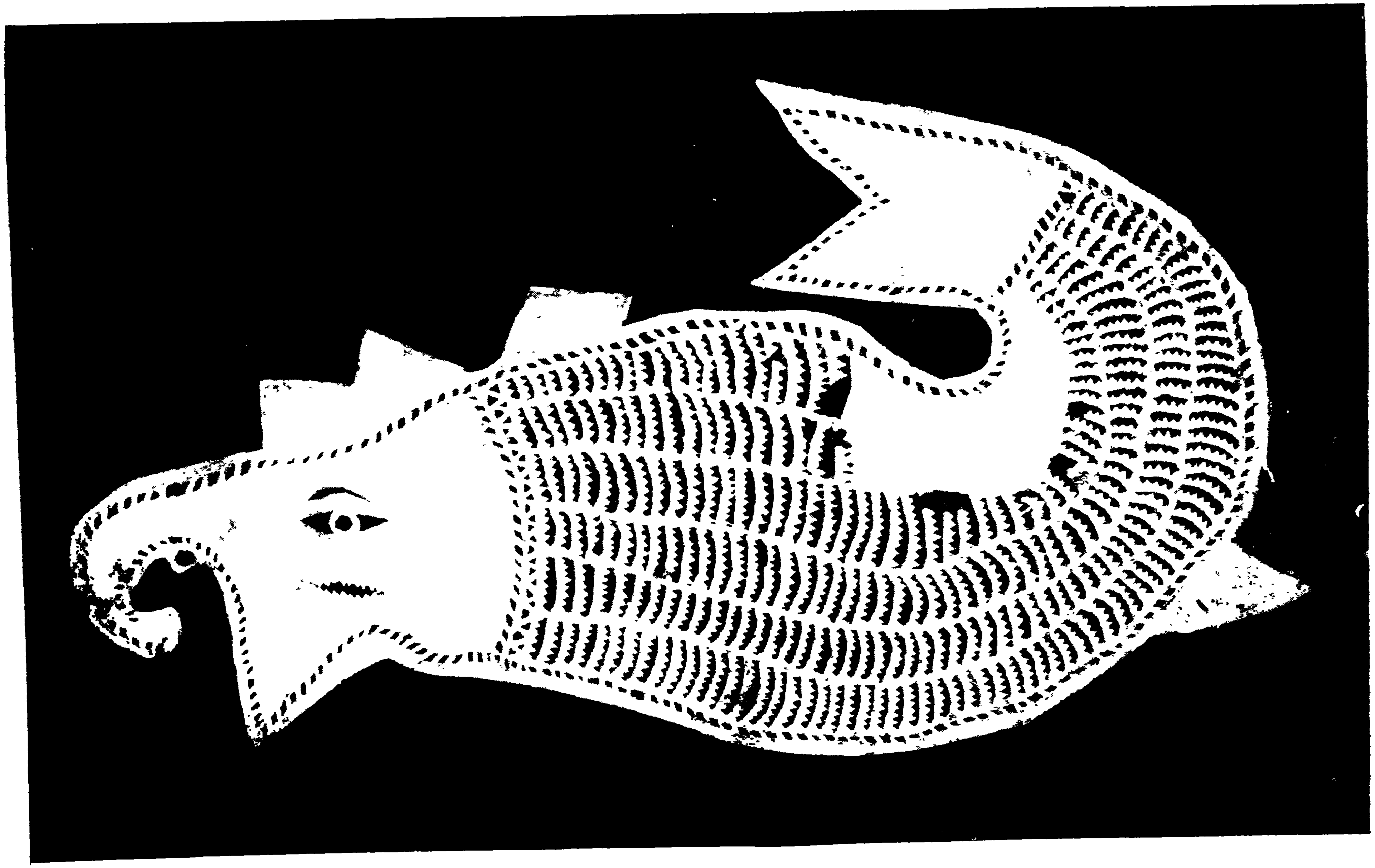

স্ত্রীলোকের শিল্প-নমুনা—৩নং

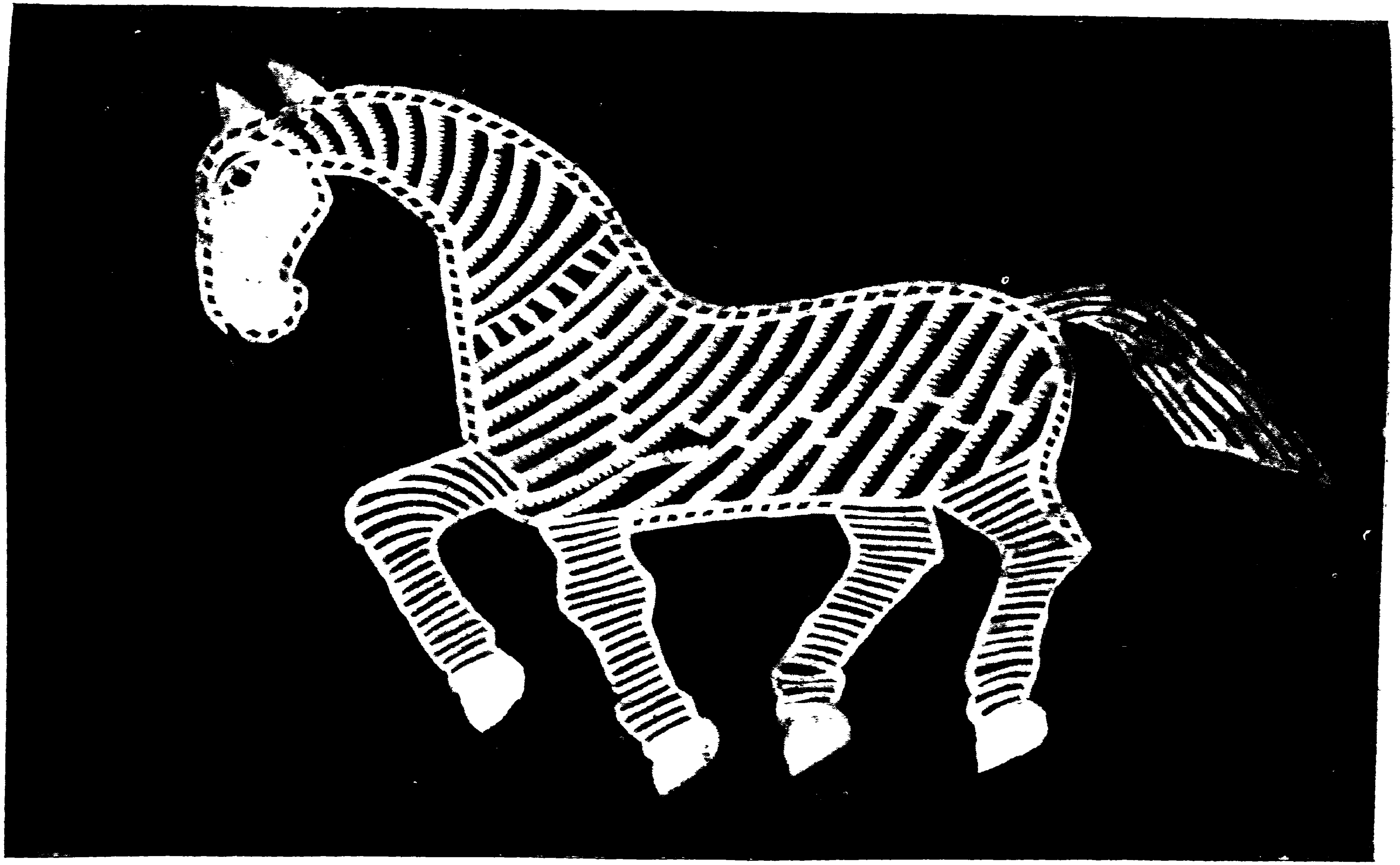

স্ত্রীলোকের শিল্প-নমুনা—৪নং

OPINIONS

HISTORY OF THE BENGALI LANGUAGE AND LITERATURE (IN ENGLISH)

BY

DR. DINESHCHANDRA SEN, D.LITT., RAI BAHADUR

PUBLISHED BY THE

CALCUTTA UNIVERSITY

Demy 8vo, pp. 1,067 with illustrations. Price Rs. 16.

Extract from a long review in the *Times Literary Supplement*, London, June 19, 1912—" In his narration as becomes one who is the soul of scholarly candour, he tells those, who can read him with sympathy and imagination more about the Hindu mind and its attitude towards life than we can gather from 50 volumes of impressions of travel by Europeans. Loti's picturesque accounts of the rites practised in the Travancore temples and even M. Chevrillon's synthesis of much browsing in Hindu Scriptures seem faint records by the side of this unassuming tale of Hindu Literature—Mr. Sen may well be proud of the lasting monument he has erected to the literature of the native Bengal."

From a long review in the *Athenaeum*, March 16, 1922—" Mr. Sen may justly congratulate himself on the fact that in the middle age he has done more for the history of his national language than any other writer of his own or indeed any time."

From a long review in *Spectator*, June 12, 1912.—" In its kind his book is a masterpiece—modest, learned thorough and sympathetic. Perhaps no other man living has the learning and happy industry for the task he has successfully accomplished."

From a review by Dr. Oldenburg in the *Frankfurter Zeitung*, December 3, 1911 (translated by the late Dr. Thibaut)—" The account of Chaitanya's influence on the poetical literature of Bengal contributes one of the most brilliant sections of the work."

From a review in the *Revue Critique*, January, 1915 (translated for the Bengalee)—" One cannot praise too highly the work of Mr. Sen. A profound and original erudition has been associated with a vivid imagination. The works which he analyses are brought back to life with the consciousness of the original authors, with the movement of the multitudes who patronised them and with the landscape which encircled them. The historian, though relying on his documents, has the temperament of an epic poet. He has likewise inherited the lyrical genius of his race. His enthusiastic sympathy vibrates through all his descriptions .... The appreciation of life so rare in our book-knowledge, runs throughout the work; one reads these thousand pages with a sustained interest; and one loses sight of the enormous labour which it presupposes; one easily slips into the treasure of information which it presents.

From a review in the *Pioneer*, May 5, 1912—" Mr. Sen is a typical student such as was common in Mediaeval Europe—a lover of learning for learning's sake.

He must be a poor judge of characters who can rise from a perusal of Mr. Sen's pages without a real respect and liking for the writer, for his sincerity, his industry, his enthusiasm in the cause of learning."

Sylvain Levi (Paris)—" I cannot give you praises enough—your work is a *Chintamani*—a *Ratnakara*. No book about India would I compare with yours. Never did I find such realistic sense of literature. Pundit and Peasant, Yogi and Raja, mix together in a Shakespearian way on the stage you have built up."

Barth (Paris)—" I can approach your book as a learner, not as a judge."

Vincent Smith—" A work of profound learning and high value."

F. H. Skrine—" Monumental work—I have been revelling in the book which taught me much of which I was ignorant."

E. V. Havell—" Most valuable book which every Anglo-Indian should read. I congratulate you most heartily on your very admirable English and perfect lucidity of style."

Emile Senart (Paris)—" I have gone through your book with lively interest and it appears to me to do the highest credit to your learning and method of working."

VANGA SAHITYA-PARICHAYA

OR

TYPICAL SELECTIONS FROM OLD BENGALI LITERATURE

BY

PROF. DINESHCHANDRA SEN, RAI BAHADUR, B.A., D.LITT.

2 vols. Royal 8vo, pp. 1,914, with an introduction in English running over 99 pages,

PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CALCUTTA

(With 10 coloured illustrations. Price Rs. 18)

From a review in the *Athenaeum*—" Here are the materials carefully arranged and annotated with a skill and learning such as probably no one else living can command."

Sir George Grierson—" Invaluable work... ..that I have yet read through its 1,900 pages I do not pretend, but what I have read has filled me with admiration for the industry and learning displayed. It is a worthy sequel to your monumental

History of Bengali literature, and of it we may safely say 'finis coronat opus.' How I wish that a similar work could be compiled for other Indian languages, specially for Hindi."

THE VAISNAVA LITERATURE OF MEDIÆVAL BENGAL

[Being lectures delivered as Reader to the University of Calcutta.]

BY

DR. DINESHCHANDRA SEN, D.LITT., RAI BAHADUR.

Demy 8vo, 257 pages with a preface

BY

J. D. ANDERSON, ESQ., I.C.S. (retired). Price Rs. 2.

Times Literary Supplement—" The Rai Sahib is filled with a most patriotic love of his nation and its literature and has done more than any contemporary countryman to widen our knowledge of them.

It is an authentic record of the religious emotion and thought of that wonderful land of Bengal which few of its Western rulers, we suspect, have rightly comprehended, not from any lack of friendly sympathy but simply from want of precisely what Mr. Sen better than any one living, better than Sir Rabindranath Tagore himself, can supply.

When all is said there remains the old indefinable charm which attaches to all that Dineshchandra Sen writes, whether in English or his native Bengali. In his book breathe a native candour and piety which somehow remind us of the classical writers familiar to our boyhood. In truth he is a belated contemporary of, say, Plutarch, and attacks his biographical task in much the same spirit."

J. D. Anderson, Esq., retired I.C.S., Professor, Cambridge University—" I propose to send with it, if circumstances leave me the courage to write it, a short preface (which I hope you will read with pleasure even if you do not think it worth publication), explaining why, in the judgment of a very old student of all your works, your book should be read not only in Calcutta, but in London and Paris, and Oxford and Cambridge. I have read it and am reading it with great delight and profit and very real sympathy.

Think how great must be the charm of your topic and your treatment when in this awful year of anxiety and sorrow, the reading of your delightful MS. has given me rest and refreshment in a time when every post, every knock at the door, may bring us sorrow."

THE FOLK LITERATURE OF BENGAL

BY

DR. DINESHCHANDRA SEN, D.LITT., RAI BAHADUR,

Calcutta University Press.

Times Literary Supplement, May 13, 1923—" What makes Mr. Sen's books so delightful to us in Europe is precisely this indefinable Hindu quality, specifically

Bengali rather than Indian, something that fits itself with exquisite aptness to what he knows of the scenery and climate of the Gangetic delta where Mr. Sen was born and where he has spent the whole time of his busy life as a student of his native literature."

From the *Revista Trimestrale di studi Filosofici e Religiosi* (translated from the original; Italian)—" This volume devoted to the popular tales of Bengal also constitutes a contribution of the first rank to such a subject. The tracing of the history of the Bengali Language and Literature in this University is one of the most well-deserved studies of Bengal. To it is due in fact the monumental and now classical History of the Bengali Language and Literature (1912)—in which so far as our studies go we value most the accurate estimate of the influence of Chaitanya on that literature—accompanied by the grand Bengali Anthology. Vanga Sahitya Parichaya, 1914, and then above all the pleasing and erudite researches on Vaishnab literature and the connected religious reform of Chaitanya.

A world wholly legendary is depicted with the homely tenderness in the most secluded locality of Bengal and half conceived in the Buddhistic epoch with delicate phantasy and fondness; the world in which Rabindranath Tagore ultimately attained his full growth is revived with every seduction of art in the luminous pages of this beautiful book. The author came in touch with this in his first days of youth when he was a village teacher in East Bengal and he now wishes to reveal it by gathering together the most secluded spirit and also the legends collected in four delicious volumes of D. R. Mozumdar yet to be translated."

BENGALI RAMAYANAS—D. C. SEN

From a review by Sir George Grierson in the *Journal of Royal Asiatic Society* —" This is the most valuable contribution to the literature on the Rāma-Saga which has appeared since Professor Jacobi's work on the Rāmāyana was published in 1893."

CHAITANYA AND HIS AGE—D. C. SEN.

F. W. Thomas (Library, Indian Office, London)—" You have gone on to finer developments and made your prose writing a real art, capable of refletcing not *only the general level of thinking, but also the subtleties of the idiosyncracy of particular writers.*

I have taken note of some eloquent passages in which your personal sentiment is in fact distinctly helpful to the reader by enabling him to realize the matter from the inside. And your book seems to me indispensable both for those who approach Chaitanya from the scholarly side and for those who wish to understand the mind and history of Bengal."

THE EASTERN BENGAL BALLADS—D. C. SEN.

From a review in the *Times Literary Supplement*, 7th August, 1924—" Probably no scholar alive in India to day has such a record as Dr. Dineshchandra Sen, a record of patient, enthusiastic pioneer research, whose results have been valuable and full of interest. *Fifty years* ago very little was known even by Bengalis of old Bengali literature, and if such ignorance no longer prevails to-day, it is largely because of one man who, in spite of poverty and obscure beginnings and ill-health, has toiled through many years to bring his own land's history and literature to light. His journeyings should become a legend and the Bengali imagination, centuries hence, should see one figure eternally traversing the Gangetic plain, now beaten upon by the fierce sun as he makes his way across the red deeply fissured fields of Vishnupur, now floating on the rain-swept rivers of East Bengal. He has coaxed a cautious peasantry into opening their store of traditions ....

And Dr. Sen throughout his long and successful career as discoverer, has never done his country greater service than by saving these stories that would have so soon faded out of the world."

The Oriental List (London)—" Great as Dr. Sen's other services to the cause of Bengali Literature have been, it is doubtful whether any of his previous work is a more valuable contribution to our knowledge of Bengali life and thought than this collection of Ballads, which but for his enterprise and the praiseworthy effort of his collaborator, would in all probability in the course of the next few years have been lost beyond, recovery."

From a review by Mr. F. E. Pargiter (I.C.S., retired) in the *Royal Asiatic Society's Journal*, October, 1924 –" The stories are charming, both happy and tragic and are told generally in simple language fresh with country scenes and feeling and illustrated with pretty sketches by a Bengali artist."

Romain Rolland—" I was specially delighted with the touching story of Madina which although only two centuries old is an antique beauty and a purity of sentiment which art has rendered faithfully without changing it. Chandravati is a very noble story and Mahua, Kanka and Lila are charming (to mention only those ones)."

Dr. Sylvain Levi—What shall I say of Dineshchandra Sen's Eastern Bengal Ballads. I must confess that I have a peculiar fondness for the man and for all his publications. He carries all his work however technical it may be, in such a rapture of enthusiasm! He has such a love for whatever is Bengali, and his mystical love is not afraid of the most minute technicalities. No living man has probably contributed more to make Bengal understood, realised, felt, enjoyed by the Western mind."

Sir George Grierson—" I may say that they have been long waited for and that they entirely fulfil the expectations aroused by the publication of the first volume. They throw important light on the history of Bengali literature and language, and contain much charming poetry that revives memories of my own happy days spent in India. Mr. Dineshchandra Sen's enthusiasm and scholarly treatment compel me to offer to him and to the Calcutta University my congratulations on the successful production of this valuable work."

William Rochenstein—" I plunged at once into your book and finished it only too quickly. It is of the greatest possible interest and full of beauty and of drama. Through every ballad moves that marvellous being—exalted, grave, shy and passionate, reserved and bold—and how nobly beautiful—the Indian Woman, she has remained unchanged through all the phases of Indian culture, religious and social. Her lover carved her in stone and marble at Barhut, Sanchi and Amaravati, painted her sinuous, radiant and bejewelled at Ajanta and Bagh and delighted to honour her in thousands of humble studios in Jammu, Jaipur, Delhi and Agra, Muslim as well as Hindu well into the 19th century.' I am interested to find some among your Bengali ballads date from the middle of last century. Indian Art is unique in having preserved a robust primitive spirit, throughout what in Europe were late and sophisticated periods; I notice the same quality in the late literary examples you give. No revival seems able to preserve the strength and directness of the true Indian tradition which is still alive in your latest ballads."

Francis H. Skrine—" The Professor has rendered eminent service to his country in rescuing the charming ballads of Eastern Bengal from oblivion. His labours indeed may well be compared with those of Sir Walter Scott and Joseph Ritson who did the same for the melodious songs of the Scottish Border."

E. F. Oaten, LL.B., M.A., O.P.I.—" To the Western critic stumbling by good fortune upon Dr. Sen's book, these ballads, straight from the unsophisticated people's heart, come fresh and stimulant as the breeze that revives the jaded traveller from Calcutta as he sits in steamer and ploughs across the monsoon gust of Eastern Bengal."

Lord Ronaldshay in his introduction emphasises "their importance as the seed from which Modern Bengali has sprung. They will also prove valuable as a source of historical information. But one cannot but dwell here on their intrinsic value as literature since it is to be hoped that Bengal will eventually value them most as such."

Jules Bloch—" My opinion of the work may be guessed beforehand from the eagerness with which I have for long followed Rai Dineshchandra Sen's admirable labours, happily supported by the help of the Calcutta University. He has revealed a great part of Bengal to itself and to the world."

AN APPRECIATION

BY

William D. Allen,

Columbia University, New York.

(From the Liberty, 24th November, 1929.)

To an American after three years in 'old' worlds it was like home-coming to read Dineshchandra Sen's translation of East Bengal Ballads. I was greatly surprised to find literary fruits of this ancient nation containing a freshness and boldness usually found only in regions where the age of pioneers is not too far in the past and where the creators of nations linger still in the folk's memory as in its blood.

In these Mymensingh ballads I found an instinct for original thinking, countless instances of individual Swaraj and a high value attached to deeds in contrast to passiveness...... .....all of which confirmed my conviction on reading history that India could never have reached such age unless bearing within it the roots of unweakening youth.

For an occidental to doubt the essential unity of East and West is impossible if he has the pictures and emotions awakened by these ballads in his mind. The same love of nature, the same desire for freedom, the same exaltation of the individual's right to live happily which we are proud to discover in our literatures we find in these songs by and for the simple peasants of Bengal.

Mahua and Kamala.

From Mahua the gypsy to Kamala the heiress this strong individuality persists. I felt that the contact with Nature needed to develop normal humans (and Bengal surely get an abundant share of it) was at the base of Mahua's capacity to cope with any crisis even with that of avenging the apparent murder of her husband. In her flight with her husband on her back, one suspects a symbol of dormant deep heroism in the Bengali folk.

And just as Mahua represents the normalcy of the Bengali growth within Nature so Kamala demonstrates the normalcy of a child's growth within the Hindu village. Often strolling in Bengal it has struck me to see children, boys and girls abandoning their games to sit a while by their father in his shop or office and listen hungrily to his discussions with cronies or clients. This is how Kamala, the wealthy official's daughter, a gay child in love with bracelets, flowers and mischief, came to be prepared to fight like a full-fledged lawyer for her family threatened with destruction by a false accuser. She gathers her evidence and pleads her case before imposing strangers with a legal logic which shows her mute share in the solving of problems brought before her father to have been an admirable method of education.

Longing for Personal Life.

Sometimes the hero or heroine of a Mymensingh ballad seems a fatalist in clinging to a course of action which persistently causes pain.

But at bottom the reason for this is truly not resignation but a longing for a personal life. For instance Malua whose husband is crushed by a ruler who desires her. Malua might by accepting her parents' prayer, escape from the cruel ruler's land thereby avoiding danger to herself and freeing her husband of responsibility for her. But she prefers to remain in the danger zone in abject poverty without even the joy of her husband's presence. Is this a lack of will ? Is it fidelity and passive love ? Is it not rather a great love coupled with a longing to follow the intense full life of the ego and instinctive insistence on the individual's swaraj ?

In others of these ballads so rich in surprises and in lessons for the understanding of the true India, I am struck by the exclamation of men. "I will go to strange lands " and of women, "I will fly with you to distant lands." For people rooted in the soil to include geographic space among the possible solutions of their problems may show a subconscious remembrance of ancient migrations and in any case shows an imagination and flexibility unexpected perhaps in a peasantry possessively in love with its birthplace.

Strength of Personality.

A striking impression gathered throughout the ballads is recalled to me by this capacity of the young to think of themselves as separate from their childhood environment. It is that love of village and elders and devotion to duties to society and parents are all strong factors but stronger yet is love of one's chosen mate and devotion to one's personal freedom. Much of the greatness of the chief characters in these ballads lies in their deciding their problems for themselves with a firm base of conventions and love of their childhood home to work up from towards a solution perhaps not bringing a maximum of peace or temporary pleasures into their lives but manifesting very fully their love of liberty. Even in 'Chandravati' whose theme is an exception to the above viewpoint in some respects the poet has expressed regret and even resentment that religion and tradition should have succeeded in separating the maiden from her repentant Jaychandra.

The Bengali Girls.

But resourcefulness and strength of personality are not the only characteristics of the Bengali girls in the Mymensingh ballads. The beauty of maidens and young wives is sung enthusiastically and with a sense of good taste rooted in nature. One girl-child 'shines like a bright stone in a dark house.' Kamala when angry is "a flower garden on fire." A girl goes to the pond to bathe and when at the water's edge the wind blew the veil from before her face," the bees left the water-lily for the lily of the shore " another maiden's cheeks " have the glow of a hundred Champak flowers."

More subtle and even more firmly true *to reality than such praises are the* songs telling the effect of young women's beauty on *others. When a child enters* her youth and becomes beautiful, the neighbours *with whom* she has passed her life suddenly discover her and exclaims, "From what place has this beautiful one come to our village?" Most delightful of all is the tale of how Kamala brought joy into the life of the aged cowherd who gave her shelter in her flight. The good old man firmly believes it is the Goddess of good fortune in person who has come to his hut. For the cows have suddenly begun giving more milk and, miracle of miracles, a buffalo long thought barren has given birth.........................
Modern Psychology and the herdsman's piety are strikingly in harmony; who in the twentieth century would say that a beautiful and helpful woman is not a Goddess of good fortune ?

Dineshchandra Sen's notes on the dates, environments and circumstances of the composing of these East Bengal ballads were indispensable to full appreciation of them as well as affording delightful reading for their own sake. Yet they served to convince me that such works of art in which art shines through an utter lack of affectation and through a tenacious hold on the natural and the true,—works sung joyfully by the unlettered to give joy to the unlettered,—are above questions of date, environment and circumstance.

His Excellency Lord Hardinge of Penshurt in his Convocation Address, dated the 16th March, 1912, as Chancellor of the Calcutta University—

" During the last four years also the University has from time to time appointed Readers on special subjects to foster investigations of important branches of learning amongst our advanced students. One of these Readers, Mr. Sen, has embodied his lectures on History of Bengali Language and Literature from the earliest times to the middle of the 19th century in a volume of considerable merit, which he is about to supplement by another original contribution to the history of one of the important vernaculars in this country. May I express the hope that this example will be followed elsewhere, and that critical schools may be established for the vernacular languages of India which have not as yet received the attention they deserve?"

His Excellency Lord Carmichael, Governor of Bengal. in his address on the occasion of his laying the Foundation Stone of the Rameshchandra Saraswat Bhawan, dated the 20th November, 1916—

" For long Rameshchandra Dutt's History of the Literature of Bengal was the only work of its kind available to the general reader. The results of further study, in this field, have been made available to us by the publication of the learned and luminous lectures of Rai Sahib Dineshchandra Sen. In the direction of the History of the language and literature Rai Sahib Dineshchandra Sen has created the necessary interest by his Typical Selections. It remains for the members of the Parishad to follow this lead and to carry on the work in the same spirit of patient accurate research."

His Excellency Lord Ronaldshay, Government House, Calcutta 25th June, 1924—

" I need hardly say that I have read, 'Chaitanya and his Age' with the utmost pleasure. It seems to me to give a vivid account of the time when there was a great flowering of the emotional temperament of Bengal due in large measure no doubt to a reaction against the frigid intellectualism of the monistic school of Vedanta Philosophers or as you call them Pantheists.

Your Chapter on Sahajia is extremely interesting and recalled with great vividness the talk which we had at Barrackpur on that subject. But until I read your recent volume, I had not realised that there were so many sects of Sahajias or that the cult was so widespread.

The Bengali language in its present form is a thing of recent growth. It has been fashioned gradually during the past one hundred years. Less than a century ago the Committee of Public Instruction with Macaulay at its head declared that the Vernacular language contained neither the literary nor the scientific information necessary for a liberal education. Nor was this all. For not only was the Bengali language of that day considered to be inadequate to the needs of the times but it was also looked down upon by cultured Bengalis themselves, and it is on record that a suggestion made by an Englishman, Mr. Adam, that some at least of the lectures to be delivered in the educational institutions which were then being establish-

ed might be given in Bengali was vetoed by the Indian members of his committee on the ground that anything said or written in the vernacular would be despised in consequence of the medium through which it was conveyed.

With these estimates of the Vernacular language of Bengal less than a hundred years ago contrast the description of it give recently by Mr. J. D. Anderson as one of the great expressive language of the world capable of being the vehicle of as great things as of any speech of men.

A language capable of undergoing so great a transformation in so short a time must surely have been sound at the roots. What of the seed which was garnered and cultivated by those gardeners in the philological field—Rajendralala Mitra, K. M. Banerjee, Ramkamal Sen, Isvarchandra Gupta, Bankimchandra Chatterjee, Dinabandhu Mitra, Askhaykumar Datta to mention but a few? It is a matter of common knowledge that such Vernacular literature as flourished at the beginning of the 19th century was in verse rather than in prose and was the possession of the masses rather than of the classes. A peculiar interest attaches therefore to any specimens of this literature which can now be collected. I have just read Rai Bahadur Dineshchandra Sen's translations of a ballad of Eastern Bengal entitled 'Mahua.' Here is a delightful specimen of the seed from which modern Bengali has sprung. It is charming in English; but from the point of view from which I have written above it is the language in which the ballad is sung that is of paramount interest and importance.

Mahua is but one of a large number of ballads now being translated and commented on with the untiring interest of the enthusiast and the skill of the expert scholar by Rai Bahadur Dineshchandra Sen. And it is obvious that in addition to the philological interest attaching to such a collection it must possess also a special interest in respect of its subject-matter. And here the Englishman unacquainted with the technique of the Bengali language can appreciate the ballads to the full in their English translation. For it is in such compositions that one finds sketched with an unconscious and for that reason perhaps an all the truer pen, intimate pictures of the life of a people. And since these ballads are believed to cover a period of roughly three hundred years from the 16th century onwards, they should throw much light surely upon the political history of Bengal. For it was during this period that Moslem influence was pushed eastwards, the Moslem capital transferred by Nawab Islamkhan from Rajmahal to Dacca and colonies of Moslem feudal barons planted out in the eastern districts. In short these ballads should prove a mine of wealth alike to the philologist and the historian and last but not least to the administrator who seek to penetrate the inner thought and feeling of the people."

Extracts from a letter addressed by His Excellency Lord Lytton, Governor of Bengal, to Maharaja Sir Prodyotkumar Tagore—

"It is clear from these publications (Eastern Bengal Ballads) that the line of research now being pursued by Dr. Sen is of great interest and importance. If as Dr. Sen states these poems range in date from the 16th to the 19th century they must obviously possess great literary and historical significance. A glance at the poems so far published shows that they throw much light on the social history of that part of Bengal, where they took their rise. Their importance as additional material for the history of the rise and development of modern Bengali needs no emphasis.

Dr. Sen asserts that he has evidence that a considerable volume of ballad-poetry still remains to be collected from the singers and other sources, not only in Mymensingh but also in other districts of Bengal. The financial difficulties of the University however make it impossible for Dr. Sen to arrange for a systematic research for these ballads on a reasonable scale. It is obvious that with one solitary worker in the field collecting the ballads progress must be slow. Dr. Sen has therefore appealed to me for financial assistance to enable him to prosecute these researches with additional agents and on a systematic plan. For this purpose a sum of Rs. 5,000 is required immediately while a larger amount still will be required to meet the cost of printing the ballads subsequently. A total sum of Rs. 15,000 would place the work

on a sound footing for some time, enabling Dr. Sen to carry out systematic researches on a wider scale, and subsequently to edit and publish the poems in a worthy manner.

After a life-time of devotion to his mother-tongue Dr. Sen assures us that nothing but the limited financial resources available to him prevents him from enriching the Bengali language by a large volume of hitherto unknown poems of a remarkable and important character. I am sure that the wealth and culture of Bengal will regard it as a pious and patriotic duty to assist Dr. Sen to complete what may prove to be the most remarkable of his many services to his mother-tongue, and they will regard it as a point of honour that the proposed extension of his work would be financed not from official sources but from the private generosity of those whose literature his researches are enriching As the sum is a comparatively small one, I do not think that a general appeal to the public is necessary or desirable. If the facts are brought to the notice of a limited number of gentlemen interested in the language, literature and history of Bengal I am sure they will readily provide the amount that is necessary for the prosecution of Dr. Sen's researches. I know that an interest in literature and the arts is traditional in your family, and that you personally appreciate the value and importance of Dr. Sen's work. I therefore feel that I can confidently appeal to you to undertake the duty of collecting the Rs. 15,000 required.''